শব্দার্থে
আল কুরআনুল মজীদ
৫ম খণ্ড
অনুবাদক
মতিউর রহমান খান

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত পবিত্র কোরআন মজীদের বেশ কয়েকটি সরল অনুবাদ ও তাফসীর প্রকাশিত হয়েছে। এসব অনুবাদ ও তাফসীরের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের মৌলিক শিক্ষা জানা অনেকাংশে সহজ হয়েছে। তবে যারা দ্বীনি মাদ্রাসায় প্রাথমিক পর্যায়ে অধ্যয়ন করেছেন অথবা ইংরেজী শিক্ষিত হওয়া সত্বেও দ্বীনের দা'য়ী হিসেবে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত পৌছে দিচ্ছেন তাদের জন্য সরাসরি আরবী শব্দ বুঝে পবিত্র কোরআনের ভাবার্থ অনুধাবন করার মত তর্জমার অভাব রয়েছে। এ দিকে লক্ষ্য রেখে আজ হতে প্রায় ১৫ বছর পূর্বে পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমার কাজ শুরু করি। প্রায় ১৪ বছরের মেহনতের পর মহান আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন এ কাজ সম্পূর্ন করার।

এ কাজে সব থেকে বেশী সহায়তা পেয়েছি আমার কর্মজীবনের শ্রদ্ধেয় সহকর্মী মোহাদ্দেস ও মোফাস্‌সেরগণের যারা আল-আজহার, দামেক, খার্তুম, পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করেছেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে যথাযোগ্য প্রতিফল দিন। যে সব তাফসীর ও তর্জমার সহযোগীতা নিয়েছি তার মধ্যে রয়েছেন মিশরের প্রখ্যাত মুফাস্‌সের মুফতী হাসানাইন মাখলুফের কালিমাতুল কোরআন, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে ইবনে কাসীর, সাফাওয়াতুত তাফসীর, মা'আরেফুল কোরআন, তাফসীরে আশরাফী, শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানীর তাফসীর ও তর্জমায়ে কুরআন। মূলতঃ পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমার মূল অবলম্বন তাঁর এই বিখ্যাত শাব্দিক তর্জমা। এছাড়া মক্কা শরীফের উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডঃ আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভীর Vocabulary of the Holy Quran, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মুহসীন খানের Interpretation of the meanings of the Noble Quran, (এতে তাবারী, ইবনে কাসীর ও আল কুরতুবীর সার সংক্ষেপ রয়েছে) ও অধ্যাপক ইউসুফ আলীর The Quran, Translation and Commentry এ তর্জমার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে কাজ করছে। তবে শাব্দিক তর্জমা দ্বারা অনেক সময় পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলোর বক্তব্য অনুধাবন সম্ভব নয়। তাই শব্দার্থের সাথে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রঃ) এর তর্জমায়ে কুরআন হতে সূরার নামকরণ, শানে নুযুল, বিষয়বস্তু, ভাবার্থ ও টিকা সংযোগ করেছি যাতে মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধা না হয়।

শব্দার্থ থেকে ভাবার্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন - (১) কোন কোন শব্দের এক জায়গায় এক অর্থ, অন্য জায়গায় অন্য অর্থ করা হয়েছে। স্থান ও প্রসঙ্গ ভেদে অর্থের এ বিভিন্নতা হতে পারে। অনেক সময় ঐ শব্দের আগে বা পরে কিছু সহকারী শব্দ আসার কারণেও এ পরিবর্তন আসতে পারে। (২) কোন কোন আরবী শব্দের নীচে আদৌ কোন বাংলা অর্থ নেই। অনেক সময় এ ধরনের শব্দ, বাক্য গঠনের পূর্বে ব্যবহার করা হয়, এর কোন পৃথক অর্থ থাকে না। পুরা বাক্যের উপরই এর অর্থ প্রকাশ পায়। (৩) যে সব ক্ষেত্রে দুইটি আরবী শব্দ মিলে একটি বাংলা শব্দ হয়েছে, সেখানে আরবী শব্দ দুটোর নীচে মাঝখানে বাংলা প্রতিশব্দটি সেট করা হয়েছে। (৪) কোন কোন শব্দের নীচে বা আগে-পরে বাংলা শব্দ দেওয়ার পর বন্ধনীর মধ্যে আরও কিছু শব্দ যোগ করা হয়েছে, যাতে অর্থটি আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। (৫) পবিত্র কোরআনে আখিরাতের বিশেষ ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে অতীত কাল ব্যবহার করা হয়েছে - এগুলো এমন, যেন ঘটনাটি ঘটেই গিয়েছে; এতে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এভাবে আখিরাতে, ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছু কিছু বিষয়ে পবিত্র কোরআনে ক্রিয়ার অতীত কাল ব্যবহার হলেও তর্জমায় ভবিষ্যত কাল (অর্থাৎ এমন ঘটবেই) ব্যবহার করা হয়েছে। মোট কথা হলো, পবিত্র কোরআনের অর্থ শিক্ষার ক্ষেত্রে শব্দার্থের সাথে মর্মার্থ অবশ্যই পড়তে হবে। এছাড়া সূরায় নামকরণ, শানে নুযুল, ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও বিষয়বস্তু পড়ার পর পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো অর্থসহ অধ্যয়ন করতে হবে। এভাবে কমপক্ষে দু'-তিন পারা বুঝে পড়তে পারলে অন্যান্য অংশের অর্থ অনুধাবন করা সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এর পরও গভীরভাবে কোরআন মজীদ অনুশীলনের জন্য কোন নির্ভরযোগ্য তাফসীরের সাহায্য নেয়া প্রয়োজন। তবে পবিত্র কোরআন অনুশীলনের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল বাস্তব ময়দানে দ্বীনের দাওয়াত পেশ ও নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করা। এভাবেই পবিত্র কোরআনের মর্মার্থ তার অনুশীলনকারীর সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

সর্বশেষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের কাছে সীমাহীন শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাকে এ কাজের তৌফিক দান করেছেন। এতে যা কিছু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হয়েছে তার জন্য তাঁরই কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর এ প্রচেষ্টাকে তিনি যেন আমার নাজাতের অসিলা বানান – এ দোয়াই করছি।

মতিউর রহমান খান
জেদ্দা

রবিউস সানি-১৪২১ হিঃ

জুলাই-২০০০

শ্রাবন-১৪০৭ বাং

সূচীপত্র

	সূরার নাম	পারা	পৃষ্ঠা নম্বার
১৯।	সূরা মারয়াম	১৬	৫
২০।	সূরা ত্বাহা	১৬	৩২
২১।	সূরা আল-আম্বিয়া	১৭	৭০
২২।	সূরা আল-হজ্জ	১৭	১০০
২৩।	সূরা আল-মু'মেনুন	১৮	১৩৩
২৪।	সূরা আন-নূর	১৮	১৬০
২৫।	সূরা আল-ফোরকান	১৮/১৯	২০৩

সূরা মারয়াম

নামকরণ

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ .....এই সূরার নাম এই আয়াতাংশটি হতে গ্রহণ করা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, এ সেই সূরা যাতে মরিয়মের উল্লেখ আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এই সূরাটি মুসলমানদের হাব্শায় হিজরত করার পূর্বে নাযিল হয়েছিল। নির্ভরযোগ্য হাদীসের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, ইসলামের এই মুহাজিরগণ যখন নাজ্জাশীর দরবারে আহুত হয়েছিলেন তখন হযরত জাফর ভরা দরবারে এই সূরাটি আদ্যপান্ত পাঠ করে শুনিয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক পটভূমি

ইতিহাসের যে অধ্যায়ে এই সূরাটি নাযিল হয়েছিল সূরা কাহাফ-এর ভূমিকা প্রসংগে আমরা তার কিছুটা বর্ণনা দিয়েছি। কিন্তু সেই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এ সূরাকে এবং এ সময়কার অনান্য সূরাকে বুঝবার জন্য যথেষ্ট নয়। এ কারণে আমরা এখানে তখনকার অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা দিতে চেষ্টা করবো।

কুরাইশ সর্দার ও নেতাগণ হাসি-ঠাট্টা, বিদ্রূপ, প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শন এবং মিথ্যা অভিযোগ-দোষারোপের প্রচারণা দ্বারা ইসলামী দাওয়াতওআন্দোলনকে দমন করতে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে অত্যাচার, উৎপীড়ন, মার-পিট এবং অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের হাতিয়ার ব্যবহার করতে শুরু করল। প্রত্যেক গোত্রের লোকেরা নিজেদের গোত্রের নও-মুসলিমদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলল। আর নানাভাবে নিপীড়িত করে, বন্দী করে, ক্ষুৎ-পিপাসায় কষ্ট দিয়ে - এমনকি শারীরিক নিগ্রহ ও নির্যাতন চালিয়ে তাদেরকে ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য করার চেষ্টা করল। এ পর্যায়ে বিশেষ ভাবে দরিদ্র সম্প্রদায় এবং যে সব ক্রীতদাস ও আজাদ ক্রীতদাস সম্প্রদায় কোরাইশদের অধীনতা পাশে আবদ্ধ ছিল তাদেরকে মর্মান্তিক ভাবে নিষ্পেষিত করা হত। বেলাল, আমের ইব্নে ফুহাইরা, উম্মে উবাইস, জিন্নিরাহ, আম্মার ইব্নে ইয়াসের এবং তাদের পিতা-মাতা ও অন্যদের অবস্থা ছিল সবচেয়ে বেশী খারাব। এই সব লোককে মেরে মেরে আধ-মরা করে দেওয়া হত, ক্ষুধায় কাতর অবস্থায় বেধে রাখা হত, মক্কার উত্তপ্ত বালুকা রাশির উপর মরুভূমির প্রখর রৌদ্রে শুইয়ে রাখা হত এবং বুকের উপর ভারী পাথর চাপিয়ে দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে মরণ জ্বালা দেয়া হত। শ্রমজীবীদের দিয়ে নানা কাজ করানো হত এবং তার মজুরী আদায় করার ক্ষেত্রে টাল-বাহানা করা হত। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত খাব্বাব-ইবনুল ইরত বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে তিনি বলেনঃ

"আমি মক্কায় কর্মকারের কাজ করতাম। আস ইব্নে ওয়ায়েল আমার দ্বারা কাজ করাল। পরে আমি যখন তার নিকট মজুরী আনতে গেলাম তখন সে বলল, "মুহাম্মদকে অমান্য ও অস্বীকার না করা পর্যন্ত তোকে মজুরী দেব না।"

অনুরূপভাবে যারা ব্যবসায় করত, তাদের গোটা কারবার বিনষ্ট করে ফেলার চেষ্টা করা হত। যারা সমাজে কোন না কোন ইজ্জত ও মান-মর্যাদার অধিকারী ছিল তাদেরকে নানা ভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হত। এ সময় কার অবস্থা বর্ণনা প্রসংগে হযরত খাব্বাব (রাঃ) বলেনঃ একদিন নবী করীম (সঃ) কা'বা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলামঃ "হে আল্লাহর রসূল, অত্যাচার ও যুলুমের তো এক শেষ হয়ে গেছে। আপনি কি আল্লাহর নিকট দোয়া করবেন না?" এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ-মন্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। তিনি বললেনঃ "তোমাদের পূর্বে যারা ঈমানদার লোক ছিল তাদের ওপর তো এ থেকেও কঠিনও দুঃসহ যুলুম অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাদের দেহের অস্থি-মজ্জার উপর লোহা নির্মিত চিরুনি চালানো হত। তাদের মাথার উপর দিয়ে করাত টানা হত। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও তারা দ্বীন ইসলাম ত্যাগ করতে প্রস্তুত হত না। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ তার কাজকে সম্পূর্ণ করবেনই। এমন কি, এমন এক সময়ও আসবে যখন একজন লোক 'সান্‌য়া' হতে হাজরামাউত পর্যন্ত নির্ভয়ে সফর করতে পারবে এবং তখন সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা বড় তাড়াহুড়া করছ।" (বুখারী)

এ অবস্থা যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল, তখন 'হাতীর বছরের' ৪৫ সনে (নবুয়্যত লাভের ৫মে বছর) নবী করীম (সঃ)-তাঁর সংগী-সাথীদের বললেনঃ

لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَإِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ وَهِيَ أَرْضُ صِدْقٍ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَرَجًا مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ ۝

-" তোমরা যদি হাবশায় (বর্তমান ইথিওপিয়া) চলে যাও তবে খুবই ভালো হয়। কেননা সেখানে এমন একজন বাদশাহ আছেন যার রাজত্বে কারও ওপর যুলুম করা হয় না। তা কাল্যাণের দেশ। যতদিনে আল্লাহ তোমাদের জন্য বর্তমান বিপদ হতে মুক্তি লাভের অপর কোন ব্যবস্থা না করে দেন ততদিন তোমারা সেখানেই অবস্থান করতে থাক।" এ কথা শুনে প্রথমে এগার জন পুরুষ ও চারজন মহিলা মুসলমান ইথিওপিয়ার পথে রওনা হয়ে যায়। কুরাইশের লোকেরা সমুদ্র তীর পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত শুয়াইবীয়ার সমুদ্র বন্দরে সময় মতই তারা পারের নৌকা পেয়ে গিয়েছিল। এ জন্য তারা গ্রেফতার হওয়া হতে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল। অতঃপর কয়েক মাসের মধ্যে আরও কিছু লোক হিজরত করে সেখানে যায়। এভাবে সেখানে ৮২ জন পুরুষ, ১১ জন মহিলা ও ৭ জন অ-কুরাইশী মুসলমান একত্রিত হয়। আর এদিকে মক্কায় নবী করীম (সঃ)-এর সঙ্গে রইলেন মাত্র ৪০ জন লোক।

এই হিজরতের কারণে মক্কার ঘরে ঘরে ক্রোন্দনের রোল পড়ে গেল। কেননা কুরাইশ বংশের কোন ঘর বা পরিবারই এমন ছিল না যার কোন না কোন সন্তান এই মুহাজিরদের মধ্যে শামিল ছিলনা। কারও পুত্র গেছে, কারও গেছে জামাতা, কারও কন্যা, কারও ভাই, আবার কারও ভগ্নী। আবু-জেহেলের ভাই সালমা ইব্‌নে হিমাশ, তার চাচাতো ভাই হিশাম ইবনে আবু হুযাঈফা ও আইয়াশ ইবনে আবী রাবীয়া এবং তাঁর চাচাতো বোন হযরত উম্মে সালমা, আবু সুফিয়ানের মেয়ে উম্মে হাবীবা, উৎবার পুত্র আর কলিজাভক্ষণকারিনী হিন্দার আপন ভাই আবু হুযাইফা, সুহাইল ইবনে আমরের মেয়ে সাহলা –এমনি ভাবে অন্যান্য কুরাইশ সরদার ও প্রখ্যাত ইসলাম-দুশমনদের কলিজার টুকরাগণ দ্বীন-ইসলামের জন্য নিজেদের ঘর-বাড়ী পরিত্যাগ করে বাইরে বের হয়ে পড়ল। এ কারণেই এ ঘটনার সরাসরি প্রভাব পড়েনি এমন কোনও ঘর ও পরিবারই তখন ছিল না। কেউ কেউ এ কারণে ইসলামের দুশমনীর ব্যাপারে অধিকতর কঠোর ও নির্মম হয়ে পড়েছিল। আবার অনেকের মনে তার প্রতিক্রিয়া এমন দেখা দিল যে, শেষ পর্যন্ত তারা মুসলমান না হয়ে থাকতেই পারল না। এ ঘটনাটি হযরত উমরের ইসলাম

বৈরীতার উপর প্রথম আঘাত হানল। তাঁরই এক নিকটাত্মীয়া হাশমার কন্যা লাইলা বর্ণনা করেনঃ "আমি হিযরতের জন্যে আমার জিনিস-পত্র বাধা-ছাদা করছিলাম। আমার স্বামী আমের ইবনে রবীয়া কোন কার্যোপলক্ষে ঘরের বাইরে গিয়েছিল। এরই মধ্যে উমর এসে উপস্থিত হল, আর দাড়িয়ে থেকে আমার ব্যস্ততা নীরবে লক্ষ্য করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর বলতে লাগলঃ 'আবদুল্লাহর মা! তোমরা কি চলে যাচ্ছ?' আমি বললাম ঃ হ্যাঁ আল্লাহর শপথ তোমরা আমাদেরকে অনেক যন্ত্রনাই দিয়েছ! আল্লাহর পৃথিবী অতীব প্রশস্ত, বিস্তীর্ণ। আমরা এখন এমন এক স্থানে চলে যাব যেখানে আল্লাহ আমাদেরকে পরম নিরাপত্তা ও নির্যাতন-মুক্ত অবস্থা দান করবেন"। এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে উমর এত নম্র ও কাতর হয়ে পড়ল যা আমি কখনই তাঁর মধ্যে ইতিপূর্বে দেখতে পাইনি। সে শুধু এতটুকু কথা বলে উঠে চলে গেল যে, আল্লাহ তোমাদের সহায় হোন।"

এই লোকদের হাবশায় চলে যাওয়ার পর কুরাইশ সমাজপতিগণ গভীরভাবে পরিস্থিতি বিবেচনা করতে বসে গেল। তারা সিদ্ধান্ত করল যে, আবু জেহেলের বৈপিত্রেয় ভাই আবদুল্লাহ ইবনে রবীয়া ও আমর ইবনে আসকে বহুমূল্য উপঢৌকনসহ আবিসিনিয়ায় পাঠানো হবে। তারা কোন না কোন রকমে সেখানকার বাদশাহ নাজ্জাশীকে এই মুহাজিরদেরকে দেশে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করবে। উম্মুল মু'মেনীন হযরত উম্মে সালমা (যিনি নিজে হাবশার মুহাজিরদের মধ্যে গণ্য ছিলেন)-এ ঘটনাটিকে খুবই বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ "কুরাইশ বংশের এ দু'জন ঝানু ও দক্ষ রাজনীতিবিদ আমাদের পিছনে পিছনে হাবশায় গিয়ে পৌছিল। প্রথমের তারা নাজ্জাশীর পারিষদবর্গের মধ্যে বিপুল ভাবে উপহার-উপঢৌকন বিতরণ করে এবং সকলকে মুহাজিরদের ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে নাজ্জাশীকে রাজী করার জন্যে মিলিত ভাবে চেষ্টা করতে বাধ্য করে। পরে প্রতিনিধিদ্বয় সারাসরি নাজ্জাশীর নিকট উপস্থিত হল এবং তাকে বিপুল পরিমাণ বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়ে বললঃ "আমাদের শহরের কতিপয় অর্বাচীন লোক পালিয়ে আপনার এই দেশে এস পৌছেছে। আমাদের সমাজপতিরা আমাদের দু'জনকে তাদের ফিরিয়ে দেবার জন্যে আপনার দরবারে দরখাস্ত পেশ করার জন্যে পাঠিয়েছেন। এই অবুঝ বালকেরা আমাদের দ্বীন ত্যাগ করেছে। কিন্তু আপনার দ্বীনও তারা কবুল করেনি। বরং তারা এক নতুন অভিনব দ্বীন বের করেছে।"

তাদের কথা শেষ হবার সংগে সংগে দরবারের চারদিক হতে সকলে বলে উঠল ঃ "এ লোকদেরকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেয়া উচিত। এদের কি দোষ তা তাদের জাতির লোকেরাই বেশী ও ভালোভাবে জানে, সে জন্যে আমাদের চিন্তা করার দরকার নেই। এদেরকে এখানে থাকতে দেয়া উচিত নয়।" কিন্তু নাজ্জাশী বিরক্ত হয়ে বললেনঃ "এভাবে তো আমি এই লোকদেরকে এদের হাতে সপে দিতে পারব না। যে সব লোক অপর দেশ ত্যাগ করে আমার দেশের ওপর ভরসা করে আশ্রয় নেবার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে আমি তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না। প্রথমে আমি এ লোকদের ডেকে তদন্ত করব, এ লোকেরা নিজেদের সম্পর্কে যা কিছু বলে তা কতখানি সত্য।" অতঃপর নাজ্জাশী রসূলে করীম (সঃ)-এর সাহাবীদেরকে নিজের দরবারে ডেকে পাঠান।

নাজ্জাশীর আহ্বান পেয়ে মুহাজির মুসলিমরা একত্রিত হন এবং পারস্পারিক পরামর্শ করে বাদশাহর নিকট কি বলা হবে তা ঠিক করেন। তাঁরা সর্বসম্মতি-ক্রমে সিদ্ধান্ত করলেন, নবী কারীম (সঃ) যে শিক্ষা তাদেরকে দিয়েছেন কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি না করে তাই তাঁর সামনে পেশ করবেন। নাজ্জাশী তাদেরকে এখানে থাকতে দেয় আর না দেয়, সে বিষয়ে কোনই চিন্তা করা চলবে না। তারা দরবারে পৌছিলে নাজ্জাশী সর্বপ্রথম প্রশ্ন করলেনঃ "তোমরা নিজেদের দেশের প্রচলিত দ্বীন ত্যাগও করলে আর আমার দ্বীনও কবুল করলে না, না দুনিয়ার অন্য কোন প্রচলিত দ্বীন কবুল করলে, এ তোমরা কি করলে? তোমাদের এই নতুন দ্বীন কি?" এর জবাবে মুহাজিরদের পক্ষ হতে হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব একটি উপস্থিত বক্তৃতা পেশ করেন। বক্তৃতায় তিনি প্রথমে আরবের

জাহেলিয়াত যুগের দ্বীনী, নৈতিক ও সামাজিক দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করেন। পরে নবী করীম (সঃ)-এর আগমণ বৃত্তান্ত উল্লেখ করে তাঁর দেওয়া শিক্ষার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করেন। নবী করীম (সঃ)-এর আনুগত্য স্বীকার করার কারণে লোকদের উপর কুরাইশরা যে সব অত্যাচার-যুলুম চালিয়েছে তারও বিবরণ পেশ করেন। শেষ পর্যায়ে তিনি অন্য দেশের পরিবর্তে এ দেশে আশ্রয় গ্রহণের কারণ বর্ণনা প্রসংগে বলেন যে, আমরা আপনার দেশে এ আশা নিয়ে এসেছি যে, আমাদের উপর কোনরূপ যুলুম করা হবে না। নাজ্জাশী এ ভাষণ শুনে বললেনঃ আল্লাহর নিকট হতে তোমাদের নবীর প্রতি যে কালাম নাজিল হয়েছে বলে তোমরা দাবী কর তার খানিকটা আমাকে শুনাও। হযরত জাফর সূরা মারয়ামের প্রাথমিক আয়াত সমূহ পাঠ করে শুনালেন। এ আয়াত সমূহে হযরত ইয়াহইয়া ও হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। নাজ্জাশী এ মনোযোগের সঙ্গে শুনেন। শুনতে শুনতে তিনি কাঁদতে আরম্ভ করেন। চোখের পানিতে তাঁর দাঁড়ি ভিজে গেল। হযরত জাফর যখন কোরআন পাঠ শেষ করলেন, তখন তিনি বললেনঃ "এ কালাম এবং হযরত ঈসার নিয়ে আসা কালাম যে একই মূল উৎস হতে উৎসারিত হয়েছে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদেরকে কিছুতেই এদের হাতে সপে দেব না।"

দ্বিতীয় দিন আমর ইবনে আস নাজ্জাশীকে বললঃ "মরিয়ম-পুত্র ঈসা সম্পর্কে এদের আকীদা কি, তা এদের ডেকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখুন। এরা তো তাঁর সম্পর্কে খুব বড় একটা কথা বলে।" নাজ্জাশী পুনরায় মুহাজিরদের ডেকে পাঠালেন। মুহাজিররা আমরের-এই নতুন ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরেছিলেন। তারা একত্রিত হয়ে আবার পরামর্শ করলেন যে, নাজ্জাশী হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা কি বলবে? খুবই জটিল অবস্থা দেখা দিয়েছিল। এ জন্যে সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও রসূলের সাহাবীরা ফয়সালা করলেনঃ যা হয় হবে, আমরা তো তাই বলব, যা আল্লাহ বলেছেন ও আল্লাহর রসূল শিক্ষা দিয়েছেন। পরে তারা দরবারে উপস্থিত হলে নাজ্জাশী যখন আমরের উত্থাপিত প্রশ্নটি তাদের সম্মুখে পেশ করলেন, তখন জাফর ইবনে আবু তালিব দাঁড়িয়ে অকুণ্ঠিত ভাষায় বললেনঃ

- "তিনি আল্লাহ বান্দাহ, তাঁর রসূল, তাঁর নিকট হতে আসা এক রুহ, একটি বাণী, আল্লাহ তাঁকে কুমারী কন্যা মরিয়মের গর্ভে প্রক্ষিপ্ত করেন।"

নাজ্জাশী এ কথা শুনে মাটি হতে এক তৃণ-খন্ড তুলে নিলেন। আর বললেনঃ "আল্লাহর শপথ, তুমি যা বলছ ঈসা (আঃ) তা থেকে এই তৃণ-খন্ডের চেয়ে বিন্দুমাত্র অধিক কিছু ছিলেন না।" অতঃপর নাজ্জাশী কুরাইশদের প্রেরিত সব হাদীয়া-তোহফা ফেরত দিয়ে বললেনঃ "আমি ঘুষ খাই না।" আর মুহাজিরদের বললেন "তোমরা নিশ্চিন্তে এখানে বসবাস কর।"

আলোচ্য বিষয়

এই ঐতিহাসিক পটভূমি সামনে রেখে এ সূরাটি সম্পর্কে আমরা যখনই বিবেচনা করি তখন সর্বপ্রথম আমাদের সামনে একথা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যে, মুসলমানরা এক মযলুম আশ্রয়প্রার্থী দল হিসেবে নিজেদের জন্মভূমি পরিত্যাগ করে অপর দেশে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এ অবস্থায়ও আল্লাহতা'আলা দ্বীনের ব্যাপারে কোনরূপ সমঝোতা বা দুর্বলতা প্রদর্শনের কোন শিক্ষাই দেননি। বরং বিদেশ যাত্রার সময় এ সূরাটিকে তাদের সংগের সম্বল করে দিলেন, যেন খৃষ্টানদের দেশে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল ও সঠিক ধারণা পেশ করতে পারেন এবং যেন তারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর "আল্লাহর পুত্র" হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করতে এবং এই ভুল আকীদার তীব্র প্রতিবাদ করতে পারেন।

সূরাটির প্রথম দুই রুকুতে হযরত ইয়াহ্ইয়া ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাহিনী শুনাবার পর তৃতীয় রুকুতে তদানীন্তন সময়ের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাহিনীও শুনানো হয়েছে। কেননা এরূপ অবস্থায়ই তিনি তাঁর পিতা, বংশ ও দেশবাসীর যুলুমে অতিষ্ঠ হয়ে স্বদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ কাহিনী বলে একদিকে মক্কার কাফেরদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, এখন হিজরতকারী মুসলমানরা ইবরাহীম (আঃ)-এর মত অবস্থার সম্মুখীন, আর তোমরা সেই যালেমদের ভূমিকা অবলম্বন করে আছ যারা তোমাদের পিতা ও অগ্রনেতা ইবরাহীম (আঃ)-কে তাঁর ঘরবাড়ী হতে বহিষ্কৃত করেছিল, এবং অন্যদিকে মুহাজিরদেরকে এ সু-সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) যেমন করে দেশ হতে বহিস্কৃত হয়েও ধ্বংস হয়ে যাননি- বরং আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়েছেন– তোমাদের পরিণামও ঠিক এমনিই কল্যাণময় হবে, তা তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

অতঃপর চুতর্থ রুকুতে অন্যান্য নবী-রসূলের উল্লেখ করা হয়েছে যা দ্বারা এ কথাই বলা উদ্দেশ্য যে, সমস্ত নবী-রসূল সেই দ্বীন-ই নিয়ে এসেছিলেন যা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নিয়ে এসেছেন। কিন্তু পূর্ববর্তী নবী-রসূলগণ চলে যাওয়ার পর তাঁদের উম্মতরা বিপথগামী হয়ে পড়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে সব দোষ-ক্রটি ও বিভ্রান্তি দেখতে পাওয়া যায়, তা সেই মূল বিভ্রান্তির-ই ফল।

সর্বশেষ দুই রুকুতে মক্কার কাফেরদের গুমরাহীর তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। আর উপসংহারে ইমানদার লোকদেরকে এ সুসংবাদ শুনানো হয়েছে যে, ইসলামের দুশমনদের সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তোমরাই হবে জনগণ–বরেন্য ও সর্বজন-মান্য।

آيَاتُهَا ٩٨ (١٩) سُورَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ رُكُوعَاتُهَا ٦

তার আয়াত (সংখ্যা) ৯৮ | সূরা (১৯) | মারয়াম | মক্কী | ৬ তার রুকূ (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নামে (শুরু করছি) | আল্লাহর | অশেষ দয়াবান | অতীব মেহেরবান

كٓهٰيٰعٓصٓ ① ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ② اِذْ

কাফ-হা-ইয়া-আইন-সা-দ | উল্লেখ (করা হচ্ছে) | অনুগ্রহের | তোমার রবের | তার বান্দা | যাকারিয়ার (প্রতি) | যখন

نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ③ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ

সে ডেকেছিল | তার রবকে | ডাক | নিভৃতে | সে বলেছিল | হে আমার রব | আমি নিশ্চয় (এ অবস্থায় যে) | দুর্বল হয়েছে | অস্থি (মজ্জা)

مِنِّىْ وَ اشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّ لَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ

আমার হতে | এবং | উজ্জ্বল (হয়েছে) | মাথা | বার্ধক্যের (চিহ্নে) | এবং | নাই | আমি হই | তোমাকে ডেকে

رَبِّ شَقِيًّا ④ وَ اِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَّرَآءِىْ وَ

হে আমার রব | ব্যর্থকাম | এবং | আমি নিশ্চয়ই | ভয় করছি | আমার আত্মীয়বর্গদের | আমার পরে | এবং

كَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ⑤

হয়েছে | আমার স্ত্রী | বন্ধ্যা | অতএব দান কর | আমাকে | থেকে | তোমার নিকট | এক উত্তরাধিকারী

يَّرِثُنِىْ وَ يَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ⑥

আমার উত্তরাধি-কারী হবে সে | ও | উত্তরাধিকারী হবে | বংশের | ইয়াকুবের | এবং | তাকে করো | হে আমার রব | পছন্দনীয়

রুকূ : ১

১. কাফ হা ইয়া আইন সা-দ।

২. উল্লেখ করা হচ্ছে সে রহমতের, যা তোমার আল্লাহ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি করেছিলেন।

৩. যখন সে তার রবকে চুপে চুপে ডেকেছিল।

৪. সে নিবেদন করলঃ "হে পরোয়ারদিগার! আমার অস্থি-মজ্জা পর্যন্ত গলে গেছে। আর মাথা বার্ধক্য-চিহ্নে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দোয়া করে কখনও ব্যর্থকাম হয়নি।

৫. আমার পরে আমার ভাই-বন্ধুদের দুষ্কৃতির ভয় রয়েছে আমার মনে। আর আমার স্ত্রী হচ্ছে বন্ধ্যা। তুমি তোমার বিশেষ অনুগ্রহে আমাকে এক উত্তরাধিকারী দান কর।

৬. যে আমার উত্তরাধিকারীও হবে, আর ইয়াকুব-বংশের মীরাস ও লাভ করবে। আর হে আল্লাহ! তাকে একজন পছন্দনীয় মানুষ বানাও।"

يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ۨ اسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ

আমরা করি নাই — ইয়াহইয়া — তারনাম (হবে) — একপুত্রের — তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি — নিশ্চয়ই আমরা — (বলাহল) যাকারিয়া হে

لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝٧ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ

পুত্র — আমার — হবে — কেমনকরে — হে আমার রব — সে বলল — (সম) নাম — ইতিপূর্বে (অন্যাকাউকে) — তার

وَّ كَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ

বার্ধক্যের — আমি উপনীত হয়েছি — নিশ্চয়ই — এবং — বন্ধ্যা — আমার স্ত্রী — হ'ল — যখন

عِتِيًّا ۝٨ قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَّ

এবং — সহজ — আমার উপর — তা — তোমার রব — বলেন — এরূপই (হবে) — তিনি বললেন — (চরম) শেষসীমায়

قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَكُ شَيْـًٔا ۝٩ قَالَ رَبِّ

হে আমার রব — সে বলল — (কোন) কিছুই — তুমি ছিলে — না — যখন — ইতিপূর্বে — তোমাকে আমি সৃষ্টিকরেছি — নিশ্চয়ই

اجْعَلْ لِّىْٓ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ

তিন — লোকদের (সাথে) — কথা বলতে পারবে — (এই) যে না — তোমার নিদর্শন — তিনি বললেন — কোন নিদর্শন — আমাকে — দাও

لَيَالٍ سَوِيًّا ۝١٠

(ক্রমাগত) সুস্থ অবস্থায় — রাতদিন

৭. (এর জবাবে বলা হলঃ) "হে যাকারিয়া! আমরা তোমাকে একটি পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। তার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া। আমরা এই নামের কোন মানুষ ইতিপূর্বে পয়দা করিনি"

৮. বললঃ "হে আল্লাহ! আমার ঘরে পুত্র-সন্তান হবে কি করে, যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, আর আমি বৃদ্ধ হয়ে শুকিয়ে গিয়েছি!"

৯. জবাব আসলঃ " এই রকমই হবে[১]। তোমার আল্লাহ বলেন, এ তো আমার পক্ষে অতি সামান্য ব্যাপার। এর পূর্বে আমি তোমাকেও তো পয়দা করেছি, যখন তুমি কিছুই ছিলে না।"

১০. যাকারিয়া বললঃ "হে আল্লাহ! আমার জন্য কোন নিদর্শন ঠিক করে দাও।" বললেনঃ "তোমার জন্য চিহ্ন এই যে, তুমি ক্রমাগত তিন দিন পর্যন্ত লোকদের সাথে কথা বলতে পারবে না।"

১। অর্থাৎ তোমার বার্ধক্য ও তোমার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব সত্ত্বেও তোমাদের সন্তান জন্মলাভ করবে।

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰۤى اِلَيْهِمْ اَنْ

অতঃপর সে বের হল | নিকট | তার(জাতির) লোকদের | থেকে | মেহরাব | সে অতঃপর ইংগিত করল | তাদের দিকে | যে

سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّ عَشِيًّا ⑪ يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ

তোমরা তসবীহ কর | সকালে | ও | সন্ধ্যায় | (বড় হলে তাকে বলা হল) হে ইয়াহইয়া | গ্রহণকর | কিতাবকে

بِقُوَّةٍ ؕ وَ اٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ⑫ وَّ حَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَ

দৃঢ়তাসহ | এবং | তাকে আমরা দিয়েছিলাম | বুদ্ধি জ্ঞান | বাল্যঅবস্থায় | এবং | হৃদয়ের কোমলতা | থেকে | আমাদের নিকট | এবং

زَكٰوةً ؕ وَ كَانَ تَقِيًّا ⑬ وَّ بَرًّۢا بِوَالِدَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ جَبَّارًا

পবিত্রতা | এবং | সেছিল | মুত্তাকী পরহেযগার | এবং | অনুগত | তার মা-বাপের কাছে | এবং | না | ছিল | উদ্ধত

عَصِيًّا ⑭ وَ سَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوْتُ وَ يَوْمَ

অবাধ্য | এবং | সালাম | তার উপর | যেদিন | পয়দাহয়েছে সে | ও | যেদিন | সে মরবে | এবং | যেদিন

يُبْعَثُ حَيًّا ⑮

তাকে উঠান হবে | জীবিত অবস্থায়

---

১১. অতঃপর সে মেহরাব হতে বের হয়ে তার জাতির লোকজনের নিকট আসল এবং সে ইংগিতে তাদেরকে বলল যে, তোমরা সকাল ও সন্ধ্যা তসবীহ কর।

১২. "হে ইয়াহ্ইয়া(আল্লাহর)কিতাবকে শক্ত করে ধারণ কর"[২]। আমরা তাকে বাল্যকাল হতেই 'হুকুম'[৩] দিয়ে ধন্য করেছি।

১৩. এবং নিজের নিকট হতে তাকে নম্র-মন ও পবিত্রতা দান করেছি। আর সে ছিল বড় পরহেযগার

১৪. এবং তার পিতা-মাতার অধিকার রক্ষাকারী ছিল। সে না ছিল অহংকারী-অত্যাচারী, আর না না-ফরমান।

১৫. তার প্রতি সালাম যে দিন সে পয়দা হয়েছে, যে দিন সে মরবে এবং যে দিন সে জীবিত হয়ে উত্থিত হবে।

---

২. মাঝখানের এ বিবরণ এখানে ত্যাগ করা হয়েছে যে আল্লাহতা'আলার এই ফরমান অনুযায়ী হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) পয়দা হয়েছিলেন এবং যুবক রূপে বেড়ে উঠেছিলেন।

৩. 'হুকুম' অর্থাৎ সিদ্ধান্ত নেয়ার শক্তি, ইজতেহাদের ক্ষমতা, দ্বীনের ব্যাপারে সঠিক বুঝ, বৈষয়িক বিষয়ে সঠিক অভিমত গ্রহণ করার যোগ্যতা এবং ব্যাপার-সমূহে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফয়সালা দেবার অধিকার।

রুকু ঃ ২

১৬. আর হে নবী! এই কিতাবে মারয়াম সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা বর্ণনা কর, যখন সে আপন লোকজন হতে আলাদা হয়ে পূর্বপ্রান্তে নিঃ-সম্পর্ক হয়ে রয়েছিল[৪]।

১৭. এবং পর্দা টানিয়ে তার পিছনে লুকিয়ে বসেছিল[৫]। এই অবস্থায় আমরা তার নিকট নিজের রুহকে (অর্থাৎ ফেরেশতাকে) পাঠালাম, আর সে তার সামনে এক পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকার ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করল।

১৮. মরিয়ম সহসা বলে উঠলঃ "তুমি যদি সত্যই কোন আল্লাহভীরু ব্যক্তি হয়ে থাক তবে আমি তোমা হতে রহমানের আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

১৯. সে বললঃ "আমি তো তোমার রবের প্রেরিত, আর এজন্য প্রেরিত হয়েছি যে, তোমাকে এক পূত পবিত্র পুত্র দান করব।"

৪. অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের পূর্ব দিকের অংশ।

৫. অর্থাৎ এতেকাফে বসে গিয়েছিলেন।

قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّ لَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ
সে বলল কেমনকরে হবে আমার পুত্র যখন আমাকে স্পর্শ করে নাই কোন মানুষ

وَّ لَمْ اَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾ قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ
এবং নই আমি চরিত্রহীনা (ফেরেশতা) বলল এরূপই (হবে) বলেছেন তোমার রব তা আমার উপর

هَيِّنٌ ۚ وَ لِنَجْعَلَهٗۤ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَ رَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَ كَانَ
সহজ এবং তা যেন আমরা করি একটি নিদর্শন লোকদের জন্যে ও রহমত আমাদের থেকে এবং হয়েছে

اَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾
বিষয় স্থিরীকৃত অতঃপর সে তাকে গর্ভধারণ করল অতঃপর সে পৃথক হয়েগেল তাসহ স্থানে দূরবর্তী

فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ
অতঃপর তাকে নিয়ে এল প্রসববেদনা কাছে কান্ডের খেজুরগাছের সে বলল হায় আমার আফসোস

مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَ كُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿٢٣﴾
আমি(যদি) মরে যেতাম পূর্বে এর এবং আমি হোতাম বিস্মৃত স্মৃতি বিলুপ্ত

২০. মরিয়ম বললঃ "আমার পুত্র হবে কেমন করে, যখন আমাকে কোন মানুষ স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। আর আমি কোন চরিত্রহীনা নারীও নই।"

২১. ফেরেশতা বললঃ "এভাবেই হবে[৬]। তোমার আল্লাহ বলেন যে, এরূপ করা আমার পক্ষে খুবই সহজ। আর আমরা এ করব এই উদ্দেশ্যে যে, এই পুত্রকে লোকদের জন্য একটি নিদর্শন বানাব[৭]। আর নিজের তরফ হতে এক রহমত বানাব। এই কাজ অবশ্যই হবে।"

২২. মরিয়মের গর্ভে এই সন্তানের ভ্রূণ সঞ্চার হল। আর সে এই গর্ভ বহন করে এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল।

২৩. পরে প্রসব-যন্ত্রনা তাকে একটি খেজুর গাছের নীচে পৌছে দিল। সে বলতে লাগল ঃ "হায়, আমি যদি এর পূর্বেই মরে যেতাম, আর আমার নাম-চিহ্ন পর্যন্তও অবশিষ্ট না থাকত[৮]।

৬. অর্থাৎ কোন পুরুষ তোমাকে স্পর্শ না করলেও তোমার গর্ভে সন্তান জন্মলাভ করবে।

৭. অর্থাৎ আমি এই শিশুকে এক জীবন্ত মো'জেজা (অলৌকিক ব্যাপার) স্বরূপ করতে চাই।

৮. যে ঘটনা ও পরিস্থিতিতে এ কথা বলা হয়েছে তা বিবেচনা করলে বোঝা যাবে হযরত মরিয়ম (আঃ) প্রসব যন্ত্রণার জন্যে একথা বলেননি, বরং এই চিন্তায় বলেছিলেন যে- 'পিতা ছাড়া এই যে শিশু পয়দা হয়েছে একে নিয়ে আমি কোথায় যাব!' এ কারণেই গর্ভাবস্থায় তিনি একাকী দূরবর্তী এক জায়গায় চলে গিয়েছিলেন, যদিও তাঁর জননী ও বংশের লোক মাতৃভূমিতেই অবস্থান করছিলেন।

فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ

অতঃপর ডেকে বলল (ফেরেশতা) | তাকে | হতে | তার পাদদেশ | যে না | তুমি চিন্তা করো | নিশ্চয়ই | সৃষ্টি করেছেন | তোমার রব | তোমার নিচে

سَرِيًّا ﴿٢٤﴾ وَهُزِّىْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا

একটি ঝর্ণা | এবং | তুমি নাড়াদাও | তোমার দিকে | কান্ডকে | খেজুর গাছের | ঝরে পড়বে | তোমার উপর | খেজুর

جَنِيًّا ﴿٢٥﴾ فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ

তাজা | সুতরাং খাও | ও | পানকর | এবং | জুড়াও | চোখকে | অতঃপর যদি | তুমি দেখ | মধ্য হতে

الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِىْٓ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ

মানুষের | কাউকে | তখন তুমি বল | আমি নিশ্চয়ই | মানতকরেছি | দয়াময়ের জন্যে | রোজা | অতএব না

اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾ فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ۗ قَالُوْا

কথাবলব আমি | আজ | কোন মানুষের সাথে | অতঃপর সে আসল | তাকে নিয়ে | তার সম্প্রদায়ের কাছে | তাকে বহণকরে | তারাবলল

يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾

হে মারয়াম | নিশ্চয়ই | এনেছ | কিছু | জঘন্য

২৪. ফেরেশতা এর পাদদেশ হতে তাকে ডেকে বললঃ "চিন্তা করো না, তোমার আল্লাহ তোমার নিয়ে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিয়েছেন।

২৫. আর তুমি এই গাছটির গোড়া ধরে নাড়া দাও, তোমার উপর তাজা-তাজা খেজুর টপ্ টপ্ করে ঝরে পড়বে।

২৬. তুমি তা খাও, পান কর; আর তোমার চোখ ঠান্ডা কর। এই সময় তুমি যদি কোন লোক দেখতে পাও, তবে তাকে বলঃ আমি রহমানের জন্য রোযার মানত মেনেছি। এই কারণে আমি আজ কারো সাথে কথা বলব না।"

২৭. অতঃপর সে তার সন্তানকে নিয়ে নিজ জাতির লোকদের নিকটে আসল। লোকেরা বলতে লাগলঃ "হে মরিয়ম, তুমি তো বড়ই পাপের কাজ করে বসেছ।

يَٰأُخْتَ	هَٰرُونَ	مَا	كَانَ	أَبُوكِ	امْرَأَ	سَوْءٍ
হে ভগ্নী	হারুনের	না	ছিলেন	তোমারবাপ	ব্যক্তি	অসৎ

وَ مَا	كَانَتْ	أُمُّكِ	بَغِيًّا ۝٢٨	فَأَشَارَتْ	إِلَيْهِ
আর না	ছিলেন	তোমার মা	(ব্যভিচারিনী) চরিত্রহীনা	তখন সে ইশারা করল	তারদিকে

قَالُوا	كَيْفَ	نُكَلِّمُ	مَنْ	كَانَ	فِي	الْمَهْدِ	صَبِيًّا ۝٢٩	قَالَ
তারা বলল	কেমনে	কথা বলব আমরা	যে	আছে	মধ্যে	দোলনার	ছোট্টশিশু	(শিশু ঈসা) বলল

إِنِّي	عَبْدُ	اللَّهِ	آتَانِيَ	الْكِتَابَ	وَ	جَعَلَنِي	نَبِيًّا ۝٣٠	وَ	جَعَلَنِي
নিশ্চয়ই আমি	বান্দা	আল্লাহর	আমাকে তিনি দিয়েছেন	কিতাব	এবং	আমাকে বানিয়েছেন	নবী	এবং	আমাকে করেছেন

مُبَارَكًا	أَيْنَ	مَا كُنْتُ	وَ	أَوْصَانِي	بِالصَّلَاةِ	وَ	الزَّكَاةِ
বরকতময়	যেখানে	আমি থাকি	এবং	আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন	নামাজের	ও	জাকাতের

مَا دُمْتُ	حَيًّا ۝٣١
আমি থাকি যতদিন পর্যন্ত	জীবিত অবস্থায়

২৮. হে হারুনের বোন[৯], তোমার পিতা তো কোন খারাব লোক ছিল না, তোমার মা-ও ছিল না কোন চরিত্রহীনা নারী।"

২৯. মারয়াম বাচ্চাটির দিকে ইশারা করল। লোকেরা বললঃ " আমরা এর সাথে কি কথা বলব, এ তো দোলনায় শায়িত একটি শিশু মাত্র"!

৩০. শিশুটি বলে উঠল "আমি আল্লাহর বান্দা[১০], তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন ও নবী বানিয়েছেন।

৩১. বরকতওয়ালা করেছেন- যেখানেই আমি থাকি না কেন। আর নামায ও যাকাত দেয়ার নিয়ম পালনের হুকুম করেছেন, যতদিন আমি জীবিত থাকব।

৯. অর্থাৎ হারুন বংশীয় কন্যা। আরবী বাগ্‌ধারাতে কোন গোত্রের কোন ব্যক্তিকে সেই গোত্রের ভাই বলে অভিহিত করা হয়। কওমের লোকদের এ কথার অর্থ হচ্ছেঃ আমাদের সব থেকে উচ্চ মযহাবী ঘরের মেয়ে হয়ে তুমি এ কি করে বসলে!

১০. এ ছিল সে নিদর্শন এর পূর্বে ২১তম আয়াতে যার উল্লেখ করা হয়েছে। নবজাত শিশু দোলনায় শায়িত অবস্থাতেই কথা বলতে শুরু করলো। এর দ্বারা সকলের কাছে একথা পরিষ্কার হ'য়ে গেলো যে- এ শিশু কোন পাপ-জাত শিশু হতে পারে না বরং এ আল্লাহতা'আলার প্রদর্শিত একটা অলৌকিক নিদর্শন। সূরা আলে-ইমরানের ৪৬নং আয়াত ও সূরা মায়েদার ১১০ নং আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে, যে হযরত ঈসা (আ:) দোলনায় কথা বলেছিলেন।

وَّ بَرًّا بِوَالِدَتِیْ وَ لَمْ یَجْعَلْنِیْ جَبَّارًا

এবং | হক আদাইকারী | আমার মায়ের | এবং | আমাকে করেন নাই | উদ্ধত

شَقِيًّا ﴿٣٢﴾ وَ السَّلٰمُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُّ وَ یَوْمَ اَمُوْتُ وَ

হতভাগা | এবং | শান্তি | আমার উপর | যেদিন | আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছি | ও | যেদিন | আমি মরব | ও

یَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا ﴿٣٣﴾ ذٰلِكَ عِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ

যেদিন | পুনরুত্থিতহব | জীবিত অবস্থায় | এই (হল) | ঈসা | পুত্র | মারয়ামের | কথা | চূড়ান্ত সত্য

الَّذِیْ فِیْهِ یَمْتَرُوْنَ ﴿٣٤﴾ مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ یَّتَّخِذَ مِنْ

যা (এমন যে) | সেক্ষেত্রে | তারাসন্দেহকরছে | নয় | আল্লাহর (কাজ) | যে | তিনি গ্রহণ করবেন | কোন

وَّلَدٍ

সন্তান

৩২. এবং আপন মায়ের হক আদায়কারী বানিয়েছেন[১১]। তিনি আমাকে স্বৈরাচারী ও খারাব চরিত্রের বানাননি।

৩৩. সালাম আমার প্রতি যখন আমি ভূমিষ্ট হয়েছি, যখন আমি মরব, আর যখন আমি পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব[১২]।"

৩৪. এই হল মরিয়ম-পুত্র ঈসা। আর তার সম্পর্কে এই হল চূড়ান্ত সত্য কথা- যে-বিষয়ে লোকেরা সন্দেহ পোষণ করে।

৩৫. আল্লাহ কাউকেও নিজের পুত্র বানাবার কাজ করেন না।

১১. মাতা-পিতার হক পালনকারী বলা হয়নি বরং শুধুমাত্র মাতার হক পালনকারী বলা হয়েছে। এর দ্বারাও এ কথা প্রমাণিত হয় যে হযরত ঈসা (আ:)-এর কোন পিতা ছিল না; এবং এর আরও একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে– কুরআন মজীদে সকল জায়গাতেই তাকে মরিয়ম পুত্র ঈসা বলা হয়েছে।

১২. এই অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন ক'রে আল্লাহতা'আলা সেই সময়ই বনী ইস্রাঈলের প্রতি তাঁর সতর্কীকরণের দায়িত্ব পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। তাই যখন যুবক হওয়ার পর হযরত ঈসা (আ:) নবুয়তের কাজ শুরু করলেন বনী ইস্রাঈল মাত্র তাঁকে অস্বীকারই করলো না বরং তাঁর প্রাণ নাশের চেষ্টায় রত হ'লো, এবং তাঁর সম্মানীয়া জননীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দিতেও যখন কুণ্ঠিত হ'লো না তখন আল্লাহতা'আলা তাদেরকে এরূপ শাস্তি দান করলেন যা তিনি অন্য কোন কওমকে দান করেননি।

سُبْحٰنَهٗ ؕ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ

তিনিপবিত্র যখন ফয়সালা করেন কোন বিষয়কে শুধুমাত্র তখন বলেন তাকে হও

فَيَكُوْنُ ﴿٣٥﴾ وَ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا

তখনই হয়েযায় এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাররব ও তোমাদেররব সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদতকর এটা

صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٣٦﴾ فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ

পথ সরল সঠিক মতভেদকরল অতঃপর দলগুলি তাদেরমাঝে সুতরাং দুর্ভোগ

لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٣٧﴾ اَسْمِعْ بِهِمْ وَ

(তাদের)জন্যে যারা অস্বীকার করেছে হতে সাক্ষাত দিনের কঠিন কত স্পষ্ট শুনবে তারা ও

اَبْصِرْ ۙ يَوْمَ يَاْتُوْنَنَا لٰكِنِ الظّٰلِمُوْنَ الْيَوْمَ فِىْ ضَلٰلٍ

(কত স্পষ্ট) দেখবে যেদিন আমাদের কাছে তারা আসবে কিন্তু যালেমরা আজ মধ্যে (রয়েছে) বিভ্রান্তির

مُّبِيْنٍ ﴿٣٨﴾

সুস্পষ্ট

তিনি পাক ও পবিত্র সত্তা। তিনি যখন কোন বিষয়ে ফয়সালা করে ফেলেন, তখন বলেনঃ হও, আর অমনি তা হয়ে যায়[১৩]।

৩৬. (আর ঈসা বলেছিলঃ) "আল্লাহ আমারও রব এবং তোমাদেরও রব। অতএব তোমরা তাঁরই বন্দেগী কর, এটা সরল- সঠিক পথ।"

৩৭. কিন্তু পরে বিভিন্ন দল পরস্পরে মতভেদ করতে লাগল। অতএব যারা কুফরী করল তাদের জন্য সেই সময়টি বড়ই ধ্বংসকর হবে যখন তারা এক বড় কঠিন দিন দেখতে পাবে।

৩৮. যখন তারা আমার সম্মুখে উপস্থিত হবে সেদিন তো তাদের কানও খুব শুনতে পাবে, তাদের চোখও খুব দেখতে থাকবে। কিন্তু আজ এই যালেমরা সুস্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে লিপ্ত রয়েছে।

১৩. ঈসায়ীদের প্রতি এ হচ্ছে আল্লাহতা'আলার 'এতেমামে হুজ্জত' (যুক্তি-প্রমাণ দানে সতর্কীকরণের দায়িত্ব পূর্ণকরন)। অলৌকিকভাবে কারুর জন্মলাভ করাটাই এ কথার প্রমাণ নয় যে তাকে খোদার পুত্ররূপে মা'আজাল্লাহ-(এ পাপ ধারণা থেকে আল্লাহ বাঁচান) গণ্য করতে হবে।

৩৯. হে নবী। এই অবস্থায় যখন এরা বে-খেয়াল হয়ে রয়েছে, ঈমান গ্রহণ করছে না, তাদেরকে সেই দিনের ভয় দেখাও যেদিন চূড়ান্ত ফয়সালা করা হবে এবং আফসোস-অনুতাপ করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না।

৪০. শেষ পর্যন্ত আমরাই যমীন ও তার সমস্ত জিনিষের উত্তরাধিকারী হব। এবং সব কিছু আমাদের দিকেই ফিরিয়ে আনা হবে।

রুকু ঃ ৩

৪১. আর এই কিতাবে ইবরাহীমের কাহিনী বর্ণনা কর। সে নিঃসন্দেহে একজন সত্যপন্থী মানুষ ও একজন নবী ছিল।

৪২. (এই লোকদেরকে খানিকটা সেই সময়কার ঘটনা স্মরণ করিয়ে দাও) যখন সে তার পিতাকে বলেছিলঃ "হে আব্বা, আপনি কেন সেই সব জিনিসের ইবাদত করেন যা না শুনতে পারে, না দেখতে পারে, আর না আপনার কোন কাজ সম্পাদন করে দিতে সক্ষম?

৪৩. হে আব্বা! আমার নিকট এমন এক ইল্‌ম, এসেছে যা আপনার নিকট আসেনি। আপনি আমাকে অনুসরণ করে চলুন, আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাব।

৪৪. আব্বা! আপনি শয়তানের বন্দেগী করবেন না। শয়তান তো রহমানের না-ফরমান।

৪৫. আব্বা ! আমার ভয় হচ্ছে, যেন আপনি রহমানের আযাবে নিমজ্জিত হয়ে না পড়েন আর শয়তানের সাথী হয়ে না বসেন।"

৪৬. পিতা বললঃ "ইবরাহীম! তুই কি আমার মা'বুদদের হাতে বিমুখ হয়ে গিয়েছিস? তুই যদি বিরত না হস তবে আমি তোকে পাথর নিক্ষেপ করে ধ্বংস করে দেব। তুই চিরদিনের তরে আমার নিকট হতে দূরে সরে যা।"

৪৭. ইবরাহীম বললঃ "আপনার উপর সালাম হোক! আমি আমার রবের নিকট দোয়া করি, তিনি যেন আপনাকে মাফ করে দেন! আমার রব আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল।

৪৮. আমি আপনাদেরকেও ছেড়ে যাচ্ছি, আর সেই সত্তাগুলিকেও যাদেরকে আপনারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ডেকে থাকেন। আমি তো আমার রবকেই ডাকব। আশাকরি, আমি আমার রবকে ডেকে ব্যর্থকাম হব না।"

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَ مَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ

অতঃপর যখন | তাদের থেকে পৃথক হল | এবং | যাদের | তারা ইবাদত করত | ছাড়া

اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحٰقَ وَ يَعْقُوبَ وَ كُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾

আল্লাহ | আমরা দান করলাম | তাকে | ইসহাককে | ও | ইয়াকুবকে | এবং | প্রত্যেককে | আমরা বানালাম | নবী

وَ وَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَ جَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ

এবং | আমরা দান করলাম | তাদেরকে | আমাদের রহমত | এবং | আমরা দিলাম | তাদেরকে | ভাষা

صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾ وَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوسٰى إِنَّهُ كَانَ

সত্যের ও সুখ্যাতির | সমুচ্চ | এবং | উল্লেখ কর (যা) | মধ্যে (বলা হচ্ছে) | (এই) কিতাবের | মুসা (সম্পর্কে) | সে নিশ্চয়ই | ছিল

مُخْلَصًا وَ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥١﴾

বিশুদ্ধচিত্ত | এবং | ছিল | রাসূল | নবী

৪৯. অতঃপর যখন সে সেই লোকদের ও সেই আল্লাহ ছাড়া মাবুদ-দের হতে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসম্পর্ক হয়ে গেল, তখন আমরা তাকে ইসহাক ও ইয়াকুবের মত সন্তান দান করলাম। আর প্রত্যেককে নবী বানালাম,

৫০. তাদেরকে স্বীয় রহমতে ধন্য করলাম এবং তাদেরকে সত্যিকার সুনাম-সুখ্যাতি দান করলাম।

৫১. এই কিতাবে আরও উল্লেখ কর মূসার। সে ছিল এক নিষ্ঠাপূর্ণ ও মনোনীত ব্যক্তি। আর নবী-রসূলও ছিল সে[১৪]।

১৪. 'রসূল'-এর অর্থ হচ্ছে- 'দূত', 'প্রেরিত' 'নবী'-এর অর্থে আভিধানিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারো কারো মতে নবীর অর্থ-সংবাদদাতা ও কারো কারো মতে নবীর অর্থ-উচ্চ মর্যাদা ও পদ সম্পন্ন। অতএব কোন ব্যক্তিকে রসূল-নবী বলার অর্থ উচ্চ মর্যাদা-সম্পন্ন পয়গম্বর অথবা আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে সংবাদদাতা পয়গম্বর। পবিত্র কুরআনে এ দুটি শব্দ সাধারণতঃ সম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু কোন কোন স্থানে 'রসূল ও 'নবী' এই দুই শব্দ এরূপভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যার দিয়ে বোঝা যায় যে এই দুই-এর মধ্যে পদমর্যাদা অথবা কাজের হিসেবে কোন পারিভাষিক পার্থক্য আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপঃ সূরা হজ্জের ৫২ নং আয়াতে বলা হয়েছে- "আমি তোমার পূর্বে কোন রসূল অথবা নবী প্রেরণ করিনি, কিন্তু.............." এই শব্দগুলি থেকে সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে 'রসূল' ও 'নবী' দুটি পরিভাষা- যাদের মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে অবশ্যই কোন পার্থক্য আছে। এই কারণেই তফসীরকারদের মধ্যে এই বিতর্কের

(বাকী অংশ অপর পাতায়)

রুকু ঃ ৪

৫২. আমরা তাকে তূর-এর ডান দিক হতে ডেকেছি এবং গোপন কথাবার্তা দ্বারা তাকে নৈকট্য দান করেছি।

৫৩. আর নিজের অনুগ্রহে তার ভাই হারুনকে নবী বানিয়ে তাকে (সাহায্যকারী হিসাবে) দিয়েছি।

৫৪. এই কিতাবে ইসমাঈলকেও স্মরণ কর। সে ছিল ওয়াদার সত্যতাবিধানকারী। আর নবী-রসূলও ছিল সে।

৫৫. সে তার ঘরের লোকদেরকে নামায ও যাকাতের হুকুম দিত। সর্বোপরি তার রবের নিকট এক পছন্দনীয় ব্যক্তি ছিল সে।

উদ্ভব হয়েছে যে, এই পার্থক্যের স্বরূপ কি? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অকাট্য-প্রমাণসহ কেউই 'রসূল' ও 'নবী'র পৃথক পৃথক স্বরূপ ও পদ মর্যাদা নির্দিষ্ট করতে পারেননি। এ সম্পর্কে যতটুকু কথা নিশ্চয়তা সহকারে বলা যেতে পারে তা হচ্ছে 'রসূল' শব্দটি 'নবী'র তুলনায় বিশিষ্ট। অর্থাৎ প্রত্যেক 'রসূল' 'নবী' কিন্তু প্রত্যেক 'নবী'ই 'রসূল' নন। অন্য কথায়ঃ পয়গম্বরদের মধ্যে সেই সব মহান উচ্চ মর্যাদা বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে রসূল বলা হয় যাদেরকে সাধারণ পয়গম্বরদের তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপদে অভিষিক্ত করা হয়েছিল। একটি হাদীস দ্বারাও একথা সমর্থিত হয়। রসূলুল্লাহকে (সঃ) রসূলের সংখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি তাদের সংখ্যা ৩১৩ বা ৩১৫ বলেছিলেন। কিন্তু তাকে নবীদের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাদের সংখ্যা একলাখ চব্বিশ হাজার বলেছিলেন।

৫৬. ইদ্রীসের কথাও উল্লেখ কর যা এই কিতাবে বলা হচ্ছে। সে এক সত্যপন্থী মানুষ এবং নবী ছিল।

৫৭. আর তাকে আমরা উচ্চতর স্থানে উন্নীত করেছিলাম।

৫৮. তারা সেই নবী-পয়গম্বর, যাদের প্রতি আল্লাহতা'আলা নেয়ামত দান করেছেন- আদমের সন্তানদের মধ্য হতে, আর তাদের বংশধর ছিল তারা, যাদেরকে আমরা নূহ-এর সাথে নৌকায় সওয়ার করেছিলাম। তারা ইবরাহীমের বংশ হতে, ইসরাঈলের বংশ হতে, আর তারা ছিল সেই লোকদের মধ্যে হতে যাদেরকে আমরা হেদায়াত দান করেছি আর সম্মানিত করেছি । এদের অবস্থা এই ছিল যে রহমানের আয়াত যখন তাদেরকে শুনানো হত তখন কাঁদতে কাঁদতে তারা সিজদায় পড়ে যেত। (সিজদা)

৫৯. পরন্তু তাদের পর সেই অযোগ্য অবাঞ্ছিত লোকেরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হল যারা নামাযকে বিনষ্ট করল, আর নফসের লালসা-বাসনার অনুসরণ করল। অতএব সেদিন নিকটেই যখন তারা গুমরাহীর পরিনামের সম্মুখীন হবে।

إِلَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ

কিন্তু | যারা | করেছে তওবা | ও | ঈমান এনেছে | ও | কাজ করেছে | নেক | অতঃপর ঐসব লোক | তারা প্রবেশ করবে

الْجَنَّةَ وَ لَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾ جَنّٰتِ عَدْنِ ۨالَّتِيْ وَعَدَ

জান্নাতে | এবং | না | যুলুম করা হবে | কিছুমাত্রও | জান্নাত | স্থায়ী | যার | ওয়াদা করেছেন

الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ ۭ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا ﴿٦١﴾ لَا

দয়াময় | তাঁর বান্দাদের কে | গোপনে | তিনি নিশ্চয়ই (এমন যে) | হল | তাঁর ওয়াদা | অবশ্যম্ভাবী | না

يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ۭ وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا

তারা শুনবে | তার মধ্যে | বেহুদা কথা | এ ব্যতীত | শান্তি | এবং | তাদের জন্যে থাকবে | তাদের রিযক | তার মধ্যে

بُكْرَةً وَّ عَشِيًّا ﴿٦٢﴾ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ

সকালে | ও | সন্ধ্যায় | এই | জান্নাত | যার | আমরা করব উত্তরাধিকারী | মধ্য হতে

عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾ وَ مَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ

আমাদের বান্দাদের | যে | হবে | মুত্তাকী | এবং (হে নবী) | না | আমরা অবতরণ করি | এ ব্যতীত | নির্দেশ ক্রমে | আপনার রবের

৬০. অবশ্য যে তওবা করবে, ঈমান আনবে ও নেক আমল অবলম্বন করবে তারা জান্নাতে দাখিল হবে এবং তাদের বিন্দুমাত্র অধিকার বিনষ্ট হবে না।

৬১. তাদের জন্য চিরস্থায়ী জান্নাত রয়েছে, রহমান তাঁর বান্দাদের সাথে গোপনে যার ওয়াদা করে রেখেছেন। আর এই ওয়াদা নিঃসন্দেহে পূর্ণ হবেই হবে।

৬২. সেখানে তারা কোন বেহুদা কথা শুনবে না। যা কিছু শুনবে ঠিকই শুনবে। আর তাদের রেযক তারা নিয়মিত সকাল-সন্ধ্যা লাভ করতে থাকবে।

৬৩. এই সেই জান্নাত যার উত্তরাধিকারী আমরা বানাব আমাদের বান্দাহদের মধ্য হতে সেই সব লোককে যারা পরহেজগার হয়ে রয়েছে।

৬৪. হে নবী, আমরা আপনার রবের হুকুম ব্যতীত অবতীর্ণ হই না[১৫]।

১৫। এখানে বক্তা হচ্ছে ফেরেশতা; যদিও কালাম আল্লাহতা'আলারই। অর্থাৎ ফেরেশতা রসূলে করীম (সঃ) কে বলছেন যে "আমরা নিজেদের ইচ্ছায় আসি না, আল্লাহতা'আলা যখন আমাদের প্রেরণ করেন তখনই মাত্র আমরা এসে থাকি"

لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَ مَا خَلْفَنَا وَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ ج

তাঁরই (মালিকানায়) যাকিছু (আছে) সামনে আমাদের ও যাকিছু (আছে) আমাদের পিছনে এবং যাকিছু (আছে) মাঝে এর

وَ مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ

এবং না হলেন আপনার রব (এমন যে) ভুলে যান রব আকাশমন্ডলীর ও পৃথিবীর এবং

مَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَ اصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ط هَلْ تَعْلَمُ

যাকিছু (আছে) উভয়ের মাঝে তারই সুতরাং ইবাদত করুন এবং ধৈর্যশীল থাকুক তাঁর ইবাদতের উপর কি জানেন আপনি (কাউকে)

لَهٗ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾ وَ يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ

তাঁর সমমান (সমগুণসম্পন্ন) এবং বলে মানুষ কি যখন আমি মরে যাব পরে অবশ্যই

اُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾ اَوَ لَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ

আমি হব পুনরুত্থিত জীবিত অবস্থায় কি না স্মরণ করে মানুষ যে আমরা সৃষ্টি করেছি আমরা তাকে

قَبْلُ وَ لَمْ يَكُ شَيْـًٔا ﴿٦٧﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ

ইতিপূর্বে যখন না সে ছিল কোন কিছুই শপথ সুতরাং তোমার রবের অবশ্যই সমবেত করব আমরা তাদের এবং

الشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾

শয়তানদেরকেও এরপর অবশ্যই উপস্থিত করবই আমরা তাদের চতুর্দিকে জাহান্নামের নতজানু অবস্থায়

যা কিছু আমাদের সামনে রয়েছে, যা কিছু পিছনে রয়েছে, আর যা কিছু তার মাঝখানে রয়েছে, সব জিনিসেরই মালিক তিনিই, আর আপনার রব কখনই ভুলে যান না। . .।

৬৫. তিনি রব আসমান-সমূহের, যমীনের, আর সেই সব জিনিসেরই যা আসমান ও যমীনের মাঝখানে রয়েছে। অতএব তোমরা তাঁরই বন্দেগী কর এবং তাঁরই বন্দেগীর উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাক। তোমাদের জানামতে তাঁর সমতুল্য কোন সত্তা আছে কি?

রুকূ : ৫

৬৬. মানুষ বলেঃ আমি যখন সত্যই মরে যাব, তখন কি আমাকে পুনর্জীবিত করে উত্থিত করা হবে?

৬৭. মানুষের কি একথা মনে পড়ে না যে, আমরা তাদেরকে প্রথম সৃষ্টি করেছি তখন যখন তারা কিছুই ছিল না?

৬৮. ....তোমার আল্লাহর শপথ, আমরা অবশ্যই এই সব লোককে এবং তাদের সাথে শয়তানগুলিকেও ঘিরে আনব। তার পর জাহান্নামের চতুষ্পার্শ্বে এনে তাদেরকে উপুড় করে ফেলে দেব।

৬৯. অতঃপর প্রত্যেক দল হতে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাছাই-ছাটাই করে নেব, যারা রহমানের বিরুদ্ধে অত্যাধিক বিদ্রোহী ও দূর্বীনিত হয়েছিল।

৭০. পরন্তু আমরা জানি, এদের মধ্যে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবার জন্য সবচেয়ে যোগ্য কারা।

৭১. তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে জাহান্নামের উপর উপস্থিত হবে না। এতো একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকৃত কথা। একে পুরা করা তোমার রবের দায়িত্ব।

৭২. সেই সঙ্গে আমরা সেই লোকদের রক্ষা করব যারা (দুনিয়ায়) মুত্তাকী জীবন-যাপন করেছে। আর যালেমদেরকে তাতেই নিক্ষিপ্ত অবস্থায় রেখে দেব।

৭৩. এই লোকদেরকে যখন আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ শুনানো হয়, তখন অমান্যকারীরা ঈমানদার লোকদেরকে বলেঃ

اَیُّ الْفَرِیْقَیْنِ خَیْرٌ مَّقَامًا وَّ اَحْسَنُ نَدِیًّا ﴿٧٣﴾

কোনটি — দুইদলের — উত্তম — মর্যাদায় — ও — শ্রেষ্ঠতর (জাগজমনপূর্ণ) — মজলিসে

وَ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا

এবং — কতই (না) — আমরা ধ্বংসেকরেছি — তাদেরপূর্বে — মানবগোষ্ঠিকে — তারা — (ছিল) উত্তম — সম্পদ (সাজ সরঞ্জামে)

وَّ رِءْیًا ﴿٧٤﴾ قُلْ مَنْ كَانَ فِی الضَّلٰلَةِ فَلْیَمْدُدْ لَهُ

এবং — (চাকচিক্যে) বাহ্যদৃষ্টিতে — বল — যে — হবে — মধ্যে — বিভ্রান্তির — সেক্ষেত্রে ঢিল দেবেন — তাকে

الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۚ حَتّٰۤی اِذَا رَاَوْا مَا یُوْعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ

দয়াময় — (অনেক) ঢিল দেয়া — শেষ পর্যন্ত — যখন — তারাদেখবে — যা — তাদের ওয়াদা করা হয়েছে — হয় — শাস্তি

وَ اِمَّا السَّاعَةَ ؕ فَسَیَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ

আর — না হয় — কিয়ামতের সময় — তখন — তারা জানবে — কে — সে — নিকৃষ্ট — অবস্থায় — ও

اَضْعَفُ جُنْدًا ﴿٧٥﴾

দুর্বলতর — দলবলে (সৈন্য সামন্তে)

"বল, আমাদের দুই দলের মধ্যে উত্তম মর্যাদায় কে রয়েছে এবং কার মজলিসসমূহ অধিক জাঁকজমক পূর্ণ[১৬]?

৭৪. অথচ তাদের পূর্বে আমরা এমন কত জাতিকেই না ধ্বংস করেছি, যারা এদের অপেক্ষাও অধিক সাজ-সরঞ্জামের অধিকারী ছিল এবং বাহ্যিক সৌন্দর্য ও চাকচিক্যে তাদের তুলনায় অনেক অগ্রসর ছিল।

৭৫. তাদেরকে বলঃ যে ব্যক্তি গুমরাহীতে নিমজ্জিত হয়, রহমান তাকে ঢিল দিয়ে থাকেন। এমন কি, শেষ পর্যন্ত এসব লোক যখন সেই জিনিসটি দেখে লয়, যার ওয়াদা তাদের নিকট করা হয়েছে তা- আল্লাহর আযাব হোক অথবা কিয়ামতের সময়- তখন তারা জানতে পারে, কার অবস্থা খারাব এবং কার দলবল দুর্বল।

১৬। মক্কার কাফেরদের যুক্তি ছিল তোমরা দেখে নাও, দুনিয়াতে কারা আল্লাহর ফযল ও তাঁর নেয়ামতসমূহ দ্বারা অনুগৃহীত হচ্ছে। কাদের ঘর-বাড়ী বেশী শানশওকতপূর্ণ কাদের জীবন-যাপনের মান বেশী উন্নত? কাদের মজলিশগুলি বেশী জমকালো? যদি এগুলি আমরা পেয়ে থাকি আর তোমরা মুসলমানরা যদি সেগুলি থেকে বঞ্চিত থাক তবে তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো এটা কি করে সম্ভব হতে পারে যে, আমরা মিথ্যার উপর থেকেও এরূপ আয়েশ-আরাম ও মজা লুটছি, আর তোমরা সত্য পথে থেকেও এরূপ দুর্দশায় জীবন কাটাচ্ছ?

৭৬. পক্ষান্তরে যে সব লোক সঠিক-নির্ভুল পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াতের পথে অধিক অগ্রগতি ও তরক্কী দান করেন। আর যে সমস্ত নেক্ কাজ সমূহ স্থায়ীরূপে থেকে যায় তোমার আল্লাহর নিকট কর্মফল ও পরিণতি হিসাবে তাই অতি উত্তম।

৭৭. অতঃপর তুমি কি দেখেছ সেই ব্যক্তিকে যে আমাদের আয়াতসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং বলে যে, আমাকে তো মাল-সম্পদ ও সন্তান-জনবলে ধন্য করা হতে থাকবেই।

৭৮. সে কি গায়েব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে? কিংবা সে রহমানের নিকট হতে কোন প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে?

৭৯. কক্ষণও নয়, সে যা বলে তা আমরা লিখে নেব এবং তার জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির মাত্রা আমরা আরো বৃদ্ধি করে দেব।

৮০. যে সাজ-সরঞ্জাম ও জন-বলের কথা এই লোক বলে তা সবই শেষ পর্যন্ত আমার নিকটই থেকে যাবে এবং সে একাকীই আমার নিকট হাজির হবে।

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا

এবং তারা গ্রহণ করেছে ছাড়া আল্লাহ ইলাহ (অন্য) তারা হয়যেন তাদের জন্যে সহায়ক (শক্তি) কক্ষণ না

سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾ أَلَمْ

তারা অস্বীকার করবে সম্পর্কে তাদের ইবাদত এবং তারাহবে তাদের প্রশ্নে (তাদের দাবীর) বিরোধী নাইকি

تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ

তুমি লক্ষ্য কর যে আমরা আমরা পাঠিয়েছি শয়তানদেরকে উপর কাফেরদের তাদের কে উদ্বুদ্ধ করে

أَزًّا ﴿٨٣﴾ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾ يَوْمَ

(বেশী বেশী) উদ্বুদ্ধ অতএব না তাড়াতাড়ি করো তাদের প্রশ্নে মূলতঃ গণনা করছি আমরা তাদেরকে (যথাযথ) গণনা সে দিন

نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ

সমবেতকরব আমরা মুত্তাকীদেরকে কাছে দয়াময়ের মেহমান হিসেবে এবং হাকাবো আমরা অপরাধীদেরকে দিকে

جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾

জাহান্নামের তৃষ্ণাতুর অবস্থায়

৮১. এই লোকেরা আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের কিছু রব বানিয়ে রেখেছে, যেন তারা এদের পৃষ্ঠ-পোষক ও সহায়ক শক্তি হতে পারে

৮২. না, কেউ পৃষ্ঠ-পোষক ও শক্তি-বর্ধক হবে না। তারা সবই এদের ইবাদতকে অস্বীকার করবে, আর উল্টো তারাই এদের বিরোধী হয়ে দাড়াবে।

রুকু ঃ ৬

৮৩. তুমি কি লক্ষ্য করছ না যে, আমরা এই সত্য-অমান্যকারী লোকদের উপর শয়তানগুলোকে লেলিয়ে দিয়েছি। যারা এদেরকে খুব বেশী বেশী করে (সত্য বিরোধীতায়) উদ্বুদ্ধ করছে?

৮৪. এখন এদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার জন্য অস্থির হয়ো না। আমরা এদের দিন গণনা করছি।

৮৫. সেদিন অবশ্যই আসবে যখন মুত্তাকী লোকদেরকে আমরা মেহমানদের মত রহমানের দরবারে উপস্থিত করব।

৮৬. আর পাপী অপরাধী লোকদেরকে পিপাসু জানোয়ারের মত জাহান্নামের দিকে তাড়ায়ে নিয়ে যাব।

لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ

না | তারা সক্ষম হবে | সুপারিশের | ব্যতীত | (সে) যে | গ্রহণ করেছে | নিকটহতে

الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾ وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾

দয়াময়ের | প্রতিশ্রুতি | এবং | তারাবলে | গ্রহণ করেছেন | দয়াময় | পুত্র

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا اِدًّا ﴿٨٩﴾ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ

নিশ্চয়ই | তোমরা এনেছ | কিছু (কথা) | বীভৎস বেহুদা | উপক্রম হয়েছে | আকাশমন্ডলী | বিদীর্ণ হওয়ার | তাথেকে | ও

تَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ

খন্ডবিখন্ড হবে | পৃথিবী | এবং | পতিত হবে | পাহাড় সমূহ | চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে | (একারণে) যে | দাবীকরছে | দয়াময়ের জন্যে

وَلَدًا ﴿٩١﴾ وَ مَا يَنْۢبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾ اِنْ كُلُّ

পুত্র | এবং | না | শোভাপায় | দয়াময়ের জন্যে | যে | তিনি গ্রহণ করবেন | পুত্র | নাই | (এমন) কেউ

مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اِلَّآ اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾

যা কিছু | মধ্যে আছে | আকাশমন্ডলীর | ও | পৃথিবীর | এ ব্যতীত যে | উপস্থিত হবে | দয়াময়ের কাছে | বান্দারূপে

৮৭. সেই সময় লোকেরা কোন সুপারিশ আনতে সক্ষম হবে না- তাদের ছাড়া যারা রহমানের দরবার হতে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে।

৮৮. তারা বলেঃ রহমান কাউকে পুত্র বানিয়েছে।

৮৯. এ অতি সাংঘাতিক বেহুদা কথা যা তোমরা রচনা করে নিয়েছ।

৯০. অসম্ভব নয় যে, আসমান ফেটে পড়বে, যমীন দীর্ণ হয়ে যাবে আর পাহাড়-পর্বত ধুলিস্মাৎ হবে-

৯১. এ কারণে যে, লোকেরা রহমানের সন্তান হওয়া দাবী করেছে।

৯২. কাউকে পুত্র বানিয়ে নেয়া রহমানের জন্য শোভনীয় নয়।

৯৩. যমীন ও আসমানের মাঝখানে যা কিছু আছে তা সবই তাঁর নিকট বান্দা হিসাবে উপস্থিত হবে।

لَقَدْ اَحْصٰىهُمْ وَ عَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَ كُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

নিশ্চয়ই | তিনি তাদের পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন গনি | তা | ও | গুনে রেখেছেন | তাদেরকে | গণনা করে | এবং | তাদের সকলে | তাঁরকাছে আসবে | দিনে | কিয়ামতের

فَرْدًا ﴿٩٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ

ব্যক্তি হিসেবে | নিশ্চয়ই | যারা | ঈমান এনেছে | ও | কাজকরেছে | সৎ | সৃষ্টি করবেন (মানুষের মনে) | তাদের জন্যে

الرَّحْمٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾ فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ

দয়াময় | ভালবাসা | এপ্রকৃতপক্ষে (হে-নবী) | তা আমরা সহজকরেছি | তোমার ভাষায় | তুমি যেন সুসংবাদ দাও | তাদিয়ে | মুত্তাকীদেরকে

وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا ﴿٩٧﴾ وَ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ ط

আর | তুমি কর সতর্ক | তাদিয়ে | লোকদেরকে | (যারা) বিতন্ডাপ্রবণ ও জেদী | এবং | কতই (না) | আমরা ধ্বংস করেছি | তাদেরপূর্বে | হতে | মানবগোষ্ঠি

هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾

কি | অনুভবকর (কোন চিহ্ন) | তাদের মধ্যহতে | | কারও | অথবা | শুনতেপাও | তাদের থেকে | কোন ক্ষীন শব্দও

৯৪. তিনি সর্ব-ব্যাপক এবং তিনি তাদের গণনা করে রেখেছেন।

৯৫. কিয়ামতের দিন সকলেই তাঁর সম্মুখে ব্যক্তি ব্যক্তি (ব্যক্তিগত) হিসেবে হাজির হতে বাধ্য হবে।

৯৬. যেসব লোক ঈমান এনেছে ও নেক্ আমল করেছে, অতি শীঘ্রই রহমান মানুষের মনে তাদের প্রতি অবশ্যই ভালোবাসার উদ্ভব করে দিবেন১৭।

৯৭. অতএব হে নবী! এই কালামকে আমরা সহজ করে তোমার মুখের মাধ্যমে এ জন্য নাযিল করেছি যে, তুমি মুক্তাকী লোকদেরকে সুসংবাদ দিবে এবং জেদী লোকদেরকে ভয় দেখাবে।

৯৮. এদের পূর্বে আমরা কত জাতিকেই না ধ্বংস করে দিয়েছি। এখন কি তুমি তাদের কোন চিহ্ন খুজে পাও, কিংবা তাদের ক্ষীণ শব্দ ও কি কোথাও শোনা যায়?

১৭। অর্থাৎ আজ মক্কার অলিতে-গলিতে তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হচ্ছে। কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী থাকবেনা। সেদিন অতি নিকটে যখন তারা নিজেদের সৎ কাজ এবং উত্তম চরিত্র ও ব্যবহারের কারণে মানুষের কাছে অবশ্যই প্রিয় হবে, মানুষের হৃদয় তাদের প্রতি আকর্ষিত হবে এবং জাতি তাদের দিকে হস্ত প্রসারিত করে দেবে। দূর্নীতি, অনাচার, অহংকার, ঔদ্বত্য, মিথ্যা ও লোক দেখানো কার্যকলাপের জোরে যে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব চলে তা বলপূর্বক মানুষের মাথা নত করলেও তাদের হৃদয়কে জয় করতে পারে না। পক্ষান্তরে যারা সত্যতা, ন্যায়পরতা, অকপটতা, সদ্ব্যবহার ও উত্তম নৈতিকতা সহ মানুষকে সত্য-সঠিক পথের দিকে আমন্ত্রণ জানায় প্রথম প্রথম জগত তাদের প্রতি যতই উপেক্ষা প্রদর্শন করুক না কেন শেষ পর্যন্ত তারা অবশ্যই মানুষের অন্তরকে জয় করে। আর অবিশ্বাসী অবিশ্বস্ত লোকদের মিথ্যা তাদের পথ বেশী দিন রুদ্ধ করে রাখতে পারে না।

সূরা ত্বাহা

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কাল সূরা মারয়ামের নাযিল হওয়ার কাছাকাছি। এটা সম্ভবত মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের সময়ে কিংবা তার পরেই নাযিল হয়েছিল। যাই হোক, এতে সন্দেহ নেই যে, হযরত উমরের ইসলাম কবুল করার পূর্বেই এ সূরা নাযিল হয়েছে।

হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণ করার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য বিবরণ হলো এই যে, তিনি যখন নবী করীম (সঃ) কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন তখন পথের মাঝে এক ব্যক্তি তাকে বলে প্রথমে নিজের ঘর সামলাও। তোমার নিজের বোন ও দুলাভাই এই নতুন দ্বীন কবুল করেছে। এ কথা শুনে হযরত উমর সোজা তাঁর বোনের বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে তাঁর বোন ফাতেমা বিন্‌তে খাত্তাব ও দুলাভাই সাঈদ ইব্‌নে জায়েদ বসে হযরত খাব্বাব ইবনুল ইর্‌ত্‌-এর নিকট এক 'সহীফা'র (লিখিত কালাম) শিক্ষা লাভ করছিলেন। হযরত উমরের সেখানে উপস্থিত হওয়ার সংগে সংগে তাঁর বোন সহীফাখানি লুকিয়ে ফেললেন। কিন্তু হযরত উমর পড়ার শব্দ ইতিপূর্বেই শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি প্রথমে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকলেন। পরে তাঁর দুলাভাই-এর ওপর হামলা চালালেন ও তাকে মার-ধর করতে লাগলেন। বোন তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাকেও মারধর করলেন- এমন কি আঘাতে তাঁর মাথা ফেটে গেল। শেষ পর্যন্ত বোন ও দুলাভাই দুইজন-ই বললেন "হ্যাঁ, আমরা মুসলমান হয়েছি- তুমি যা ইচ্ছা করতে পার"। হযরত উমর তাঁর বোনের দেহ হতে রক্ত প্রবাহিত হতে দেখে অনেকটা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। বলতে লাগলেনঃ "তোমরা যা পড়তেছিলে, তা আমাকেও দেখাও।" বোন প্রথমে তো প্রতিজ্ঞা করালেন যে, তিনি তা ছিঁড়ে ফেলবেন না। পরে বললেন "তুমি গোসল করে না আসা পর্যন্ত এ পাক সহীফা স্পর্শ করতে পারবে না।" হযরত উমর গোসল করে এলেন এবং পরে 'সহীফা' খানি হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। এ সহীফাখানিতে আলোচ্য সূরা ত্বাহা লিখিত ছিল। এ পড়তে পড়তে তার মুখ হতে সহসা ধ্বনিত হল "কী সুন্দর কালাম!" এ কথা শোনামাত্রই হযরত খাব্বাব ইবনুল ইর্‌ত্‌ যিনি হযরত উমরের পদধ্বনি শুনতে পেয়ে পূর্বেই লুকিয়েছিলেন-বাইরে এলেন এবং বললেন "আল্লাহর কসম, আমি আশা করি আল্লাহতা'আলা তোমার দ্বারা তাঁর নবীর দ্বীনের দাওআত বিস্তার ও সম্প্রসারণের বহু কাজ করাবেন- বহু খেদমত নেবেন। গতকাল-ই আমি নবী করীম (সঃ)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেনঃ "হে আল্লাহ, আবুল হেকাম ইবনে হেশাম (আবু জেহেল) কিংবা উমর ইবনুল খাত্তাব- এই দুজনের কোন একজনকে ইসলামের সমর্থক বানিয়ে দাও।" অতএব হে উমর, আল্লাহর দিকে অগ্রসর হও, আল্লাহর দিকে চলতে শুরু কর। হযরত উমরের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে এখনও যার অভাব ছিল এ ব্যাক্যটি তাও পূর্ণ করে দিল। আর তখনই তিনি হযরত খাব্বাব (রাঃ)-এর সংগী হয়ে নবী করীম (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং ইসলাম কবুল করলেন। আবিসিনিয়ায় হিজরতের ঘটনার অল্পকাল পরেই এ ঘটনা ঘটে।

আলোচ্য বিষয়

সূরাটির সূচনা হয় এ ভাবে "হে মুহাম্মদ! এই কুরআন তোমার প্রতি এ জন্য নাযিল করিনি যে- শুধু শুধুই তোমাকে বিপদে নিক্ষেপ করা হবে। পার্বত্য শিলাখন্ডের মধ্যে হতে দুধের স্রোত প্রবাহিত করার কোন দায়িত্ব তোমার নেই। যারা মানেনা, তাদের জোরপূর্বক মেনে নিতে বাধ্য করবে, হঠকারী লোকদের অন্তরে ঈমানের আলো জ্বালাতেই হবে- এ দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত হয়নি। আসলে এ তো একটি নসীহত-স্মরনিকা-স্মারক। যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় রয়েছে, যারা তাঁর পাকড়াও হতে বাঁচতে চায়, তারা যেন এ শুনতে পেয়ে সরল-সোজা পথ অবলম্বন করে। এটা যমীনে ও আসমানের মালিক আল্লাহর কালাম। তিনি ছাড়া আর কেউই উলুহিয়াতের কর্তৃত্বের অধিকারী নয়। এ দুটি মহাসত্যই অটল, অকাট্য ও শাশ্বত। কেউ তা মানুক আর না-ই মানুক তাতে কিছুই আসে যায় না।

এ ভুমিকার পর সহসা হযরত মূসা (আঃ)-এর কাহিনী শুরু হয়ে যায়। বাহ্যত এ একটা কাহিনী হিসেবেই বর্ণিত হয়েছে। তদানীন্তন অবস্থার দিকে এতে কোনই ইংগিত নেই। কিন্তু যে পরিপ্রেক্ষিতে এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তখনকার অবস্থার সাথে কতকটা মিল থাকার দরুন এ মক্কাবাসীদেরকে আরও কিছু কথা বলছে বলে মনে হয়। যদিও তা এ সূরায় ব্যবহৃত শব্দ হতে ব্যাহ্যত জানা যায় না কিন্তু এর ছত্রে-ছত্রে, ছত্রের বাঁকে বাঁকে যেন এ মুদ্রিত হয়ে রয়েছে। এ পর্যায়ের কথা-বার্তার ব্যাখ্যাদানের পূর্বে এ কথা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, আরব দেশে বিপুল সংখ্যক ইহুদী বর্তমান থাকার কারণে এবং সাধারণ আরববাসীদের ওপর ইহুদীদের জ্ঞান ও চিন্তাগত আধিপত্য ও শ্রেষ্টত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকায় -উপরন্তু রোম ও আবিসিনিয়ার খৃষ্টান রাজ্য ও দেশগুলোর প্রভাবেও -আরবরা সাধারণভাবে হযরত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহর নবী মনে করত ও মান্য করত। এ মহাসত্য সম্মুখে রাখার পর এখন দেখুন এ কাহিনীর মাধ্যমে মক্কাবাসীদের প্রতি পরোক্ষে কোন সব কথা বলা হয়েছে! এখানে আমরা তা উল্লেখ করছি।

১. আল্লাহতা'আলা কাউকেও এভাবে নবুয়্যত দান করেন না যে, ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বিরাট এক জনসমুদ্র ডেকে রীতিমত এক অভিষেক উৎসবের অনুষ্ঠান করে ঘোষনা করবেন যে, আজ হতে আমরা অমুককে নবী নিযুক্ত করলাম। নবুয়্যত যাকেই দেয়া হয়েছে, খুব গোপনেই ও সাদা-সিধে ভাবেই দেয়া হয়েছে, যেমন হযরত মূসা (আঃ) কে দেয়া হয়েছিল। এরূপ অবস্থায় মুহাম্মদ (সঃ)-কে সহসা নবী হয়ে তোমাদের সম্মুখে আসতে দেখে তোমরা বিস্মিত হচ্ছো কেন? অথচ এজন্যে না আসমান হতে কিছু ঘোষণা করা হয়েছে, না যমীনের উপর ফেরেশতারা চলাফেরা করে এর ঘোষণা করেছেন। বস্তুত ইতিপূর্বেও কোন দিন-ই নবী নিয়োগের ব্যাপারে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে কোন ঘোষণা করা হয় নি, তাই আজ মুহাম্মদ (সঃ)-এর ব্যাপারেও সে রূপ হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না।

২. হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আজ যে কথা পেশ করছেন-তওহীদ ও পরকাল- হযরত মূসা (আঃ)-কে ঠিক সেই কথাই আল্লাহতা'আলা শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁকে নবী নিযুক্ত করার সময়।

৩. আজ যেভাবে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে কোনরূপ সাজ-সরঞ্জাম ও লোক-লস্কর ব্যাতিরেকেই এবং সম্পূর্ণ একাকী ও নিঃসংগ ভাবে কুরাইশদের সামনে সত্য দ্বীনের পতাকাধারী বানিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে, ঠিক অনুরূপ ভাবে হযরত মূসা (আঃ)-ও একাকী ও সহসাই এই বিরাট কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তিনি যেন ফেরাউনের মত অত্যাচারী বাদশাহকে না-ফরমানী ও খোদাদ্রাহীতা হতে বিরত থাকার উপদেশ দান করেন। কিন্তু সে জন্য তাঁর সংগে কোন লোক-লস্কর দেয়া হয়নি। আসলে আল্লাহর কাজ এমন-ই আশ্চর্য ধরনের হয়ে থাকে। তিনি মাদইয়ান হতে মিশরগামী এক মুসাফির হযরত

মূসা (আঃ)-কে পথ চলতে চলতে পাকড়াও করেন এবং বলেন যে, যাও এবং যুগের সবচেয়ে বড়-অত্যাচারী বাদশাহর কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌছাও। খুব বেশী কিছু করলেও শুধু এতটুকু করা হলো যে, তাঁর আবেদনক্রমে তাঁর ভাইকে তাঁর সাহায্যকারী হিসেবে নিযুক্ত করে দিলেন। এ ব্যতীত কোন সৈন্য বাহিনী বা হাতী-ঘোড়া এই বিরাট কাজের জন্য তাঁর সংগে দেয়া হল না।

৪. আজ মক্কাবাসীরা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে যে সব প্রশ্ন, আপত্তি ও সন্দেহ বা অভিযোগ উত্থাপন করছে, যে সব যুলুম ও উৎপীড়নের হাতিয়ার ব্যববার করছে, এ ধরনেরই হাতিয়ার– ইহাপেক্ষাও বেশী পরিমাণে ও ব্যাপকভাবে- ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। কিন্তু তারপর কিভাবে সে সব ব্যবস্থাপনা ব্যর্থ হয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত কে জয়ী হল, তা লক্ষ্য করার বিষয়। আল্লাহর সহায়-সম্বলহীন নবী জয়ী হলেন, কি লোক-লস্কর ও সাজ-সরঞ্জামের অধিকারী ফেরাউন জয়ী হল? এ পর্যায়ে স্বয়ং মুসলমানদেরকেও এক অকথিত সান্তনা দেয়া হয়েছে যে, নিজেদের অসহায় অবস্থা ও মক্কার কুরাইশ কাফেরদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সাজ-সরঞ্জাম দেখে বিন্দুমাত্র ঘাবড়ে যাবে না। যে কাজের পিছনে আল্লাহর হাত রয়েছে শেষ পর্যন্ত তাই-ই সাফল্যমন্ডিত হয়ে থাকে। এ প্রসংগে মুসলমানদের সামনে মিশরের যাদুকরদের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। তাদের সামনে প্রকৃত সত্য যখন উদ্ভাসিত হল, তখনই তারা ঈমান আনল। অতঃপর ফেরাউনের কঠোর শাস্তি ও প্রতিশোধ গ্রহণের ভয়ও তাদেরকে ঈমানের পথ হতে বিচ্যুত করতে পারল না।

৫. শেষ পর্যন্ত বনী-ইসরাঈলের ইতিহাস হতে একটা সাক্ষ্য পেশ করে দেখানো হয়েছে যে, দেবতা ও মা'বুদ রচনার কাজ শুরু হয় কত না হাস্যকরভাবে এবং আল্লাহর নবী এই জঘন্য কাজের নাম-চিহ্ন পর্যন্ত রক্ষা করার পক্ষপাতী থাকেননি কখনো। অতএব আজ হযরত মুহম্মদ (সঃ) যে শিরক্ ও মূর্তি পূজার বিরুদ্ধতা করছেন, নবুয়্যতের ইতিহাসে তা কিছুমাত্র অভিনব ঘটনা নয়।

এভাবে, মূসা (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণনার পর্যায়ে আরও অনেক জরুরী বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। তখনকার সময়ে মক্কার কুরাইশ ও নবী করীম (সঃ)-এর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ই এ হতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অতঃপর এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আসলে এই কুরআন একটি নসীহত ও একটি মহামূল্য উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ তোমাদের নিজেদের ভাষায় তোমাদেরকে বুঝাবার জন্যে নাযিল হয়েছে। এর প্রতি মনোনিবেশ করলে এবং এ হতে শিক্ষা গ্রহণ করলে নিজেদেরই কল্যাণ করবে। আর যদি নাই মানো, তবে তার পরিণামে তোমাদেরই চরম অকল্যাণ হবে।

অতঃপর হযরত আদম (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণনা করে বুঝানো হয়েছে যে, তোমরা যে পথে চলেছো, যে মনোভংগী তোমরা গ্রহণ করেছ, আসলে তা শয়তানের অন্ধ অনুসরণেরই পথ। কখনও-কখনও শয়তানের ধোকায় পড়ে যাওয়া এক মানসিক দুর্বলতা ছাড়া কিছুই নয়, এ হতে খুব কম মানুষই রক্ষা পেতে পারে। কিন্তু প্রত্যেকের জন্য সঠিক কর্মনীতি হচ্ছে এই যে, ভুল ধরা পড়লে ও নিজের ভ্রান্তি বুঝতে পারলে মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর মতই অকপটে ও স্পষ্ট ভাষায় তা স্বীকার করা উচিত, স্বীকার করে তওবা করা কর্তব্য। অতঃপর আল্লাহর বন্দেগীর দিকে ফিরে আসাই বাঞ্ছনীয়। ভুল করেও তার উপর জিদ্ করা এবং নসীহত শুনার পর-ও তা হতে বিরত না হওয়া নিজের পায়ের ওপর নিজ হাতে কুড়াল মারা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর পরিণাম শেষ পর্যন্ত নিজেকেই ভুগতে হয়। এতে অপর কারও কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না।

শেষ ভাগে নবী করীম (সঃ) ও মুসলমানদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, এ সত্য অমান্যকারীদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করোনা, ধৈর্যহারা হয়োনা। আল্লাহর নিয়ম হলো এই যে, তিনি কোন জাতিকে তার কুফর ও না-ফরমানীর কারণে সহসা পাকড়াও করেন না ; বরং তিনি প্রত্যেককেই সংশোধনের যথেষ্ঠ অবকাশ দিয়ে থাকেন। কাজেই তোমরা ঘাবড়াবে না। অটল ধৈর্য-সহকারে এ লোকদের অন্যায় বাড়াবাড়ি ও যুলুম পীড়ন সহ্য কর। আর তাদেরকে নসীহত করার দায়িত্ব পূর্ণমাত্রায় পালন করতে থাক। এ পর্যায়ে নামায পড়ার হুকুম দেয়া হয়েছে, যেন এর দৌলতে ঈমানদার লোকেরা ধৈর্য, সহনশীলতা, অল্পে তুষ্টি, আল্লাহর ফয়সালায় রাজী ও খুশী থাকা এবং আত্ম সমালোচনা প্রভৃতি গুণসমূহ লাভ করতে পারে। কেননা সত্য দ্বীনের দাওআত দানের ব্যাপারে এই গুণাবলী একান্ত অপরিহার্য।

رُكُوعَاتُهَا ٨   طٰهٰ مَكِّيَّةٌ   سُوْرَةُ (٢٠)   اٰيَاتُهَا ١٣٥

আট তার রুকু (সংখ্যা)   মক্কী   ত্বা হা   সূরা   (২০)   ১৩৫ তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

طٰهٰ ① مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ② اِلَّا تَذْكِرَةً

ত্বা হা / না / আমরা অবতীর্ণ করেছি / তোমার উপর / (এই) কুরআন / তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে / কিন্তু / উপদেশ

لِّمَنْ يَّخْشٰى ③ تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَ السَّمٰوٰتِ

(তার) জন্যে যে / ভয় করে / অবতীর্ণ করা (হয়েছে) / তার পক্ষ হতে / (যিনি) সৃষ্টি করেছেন / পৃথিবীকে / ও / আকাশমন্ডলীকে

الْعُلٰى ④ اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ⑤ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ

(যা) সমুচ্চ / (তিনিই) দয়াময় / যিনি উপর / আরশের / সমাসীন হয়েছেন / তাঁরই (মালিকানায়) / যা কিছু / মধ্যে আছে / আকাশমন্ডলীর

وَ مَا فِى الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ مَا تَحْتَ الثَّرٰى ⑥

ও / যাকিছু / মধ্যে আছে / পৃথিবীর / এবং / যা কিছু (আছে) / উভয়ের মাঝে / এবং / যাকিছু (আছে) / নীচে / সিক্ত মাটির

রুকু ঃ ১

১. ত্বা-হা,

২. আমরা এই কুরআন তোমার প্রতি এজন্য নাযিল করিনি যে, তুমি (এর দরুন) মসীবতে পড়ে যাবে।

৩. এতো একটি স্মারক- এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে ভয় করে[১]।

৪. নাযিল করা হয়েছে সেই মহান সত্তার তরফ হতে যিনি পয়দা করেছেন যমীনকে এবং উচ্চ বিশাল আসমানকে।

৫. তিনি রহমান, (বিশ্বলোকের) সিংহাসনে সমাসীন।

৬. তিনি মালিক সেই সব জিনিসের যা আসমানে ও যমীনে আছে, আর যা আছে যমীন ও আসমানের মাঝখানে এবং মাটির গর্ভে।

১। অর্থাৎ এই কুরআন অবতীর্ণ করে আমি তোমার দ্বারা কোন অসাধ্য কাজ সম্পাদন করতে চাইনা। তোমার উপর এ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি যে, যারা মান্য করতে চাইবে না তাদেরকে তোমার মানাতেই হবে, এবং যাদের অন্তর ঈমানের পক্ষে সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে- তাদের অন্তরের মধ্যে তোমাকে ঈমান প্রবেশ করাতেই হবে। এ কুরআন তো মাত্র এক নসিহত-উপদেশ ও স্মারক। এ অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে- যার অন্তরে আল্লাহর ভয় বর্তমান আছে সে তা শ্রবণ করে সচেতন ও সতর্ক হবে।

وَاِنۡ تَجۡهَرۡ بِالۡقَوۡلِ فَاِنَّهٗ يَعۡلَمُ السِّرَّ وَ اَخۡفٰى ⑦ اَللّٰهُ لَاۤ

এবং যদি উচ্চকণ্ঠে বল কথাকে (তাও তিনি শুনেন) নিশ্চয় তিনি জানেন গুপ্ত এবং অব্যক্ত (কথাও) আল্লাহ (এমন সত্ত্বা যে) নাই

اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الۡاَسۡمَآءُ الۡحُسۡنٰى ⑧ وَ هَلۡ اَتٰىكَ حَدِيۡثُ

কোন ইলাহ ছাড়া তিনি তাঁরই আছে নামসমূহ উত্তম আর কি তোমার কাছে এসেছে বৃত্তান্ত

مُوۡسٰى ⑨ اِذۡ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهۡلِهِ امۡكُثُوۡۤا اِنِّىۡۤ اٰنَسۡتُ

মূসার যখন সে দেখেছিল আগুন অতঃপর বলেছিল তারপরিবারবর্গকে তোমরা থাক (অপেক্ষাকর) নিশ্চয়ই আমি দেখেছি

نَارًا لَّعَلِّىۡۤ اٰتِيۡكُمۡ مِّنۡهَا بِقَبَسٍ اَوۡ اَجِدُ عَلَى النَّارِ

আগুন সম্ভবত তোমাদের জন্যে আমি আনব তা থেকে (কিছু) অংগার অথবা আমি পাব কাছে আগুনের

هُدًى ⑩ فَلَمَّاۤ اَتٰٮهَا نُوۡدِىَ يٰمُوۡسٰى ؕ ⑪ اِنِّىۡۤ اَنَا رَبُّكَ

পথের সন্ধান অতঃপর যখন তারকাছে আসল তাকে ডাকা হল (বলাহল) হে মূসা নিশ্চয় আমি আমিই তোমাররব

فَاخۡلَعۡ نَعۡلَيۡكَ ۚ اِنَّكَ بِالۡوَادِ الۡمُقَدَّسِ طُوًى ؕ ⑫

অতঃপর খুলেফেল তোমার জুতা জোড়া তুমি নিশ্চয় উপত্যকায় পবিত্র (যার নাম) তুওয়া

---

৭. তুমি নিজের কথা সোচ্চারেই বল না কেন, তিনি তো চুপে চুপে বলা কথাও শুনেন বরং তা হতেও গোপন ও নিঃশব্দের কথাও জানেন।

৮. তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া কেউ ইলাহ নাই। তাঁর জন্য সর্বোত্তম নামসমূহ রয়েছে।

৯. তুমি মূসার খবর কিছু পেয়েছ কি?

১০. যখন সে এক আগুন দেখতে পেয়েছিল[২]; আর নিজের পরিবারবর্গকে বললঃ "তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি এক আগুন দেখেছি। সম্ভবত তোমাদের জন্য এক-দু'টি অংগার নিয়ে আসব; কিংবা এই আগুনে আমি (পথ সম্পর্কে) কোন নির্দেশ লাভ করব[৩]।

১১. সেখানে পৌছালে ডাক দিয়ে বলা হলঃ" হে মূসা,

১২. আমিই তোমার রব। জুতা জোড়া খুলে ফেল। তুমি তো 'তুয়া' নামক পবিত্র প্রান্তরে সমুপস্থিত।

২। এ সেই সময়ের কথা যখন হযরত মূসা (আঃ) কয়েক বৎসর মাদইয়ানে দেশান্তরিতের জীবন-যাপন করার পর নিজের স্ত্রীকে (যাকে তিনি মাদইয়ানে বিবাহ করেছিলেন) নিয়ে মিশরে প্রত্যাবর্তন করছিলেন।

৩। মনে হয় - তখন রাত্রিকাল ও শীতের সময় ছিল। হযরত মূসা সিনাই উপদ্বীপের দক্ষিণাঞ্চলের মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। দূর থেকে এক আগুন দেখে তিনি মনে করেছিলেন হয়তো ওখান থেকে কিছু আগুন পাওয়া যেতে পারে, যার দ্বারা রাত্রি-ভর ছেলে-পুলেদের গরম করে রাখার ব্যবস্থা হয়ে যাবে অথবা অন্ততঃপক্ষে ওখান থেকে পথের দিশা জানতে পারা যাবে। তিনি চিন্তা করেছিলেন পার্থিব পথ পাওয়ার, কিন্তু সেখানে মিলে গেল পারলৌকিক মুক্তির পথ।

১৩. আর আমি তোমাকে বাছাই করে পছন্দ করে নিয়েছি। তুমি শোন (তোমার প্রতি) যা কিছু অহী করা হয়।

১৪. আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কেহ ইলাহ নাই। অতএব তুমি আমার বন্দেগী কর। এবং আমার স্মরণে নামায কায়েম কর।

১৫. কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় অবশ্যই আসবে। আমি তার নির্দিষ্ট সময় গোপন রাখতে চাই; যেন প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় চেষ্টা-সাধনা অনুসারে প্রতিফল পেতে পারে।

১৬. কাজেই যে ব্যক্তি তার প্রতি ঈমান আনে না ও নিজের নফসের বাসনা-লালসার বান্দা হয়ে গেছে, সে যেন তোমাকে সেই নির্দিষ্ট সময়ের চিন্তা–ভাবনা হতে বিমুক্ত করে না দেয়। অন্যথায় তুমি ধ্বংসমুখে পতিত হবে।

১৭. আর হে মূসা! তোমার হাতে ওটা কি?"

১৮. মূসা জওয়াব দিলঃ "এ আমার লাঠি। আমি এর উপর ভর করে চলি, তা দিয়ে আমার বকরী-ছাগলগুলির জন্য পাতা পাড়ি। এ ছাড়া আরও বহু কাজ আমি এটা দিয়ে করে থাকি।"

১৯. বললেনঃ "নিক্ষেপ কর তা, হে মূসা।"

فَأَلْقٰهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ﴿٢٠﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ

অতঃপর সে নিক্ষেপ করল তা, অমনি তা (হলো) সাপ (যা) দৌড়াতে লাগল। তিনি বললেন ধর তা এবং না ভয়করো তুমি

سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولٰى ﴿٢١﴾ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلٰى جَنَاحِكَ

আমরা ফিরিয়েদিব তা তার অবস্থায় পূর্বের। এবং চেপেধর তোমার হাত মধ্যে তোমার বগলের

تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرٰى ﴿٢٢﴾ لِنُرِيَكَ مِنْ

বেরহবে উজ্জ্বল ব্যতিরেকে (কোন) দোষ নিদর্শন (একটি) অপর। যেন আমরা দেখাই তোমাকে মধ্যহতে

آيَاتِنَا الْكُبْرٰى ﴿٢٣﴾ اذْهَبْ إِلٰى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغٰى ﴿٢٤﴾ قَالَ

আমাদের নিদর্শনাবলীর বড়বড় (কয়েকটি)। তুমি যাও কাছে ফিরআউনের সে নিশ্চয় বিদ্রোহী হয়েছে। (মূসা) বলল

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾ وَاحْلُلْ

হে আমাররব প্রশস্তকর আমার জন্যে আমারবক্ষ। এবং সহজকর আমার জন্যে আমার কাজ। এবং খুলেদাও

عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ﴿٢٧﴾

গিরা আমার জিহবার

২০. সে নিক্ষেপ করল। আর অমনি তা সহসাই একটি সাপ হল। যা দৌড়াতে লাগল।

২১. বললেনঃ "ধর তাকে এবং ভয় পেও না। আমরা তাকে আবার তেমনই বানিয়ে দিব যেমন তা ছিল।

২২. আর তোমার হাতখানি বগলের মধ্যে চেপে ধর, উজ্জ্বল হয়ে বের হবে- কোন প্রকারের কষ্ট-দুঃখ ছাড়াই[৪]। এ দ্বিতীয় নিদর্শন।

২৩. কেননা আমি তোমাকে আমার বড় বড় নিদর্শনসমূহ দেখাব।

২৪. এখন তুমি ফেরাউনের নিকট উপস্থিত হও। সে বড় অহংকারী-বিদ্রোহী হয়েছে।"

রুকূ ঃ ২

২৫. মূসা নিবেদন করলঃ "হে আমার রব! আমার বুক খুলে দাও,

২৬. আমার কাজকে আমার জন্য সহজ করে দাও,

২৭. এবং আমার মুখের গিরা ঢিলা করে দাও,

৪। অর্থাৎ সূর্যের মত দীপ্তমান হবে, কিন্তু তাতে তোমার কোন কষ্ট হবে না।

২৮. যেন লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে।

২৯. আর আমার জন্য আমার নিজের পরিবারের মধ্যে হতে একজন সহকর্মী নির্দিষ্ট করে দাও।

৩০. হারুন যে আমার ভাই।

৩১. তার সাহায্যে আমার হাত মজবুত কর

৩২. এবং তাকে আমার কাজে শরীক বানিয়ে দাও।

৩৩. যেন আমরা খুব বেশী করে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি,

৩৪. তোমার কথা খুব বেশী মাত্রায় চর্চা, আলোচনা ও স্মরণ করি।

৩৫. তুমি তো সব সময়ই আমাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিবান থেকেছ।"

৩৬. বললেনঃ দেওয়া হল যা কিছু তুমি চেয়েছ, হে মূসা।

৩৭. আমরা আবার একবার তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করলাম,

৩৮. স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন আমরা তোমার মা'কে ইংগিত করলাম, এ ভাবে যা অহীর সাহায্যে করা হয়-

أَنِ	اقْذِفِيهِ	فِي	التَّابُوتِ	فَاقْذِفِيهِ	فِي	الْيَمِّ
যে	তাকেনিক্ষেপকর (অর্থাৎ রেখেদাও)	মধ্যে	সিন্দুকের	তা নিক্ষেপকর অতঃপর (অর্থাৎ ভাসিয়ে দাও)	মধ্যে	নদীর

فَلْيُلْقِهِ	الْيَمُّ	بِالسَّاحِلِ	يَأْخُذْهُ	عَدُوٌّ	لِّي
তা অতঃপর ঠেলে দিবে	নদী	তীরে	তা তুলেনেবে	শত্রু	আমার

وَ	عَدُوٌّ لَّهُ	وَ	أَلْقَيْتُ	عَلَيْكَ	مَحَبَّةً	مِّنِّي	وَ	لِتُصْنَعَ
ও	তার শত্রু	এবং	আমি ঢেলে দিয়েছিলাম	তোমার উপর	ভালবাসা	আমার পক্ষ হতে	এবং	তুমিপ্রতিপালিত হও যেন

عَلَىٰ	عَيْنِي ﴿٣٩﴾	إِذْ	تَمْشِي	أُخْتُكَ	فَتَقُولُ	هَلْ	أَدُلُّكُمْ	عَلَىٰ
সামনে	আমার চোখের	(স্মরণ কর) যখন	চলেছিল	তোমার বোন	বলেছিল অতঃপর	কি	তোমাদের খোঁজ দিব	এবিষয়ে (যে)

مَن	يَكْفُلُهُ	فَرَجَعْنَاكَ	إِلَىٰ	أُمِّكَ	كَيْ	تَقَرَّ	عَيْنُهَا	وَ
কে	তাকেলালন-পালন করতে পারে	তোমাকেআমরাএভাবে ফিরিয়ে দিলাম	কাছে	তোমারমায়ের	যেন	জুড়ায়	তারচোখ	এবং

لَا	تَحْزَنَ
না	দুঃখপায়

৩৯. যে, এই শিশুটিকে বাক্সের মধ্যে রেখে দাও এবং বাক্সটিকে নদীতে ভাসিয়ে দাও। নদী তাকে কিনারায় ঠেলে দিবে এবং তাকে আমার শত্রু ও এই শিশুটির শত্রু তুলে নিবে। আমি নিজের পক্ষ হতে তোমার উপর ভালবাসার সৃষ্টি করে দিলাম এবং ব্যবস্থা করে দিলাম যেন, তুমি আমারই রক্ষণাবেক্ষণে লালিত-পালিত হও।

৪০. স্মরণ কর, তোমার বোন যখন চলতেছিল, পরে যেয়ে বলেছিল "আমি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির খোঁজ দিব কি যে এই শিশুর লালন-পালন ভালোভাবেই করবে"[৫]? এই ভাবে আমরা তোমাকে পুনরায় তোমার মায়ের নিকট পৌঁছে দিলাম যেন তার চোখ শীতল থাকে এবং সে মর্মাহত না হয়।

৫। অর্থাৎ বাক্সের সাথে সাথে নদীর ধার দিয়ে যাচ্ছিল। তারপর ফেরাউনের পরিবারের লোক যখন শিশুকে তুলে নিয়ে তার জন্যে ধাত্রীর খোঁজ করতে লাগল তখন হযরত মূসার (আঃ) বোন গিয়ে তাদের একথা বলেছিল।

وَ قَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ وَ فَتَنّٰكَ

এবং (স্মরণকর) — তুমি হত্যাকরে ছিলে — একব্যাক্তিকে — তোমাকেআমরাঅতঃপর মুক্তি দিয়েছিলাম — হতে — দুশ্চিন্তা — এবং — তোমাকে আমরা পরীক্ষা করেছি

فُتُوْنًا ۫ فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِيْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ ۬ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى

(কঠিন) পরীক্ষা — তুমি অতঃপর অবস্থান করেছিলে — (কয়েক) বছর — মধ্যে — অধিবাসীদের — মাদয়ানের — এরপর — তুমি এসেছ — উপর

قَدَرٍ يّٰمُوْسٰى ﴿٤٠﴾ وَ اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِىْ ﴿٤١﴾ اِذْهَبْ اَنْتَ وَ

নির্ধারিত সময়ের — হে — মূসা — এবং — তোমাকে আমি প্রস্তুত করেছি — আমার নিজের জন্যে — যাও — তুমি — ও

اَخُوْكَ بِاٰيٰتِىْ وَ لَا تَنِيَا فِىْ ذِكْرِىْ ﴿٤٢﴾ اِذْهَبَآ اِلٰى

তোমারভাই — নিদর্শনাবলীসহ — আমার — এবং — না — তোমরা দুজনে শৈথিল্য করো — ক্ষেত্রে — আমার স্মরণের — দুজনে যাও — নিকট

فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿٤٣﴾ فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ

ফিরআউনের — সে নিশ্চয় — বিদ্রোহী হয়েছে — অতঃপর দুজনে বলবে — তাকে — কথা — নম্রভাবে — সে সম্ভবত — উপদেশ গ্রহণ করবে

اَوْ يَخْشٰى ﴿٤٤﴾

অথবা — ভয়করবে

আর (এই কথাও স্মরণ কর), তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে। আমরাই তোমাকে এই ফাঁদ হতে মুক্তি দিলাম এবং তোমাকে নানা পরীক্ষা-নীরিক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর করেছি। আর তুমি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে কয়েক বৎসর পর্যন্ত অবস্থান করলে। এবং এখন তুমি ঠিক সময় মতই এসে পৌঁছেছ। হে মূসা!

৪১. আমি তোমাকে আমরা কাজের যোগ্য বানিয়ে নিয়েছি।

৪২. যাও, তুমি এবং তোমার ভাই আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে। আর মনে রেখো, তোমরা দু'জন আমার স্মরণে কোনরূপ ত্রুটি করোনা।

৪৩. তোমরা ফেরাউনের নিকট যাও, কেননা সে অহংকারী-বিদ্রোহী হয়ে গেছে।

৪৪. তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে; সম্ভবতঃ সে নসীহত কবুল করতে কিংবা ভয় পেতে পারে।

قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿٤٥﴾

তারা (দুজনে) বলল — হে আমাদের রব — নিশ্চয়ই আমরা — আশংকা করি আমরা — যে — ফিরআউন দুর্ব্যবহার করবে — আমাদের উপর — অথবা — সে সীমা লংঘন করবে

قَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِى مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿٤٦﴾

তিনি বললেন — না — তোমরা দুজনে ভয় করো — আমি নিশ্চয় — তোমাদের দুজনের সাথে (আছি) — আমি শুনি (সবকিছু) — ও — আমি দেখি (সবকিছু)

فَأْتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَٰكَ بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكَ ۖ وَٱلسَّلَٰمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰٓ ﴿٤٧﴾

সুতরাং তার কাছে দুজনে যাও — অতঃপর দুজনে বল — নিশ্চয়ই আমরা — দুই রসূল — তোমার রবের — সুতরাং প্রেরণ কর — আমাদের সাথে — বনী — ইসরাঈলকে — এবং — না — তাদেরকে নিপীড়ন করো — নিশ্চয় — তোমার কাছে আমরা এসেছি — নিদর্শনসহ — পক্ষ হতে — তোমার রবের — এবং — শান্তি নিরাপত্তা — উপর — (তার) যে — অনুসরণ করে — সঠিক পথের

إِنَّا قَدْ أُوحِىَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٤٨﴾

আমরা নিশ্চয়ই (এমন যে) — নিশ্চয় — ওহী করা হয়েছে — আমাদের প্রতি — যে — শাস্তি — উপর — (তার) যে — মিথ্যারোপ করবে — ও — মুখ ফিরাবে (অমান্য করবে)

قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَٰمُوسَىٰ ﴿٤٩﴾

(ফিরআউন) বলল — তাহলে কে — তোমাদের দুজনের রব — হে — মূসা

৪৫. উভয়েই নিবেদন করল[৬]: "হে পরোয়ারদিগার! আমাদের আশংকা হচ্ছে যে, সে আমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করবে কিংবা সীমালংঘনকারী আচরণ করবে।"

৪৬. বললেনঃ "ভয় পেয়ো না, আমি তোমাদের সংগে রয়েছি, সবকিছুই শুনছি এবং দেখছি।

৪৭. যাও তার নিকট, আর বল যে, আমরা তোমার আল্লাহর প্রেরিত, বনী ইসরাঈলকে আমাদের সংগে যাবার জন্য ছেড়ে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিও না। আমরা তোমার নিকট তোমার আল্লাহ নিদর্শন নিয়ে এসেছি। শান্তি ও নিরাপত্তা তারা জন্য, যে সঠিক পথের অনুসরণ করে চলবে।

৪৮. আমাদেরকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তার জন্য আযাব নির্দিষ্ট যে মিথ্যা আরোপ করবে ও অমান্য করবে।"

৪৯. ফেরাউন বলল[৭]: "আচ্ছা, তা হলে তোমাদের দু'জনের রব কে- হে মূসা?"

৬। এ তখনকার কথা যখন হযরত মূসা (আঃ) মিশরে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং হযরত হারুন কার্যতঃ তার কাজের সহকারী হয়েছিলেন। সে সময় ফেরাউনের কাছে যাওয়ার পূর্বে দুজনে আল্লাহতা'আলার কাছে এ প্রার্থনা করে থাকবেন।

৭। এখন সেই সময়কার কাহিনী শুরু হচ্ছে, যখন দুই ভাই ফেরাউনের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

قَالَ رَبُّنَا الَّذِيٓ أَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ

(মূসা) বলল | আমাদের রব | (তিনি) যিনি | দিয়েছেন | প্রত্যেক | জিনিষকে | তারসৃষ্টি কাঠামো | এরপর

هَدٰى ﴿٥٠﴾ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى ﴿٥١﴾ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ

পথ দেখিয়েছেন | সেবলল | তাহলে কি | অবস্থা | শত শত বছরের বংশধরদের | পূর্বের | সে বলল | তারজ্ঞান | নিকট (আছে)

رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى ﴿٥٢﴾

আমার রবের | মধ্যে | একটি গ্রন্থে (সংরক্ষিত) | না | ভুলকরেন | আমার রব | আর | না | ভুলেযান

৫০. মূসা জওয়াব দিলঃ "আমাদের রব তিনি যিনি প্রত্যেকটি জিনিসের মূল সৃষ্টি-কাঠামো দান করেছেন এবং তার পর তাকে পথ বাতিয়েছেন[৮]"।

৫১. ফেরাউন বললঃ "তা হলে পূর্বে যে সব বংশের লোক অতীত হয়ে গেছে তাদের অবস্থা কি ছিল?"[৯]

৫২. মূসা বললেনঃ "সে সম্পর্কিত জ্ঞান আমার রবের নিকট একটি গ্রন্থে সুরক্ষিত রয়েছে। আমার রব না ভুল করেন না ভুলে যান। [১০]"

৮। অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতিটি জিনিস যেরূপেই তা গঠিত হোক না কেন, আল্লাহতা'আলা গঠন করেছেন বলেই তা সেরূপে গঠিত হয়েছে। তারপর আল্লাহতা'আলা এরূপ করেননি যে, তিনি প্রতিটি জিনিস গঠন করার পর তাকে এমনিই ছেড়ে দিয়েছেন। বরং তিনিই এর পর তার সৃষ্ট সকল বস্তুকে পথ প্রদর্শন করে থাকেন। দুনিয়ার কোন বস্তুই এরূপ নেই যাকে আল্লাহতা'আলা তার নিজ গঠন অনুযায়ী কাজ করার ও তার নিজ সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করার পদ্ধতি তাকে শিক্ষা না দিয়েছেন। তিনি প্রতিটি বস্তুর মাত্র স্রষ্টাই নন, তিনি তার পথ প্রদর্শক এবং শিক্ষকও বটে।

৯। অর্থাৎ কথা যদি এই হয় যে আল্লাহ মাত্র একই আল্লাহ তবে আমাদের সকলের বাপ-দাদা, পিতা-পিতামহ শত শত বছর ধরে পুরুষ পরম্পরাগতভাবে যে অন্যান্য উপাস্য দেবতাদের উপাসনা করে চলে আসছেন তোমাদের কাছে তাদের স্থান কি? তারা কি সব রবের আযাবের যোগ্য? তাদের সকলের বুদ্ধি কি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

১০। ফেরাউনের প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল শ্রোতাদের মনে ও তাদের মাধ্যমে সমগ্র জাতির অন্তরে অন্ধ সংস্কারের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা। কিন্তু হযরত মূসার (আঃ) এই জবাব তার সবকটি বিষদাঁত ভেঙ্গে দিল যে, তারা যেরূপ থাকুন না কেন, তারা নিজেদের কাজ তামাম করে আল্লাহর কাছে পৌছে গিয়েছেন, তাদের প্রতিটি গতিও তৎপরতা এবং তারা যে যে প্রেরণা বশে কাজ করেছিলেন আল্লাহতা'আলার তার প্রতিটি জিনিসের জ্ঞান রাখেন। তাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার আল্লাহতা'আলা করবেন তা আল্লাহতা'আলাই ভাল জানেন।

الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّ سَلَكَ لَكُمْ فِیْهَا سُبُلًا

যিনি | করেছেন | তোমাদের জন্যে | যমীনকে | বিছানা | ও | চালিয়ে দিয়েছেন | তোমাদের জন্যে | তারমধ্যে | পথসমূহ

وَّ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ط فَاَخْرَجْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ

এবং | বর্ষণ করেছেন | থেকে | আকাশ | পানি | (আল্লাহবলেন)অতঃপর আমরা বের করেছি | তাদিয়ে | (জোড়া বা বিভিন্ন) ধরণের | উদ্ভিদ

شَتّٰى ﴿٥٣﴾ كُلُوْا وَ ارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ط اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی

বিভিন্ন | তোমরা খাও | ও | তোমরা চরাও | তোমাদের গবাদি পশুগুলোকে | নিশ্চয় | মধ্যে (রয়েছে) | এর | অবশ্যই নিদর্শনাবলী | অধিকারীদের জন্যে

النُّهٰی ﴿٥٤﴾ مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَ فِیْهَا نُعِیْدُكُمْ وَ مِنْهَا

বিবেকের | তা (অর্থাৎ মাটি) হতে | তোমাদের আমরা সৃষ্টি করেছি | ও | তারমধ্যে | তোমাদের ফিরিয়ে আনব আমরা | এবং | তারমধ্য হতে

نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰی ﴿٥٥﴾ وَ لَقَدْ اَرَیْنٰهُ اٰیٰتِنَا كُلَّهَا

তোমাদের বের করব আমরা | একবার | আরও | এবং | নিশ্চয় | (ফিরআউনকে) তাকে আমরা দেখিয়েছি | আমাদের নিদর্শনাবলী | তা সবই

فَكَذَّبَ وَ اَبٰی ﴿٥٦﴾

সে কিন্তু মিথ্যারোপ করেছে | ও | অমান্য করেছে

৫৩. তিনি[১১] যিনি তোমাদের জন্য যমীনের শয্যা বিছিয়ে দিয়েছেন"। এবং তাতে তোমাদের চলার পথ করে দিয়েছেন, উর্দ্ধ হতে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে নানা প্রকারের উদ্ভিদ ফলিয়েছেন।

৫৪. খাও এবং তোমাদের জন্তু জানোয়ারকেও বিচরণ করাও। নিশ্চয়ই এতে বহুসংখ্যক নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য।

রুকু ঃ ৩

৫৫. এই (যমীন) হতেই আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এতেই আমরা তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব এবং তা হতেই তোমাদেরকে পুনর্বার বের করব।

৫৬. আমরা ফেরাউনকে নিজের সব নিদর্শনই দেখিয়েছি; কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করেই চলল এবং মেনে নিল না।

১১। কালামের বিন্যাস থেকে সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়, لا ينسى 'না ভুলে যান' পর্যন্ত হযরত মূসা (আঃ)-এর জবাব শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপর ৫৫তম আয়াত পর্যন্ত সমগ্র ভাষণ আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা ও উপদেশ হিসেবে এরশাদ করা হয়েছে।

আরবি	অর্থ
قَالَ	(ফিরআউন) বলল
اَجِئْتَنَا	আমাদের কাছে তুমি এসেছ কি
لِتُخْرِجَنَا	আমাদের তুমি বের করার জন্যে
مِنْ	থেকে
اَرْضِنَا	আমাদের দেশ
بِسِحْرِكَ	তোমার যাদুবলে
يٰمُوْسٰى ﴿٥٧﴾	মূসা হে
فَلَنَاْتِيَنَّكَ	তোমার কাছে সুতরাং অবশ্যই আনব আমরা
بِسِحْرٍ	যাদুকে
مِّثْلِهٖ	তার অনুরূপ
فَاجْعَلْ	স্থির কর অতএব
بَيْنَنَا	আমাদের মাঝে
وَ	ও
بَيْنَكَ	তোমার মাঝে
مَوْعِدًا	নির্দিষ্ট সময়
لَّا	না
نُخْلِفُهٗ	তা আমরা ব্যতিক্রম করব
نَحْنُ	(না) আমরা
وَ	আর
لَآ	না
اَنْتَ	তুমি
مَكَانًا	প্রান্তর
سُوًى ﴿٥٨﴾	সমতল
قَالَ	(মূসা) বলল
مَوْعِدُكُمْ	নির্দিষ্ট সময় তোমাদের
يَوْمُ	দিন
الزِّيْنَةِ	উৎসবের
وَ	এবং
اَنْ	(এও) যে
يُّحْشَرَ	সমবেত করা হবে
النَّاسُ	জনতা
ضُحًى ﴿٥٩﴾	সূর্যোদয়ের সাথে
فَتَوَلّٰى	অতঃপর প্রস্থান করল
فِرْعَوْنُ	ফিরআউন
فَجَمَعَ	অতঃপর জমা করল
كَيْدَهٗ	তার কলাকৌশল
ثُمَّ	এরপর
اَتٰى ﴿٦٠﴾	আসল

৫৭. বলতে লাগলঃ "হে মূসা, তুমি কি আমার নিকট এ উদ্দেশ্যে এসেছে যে, তুমি তোমার যাদু-শক্তির বলে আমাদেরকে আমাদের দেশ হতে বহিষ্কৃত করবে?

৫৮. ঠিক আছে, আমরাও তোমার মুকাবিলায় যাদু দেখাব। ঠিক কর, কবে এবং কোথায় এই মুকাবিলা হবে। না আমরা এ প্রস্তাব হতে ফিরে যাব, না তুমি ফিরে যাবে। খোলা ময়দানে সামনা-সামনি মুকাবিলায় আস।"

৫৯. মূসা বললঃ "তোমাদের পূর্ব নির্দিষ্ট উৎসবের দিন, সুর্যোদয়ের সংগে সংগে জনতাও সমবেত হবে।"[১২]

৬০. ফেরাউন ফিরে গিয়ে তার সমস্ত হাতিয়ার একত্রিত করল, এবং মুকাবিলার জন্য উপস্থিত হল।

১২। ফেরাউনের উদ্দেশ্য ছিল- যদি একবার যাদুকরদের লাঠি ও রশিকে সাপে পরিণত করে দেখানো যায়, তবে মূসার অলৌকিক ক্রিয়ার যে প্রভাব মানুষের অন্তরকে প্রভাবিত করেছে তা সম্পূর্ণ দূর হয়ে যাবে। হযরত মূসার (আঃ) নিজের পক্ষ থেকে এ ছিল এক অপূর্ব সুযোগ। তিনি বললেন পৃথকভাবে আবার একটি দিন ও স্থান নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন কি? উৎসবের দিন তো নিকটবর্তী। সেদিন সমগ্র দেশের লোকেরা তো রাজধানীতে এসে সমবেত হবে। অতএব ঐ মেলার ময়দানেই মুকাবেলা অনুষ্ঠিত হোক যাতে সারা দেশের লোক তা দেখতে পারে। এবং সময়ও ঠিক করা হোক দিবসের পূর্ণ আলোকে, যাতে লোকের মনে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে।

قَالَ لَهُمْ مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى

বলল · তাদেরকে · মূসা · তোমাদের জন্যে দুর্ভোগ · না · তোমরা আরোপ করো · উপর

اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَ قَدْ خَابَ مَنِ

আল্লাহর · মিথ্যা · তোমাদের তাহলে ধ্বংস করেদেবেন · শাস্তিদিয়ে · এবং · নিশ্চয় · ব্যর্থ হয়েছে · (সে) যে

افْتَرَىٰ ﴿٦١﴾ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَ أَسَرُّوا النَّجْوَىٰ ﴿٦٢﴾

মিথ্যারচনা করেছে · অতঃপর তারা মতবিরোধ করল · কাজে · তাদের · মাঝে তাদের · এবং · গোপনে করল · পরামর্শ

قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِّنْ

(অবশেষে কিছু লোক) বলল · নিশ্চয়ই · এ দুজন · অবশ্যই দুই যাদুকর · দুজনে চায় · যে · দুজনে বের করে দেবে · তোমাদেরকে · থেকে

أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَ يَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ ﴿٦٣﴾

তোমাদের দেশ · যাদুর বলে · তাদের দুজনের · এবং · দুজনে রহিতকরবে · তোমাদের জীবন ব্যবস্থাকে · (যা হল) আদর্শ

৬১. মূসা (প্রত্যক্ষ মুকাবিলার সময় প্রতিপক্ষের লোকদেরকে সম্বোধন করে) বললঃ "হে ভাগ্যাহত লোকেরা! আল্লাহর প্রতি[১৩] মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করো না। নতুবা তিনি এক কঠিন আযাব দ্বারা তোমাদের সর্বনাশ করে দিবেন। মিথ্যা যে-ই রচনা করবে সে-ই ব্যর্থ মনোরথ হয়ে যাবে।"

৬২. এ কথা শুনে তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল এবং তারা চুপে চুপে পরস্পর পরামর্শ করতে লাগল[১৪]।"

৬৩. শেষ পর্যন্ত কিছু লোক বললঃ "এই দুজন তো নিছক যাদুকর। এদের ইচ্ছা এই যে, তারা নিজেদের যাদুর জোরে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে বহিস্কৃত ও বে-দখল করে দিবে এবং তোমাদের আদর্শ জীবন-পদ্ধতিকে শেষ করে দিবে।

১৩। অর্থাৎ এ মো'জেজাকে যাদু ও এ জিনিসের প্রদর্শনকারীকে মিথ্যাবাদী যাদুকর বলে অভিহিত করো না।

১৪। এর দ্বারা বোঝা যায়, তারা তাদের অন্তরের মধ্যে নিজেদের দুর্বলতা নিজেরা উপলব্ধি করছিল। তারা একথা জানতো যে হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউনের দরবারে যা কিছু দেখিয়েছিলেন তা যাদু ছিল না। তারা প্রথম থেকেই এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভয়ে ভয়ে ইতঃস্ততার সঙ্গেই এসেছিল। এবং যখন ঠিক মুকাবেলার সময়ে হযরত মূসা (আঃ) তাদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সতর্ক করেন তখন তাদের সংকল্প অকস্মাৎ বিচলিত হয়ে যায়। তাদের মত-পার্থক্য সম্ভবতঃ এই বিষয়ে হয়েছিল যে বৃহৎ উৎসবের দিন – যখন সারা দেশের লোক একত্রিত হবে উন্মুক্ত ময়দানে দিনের পূর্ণ আলোকে –এই মুকাবেলা করা ঠিক হবে কিনা? যদি এখানে আমরা পরাজিত হই এবং সারা দেশের লোকের সামনে যাদু আর মো'জেজার (সত্যিকারের অলৌকিক ক্রিয়ার) পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায় তবে আর কোন রকমের কথা বানিয়ে অবস্থা সামলানো যাবে না।

فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ۚ وَ قَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ

তোমরা সুতরাং একত্রিত কর — কলাকৌশল — তোমাদের — এরপর — আস — সারীবদ্ধভাবে (একত্রিত হয়ে) — এবং — নিশ্চয় — সফল হবে — আজ

مَنِ اسْتَعْلٰى ﴿٦٤﴾ قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِمَّاۤ اَنْ تُلْقِيَ وَ اِمَّاۤ

যে — প্রাধান্য বিস্তার করবে — (যাদুকররা) বলল — হে — মূসা — হয় — নিক্ষেপকর তুমি — আর — (না) হয়

اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا

আমরা হব — প্রথম — যে — নিক্ষেপ করবে — (মূসা) বলল — বরং — তোমরা নিক্ষেপকর — অত:পর তখন

حِبَالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ

তাদের দড়িগুলি — ও — তাদের লাঠিগুলি — মনেহল (দৌড়ে আসছে) — তারদিকে — কারণে — যাদুর — তাদের

اَنَّهَا تَسْعٰى ﴿٦٦﴾ فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٧﴾

তা যে — দৌড়াচ্ছে — অতঃপর অনুভব করল — মধ্যে — তারনিজের — ভীতি — মূসা (নিজেও)

৬৪. তোমরা নিজেদের সমস্ত উপায়-ক্ষমতা-ব্যবস্থাপনা আজ একত্রিত করে নাও এবং একত্রিত হয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়। মনে রেখো, আজ যে প্রাধান্য বিস্তার করবে জয় তারই হবে।"

৬৫. যাদুকররা বললঃ "মূসা! তুমি আগে ছাড়বে, না আমরা আগে নিক্ষেপ করব?"

৬৬. মূসা বললঃ "না, তোমরাই আগে ছাড়"। সহসা তাদের রশিগুলি এবং তাদের লাঠিগুলি তাদের যাদুর জোরে দৌড়াচ্ছে বলে মূসার মনে হল।

৬৭. এতে মূসা নিজ মনে ভয় পেল[১৫]।

১৫। অর্থাৎ যখনই হযরত মূসার (আঃ) জবান থেকে 'নিক্ষেপ কর' এই কথাটি নির্গত হলো, তখনই যাদুকরেরা একযোগে তাদের লাঠি ও দড়িগুলি তাঁর দিকে নিক্ষেপ করে এবং অকস্মাৎ মূসা (আঃ) দেখতে পেলেন যে শতশত সাপ তীব্র গতিতে তার দিকে ছুটে আসছে। এই দৃশ্য দেখে যদি মূসা (আঃ) নিজের মধ্যে হঠাৎ ক্ষণিকের জন্যে ভীতি অনুভব করে থাকেন তবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। মানুষ সর্বাবস্থায় মানুষই বটে, হোক না কেন তিনি পয়গম্বর। তিনি মানবীয় প্রকৃতির উর্ধ্বে হতে পারেন না। এই ক্ষেত্রে এ কথা উল্লেখযোগ্য যে কুরআন মজিদ এ বিষয়ের সত্যতার স্বীকৃতি দান করেছে যে, – সাধারণ মানুষের ন্যায় একজন পয়গম্বরও যাদু দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। যদিও যাদু তাঁর নবুয়্যতের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে না কিন্তু তাঁর মানবীয় ক্ষমতা ও প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এর দ্বারা সেই সব লোকদের ধারণার ভ্রান্তি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যারা হাদীস সমূহে নবী করীমের (সঃ) উপর যাদুর প্রভাব সম্পর্কিত বর্ণনাগুলি পাঠ করে মাত্র ঐ বর্ণনাগুলিকেই মিথ্যা বলেন না বরং আরও এগিয়ে গিয়ে সমগ্র হাদীস শাস্ত্রকেই অবিশ্বাস্য বলে গণ্য করতে শুরু করেন।

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ﴿٦٨﴾ وَأَلْقِ مَا

আমরা বললাম, না, ভয়করো, তুমি নিশ্চয়, তুমিই, বিজয়ী (হবে), এবং, নিক্ষেপ করো, যা

فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ

মধ্যে (আছে), তোমার ডান হাতের, গ্রাসকরবে, যাকিছু, তারা বানিয়েছে, মূলতঃ, তারা বানিয়েছে, কলাকৌশল, যাদুকরের

وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٦٩﴾ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا

এবং, না, সফলহয়, যাদুকর, যেথা থেকেই, আসুক (নাকেন), অতঃপর পড়ে গেল, যাদুকররা, সিজদায়

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٧٠﴾ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ

তারা বলল, আমরা ঈমান আনলাম, রবের উপর, হারুনের, ও, মূসার, (ফিরআউন) বলল, তোমরা ঈমান এনেছ, তার উপর

قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ

পূর্বেই, যে, আমি অনুমতি দেব, তোমাদেরকে, সে নিশ্চয়, অবশ্যই প্রধান, তোমাদের, যে, তোমাদেরকে শিখিয়েছে

السِّحْرَ

যাদু

৬৮. আমরা বললামঃ "ভয় করো না, তুমিই জয়ী হবে।

৬৯. নিক্ষেপ কর যা তোমার হাতে আছে। তা এখনই এদের কৃত্রিম জিনিষগুলিকে গিলে ফেলবে। এরা যা কিছু বানিয়ে এনেছে, এতো যাদুকরের প্রতারণা। আর যাদুকর কখনও সফল হতে পারে না -যত জাঁক-জমক করেই আসুক না কেন"।

৭০. শেষ পর্যন্ত তাই হল, সমস্ত যাদুকর সিজদায় পড়ে গেল[১৬]। চিৎকার করে বলে উঠলঃ "মেনে নিলাম আমরা মূসা ও হারুনের রবকে।"

৭১. ফেরাউন বললঃ "তোমরা ঈমান আনলে আমার অনুমতি দেওয়ার আগেই? বোঝা গেল, এরা তোমাদের গুরু যারা তোমাদেরকে যাদুবিদ্যা শিখিয়েছে।

১৬। অর্থাৎ যখন তারা মূসার (আঃ) লাঠির ক্রিয়াকান্ড দেখলো তখন তাদের তৎক্ষণাৎই এ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, নিশ্চিত এ মো'জেযা –সত্যিকারের অলৌকিক ক্রিয়া; তাদের বিদ্যার জিনিস নয়। সেজন্যে তারা হঠাৎ এমনভাবে স্বতঃই সিজদায় পতিত হয়ে গেলো যেন কেউ তাদেরকে ধরে ধরে ভূলুণ্ঠিত করে দিলো।

فَلَاُقَطِّعَنَّ	اَيْدِيَكُمْ	وَ	اَرْجُلَكُمْ	مِّنْ	خِلَافٍ
সুতরাং অবশ্যই আমি কেটে দেব	তোমাদের হাতগুলো	ও	তোমাদের পাগুলো	থেকে	বিপরিত দিক

وَّ	لَاُصَلِّبَنَّكُمْ	فِيْ	جُذُوْعِ	النَّخْلِ	وَ	لَتَعْلَمُنَّ	اَيُّنَا
এবং	অবশ্যই তোমাদেরকে আমি শুলে চড়াবই		কান্ডে	খেজুরের	এবং	তোমরা অবশ্যই জানবেই	আমাদের মধ্যে কে

اَشَدُّ	عَذَابًا	وَّ	اَبْقٰى ﴿٧١﴾	قَالُوْا	لَنْ	نُّؤْثِرَكَ	عَلٰى	مَا
কঠোরতর	শাস্তিতে	ও	অধিক স্থায়ী	তারা বলেছিল	কক্ষণ না	তোমাকে প্রাধান্য দিব আমরা	এর উপর	যা

جَآءَنَا	مِنَ	الْبَيِّنٰتِ	وَ	الَّذِيْ	فَطَرَنَا	فَاقْضِ	مَآ	اَنْتَ
আমাদের কাছে এসেছে	অর্থাৎ	সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী	এবং	যিনি	আমাদের সৃষ্টি করেছেন	তুমি তাই ফয়সালা কর	যা কিছু	তুমি

قَاضٍ ؕ	اِنَّمَا	تَقْضِيْ	هٰذِهِ	الْحَيٰوةَ	الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾	اِنَّآ	اٰمَنَّا
ফয়সালাকারী	মূলতঃ	তুমি ফয়সালা করতে পার	এই	জীবনে	দুনিয়ার	নিশ্চয়ই আমরা	আমরা ঈমান এনেছি

بِرَبِّنَا	لِيَغْفِرَ	لَنَا	خَطٰيٰنَا	وَ	مَآ	اَكْرَهْتَنَا	عَلَيْهِ	مِنَ	السِّحْرِ ؕ
আমাদের রবের উপর	তিনি যেন ক্ষমা করেন	আমাদের	আমাদের গুনাহ সমূহকে	এবং	যা	আমাদেরকে তুমি বাধ্য করেছ	যার উপর	(অর্থাৎ)	যাদুর

ঠিক আছে। এখন আমি তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক হতে কেটে দিব এবং খেজুর গাছের উপর তোমাদেরকে শুলে বসাব। তার পরই তোমরা বুঝতে পারবে যে, আমাদের দু'জনের মধ্যে কার আযাব তুলানায় বেশী কঠোর ও স্থায়ী" (অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে বেশী শাস্তি দিতে পারি, না মূসা)।

৭২. যাদুকররা জওয়াব দিলঃ "কসম সেই মহান সত্তার যিনি আমাদেরকে পয়দা করেছেন। এ হতেই পারে না যে, উজ্জ্বল নিদর্শন সমূহ আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠার পরও (মহাসত্যের উপর) তোমাকে আমরা অগ্রাধিকার দিব। তুমি যাকিছু করতে চাও, তা কর। তুমি বেশী কিছু করলেও শুধু এই দুনিয়ার জীবনেরই ফয়সালা করতে পার।

৭৩. আমরা তো আমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি, যেন তিনি আমাদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দেন আর এই যাদুগিরী– যা করতে তুমি আমাদেরকে বাধ্য করেছিলে- মাফ করেন।

وَ اللّٰهُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى ﴿٧٣﴾ اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ

এবং আল্লাহ উত্তম ও চিরস্থায়ী (প্রকৃত কথা) তাই নিশ্চয়ই যে কেউ আসবে তার রবের কাছে

مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ؕ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَ لَا

অপরাধী হয়ে অতঃপর নিশ্চয় তার জন্যে জাহান্নাম না সে মরবে তারমধ্যে আর না

يَحْيٰى ﴿٧٤﴾ وَ مَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ

বাঁচবে এবং যে তার কাছে আসবে মুমিন হয়ে নিশ্চয় সে কাজ করেছে নেকীর

فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ﴿٧٥﴾ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ

অতঃপর ঐসব লোক তাদের জন্যে (রয়েছে) মর্যাদাসমূহ সমুচ্চ জান্নাত স্থায়ী প্রবাহিত হয়

تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا

তার পাদদেশে নির্ঝরিনীসমূহ তারা স্থায়ীহবে তারমধ্যে এবং এটা পুরস্কার

مَنْ تَزَكّٰى ﴿٧٦﴾

(তার) যে পবিত্র হবে

আল্লাহই উত্তম- কল্যাণময় এবং তিনিই চিরস্থায়ী"।

৭৪. প্রকৃত কথা[১৭] এই যে, যে লোক অপরাধী হয়ে নিজের রবের সামনে হাজির হবে তার জন্য জাহান্নাম, যেখানে সে না জীবিত থাকবে না মরবে।

৭৫. আর যে লোক তাঁর সমীপে মু'মিন হিসাবে হাজির হবে, যে নেক আমলকারী হবে এমন সব লোকের জন্য উচ্চ মর্যাদা রয়েছে,

৭৬. চির শ্যামল চির সবুজ বাগ-বাগীচা রয়েছে, যার নীচে নহর-ধারা প্রবহমান হবে। তাতে তারা চিরদিন বসবাস করবে। এ পুরস্কার সেই ব্যক্তির জন্য যে পবিত্রতা অবলম্বন করবে।

১৭। যাদুকরদের কথার উপর বৃদ্ধি করে আল্লাহতা'আলা এ কথা বলেছেন। কথার ধরণ দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায়, এ কথা যাদুকরদের কথার অংশ নয়।

وَ لَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ

এবং | নিশ্চয় | আমরা ওহী করেছিলাম | প্রতি | মূসার | যে | রাতে যাত্রা কর

بِعِبَادِى فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا

আমার বান্দাদের সহ | অতঃপর (লাঠির) আঘাতে বানাও | তাদেরজন্যে | পথ | মধ্যে | সাগরের | শুষ্ক

لَّا تَخَٰفُ دَرَكًا وَّ لَا تَخْشَىٰ ﴿٧٧﴾ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ

না | আশঙ্কা করোতুমি | ধরাপড়ার | আর | না | ভয়করো তুমি (ডুবে যাওয়ার) | তাদের অতঃপর পশ্চাদ্ধাবন করল | ফিরআউন

بِجُنُودِهِۦ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾ وَ أَضَلَّ

তার সৈন্য বাহিনীসহ | তাদেরকে অতঃপর ছেয়ে নিল | সাগর | যা | তাদেরকে ছেয়ে নিয়েছিল | এবং | পথভ্রষ্ট করেছিল

فِرْعَوْنُ قَوْمَهُۥ وَ مَا هَدَىٰ ﴿٧٩﴾ يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ قَدْ

ফিরআউন | তারজাতিকে | এবং | না | সৎপথ দেখিয়েছিল | হে সন্তানগন | ইসরাঈলের | নিশ্চয়ই

أَنجَيْنَٰكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَ وَٰعَدْنَٰكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ

তোমাদেরকেআমরা উদ্ধার করেছি | হতে | তোমাদের শত্রু | ও | তোমাদেরকে আমরা (উপস্থিতির) সময় দিয়েছি | পার্শ্বে | তূরপাহাড়ের | ডানদিকের

রুকু ঃ ৪

৭৭. আমরা[১৮] মূসার প্রতি অহী করেছিলাম যে, এখন রাতা-রাতি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে চলতে শুরু কর এবং তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্য হতে শুষ্ক পথ বানিয়ে নাও। পিছন হতে কেউ আমাদের তালাশ করে ধরে ফেলবে সে ভয় করো না, আর না (সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করতে কোন) ভয় পাবে।

৭৮. পিছন হতে ফেরাউন তার লোক-লস্কর নিয়ে এসে পৌছিল এবং পরে সমুদ্র তাদের উপর ছেয়ে গেল- যেমন করে ছেয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

৭৯. ফেরাউন তার জাতির জনগণকে গুমরাহ-ই তো করেছিল, কোন সঠিক নির্ভুল পথ-প্রদর্শন তো আর করেনি।

৮০. হে বনী-ইসরাঈল[১৯], আমরা তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু বাহিনীর (অধীনতা ও চক্রান্ত) হতে মুক্তি দিয়েছি। আর 'তূর' পাহাড়ের ডান পাশে তোমাদের উপস্থিত হবার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছি।

১৮। মিশরে দীর্ঘ অবস্থানকালে যে সব অবস্থা ঘটেছিল তার বিবরণ মাঝখানে ত্যাগ করে এখন সেই সময়ের ঘটনার বর্ণনা শুরু করা হয়েছে যখন হযরত মূসা (আঃ)-কে আদেশ দেয়া হয়েছিল যে, বনী ইসরাঈলকে সঙ্গে নিয়ে মিশর ত্যাগ করে চলে যাও।

১৯। সমুদ্র পার হওয়া থেকে সিনাই পর্বতের পার্শ্বদেশে পৌছানো পর্যন্ত কাহিনীর বিবরণ মাঝখানে ত্যাগ করা হয়েছে। এর বিবরণ সূরা আ'রাফের ১৬-১৭ রুকুতে বর্ণিত হয়েছে।

وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوٰى ⑧٠ كُلُوْا مِنْ

এবং | আমরা অবতীর্ণ করেছি | তোমাদের উপর | 'মান্না' | ও | সালওয়া | তোমরা খাও | থেকে

طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَ لَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ

পাক জিনিষ সমূহ | যা | তোমাদেরকে আমরা রিজিক দিয়েছি | এবং | না | সীমালংঘন করো | সেক্ষেত্রে | তাহলে পড়বে

عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ ۚ وَ مَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ

তোমাদের উপর | আমার গযব | এবং | যে (এমন) | পড়বে | তার উপর | আমার গযব | নিশ্চয়

هَوٰى ⑧١ وَ اِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ

সে ধ্বংস হয়ে যাবে | এবং | আমি নিশ্চয় | অবশ্যই ক্ষমাশীল | (তার) জন্যে যে | তওবা করল | ও | ঈমান আনল | এবং | কাজ করল

صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ⑧٢ وَ مَآ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ

নেকীর | এরপর | সৎপথে থাকল | এবং | কিসে | তোমাকে তাড়াহুড়া করল | থেকে | তোমার জাতি

يٰمُوْسٰى ⑧٣

হে | মূসা

এবং তোমাদের প্রতি 'মান্না' ও 'সালওয়া' নাযিল করেছি।

৮১. -খাও আমাদের দেয়া পাক রেযক এবং তা খেয়ে আল্লাহদ্রোহিতা করো না। নতুবা তোমাদের উপর আমার গযব ভেঙে পড়বে, আর যার উপর আমার গযব পড়বে, তা পড়েই থাকবে।

৮২. অবশ্য যে তওবা করবে ও ঈমান আনবে, নেক্ আমল করবে এবং পরে সঠিক-সোজা পথে চলতে থাকবে, তার জন্য আমি অনেক কিছুই ক্ষমা করে দিব।

৮৩. আর কোন্ জিনিস তোমাকে নিজের জনগনের পূর্বেই নিয়ে আসল, হে মূসা?[২০]

২০। এখন সেই সময়কার বর্ণনা শুরু হচ্ছে যখন হযরত মূসা (আঃ) তুর পর্বতের পার্শ্বদেশে বনী ইসরাঈলকে ত্যাগ করে শরীয়তের নির্দেশাবলী গ্রহণের জন্যে তুর পর্বতের উপর চলে গিয়েছিলেন। আল্লাহতা'আলার এই নির্দেশ হতে জানা যাচ্ছে যে হযরত মূসা (আঃ) নিজ কওমকে পথে রেখে আপন প্রভুর সাক্ষাতের উৎসাহ ও প্রেরণায় অগ্রে চলে গিয়েছিলেন।

قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰٓ أَثَرِى وَعَجِلْتُ

সে বলল · তারা · ঐ তো · আমার পশ্চাতে · এবং · আমি তাড়াহুড়া করেছি

إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٤﴾ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ

তোমারদিকে · হে আমার রব · তুমি যেন সন্তুষ্ট হও · (আল্লাহ) বললেন · অতঃপর নিশ্চয়আমরা · নিশ্চয়ই · আমারা পরীক্ষায় ফেলেছি · তোমার জাতিকে

مِنۢ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِىُّ ﴿٨٥﴾ فَرَجَعَ مُوسَىٰٓ

তোমার পরে · এবং · তাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করেছে · সামেরী · অতঃপর ফিরে আসল · মূসা

إِلَىٰ قَوْمِهِۦ غَضْبَٰنَ أَسِفًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ

কাছে · তার লোকদের · ক্রুদ্ধ হয়ে · অনুতপ্ত অবস্থায় · সে বলল · হে আমার জাতি · কি নাই · তোমাদের ওয়াদাদেন

رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ

তোমাদের রব · ওয়াদা · উত্তম · তবে কি সুদীর্ঘ হয়েছে · তোমাদের উপর · নির্ধারিত সময় · অথবা

৮৪. সে বললঃ "তারা তো আমার পিছনে পিছনেই আসছে। আমি খুব তাড়াহুড়া করে তোমার দরবারে এসে গিয়েছি। হে আমার রব! যেন তুমি আমার প্রতি খুশী হও।"

৮৫. বললেনঃ "আচ্ছা, তাহলে শোন! আমরা তোমার পিছনে তোমার জাতিকে পরীক্ষার সম্মুখীন করে দিয়েছি এবং সামেরী তাদেরকে গুমরাহ করেছে[২১]"।

৮৬. মূসা বড় ক্রুদ্ধ ও মর্মাহত অবস্থায় নিজের লোকজনের নিকট ফিরে আসল। এসে সে বললঃ "হে আমার জাতির লোকজন! তোমাদের রব কি তোমাদের সাথে ভালো ভালো ওয়াদা করেছিলেন না?[২২] তোমাদের কি সেই দিনগুলি দীর্ঘতর মনে হল, কিংবা

২১। অর্থাৎ সোনার গো-বৎস নিমার্ণ করে তাদেরকে তার পূজা-উপাসনায় রত করল।

২২। অর্থাৎ আজ পর্যন্ত তোমাদের রব তোমাদের সঙ্গে কল্যাণের যত কিছু প্রতিশ্রুতি দান করেছেন সে সব কিছুই তোমরা লাভ করে আসছো। তোমাদেরকে মিশর হতে কল্যাণের সঙ্গেই তিনি বহির্গত করেছেন, তোমাদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন, তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। তোমাদের জন্যে এই প্রান্তর ও পার্বত্য এলাকায় ছায়া ও জীবিকার বন্দোবস্ত করেছেন। এই সমস্ত উত্তম প্রতিশ্রুতি কি পূর্ণ হয়নি? তোমাদের জন্যে শরীয়ত ও হেদায়াতনামা দানের যে ওয়াদা তিনি করেছিলেন তা কি কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রতিশ্রুতি ছিল না?

أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

তোমরা চেয়েছ — যে — পড়বে — তোমাদের উপর — গযব — পক্ষহতে — তোমাদের রবের

فَأَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِي ﴿٨٦﴾ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ

তোমরা অতঃপর ভংগ করেছ — আমার সাথে ওয়াদা — তারাবলল — না — আমরা ভংগকরেছি — তোমার সাথে ওয়াদা

بِمَلْكِنَا وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ

আমাদের ইচ্ছে মত — কিন্তু — আমাদের উপর চাপান হয়েছিল — বোঝা সমূহ — অলংকারের — লোকদের

فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾ فَأَخْرَجَ لَهُمْ

তা আমরা ফলে নিক্ষেপ করি — পরে — এরূপে — নিক্ষেপ করল — সামেরীও — বেরকরল অতঃপর — তাদের জন্যে

عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ

একটি বাছুরের — অবয়ব — তারছিল — হাম্বা রব — তখন তারা বলল — এটা — তোমাদের ইলাহ — ও — ইলাহ

مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا

মূসার — (মূসা) আসলে ভুলে গিয়েছিল — নাইকি — তারা (ভেবে) দেখে — যে না — ফিরে আসে — তাদেরদিকে (অর্থাৎ উত্তর দেয়) — কথার

তোমরা নিজেদের রবের গযব-ই নিজেদের উপর চাপিয়ে নিতে চাইতেছিলে যে, তোমরা আমার সাথে ওয়াদা খেলাফী করলে?"

৮৭. তারা জওয়াব দিলঃ আমরা আপনার সাথে ওয়াদাখেলাফী নিজেদের ইচ্ছা ও ইখতিয়ারে করিনি। ব্যাপার এই হয়েছিল যে, আমরা লোকদের অলংকারের বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই আমরা তা শুধু ছুঁড়ি দিয়েছিলাম,[২৩] -পরে[২৪] এমনি ভাবে সামেরীও কিছু ছুঁড়ে দিল।

৮৮. এবং তাদের জন্য একটি গো-বৎসের মূর্তি বানিয়ে বের করে আনল। তা হতে গরুর আওয়াজের মত আওয়াজ বের হত। লোকরা চীৎকার করে উঠলঃ "এই তোমাদের ইলাহও মূসার ইলাহ! মূসা একে ভুলে গেছে।"

৮৯. তারা কি দেখতে পাচ্ছিল না যে, তা না তাদের কথার জওয়াব দেয়,

২৩। যারা সামেরীর ফেতনাতে পড়েছিল এ ছিল তাদের ওযর। তারা বলতে চেয়েছিলঃ আমরা মাত্র অলংকারগুলি নিক্ষেপ করেছিলাম; আমাদের মনে গো-বৎস বানানোর কোন সংকল্পই ছিল না এবং আমরা জানতামও না যে কি জিনিস নির্মিত হতে চলছে। তারপর যা ঘটলো তা এমনই ছিল যে তা দেখে আমরা বে-এখতিয়ার শেরকে রত হয়ে গেলাম।

২৪। এখান থেকে ৯১ নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত কালামের উপর চিন্তা করলে পরিষ্কাররূপে বোঝা যায় যে-কওমের উত্তর "ছুড়িয়া দিয়াছিলাম" পর্যন্ত শেষ হয়ে গিয়েছে। তার পরের বিবরণ আল্লাহতা'আলার নিজের বক্তব্য।

وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾ وَلَقَدْ

এবং না ক্ষমতা রাখে ও তাদেরকে ক্ষতি (করত) আর না উপকার (করতে) এবং নিশ্চয়

قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَ

বলেছিল তাদেরকে হারূন পূর্বে হে আমার জাতি মূলতঃ তাদ্বারা তোমাদের পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে এবং

اِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَ اَطِيْعُوْٓا اَمْرِيْ ﴿٩٠﴾ قَالُوْا

নিশ্চয় তোমাদের রব দয়াময় (আল্লাহ্) সুতরাং তোমরা আমাকে অনুসরণ কর ও তোমারা আনুগত্য কর আমার আদেশের তারা বলেছিল

لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ﴿٩١﴾

কক্ষণ না বিরত হব আমরা তার কাছে লেগে থাকা (বা (পূজা করা হতে) যতক্ষণনা ফিরে আসবে আমাদেরকাছে মূসা

قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ﴿٩٢﴾ اَلَّا تَتَّبِعَنِ ؕ

(মূসা) বলল হে হারূন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করল যখন তুমি দেখলে তাদের তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে যে না আমার (আদেশের) অনুসরণ করলে

اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ ﴿٩٣﴾

তুমি তবেকি অমান্য করেছ আমার আদেশের

আর না তাদের লাভ-ক্ষতি বিধানের কোন ক্ষমতা রাখে?

রুকু ঃ ৫

৯০. হারুন (মূসার আসার) পূর্বেই তাদেরকে বলেছিল যে, "হে লোকেরা, তোমরা এর কারণে ফেৎনায় পড়েছ। তোমাদের রব তো দয়াবান। অতএব তোমরা আমার অনুসরণ কর, আর আমার কথা শোন।"

৯১. কিন্তু তারা তাকে বলে দিলঃ আমরা তো এরই পূজা করতে থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত মূসা ফিরে না আসে।

৯২. মূসা (জনগণকে শাসন করার পর হারুনের প্রতি ফিরে) বললঃ "হারুন! তুমি যখন দেখতে পেলে যে, এরা গুমরাহ হয়ে যাচ্ছে তখন কোন্ জিনিস তোমার হাত ধরে বসেছিলে যে,

৯৩. আমার নীতি অনুযায়ী কাজ করলে না? তুমি কি আমার হুকুমের বিরুদ্ধতা করলে"?[২৫]

২৫। আদেশের অর্থ- সেই আদেশ যা হযরত মূসা (আঃ) নিজে পর্বতের উপর যাওয়ার সময় ও নিজস্থলে হযরত হারুন (আঃ)-কে বনী ইসরাঈলদের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করার সময় দিয়েছিলেন। সূরা আরাফের ১৪২ নং আয়াতের এ কথা উল্লেখিত হয়েছে যে- হযরত মূসা (আঃ) যাওয়ার সময় নিজ ভাই হারুন (আঃ) কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে- তুমি আমার কওমের মধ্যে আমার স্থলাভিষিক্ত হয়ে কাজ কর এবং সতর্ক থেকোঃ সংস্কার-সংশোধনের কাজ করবে, যেন বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পন্থা অনুসরণ করো না।

قَالَ	يَبْنَؤُمَّ	لَا	تَأْخُذْ	بِلِحْيَتِي	وَ	لَا
সেবলল	হেআমার মায়ের ছেলে (অর্থাৎ ভাই)	না	ধরো	আমার দাড়ি	আর	না

بِرَأْسِي	إِنِّي	خَشِيتُ	أَنْ	تَقُولَ	فَرَّقْتَ	بَيْنَ	بَنِي
আমার মাথার (চুল)	নিশ্চয়ই আমি	আশংকা করেছি	যে	বলবে তুমি	তুমি বিভেদ সৃষ্টি করেছ	মাঝে	সন্তানদের

إِسْرَاءِيلَ	وَ	لَمْ تَرْقُبْ	قَوْلِي ﴿٩٤﴾	قَالَ	فَمَا	خَطْبُكَ
ইসরাঈলের	এবং	তুমি মূল্য দেও নাই	আমার কথা	সেবলল	তাহলে কি	তোমার ব্যাপার

يَسَامِرِيُّ ﴿٩٥﴾
সামেরী হে
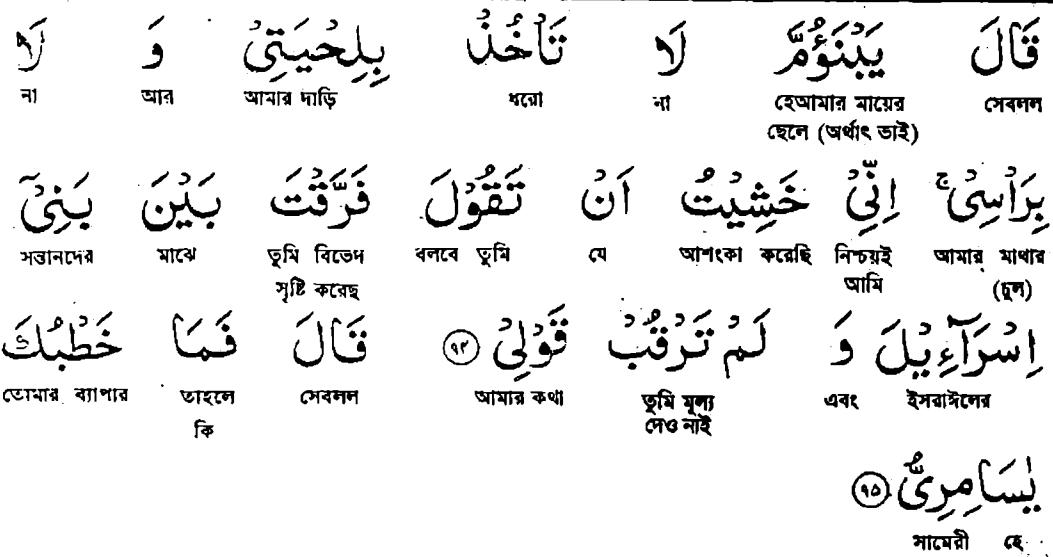
৯৪. হারুন জওয়াব দিলঃ "হে আমার মা'র পুত্র, আমার দাড়ি ধরো না, আমার মাথার চুলও টেনো না। আমার ভয় ছিল যে, তুমি এসে বলবেঃ তুমি বনী-ইসরাঈলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ। আর আমার কথার কোন মূল্য দিলে না"।২৬

৯৫. মূসা বললঃ "আর হে সামেরী, তোমার কি ব্যাপার"?

২৬। হযরত হারুনের এ জবাবের মর্ম কখনও এ নয় যে- জাতির একতাবদ্ধ থাকা তার সঠিক পথ অনুসরণ করা থেকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ; এবং একতা যদিও তা শেরেকের পথেও হয় তবুও বিচ্ছিন্নতা অপেক্ষ উত্তম। কেউ যদি এ আয়াতের এরূপ অর্থ গ্রহণ করে তবে কুরআন মজীদ থেকে হেদায়াতের পরিবর্তে সে গোমরাহই অর্জন করবে। হযরত হারুনের (আঃ) পূর্ণ কথা বুঝার জন্যে এই আয়াতকে সূরা আ'রাফের ১৫০ নং আয়াতের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করতে হবে। সেখানে হযরত হারুন (আঃ) বলছেন -'আমার মায়ের পুত্র! এই লোকেরা আমাকে দাবিয়ে দিয়েছিল এবং তারা আমাকে মেরে ফেলার উপক্রম করলো। তাই বলি, তুমি আমার উপর লোকদের হাসার সুযোগ দিওনা ও আমাকে এই যালেমদের দলভুক্ত গণ্য করো না। এর দ্বারা প্রকৃত ঘটনার এই চিত্র আমরা দেখতে পাই যে হযরত হারুন (আঃ) লোকদের এই ভ্রষ্ঠতা থেকে বিরত রাখার পূর্ণ চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা তাঁর বিরুদ্ধে এক ফাসাদ খাড়া করে দিল এবং তাঁকে হত্যা করে ফেলতে উদ্যত হলো। অগত্যা তিনি এই আশঙ্কায় চুপ হয়ে গেলেন যে পিছে হযরত মূসার (আঃ) আসার পূর্বেই এখানে গৃহযুদ্ধ না শুরু হয়ে যায়। এবং তিনি পরে এসে এই অভিযোগ না করেন যে- তুমি যদি অবস্থা আয়ত্বে না আনতে পেরেছিলে তবে তুমি অবস্থাকে এতদূর পর্যন্ত গড়াতে দিয়েছিলে কেন, আমার আসার জন্যে অপেক্ষা করনি কেন?

৯৬. সে জওয়াব দিলঃ " আমি সে জিনিস দেখেছি, যা এই লোকেরা দেখতে পায়নি। অতএব আমি রসূলের পায়ের চিহ্ন হতে এক মুষ্টি উঠিয়ে নিলাম এবং তা ফেলে দিলাম। আমার নফস্ আমাকে এই রকমেরই কিছু করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।"২৭

৯৭. মূসা বললঃ "আচ্ছা তুমি যাও। এখন সারা জীবন এ বলেই চীৎকার করতে থাকবেঃ আমাকে স্পর্শ করো না'২৮। আর তোমার জন্য জিজ্ঞাসাবাদের একটি সময় নির্দিষ্ট রয়েছে যা কখনও তোমার উপর হতে চলে যাবে না। আর দেখ তোমার এই ইলাহকে যার জন্য তুমি ভক্ত হয়ে লেগে থাকতে বসে ছিলে;

২৭। এখানে 'রসূল' অর্থ সম্ভবতঃ খোদ হযরত মূসা (আঃ) –'সামেরী' এক প্রতারক ধূর্ত ব্যক্তি ছিল। সে হযরত মূসাকে (আঃ) নিজের প্রতারণার জালে ফাঁসাতে চেয়েছিল এবং তাঁকে বলেছিল যে– হযরত, এ আপনারই পদধূলির বরকত। আমি যখন আপনার পদধূলি গলিত সোনার মধ্যে নিক্ষেপ করলাম তখন তা থেকে এই শানওয়ালা মহিমাযুক্ত বৎস বহির্গত হয়ে পড়লো।

২৮। অর্থাৎ মাত্র এইটুকু নয় যে জীবনভর সমাজের সংগে তার সংযোগ-সম্বন্ধ ছিন্ন করে দেওয়া হলো ও তাকে অস্পৃশ্য বানিয়ে ছাড়া হলো। বরং এ দায়িত্বও তার নিজেরই উপর চাপানো হলো যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে আপন অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে অবগত করাবে ও দূর থেকেই লোকদেরকে সতর্ক করে দেবে যেঃ আমি অস্পৃশ্য, আমাকে স্পর্শ করোনা।'

এখন আমরা তা জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেলব এবং বিক্ষিপ্তভাবে নদীতে ভাসিয়ে দিব।

৯৮. হে লোকেরা! তোমাদের ইলাহ তো মাত্র একই আল্লাহ। তিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নয়। সমস্ত জিনিস তাঁর জ্ঞান- পরিবেষ্টিত।

৯৯. "হে নবী! এই ভাবে আমরা অতীতে চলে যাওয়া অবস্থার খবর তোমাকে জানাচ্ছি। আর আমরা একান্তভাবে আমাদের নিকট হতে তোমাকে এক 'যিক্‌র' (নসীহত-উপদেশ) দান করেছি।

১০০. যে কেউ এ হতে মুখ ফিরাবে সে কেয়ামতের দিন গুনাহের কঠিন দুর্বহ বোঝা বহন করবে।

১০১. আর এই ধরনের সব লোকই চিরদিন তাঁর অসন্তোষে নিমজ্জিত থাকবে। আর কেয়ামতের দিন তাদের জন্য (এই অপরাধের দায়িত্বের বোঝা) বড়ই দুর্বহ ও কষ্টদায়ক বোঝা হবে।

১০২. সেদিন যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে আর আমরা অপরাধী লোকদেরকে এমন অবস্থায় ঘিরে আনব যে, তাদের চোখ (আতংকের কারণে) প্রস্তরময় হয়ে যাবে।

১০৩. তারা পরস্পরে চুপে চুপে বলবে যে, দুনিয়ায় বড়জোর মোটে দশটি দিন-ই হয়ত কাটিয়ে দিয়েছ।

১০৪. - আমরা ভালো করেই জানি তারা কি কথা বলবে। (আমরা এও জানি যে,) তখন তাদের মধ্যে যে লোক সর্বাধিক সতর্ক অনুমান করতে পারবে সে বলবে যে, না, তোমাদের দুনিয়ার জীবন শুধুমাত্র একদিনের জীবন ছিল।

রুকূ ঃ ৬

১০৫. এই লোকেরা তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করে যে, সে দিন এই পাহাড় কোথায় বিলিন হয়ে যাবে? বল, আমার রব এই গুলিকে ধুলিকণায় পরিণত করে উড়িয়ে দিবেন,

১০৬. আর যমীনকে এমন সমতল রুক্ষ-ধুসর ময়দানে পরিণত করবেন যে,

১০৭. তুমি তাতে কোন উচ্চ-নীচ এবং সংকোচন দেখতে পাবে না।

يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهٗ ۚ وَ خَشَعَتِ

সে দিন, তারা অনুসরণ করবে, একআহ্বানকারীকে, না থাকবে, বক্রতা, তার, এবং, (ক্ষীণ হবে)

الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾

আওয়াজসমূহ, দয়াময়ের কাছে, অতঃপর না, শুনবে তুমি, কিন্তু, অস্পষ্ট ধ্বনি

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ

সে দিন, না, উপকারদিবে, সুপারিশ, কিন্তু, যাকে, অনুমতিদিবেন, তার জন্যে, দয়াময় (আল্লাহ)

وَ رَضِيَ لَهٗ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا

এবং, পছন্দ করবেন, তার জন্যে, কথাকে, তিনি জানেন, যা কিছু, সম্মুখে (আছে), তাদের, এবং, যাকিছু

خَلْفَهُمْ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا ﴿١١٠﴾ وَ عَنَتِ الْوُجُوْهُ

তাদের পশ্চাতে (আছে), এবং, না, তাঁকে তারা আয়ত্ব করতে পারে, জ্ঞানে, এবং, অবনমিত হবে, মুখমন্ডল সমূহ

لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ۖ وَ قَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾

কাছে চিরঞ্জীবের, চিরস্থায়ীর, এবং, নিশ্চয়, ব্যর্থহবে, যে, বহন করবে, জুলুম (গুনাহের বোঝা)

১০৮. সে দিন সব লোক ঘোষণাকারীর ডাকে সোজা চলে আসবে, কেউ কোন দম্ভ দেখাতে পারবে না। আর সমস্ত আওয়ায আল্লাহ রহমানের সামনে ক্ষীণ হয়ে যাবে। একটা ক্ষীণ অস্পষ্ট ধ্বনি ছাড়া তোমরা আর কিছুই শুনতে পাবে না।

১০৯. সেদিন শাফাআত কার্যকর হবে না, অবশ্য স্বয়ং রহমান কাউকেও তার অনুমতি দিলে এবং তার কথা শুনতে পছন্দ করলে অন্য কথা।

১১০. তিনি সকলের সামনের পিছনের সব অবস্থাই জানেন। অন্যদের এর পূর্ণ জ্ঞান নেই।

১১১. - লোকদের মাথা সেই চিরঞ্জীব-চিরস্থায়ী আল্লার সামনে অবনমিত হবে। সেই সময় যে লোক কোন যুলুমের গুনাহের বোঝা বহন করবে সে ব্যর্থকাম হবে।

وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ

এবং যে করবে কাজ নেকীর এ অবস্থায় (যে) সে ঈমানদারও (হবে) তাহলে না সে ভয়করবে

ظُلْمًا وَّ لَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾ وَ كَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا

জুলুমের আর না (ক্ষতির) হক নষ্টের আর (হে নবী) এরূপে আমরা তা অবতীর্ণ করেছি (অর্থাৎ) কুরআনকে আরবীতে

وَّ صَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ

এবং আমরা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি তারমধ্যে সতর্কবাণী যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে অথবা

يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَ لَا

সৃষ্টি করবে তাদের জন্যে উপদেশ (হুশজ্ঞান) সুতরাং মহান আল্লাহ বাদশাহ সত্যিকার এবং না

تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ

তাড়াহুড়া করো কুরআন (পাঠে) এর পূর্বে যে সম্পূর্ণ করা হয় তোমার প্রতি তার ওহী (প্রেরণ)

১১২. আর কোন যুলুম বা হক্ নষ্ট করার ঝুঁকি হবে না সেই ব্যক্তির উপর যে নেক আমল করবে, আর সেই সঙ্গে সে মু'মিনও হবে।

১১৩. আর হে নবী! এমনিভাবে আমরা একে আরবী ভাষার কুরআন বানিয়ে নাযিল করেছি [২৯] এবং এতে নানা রকমের সতর্কবানী উচ্চারণ করেছি; সম্ভবতঃ এই লোকেরা বাঁকা পথে চলা হতে বিরত থাকবে কিংবা এর দরুন তাদের মধ্যে কিছুটা হুশ-জ্ঞানের লক্ষণ জাগবে।

১১৪. অতএব উচ্চ ও মহান সেই আল্লাহ, যিনি প্রকৃত বাদশাহ[৩০]। আর লক্ষ্য কর, কুরআন পাঠে তাড়াহুড়া করো না, যতক্ষণ না তোমার প্রতি উহার অহী পূর্ণতায় পৌঁছে যায়।

২৯। অর্থাৎ এরূপ বিষয়-বস্তু শিক্ষা ও উপদেশাবলীতে পূর্ণ। এর ইংগিত সেই সকল বিষয়-বস্তুরই প্রতি যা পবিত্র কুরআন করীমে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩০। এই প্রকারের বাক্যাংশ কুরআনের একটি ভাষণের সমাপ্তিতে সাধারণতঃ এরশাদ করা হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য, আল্লাহতা'আলার প্রশংসা ও স্তুতি দ্বারা ভাষণের সমাপ্তি ঘটানো। বর্ণনার ধরণ ও পূর্বাপর প্রসংগ সম্পর্কে চিন্তা করলে পরিস্কার রূপে বোঝা যায় যে এখানে একটি ভাষণ সমাপ্ত হয়েছে এবং 'ওয়া লাকাদ 'আহেদনা' ইলা আদামা' থেকে দ্বিতীয় ভাষণ শুরু হয়েছে।

وَ قُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ﴿١١٤﴾ وَ لَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰٓى اٰدَمَ مِنْ

এবং বল হে আমার রব অধিক দাও আমাকে জ্ঞান এবং আমরা নির্দেশ দিয়েছিলাম প্রতি আদমের

قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ﴿١١٥﴾ وَ اِذْ قُلْنَا

ইতিপূর্বে সে কিন্তু ভুলে যায় এবং আমরা পাই নাই তার দৃঢ়সংকল্পতা এবং (স্মরণকর) যখন আমরা বলেছিলাম

لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى ﴿١١٦﴾

ফিরেশতাদেরকে সিজদা কর তোমরা আদমকে তখন তারা সিজদা করল কিন্তু ইবলীস (করল না) সে অমান্য করল

فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَ لِزَوْجِكَ فَلَا

আমরা তখন বললাম হে আদম নিশ্চয় এটা শত্রু তোমার জন্যে এবং তোমার স্ত্রীর জন্যে অতএব না যেন

يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ﴿١١٧﴾ اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ

তোমাদের দুজনকে বের করেদেয় হতে জান্নাত তুমি ফলে কষ্টেপড়বে নিশ্চয়ই তোমার জন্যে (এ ব্যবস্থা) যে না তুমি ক্ষুধার্ত হবে

فِيْهَا وَ لَا تَعْرٰى ﴿١١٨﴾

তার মধ্যে আর না তুমি নগ্ন হবে

আর দোয়া কর, হে পরোয়ারদিগার!
আমাকে আরও অধিক ইলম্ দান কর[৩১]।

১১৫. আমরা ইতিপূর্বে আদমকে একটি হুকুম দিয়েছিলাম। কিন্তু সে তা ভুলে গেল। আর আমরা তার মধ্যে কোন দৃঢ় সংকল্প পাইনি[৩২]।

রুকু ঃ ৭

১১৬. স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন আমরা ফেরেশতাদের বলেছিলাম যে, আদমকে সিজদা কর। তারা সকলে তো সিজদা করল, কিন্তু শুধু ইবলীস অমান্য করে বসল।

১১৭. তখন আমরা আদমকে বললামঃ "দেখ, এ কিন্তু তোমার ও তোমার স্ত্রীর দুশমন। এমন যেন না হয় যে, এ তোমাদেরকে জান্নাত হতে বহিষ্কার করে দিবে, আর তোমরা বিপদে পড়ে যাবে।

১১৮. এখানে তো তুমি মহা সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছ, না অভুক্ত উলংগ থাকছ,

৩১। এই শব্দগুলি থেকে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, নবী করীম (সঃ)- প্রত্যাদেশ বাণী লাভ করার সময় সেগুলি স্মরণ করে লওয়ার জন্যে ও মুখে উচ্চারণ করার জন্যে চেষ্টা করে থাকবেন যায় জন্যে সম্ভবতঃ বাণী শ্রবণের দিকে মনোযোগ পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হচ্ছিল না। এই অবস্থা দৃষ্টে তাঁকে হেদায়াত দেয়া হয় যে তিনি যেন অহী নাযিল হওয়ার সময় তা স্মরণ করার চেষ্টা না করেন।

৩২। মনে হয় পরে আদম (আঃ) দ্বারা এই আদেশ ভংগের যে ঘটনা ঘটেছিল, তা জেনে বুঝে অবাধ্যতার কারণে ঘটেনি, বরং গাফিলতি ও বিস্মৃত হওয়ার কারণে ও সংকল্পের দুর্বলতায় পতিত হওয়ার জন্যে ঘটেছিল।

وَ اَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَ لَا تَضْحٰى ﴿١١٩﴾

এবং | (এও) যে তুমি | না | পিপাসার্ত হবে | তার মধ্যে | আর | না | রৌদ্রতপ্ত হবে

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰاٰدَمُ هَلْ

কিন্তু কুমন্ত্রনা দিল | তাকে | শয়তান | সে বলল | হে আদম | কি

اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ﴿١٢٠﴾ فَاَكَلَا

তোমাকে আমি (হাকীকত) বলেদিব | সম্বন্ধে | এই বৃক্ষের | চিরন্তন জীবনের | ও | অক্ষয় রাজত্বের | (যা) না | ক্ষয় হয় | অতঃপর উভয়ে খেল

مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا

তাথেকে | তখন প্রকাশ পেল | তাদের উভয়ের কাছে | তাদের উভয়ের লজ্জাস্থান সমূহ | এবং | উভয়ে শুরু করল | উভয়ে ঢাকতে | তাদের দুজনের উপর

مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ز وَ عَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ﴿١٢١﴾

থেকে | পাতা | জান্নাতের | এবং | অমান্য করল | আদম | তার রবকে | সে অতঃপর বিভ্রান্ত হল

১১৯. না পিপাসা ও রৌদ্রতাপ তোমাদেরকে কষ্ট দেয়।"

১২০. কিন্তু শয়তান তাকে প্রলোভিত করল। বলতে লাগলঃ "হে আদম, তোমাকে সেই গাছটি দেখাব কি, যার দ্বারা চিরন্তন জীবন ও অক্ষয় রাজত্ব লাভ করা যায়?"

১২১. শেষ পর্যন্ত উভয়েই (স্বামী-স্ত্রী) সেই গাছের ফল খেল। পরিণাম এই হল যে, সহসাই তাদের লজ্জাস্থান পরস্পরের সামনে উলংগ হয়ে পড়ল। আর দু'জনই নিজে নিজেকে জান্নাতের পাতা দ্বারা ঢাকতে লাগল[৩৩]। আদম তার রবের না-ফরমানী করল এবং সত্য-সঠিক পথ হতে বিভ্রান্ত হয়ে গেল।

৩৩। অন্য কথায় নাফরমানী ঘটতেই সেই সমস্ত সুখ-শান্তির উপকরণ তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হলো- যেগুলি সরকারী ব্যবস্থাপনায় তাকে দান করা হতো। এবং সরকারী পোষাক ছিনিয়ে নেয়ার মধ্যে দিয়ে এর প্রথম প্রকাশ ঘটে। খাদ্য, পানীয় ও বাসস্থান থেকে বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপার তো পরবর্তী পর্যায়ে ঘটার ছিল।

১২২. পরে তার রব তাকে বাছাই করে সম্মানিত করলেন এবং তার তওবা কবুল করলেন এবং তাকে হেদায়াত দান করলেন[৩৪]।

১২৩. বললেনঃ তোমরা দুই (পক্ষ-মানুষ ও শয়তান) এখান হতে নেমে যাও। তোমরা পরস্পরের দুশমন হয়ে থাকবে। এখন আমার নিকট হতে তোমাদের নিকট যদি কোন হেদায়াত পৌছায়, তবে যে ব্যক্তি আমার সেই হেদায়াত অনুসরণ করে চলবে সে বিভ্রান্ত হবে না, দুর্ভাগ্যেও নিমজ্জিত হবে না।

১২৪. আর যে ব্যক্তি আমার 'যিক্‌র' (উপদেশ-নসীহত) হতে বিমুখ হবে, তার জন্য দুনিয়ায় হবে সংকীর্ণ জীবন[৩৫]

৩৪। অর্থাৎ শয়তানের মত দরবার থেকে লাঞ্ছিতভাবে বিতাড়িত করেননি বরং যখন তিনি লজ্জিত অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেছিলেন তখন আল্লাহতা'আলা তার সংগে করুণা ও অনুগ্রহমূলক ব্যবহার করেন।

৩৫। পৃথিবীতে জীবন সংকীর্ণ হওয়ার অর্থ এই নয় যে তার আর্থিক অসচ্ছলতা ঘটবে; বরং এর অর্থ হচ্ছে এখানে তার শান্তি ও স্বস্তি মিলবে না। সে কোটিপতি হলেও অস্বস্তি ও অশান্তিতে তার জীবন কাটবে। সপ্তরাজ্যের বাদশাহ হলেও অশান্তি ও অস্বস্তি থেকে তার মুক্তি সম্ভব হবে না। তার দুনিয়ার সাফল্য যা ঘটবে তা হাজার রকমের অবৈধ্য চেষ্টা তদবিরের ফলে ঘটবে। সে কারণে তার বিবেক থেকে শুরু করে তার চারিদিকের সমগ্র পরিবেশের প্রতিটি জিনিসের সাথে তার এক অবিচ্ছিন্ন দ্বন্দ-সংগ্রাম লেগে থাকবে। আর এই কারণে শান্তি, নিরাপত্তা ও প্রকৃত নির্মল আনন্দ লাভ তার ভাগ্যে কখনও ঘটবে না।

وَّ نَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِیْۤ اَعْمٰى وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَ كَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ﴿١٢٦﴾ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِیْ مَنْ اَسْرَفَ وَ لَمْ يُؤْمِنْۢ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ؕ وَ لَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَ اَبْقٰى ﴿١٢٧﴾ اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِیْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِی النُّهٰى ﴿١٢٨﴾

আর কেয়ামতের দিন আমরা তাকে অন্ধ করে উঠাব।

১২৫. সে বলবেঃ "হে আমার রব, দুনিয়ায় তো আমি চক্ষুষ্মান ছিলাম, এখানে কেন আমাকে অন্ধ করে তুললে?"

১২৬. আল্লাহতা'আলা বলবেনঃ "হ্যাঁ, এমনি ভাবেই তো আমার আয়াতগুলি যখন তোমার নিকট এসেছিল তুমি তখন তা ভুলে গিয়েছিলে! ঠিক সে রকমই আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হচ্ছে।"

১২৭. এ ভাবেই আমরা সীমালঙ্ঘনকারী এবং আল্লাহর আয়াত অমান্যকারী লোকদেরকে (দুনিয়ায়) ফল দান করে থাকি। আর পরকালের আযাব অধিক কঠোর ও স্থায়ী।

১২৮. এই লোকগুলি কি (ইতিহাসের এই শিক্ষা হতে) কোন হেদায়াত পেল না? - তাদের পূর্বে কত জাতিকেই না আমরা ধ্বংস করেছি, যাদের (ধ্বংসপ্রাপ্ত) জনপদে আজ এই লোকেরা চলাফিরা করছে! বস্তুতঃ এতে বিপুল নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা সুস্থ বুদ্ধি-জ্ঞানের অধিকারী।

وَ لَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ

এবং | যদি | না | একটি বাণী | পূর্বেনির্দিষ্ট হয়ে থাকত | পক্ষহতে | তোমাররবের

لَكَانَ لِزَامًا وَّ اَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٢٩﴾ فَاصْبِرْ عَلٰى

অবশ্যই হত (শাস্তি) | অবশ্যম্ভাবী | ও | একটিকাল (যদিনা থাকত) | নির্দিষ্ট | সবর কর সুতরাং | উপর

مَا يَقُوْلُوْنَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ

যা | তারা বলে | ও | মহিমা ঘোষণা কর | প্রশংসা সহ | তোমার রবের | পূর্বে | উদয়ের | সূর্য

وَ قَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَ مِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَ اَطْرَافَ

ও | পূর্বে | তার অস্তের | এবং | কিছুঅংশে | রাতের | মহিমা ঘোষণাকর অতঃপর | ও | প্রান্ত সমূহে

النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ﴿١٣٠﴾ وَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا

দিনের | তুমি সম্ভবত | সন্তুষ্টহবে | এবং | না | প্রসারিত তুমি করো | তোমার দুচোখ | প্রতি | যা

مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ

আমরা উপকরণ দিয়েছি | সে সম্পর্কে | বিভিন্ন শ্রেণীকে | তাদের মধ্যকার | জাঁকজমক | জীবনের | দুনিয়ার

রুকু ঃ ৮

১২৯. তোমার রবের তরফ হতে পূর্বেই একটি কথা যদি চূড়ান্ত করে দেয়া না হত এবং অবকাশের একটি মীয়াদ নির্দিষ্ট করে দেয়া না হত, তা হলে এদের সম্পর্কেও ফয়সালা চূড়ান্ত করে দেয়া হত।

১৩০. অতএব হে নবী! এরা যা কিছু বলে, তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ করে থাক এবং তোমার আল্লাহর তারীফ প্রশংসার সাথে তাঁর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও অস্ত যাওয়ার পূর্বে এবং রাত্রির বিভিন্ন সময়েও তসবিহ কর এবং দিনের কিনারায়ও[৩৬] সম্ভবতঃ তুমি সন্তুষ্ট হবে[৩৭]।

১৩১. আর চোখ তুলেও দেখো না দুনিয়ার জীবনের সেই জাঁক-জমক যা আমরা এদের মধ্যে বিভিন্ন লোকদের দিয়েছি।

৩৬। হাম্‌দ ও সানা – প্রশংসা ও স্তুতির সংগে প্রভুর তসবীহ– পবিত্রতা কীর্তনের অর্থ হচ্ছে নামায। নামাযের নির্দিষ্ট সময়গুলির প্রতিও এখানে সুস্পষ্ট ইংগিত করে দেয়া হয়েছে। সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামায, সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামায এবং রাত্রিকালে এশা ও তাহাজ্জুদের নামায। আর দিবসের কিনারা সমূহ বলতে দিবসের তিনটি প্রান্তই হতে পারে- একটি প্রান্ত প্রত্যুষ, দ্বিতীয়ঃ দ্বিপ্রহর আর তৃতীয় প্রান্ত হচ্ছেঃ সন্ধ্যা। সুতরাং দিবসের প্রান্ত ভাগসমূহ বলতে ফজর, যোহর ও মগরেবেরই নামায বুঝায়।

৩৭। এর দুটি অর্থ হতে পারে। একটা অর্থ হচ্ছে– তোমার মিশনের জন্যে তোমাকে নানা প্রকার দুঃসহ কথা সহ্য করতে হলেও তুমি তোমার বর্তমান অবস্থার উপর তুষ্ট থাকো। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে– তুমি এই কাজ কিছুটা করেই দেখনা এর ফল যা কিছু তুমি সামনে দেখতে পাবে তাতে তোমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হবে।

এতো আমরা দিয়েছি তাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করার উদ্দেশ্যে। তোমার আল্লাহর দেওয়া হালাল রেযেক্ই[৩৮] উত্তম ও স্থায়ী।

১৩২. তোমার পরিবার-পরিজনকে নামাজ শিক্ষা দাও। আর তুমি নিজেও তা দৃঢ়তার সাথে পালন করতে থাক। আমরা তোমার নিকট কোন রেযেক্ চাইনা, রেযেক্ তো আমরাই তোমাদেরকে দিচ্ছি। আর পরিণামে কল্যাণ তাকওয়ারই হয়ে থাকে।

১৩৩. তারা বলে, এই ব্যক্তি নিজের রবের নিকট হতে কোন নিদর্শন (মো'জেজা) কেন আনে না? আর পূর্বের সহীফা সমূহের সমস্ত শিক্ষার বর্ণনা কি তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে আসেনি[৩৯]?

৩৮। 'রেযক' এর তরজমা আমি হালাল জীবিকা করেছি। কারণ আল্লাহতা'আলা কোথাও হারাম সম্পদকে প্রভুর 'রেযক' বলে অভিহিত করেন নি।

৩৯। অর্থাৎ এটা কি একটা কোন সামান্য মো'জেযা যে তাদেরই মধ্যকার একটি নিরক্ষর ব্যক্তি এমন এক গ্রন্থ পেশ করেছেন যার মধ্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত আসমানী কিতাবের বিষয়বস্তু ও শিক্ষার নির্যাস নির্গত করে ভরে দেয়া হয়েছে। মানুষের হেদায়াত ও পথ প্রদর্শনের জন্যে সে সমস্ত গ্রন্থে যা কিছু ছিল তার সবকিছু তার মধ্যে মাত্র একত্রিতই করে দেয়া হয়নি বরং সে সমস্তকে এরূপ খুলে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে যে, প্রান্তবাসী বেদুইন পর্যন্ত তা বুঝে নিয়ে তার থেকে উপকৃত হতে সমর্থ হবে।

১৩৪. আমরা যদি তা আসার পূর্বে কোন আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিতাম, তা হলে এই লোকেরাই বলত যে, "হে আমাদের রব, তুমি আমাদের নিকট কোন রসূল পাঠালে না কেন, (তাহলে) লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার পূর্বেই আমরা তোমার আয়াতসমূহ অনুসরণ করা শুরু করে দিতাম"?

১৩৫. হে নবী, এদেরকে বলঃ প্রত্যেকেই পরিণামের অপেক্ষায় রয়েছে। অতএব এখন প্রতীক্ষায় থাক, অতিশীঘ্র তোমরা জানতে পারবে যে, কারা সরল-সোজা পথের পথিক, আর কে হেদায়াত-প্রাপ্ত।

সূরা আল-আম্বিয়া

নামকরণ

এ সূরার নাম কোন বিশেষ আয়াত হতে গৃহীত নয়। এতে যেহেতু ধারাবাহিকভাবে বহুসংখ্যক নবী ও রসূলের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, এ কারণে এর নাম 'আল-আম্বিয়া' 'নবীগণ' করা হয়েছে। এও সূরার মূল বিষয়-বস্তুর দৃষ্টিতে রাখা নাম নয়। বরং এটা শুধু পরিচয়ের একটা চিহ্ন মাত্র।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

আলোচ্য বিষয় ও বর্ণনাভংগী উভয় দৃষ্টিতেই মনে হয়, এ সূরা নাযিল হওয়ার সময়-কাল হচ্ছে মক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়, অর্থাৎ আমাদের সময় বন্টনের দৃষ্টিতে নবী করীম (সঃ)-এর মক্কী জীবনের তৃতীয় পর্যায়। এর পটভূমিকায় সেরূপ অবস্থা নেই যা শেষের দিকের সূরাগুলিতে স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়।

প্রধান প্রধান আলোচ্য বিষয়

এ সময় নবী করীম (সঃ) ও কুরাইশ সরদারদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত তীব্র হয়ে উঠেছিল, এ সূরায় তাই আলোচিত হয়েছে। নবী করীম (সঃ)-এর নবুয়্যতের দাবী এবং তাঁর তওহীদের দাওআত ও পরকাল সংক্রান্ত আকীদা সম্পর্কে তারা যে সব সন্দেহ,-সংশয় ও প্রশ্ন উত্থাপন করত, এ সূরায় তার জবাব দেয়া হয়েছে। রসূলে করীম (সঃ)-এর বিরুদ্ধে তারা যে সব চাল চালতো ও কৌশল অবলম্বন করত, সে সম্পর্কে এতে তীব্র প্রতিবাদ ও হুমকী দেয়া হয়েছে এবং এ সব চালের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। রসূল (সঃ)-এর দাওআতের ব্যাপারে তারা যে বেপরোয়া ভাব দেখাত, শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের যেখানে গাফিলতি দূর হত না, সে বিষয়ে সাবধান ও সতর্ক করা হয়েছে। আর শেষ ভাগে তাদের এ অনুভূতি জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তিকে তোমরা নিজেদের পক্ষে বিপদ মনে করছো আসলে তোমাদের জন্যে বিশেষ রহমতের কারণ হয়েই তাঁর আবির্ভাব হয়েছে।

ভাষণ প্রসংগে বিশেষ করে যে সব বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে তা হচ্ছে এইঃ এক- মানুষ কখনো নবী-রসূল হতে পারেনা –মক্কার কাফেরদের এই ভুল ধারনা এবং এ কারণে নবী করীম (সঃ)-কে আল্লাহর রসূল বলে মেনে নিতে তাদের অস্বীকৃতি। এ বিষয়টি খুবই বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে এবং তাদের এ ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে। দুই-রসূল এবং কুরআন সম্পর্কে তাদের নানাবিধ ও পরস্পর বিরোধী প্রশ্ন উত্থাপন এবং কোন একটি কথার উপর স্থিতিশীল না হওয়া – এ সম্পর্কে সংক্ষেপে অথচ খুবই জোরালো ভাষায় ও তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে পাকড়াও করা হয়েছে। তিন- জীবন শুধু খেলনার জিনিস; কয়েক দিনের খেলার পর আপনা-আপনি এর অবসান ঘটবে, এর কোন ফলাফল নেই, কোন হিসাব-কিতাব এবং শাস্তি ও পুরস্কারের সম্মুখীন হতে হবে না- এই সব ধারণাই যেহেতু নবী করীম (সঃ)-এর প্রতি আরোপিত তাদের গাফিলতি ও বে-পরোয়াভাবের মূল কারণ ছিল, এই কারণে খুবই জোরালো ভংগিতে এর প্রতিবাদ করা হয়েছে। চার- শিরকী আকীদার ওপর তাদের অবিচল হয়ে থাকা এবং তওহীদী আকীদার বিরুদ্ধে তাদের মূর্খতামূলক হিংসা-বিদ্বেষ যা তাদের ও নবী করীম (সঃ)-এর মধ্যে বিরোধের মূল কারণ ছিল, এর সংশোধনের জন্যে শিরক্-এর বিরুদ্ধে ও তওহীদের পক্ষে সংক্ষিপ্ত অথচ খুবই

গুরুগম্ভীর এবং মর্মস্পর্শী যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। পাঁচ-নবীকে বার বার অমান্য করা ও মিথ্যাবাদী বলার পরও তাদের ওপর কোন আজাব আসে না, অতএব নবী অবশ্যই মিথ্যা এবং আল্লাহর তরফ হতে আল্লাহর আযাবের যে সব হুমকী শুনানো হচ্ছে তা সবই ফাঁকা আওয়াজ -তাদের এই ভিত্তিহীন ধারণাকে যুক্তি-প্রমাণ ও নসীহত-উপদেশ উভয় পন্থায় দূরীভূত করতে চেষ্টা করা হয়েছে।

অতঃপর নবী-রসূলগণের জীবন-চরিত হতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীকে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা হয়েছে। তা দ্বারা এ কথা বুঝানোই উদ্দেশ্য যে, মানুষের ইতিহাসে আল্লাহর নিকট হতে যত নবী ও রসূলেরই আগমন হয়েছে, তাঁরা সকলেই 'মানুষ' ছিলেন। আর নবুয়্যতের বিশেষ গুণ ছাড়া অন্যান্য সব ব্যাপারে সবদিক দিয়েই তাঁরা দুনিয়ার সাধারণ মানুষের মতই মানুষ ছিলেন,উলুহিয়্যতের কোন দিক বা কোন গুণই একবিন্দু পরিমাণও তাঁদের মধ্যে ছিল না। তাঁরা সাধারণ মানুষেরই মত নিজেদের সব রকমের প্রয়োজন পূরণের জন্যে আল্লাহর সমীপে হাত প্রসারিত করতেন- কাতর প্রার্থনা জানাতেন। সে সংগে এ ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হতেই আরো দুটো কথা স্পষ্টভাবে পেশ করা হয়েছে। একটা হলো এই যে, নবী-রসূলগণের ওপর নানাবিধ বিপদ-মুসীবত এসেছে। তাঁদরে বিরোধীরাও তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে প্রাণ-পন চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহর তরফ হতে অসাধারণ ও অস্বাভাবিক উপায়ে তাঁদের প্রতি সাহায্য নাযিল করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টা হলো এই যে, সব নবী ও রসূলের দ্বীন একই ছিল- একই দ্বীন তাঁরা পেশ ও প্রচার করেছেন। আর তা সেই দ্বীন ছিল, যা এখন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পেশ করছেন। মানব জাতির আসল দ্বীনই হচ্ছে এই। এ ছাড়া দুনিয়ায় আর যত ধর্ম পাওয়া যায়, তা গুমরাহ মানুষের সৃষ্ট বিভেদ-নীতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

সবশেষে বলা হয়েছে যে, মানুষের মুক্তি একান্তভাবে নির্ভর করে এই দ্বীন অনুসরণ ও পালনের ওপর। যারা একে কবুল করবে, পরকালে আল্লাহর আদালতের বিচারে তারাই সফল হয়ে বের হবে, আর পৃথিবীরও উত্তারাধীকারী হবে। আর যারা তাকে প্রত্যাখান করবে, তারা পরকালে নিকৃষ্টতম পরিণতির সম্মুখীন হবে। আল্লাহতা'আলার বড় মেহরবানী হলো এই যে, তিনি আসল বিচারের (চূড়ান্ত ফয়সালার) পূর্বেই নিজের নবী ও রসূল পাঠিয়ে দুনিয়ার মানুষকে এই মহাসত্য সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এরূপ অবস্থায় নবীকে যারা রহমতের কারণ মনে না করে বিপদ বলে মনে করে তাদের মত অজ্ঞ-মূর্খ ও নির্বোধ আর কে হবে?

ايَاتُهَا ١١٢ (٢١) سُوْرَةُ الْاَنْبِيَاۤءِ مَكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ٧

৭ তার রুকূ (সংখ্যা) মক্কী আল-আম্বিয়া সূরা (২১) ১১২ তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَ هُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ①

নিকটে এসেছে | লোকদের জন্যে | তাদের হিসাব (নেওয়ার সময়) | অথচ | তারা | মধ্যে | উদাসীনতার | বিমুখ হয়ে পড়ে আছে

مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَ

না | তাদের কাছে এসেছে | কোন | নসীহত | পক্ষ হতে | তাদের রবের | নতুন | এ ব্যতীত যে | তা তারা শুনে | ও

هُمْ يَلْعَبُوْنَ ② لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ وَ اَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ

তারা | খেলায় মেতে থাকে | (অন্যচিন্তায়) মশগুল | তাদের অন্তরগুলো | এবং | তারা লুকিয়ে করে | গোপন আলোচনা | যারা

ظَلَمُوْا هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَفَتَأْتُوْنَ السِّحْرَ

জুলুম করেছে | (তারা বলে) নয় কি | এই (ব্যক্তি) | এছাড়া | একজন মানুষ | তোমাদের মত | তোমরা তবে কি এসে পড়বে | যাদুর (কবলে)

وَ اَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ③

অথচ | তোমরা | দেখছ

রুকূ ঃ ১

১. অতি নিকটে এসে গেছে লোকদের হিসাব-নিকাশের সময় অথচ তারা এখনো গাফলতের মধ্যে বিমুখ হয়ে পড়ে রয়েছে।

২. তাদের রবের তরফ হতে তাদের নিকট যে নতুন নসীহতের বিধানই আসে তা তারা অবজ্ঞার সাথে শুনে আর খেলায় মেতে থাকে।

৩. তাদের দিল থাকে (অন্য কোন চিন্তা-ভাবনায়) মশগুল। আর যালেমরা পরস্পরে গোপন আলোচনা করে যে, "এই ব্যক্তি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। তা হলে কি তোমরা দেখে শুনেও যাদুর ফাঁদে জড়িয়ে পড়বে?"

আরবি	অর্থ
قُلْ	(নবী) বলল
رَبِّيْ	আমার রব
يَعْلَمُ	জানেন
الْقَوْلَ	(সেই সব) কথা
فِي	(যা হয়) মধ্যে
السَّمَاءِ	আকাশ মন্ডলির
وَ	ও
الْاَرْضِ	পৃথিবীর
وَ	এবং
هُوَ	তিনিই
السَّمِيْعُ	সব কিছু শুনেন
الْعَلِيْمُ ④	সবকিছু জানেন
بَلْ	বরং
قَالُوْٓا	তারা বলে
اَضْغَاثُ	(এসব) অলীক
اَحْلَامٍ	স্বপ্নসমূহ
بَلِ	বরং
افْتَرٰىهُ	তা সে উদ্ভাবন করেছে
بَلْ	বরং
هُوَ	সে
شَاعِرٌ	একজন কবি
فَلْيَاْتِنَا	আনুক তাহলে আমাদের কাছে
بِاٰيَةٍ	কোন নিদর্শন
كَمَا	যেমন
اُرْسِلَ	প্রেরিত হয়েছিল
الْاَوَّلُوْنَ ⑤	পূর্ববর্তীগণ (নিদর্শনসহ)
مَآ اٰمَنَتْ	ঈমান আনে নাই
قَبْلَهُمْ	তাদের পূর্বে
مِّنْ	কোন
قَرْيَةٍ	জনবসতিই
اَهْلَكْنٰهَا	যাকে আমরা ধ্বংস করেছি
اَفَهُمْ	এরা তবে কি
يُؤْمِنُوْنَ ⑥	ঈমান আনবে (এখন)

৪. রসূল বললেনঃ আমার রব সে সব কথাই জানেন, যা আসমান ও যমীনে বলা হয়। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[১]।

৫. তারা বলেঃ "বরং এ তো আজেবাজে স্বপ্ন; বরং এ তার মনগড়া– বরং এই ব্যক্তিতো কবি। নতুবা এ কোন নিদর্শন আনুক, যেমন করে প্রাচীন কালের রসূলগণ নিদর্শন সহকারে প্রেরিত হয়েছিল।"

৬. অথচ এদের পূর্বে কোন জনবসতিই- যাকে আমরা ধ্বংস করেছি- ঈমান আনেনি; আর এখন কি এরা ঈমান আনবে?

১। অর্থাৎ এ মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ও কানাকানির এই অভিযানে রসূল কখনও এ ছাড়া কোন জওয়াব দেননি যে, তোমরা যা কিছু কথা বানাচ্ছ তা আল্লাহতা'আলা শুনছেন ও জানছেন– তোমরা জোরে জোরে শব্দ করে তা বল বা চুপে-চুপে কানে-কানেই বলনা কেন! বিচার-বিবেচনাহীন দুশমনদের মোকাবিলায় রসূল কখনও তর্ক-বিতর্ক করে উত্তর দেননি।

৭. আর হে নবী! তোমার পূর্বেও আমরা মানুষকেই রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছিলাম যাদের প্রতি আমরা অহী পাঠাতাম। তোমরা যদি না-ই জানো তা হলে আহলে-কিতাব লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করে দেখ।

৮. সেই রসূলদেরকে আমরা এমন কোন দেহ-অবয়ব দিই নি যে, তারা খেত না; আর না তারা চিরঞ্জীব ছিল।

৯. তার পর লক্ষ্য কর, শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছি। আর তাদেরকে এবং আর যাকে যাকে আমরা চেয়েছি, বাঁচিয়েছি ; আর সীমালংঘনকারীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি।

১০. হে মানুষ! আমরা তোমাদের প্রতি এমন একখানি কিতাব পাঠিয়েছি, যাতে তোমাদেরই উল্লেখ রয়েছে।

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ⑩ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ

তবেকি না | তোমরা বুঝবে | এবং | কত | আমরা বিধ্বস্ত করেছি | জনবসতীকে

كَانَتْ ظَالِمَةً وَّأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا

যা ছিল | যালিম | এবং | আমরা সৃষ্টি করেছি | তার পরে | জাতি

آخَرِينَ ⑪ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ⑫

অপর | অতঃপর যখন | তারা অনুভব করল | আমাদের শাস্তি | তখন | তারা | তাথেকে | পালাতে লাগল

لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ

(বলাহল) না | তোমরা পালাবে | বরং | তোমরা ফিরে যাও | দিকে | তার | তোমাদের সম্ভোগ দেওয়া হয়েছিল | যারমধ্যে | ও | তোমাদের ঘরবাড়ী গুলোতে

لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ⑬ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ⑭

তোমাদের যাতে | জিজ্ঞাসাবাদ করা যেতেপারে | তারাবলেছিল | আমাদের হায় দুর্ভোগ | নিশ্চয়ই আমরা | ছিলাম | অত্যাচারী

রুকু ঃ ২। তোমরা কি বুঝতে পার না[২]?

১১. কত অত্যাচারী জনবসতিহ এমন আছে যেগুলিকে আমরা পিষে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছি। এবং তাদের পরে আমরা অন্য কোন জাতিকে উত্থিত করেছি।

১২. তারা যখন আমাদের আযাব অনুভব করতে পারল তখন তারা সেখান হতে পালাতে লাগল।

১৩. (বলা হল ,"পালিয়ো না; তোমরা যাও তোমাদের সেই সব ঘর-বাড়ীতে ও আয়েস-আরামের সরঞ্জামে যা নিয়ে তোমরা মহা আরামে নিমগ্ন হয়েছিলে; সম্ভবতঃ তোমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করা হবে[৩]।"

১৪. তারা বলতে লাগল ঃ হায় আমাদের দূর্ভাগ্য! নিঃসন্দেহে আমরা অপরাধী ছিলাম।"

২। অর্থাৎ তার মধ্যে কোন খোয়াব ও খেয়ালের কথা তো নেই তার মধ্যে তোমাদের নিজেদেরই কথা রয়েছে। তোমাদেরই মনস্তত্ত্ব এবং তোমাদেরই জীবনের ব্যাপার ও সমস্যাসমূহের আলোচনা তাতে আছে, তোমাদেরই সূচনা ও পরিণতির বিষয় তাতে আলোচিত হয়েছে। তোমাদেরই পারিপার্শ্বিক মহল ও পরিবেশ থেকে সেই সমস্ত নিদর্শনগুলি বেছে বেছে পেশ করা হয়েছে যা প্রকৃত সত্যের প্রতি ইংগিত দান করেছে, এবং তোমাদেরই নৈতিক ও চারিত্রিক গুনাবলীর মধ্যকার ভাল ও খারাব গুণের পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করে তোমাদের সামনে দেখানো হয়েছে, তোমাদের বিবেকই যার সত্যতার সাক্ষ্য দান করে। এসব কথার মধ্যে কি দুর্বোধ্যতা ও জটিল বিষয় আছে যা বুঝতে তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি অক্ষম?

৩। এর কয়েক প্রকার অর্থ হতে পারে। যথা, এই আযাব খুব উত্তমরূপে পরিদর্শন কর, কাল যদি কেউ এর প্রকৃত রূপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তবে যেন সঠিকভাবে বলতে পার। নিজেদের সেই ঠাট-বাটের মসলিস্ গরম কর, সম্ভবত এখনও তোমাদের চাকর নওকর হাত জোড় করে জিজ্ঞাসা করবে "হুযুর কি আদেশ করেন?" তোমাদের সেই কাউন্সিল ও কমিটিগুলি জমিয়ে বসো, তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি সমৃদ্ধ পরামর্শ ও বিজ্ঞতাপূর্ণ অভিমত দ্বারা উপকৃত হবার জন্যে সম্ভবতঃ জগত এখনও তোমাদের হুযুরে হাযির হবে!

১৫. তারা এই চীৎকারই করতে থাকল- ততদিন যখন আমরা তাদেরকে চূর্ণ-ভস্মে পরিণত করে দিয়েছি, জীবনের সামান্যতম স্ফুরণও তাদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না।

১৬. আমরা এই আসমান ও যমীন এবং এদের মধ্যে আর যা কিছু আছে, খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি।

১৭. আমরা যদি কোন খেলনা বানাতেই চাইতাম, আর তাই আমাদের করণীয় হত, তাহলে নিজ হতেই তা করে নিতাম[৪]। বরং আমরা তো বাতিলের উপর সত্যের আঘাত হেনে থাকি।

১৮. যা বাতিলের মাথা চূর্ণ করে দেয় এবং তা দেখতে দেখতেই বিলীন হয়ে যায়। আর তোমাদের ভাগ্যে ধ্বংস অবধারিত সে সব কারণে যা তোমরা রচনা করছ।

১৯. যমীন ও আসমানে যে যে মখ্‌লুকই আছে তা সব তাঁরই।

৪। অর্থাৎ যদি খেল-তামাশাই আমার উদ্দেশ্য হতো তবে আমি খেল-তামাশার সামগ্রী সৃষ্টি করে নিজেই খেলে নিতাম। সে অবস্থায় এ যুলম কখনও করা হত না যে অনর্থক এক অনুভূতিশীল চেতনা ও দায়িত্বসম্পন্ন জীব সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে সত্য-মিথ্যার লড়াই ও দ্বন্দ্ব বাধিয়ে দিয়ে নিছক নিজের আনন্দ ও স্ফূর্তির জন্য আমার সৎ বান্দাদেরকে বিনা কারণে কষ্টে ফেলে দিতাম!

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا

এবং যারা আছে তার কাছে না তারা অহংকার বশে বিরত থাকে থেকে তাঁর ইবাদত আর না

يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾

তারা পরিশ্রান্ত হয় তারা তসবীহকরে রাতে ও দিনে না তারা থামে

أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ﴿٢١﴾ لَوْ

কি তারা বানিয়ে নিয়েছে (অন্যান্যদেরকে) ইলাহরূপে মধ্যহতে পৃথিবীর তারা (কি) পারে উঠাতে মৃতকে যদি

كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ

হতো তাদের উভয়ের মধ্যে (আরও অনেক) ইলাহ ছাড়া আল্লাহ উভয়ই অবশ্যই ধ্বংস হতো অতএব পবিত্র আল্লাহ

رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٢﴾ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ

মালিক আরশের তাহতে যা করে তারা বর্ণনা না তাঁকে জিজ্ঞাসা করা যাবে ঐবিষয়ে যা তিনি করেন

وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿٢٣﴾

বরং তারা জিজ্ঞাসীত হবে

আর যে সব (ফেরেশতা) তাঁর নিকট রয়েছে তারা না অহংকার বশে তাঁর বন্দেগী করতে ত্রুটি করে, আর না পরিশ্রান্ত হয়[৫]।

২০. রাতদিন তাঁরই তসবীহ করতে ব্যস্ত থাকে; একবিন্দুও থামে না।

২১. তাদের বানানো পার্থিব ইলাহ কি এমন আছে যে,(নির্জীব-নিষ্প্রাণকে প্রাণ ও জীবন দিয়ে) চলমান করে দিতে পারে?

২২. যদি আসমান ও যমীনে এক আল্লাহ ছাড়া আরো বহু আল্লাহ হত, তা হলে (যমীন ও আসমান) উভয়েরই শৃংখলা-ব্যবস্থা বিনষ্ট হয়ে যেত। অতএব আরশের মালিক আল্লাহ পাক ও পবিত্র সে সব কথা হতে যা এই লোকেরা বলে বেড়ায়।

২৩. তিনি নিজের কাজের ব্যাপারে(কারো নিকট) দায়ী নন। বরং তারা সবাই দায়ী।

৫। অর্থাৎ আল্লাহর বন্দেগী করা তাদের পক্ষে কোন অসহনীয় কাজও নয় যে, অনিচ্ছুক অন্তরে বন্দেগী করতে করতে তারা বিষন্ন হয়ে পড়বে। এ ছাড়া আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ পালনে তাদের কোন ক্লান্তি হয় না।

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ؕ قُلْ هَاتُوْا

কি / তারা গ্রহণ করেছে / তাঁকে ছাড়া / (অন্যান্যদেরকে) ইলাহরূপে / (হেনবী) বল / পেশকর

بُرْهَانَكُمْ ۚ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِیَ وَ ذِكْرُ مَنْ قَبْلِیْ ؕ

তোমাদের দলিল / এটা / উপদেশ (কিতাব) / (তাদের জন্য) যারা / আমার সাথে (আছে) / এবং / উপদেশ (কিতাব) / (তাদেরও) যারা / আমার পূর্বে (ছিল)

بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ۙ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۲۴﴾ وَ

বরং / অধিকাংশই / তাদের / না / জানে / প্রকৃত সত্যকে / তারা ফলে / মুখফিরিয়েনেয় / এবং

مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِیْۤ اِلَیْهِ

না / আমরা প্রেরণ করেছি / পূর্বে / তোমার / কোন / রসূলকে / এব্যতীতযে / ওহী করেছি আমরা / তারকাছে

اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ﴿۲۵﴾ وَ قَالُوا اتَّخَذَ

এই যে / নাই / কোন ইলাহ / ছাড়া / আমি / তোমরা সুতরাং আমারই ইবাদতকর / এবং / তারাবলে / গ্রহণকরেছেন

الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ﴿۲۶﴾ لَا

দয়াময় / সন্তান / তিনি মহান পবিত্র / বরং / (ফিরেশতারা) বান্দা / সম্মানিত / না

یَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِاَمْرِهٖ یَعْمَلُوْنَ ﴿۲۷﴾

তাঁর আগে বাড়ে তারা / কথা বলে / এবং / তারা / তাঁর হুকুম মত / কাজ করে

২৪. তারা কি এই আল্লাহকে ত্যাগ করে অন্য আল্লাহ বানিয়ে নিয়েছে? হে নবী! তাদেরকে বলঃ "পেশ কর তোমাদের দলীল। এই কিতাবও রয়েছে যাতে আমার সম-সাময়িক কালের লোকদের জন্য নসীহত রয়েছে। আর সেই কিতাবসমূহও রয়েছে, যাতে আমার পূর্ববর্তীকালের লোকদের জন্য নসীহত ছিল"। কিন্তু এদের অধিকাংশ লোক প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে অজ্ঞ। এজন্য তারা বিমুখ হয়ে রয়েছে।

২৫. আমরা তোমার পূর্বে যে রসূলই পাঠিয়েছি তাকে এই অহীই দিয়েছি যে, আমি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই; অতএব তোমরা আমারই দাসত্ব কর।

২৬. এরা বলেঃ "রহমানের সন্তান" আছে। সুবহানাল্লাহ! তারা (অর্থাৎ ফেরেশতা) তা বান্দা মাত্র। তাদেরকে সম্মানিত করা হয়েছে।

২৭. তাঁর আগে বেড়ে তারা কথা বলে না; বাস্, শুধু তাঁরই হুকুম মত কাজ করে যায়।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا

তিনি জানেন | যা (আছে) | সামনে | তাদের | এবং | যা (আছে) | তাদের পিছনে | এবং | না | তারা সুপারিশ করে | ব্যতীত

لِمَنِ ارْتَضٰى وَ هُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَ مَنْ

তাদের জন্যে (যাদের প্রতি) | (আল্লাহ্) রাজী হন | এবং | তারা | তাঁর ভয়ে | ভীতসন্ত্রস্ত | এবং | কেউ

يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْۤ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ

(যদি) বলে | তাদের মধ্য হতে | আমিও নিশ্চয়ই | একজন ইলাহ | ব্যতীত | তিনি | এ কারণে | শাস্তিদিব আমরা | তাকে

جَهَنَّمَ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾ اَوَ لَمْ يَرَ الَّذِيْنَ

জাহান্নামে | এরূপে | শাস্তিদিই আমরা | যালিমদেরকে | কি | না | ভেবে দেখে | (তারা) যারা

كَفَرُوْۤا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ؕ

অস্বীকার করেছে | যে | আকাশ মন্ডলী | ও | পৃথিবী | উভয়ে ছিল | মিলিত অবস্থায় | অতঃপর উভয়কে আমরা পৃথক করে দিয়েছি

وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ؕ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٠﴾

এবং | আমরা বানিয়েছি | থেকে | পানি | প্রত্যেক | জিনিষ | জীবন্ত | কি তবুও না | তারা বিশ্বাস করে

وَ جَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ۪ وَ جَعَلْنَا

এবং | আমরা বানিয়েছি | মধ্যে | পৃথিবীর | পর্বতসমূহ | যেন (না) | তাদেরসহ তা ঢলে পড়ে | এবং | আমরা বানিয়েছি

فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٣١﴾

তার মধ্যে | প্রশস্ত | রাস্তাসমূহ | যেন | তারা | পথ পেতে পারে

২৮. যা কিছু তাদের সামনে আছে তাও তিনি জানেন, আর যা কিছু তাদের অজ্ঞাত, সে বিষয়েও তিনি অবহিত। তারা কারো পক্ষে সুপারিশ করে না, শুধু তাদের জন্য করে যার পক্ষে সুপারিশ শুনতে আল্লাহ রাজী হবেন। আর তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে।

২৯. তাদের মধ্যে হতে যদি কেউ বলে বসে যে, আল্লাহ ছাড়া আমিও একজন ইলাহ, তাকে আমরা জাহান্নামের শাস্তি দেব। যালেমদের শাস্তি আমাদের নিকট এই।

ع রুকু ঃ ৩

৩০. সেই লোকেরা যারা (নবীর কথা মেনে নিতে) অস্বীকার করেছে কি চিন্তা করে না যে, এই আসমান ও যমীন সবকিছুই মিলিত অবস্থায় ছিল, পরে আমরা এইগুলিকে আলাদা আলাদা করে দিয়েছি? এবং পানি হতে প্রত্যেক জীবন্ত জিনিসকে সৃষ্টি করেছি? তারা কি (আমাদের এই সৃষ্টি-ক্ষমতাকে) স্বীকার করে না?

৩১. আর আমরা যমীনে পাহাড় খাড়া করে দিয়েছি, যেন তা তাদেরকে নিয়ে কেঁপে ঢলে না পড়ে। এবং তাতে প্রশস্ত পথ বানিয়ে দিয়েছি যেন লোকেরা নিজেদের পথ জেনে নিতে পারে।

وَ جَعَلْنَا
এবং আমরা বানিয়েছি

السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا ۚ وَّ هُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا
আকাশকে ছাদস্বরূপ সুরক্ষিত অথচ তারা থেকে তার নিদর্শনাবলী

مُعْرِضُوْنَ ﴿٣٢﴾ وَ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ وَ
মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে এবং তিনিই যিনি সৃষ্টি করেছেন রাতকে ও দিনকে এবং

الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ؕ كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَ مَا جَعَلْنَا
সূর্যকে ও চন্দ্রকে সবই উপর কক্ষপথের বিচরণ করছে এবং (হে নবী) আমরা বানিয়েছি না

لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ؕ اَفَاۡئِنْ مِّتَّ فَهُمُ
কোন মানুষের জন্যে তোমার পূর্বে অনন্ত জীবন তবেকি যদি তুমি মৃত্যুবরণ কর তারা তাহলে

الْخٰلِدُوْنَ ﴿٣٤﴾
চিরঞ্জীব হবে (কি)

৩২. আর আসমানকে আমরা এক সুরক্ষিত ছাদ বানিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এই লোকেরা এসব নিদর্শনের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র করে না।

৩৩. তিনি তো আল্লাহই, যিনি রাত ও দিন বানিয়েছেন। সূর্য ও চন্দ্রকে পয়দা করেছেন। সবই এক-এক 'ফালাকে' সাঁতার কাটছে[৬]।

৩৪. আর হে নবী! চিরন্তনতা তো আমরা তোমার পূর্বের কোন মানুষের জন্যই সাব্যস্ত করে দেইনি। তুমি যদি মরে যাও তবে এই লোকেরা কি চিরদিন বেঁচে থাকবে?

৬। আরবীতে 'ফলক' হচ্ছে আসমানের এক পরিচিত নাম। 'সবই এক, এক 'ফলকে' সাতার কাটছে'- এই বাক্য থেকে দুটি কথা পরিস্কাররূপে বুঝা যায়। প্রথমতঃ এসব তারকা একই আকাশমন্ডলে অবস্থিত নয়, বরং প্রত্যেকের আকাশ পৃথক। দ্বিতীয়তঃ 'ফলক' অর্থাৎ আকাশমন্ডল এরূপ কোন জিনিস নয় যার সংগে তারাগুলি খুটিতে বাধার ন্যায় আবদ্ধ হয়ে রয়েছে এবং তা তারাগুলিসহ আবর্তন করেছে, বরং আকাশ কোন প্রবহমান তরল অথবা ফাকা ও শূন্যবৎ জিনিস যার মধ্যে তারকাসমূহের গতিশীলতা সাঁতার কাটার সংগে সাদৃশ্যমূলক।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَ نَبْلُوْكُمْ

প্রত্যেক | প্রাণীই | স্বাদ নেবে | মৃত্যুর | এবং | তোমাদের আমরা পরীক্ষা করি

بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَ

মন্দ দিয়ে | ও | ভাল (দিয়ে) | পরীক্ষা (স্বরূপ) | এবং | আমাদেরই দিকে | তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে | এবং

اِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ۗ

যখন | তোমাকে দেখে | যারা | অস্বীকার করেছে | না | তোমাকে তারা গ্রহণ করবে | এব্যতীত | বিদ্রূপের পাত্র রূপে

اَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَ هُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ

(এবং বলে) এই কি | (সেই ব্যক্তি) যে | সমালোচনা করে | তোমাদের ইলাহদেরকে | অথচ | তারা | আলোচনাকে | রহমানের | তারাই

كٰفِرُوْنَ ﴿٣٦﴾ خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۗ سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَلَا

অস্বীকারকারী | সৃষ্টি করা হয়েছে | মানুষকে | দিয়ে | তাড়াহুড়া প্রবৃত্তি | তোমাদেরকে শীঘ্রই আমি দেখাবো | আমার নিদর্শনাবলী | সুতরাং না

تَسْتَعْجِلُوْنِ ﴿٣٧﴾ وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ

আমার কাছে তোমরা তাড়াহুড়া করো | এবং | তারা বলে | কখন (পূর্ণ হবে) | এই | (হুমকীর) ওয়াদা | যদি

كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٨﴾

তোমরা হও | সত্যবাদী

৩৫. প্রত্যেক জীবন্তকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর আমরা ভালো ও মন্দ অবস্থায় ফেলে তোমাদের সকলের পরীক্ষা করছি। শেষ পর্যন্ত তোমাদের সকলকে আমাদের দিকেই ফিরে আসতে হবে।

৩৬. এই সত্য অমান্যকারীরা যখন তোমাকে দেখতে পায় তখন তোমার প্রতি বিদ্রূপ ও ঠাট্টা করে। বলে "এই কি সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মাবুদদের উল্লেখ করে থাকে?" আর তাদের নিজেদের অবস্থা এই যে, তারা রহমানের যিকরের অস্বীকারকারী।

৩৭. মানুষকে তাড়াহুড়া করার প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। এখনি আমি তোমাদেরকে নিজের নিদর্শনসমূহ দেখিয়ে দিচ্ছি, আমার কাছে তাড়াহুড়া করো না-

৩৮. এই লোকেরা বলেঃ "আচ্ছা, এই হুমকী পূর্ণ হবে কবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?"

لَوْ	يَعْلَمُ	الَّذِيْنَ	كَفَرُوْا	حِيْنَ	لَا
(হায়) যদি	জানত	যারা	কুফরী করেছে	সে সময় (যখন)	না

يَكُفُّوْنَ	عَنْ	وُّجُوْهِهِمُ	النَّارَ	وَ	لَا	عَنْ	ظُهُوْرِهِمْ
তারা প্রতিরোধ করতে পারবে	হতে	তাদের মুখমণ্ডলগুলো	আগুনকে	আর	না	হতে	তাদের পৃষ্ঠসমূহ

وَ	لَا	هُمْ	يُنْصَرُوْنَ ۝٣٩	بَلْ	تَأْتِيْهِمْ	بَغْتَةً	فَتَبْهَتُهُمْ
আর	না	তাদের	সাহায্য করা হবে	বরং	তাদের কাছে আসবে	অতর্কিতভাবে	তাদেরকে অতঃপর হতভম্ব করে দেবে

فَلَا	يَسْتَطِيْعُوْنَ	رَدَّهَا	وَ	لَا	هُمْ	يُنْظَرُوْنَ ۝٤٠	وَ
তখন না	তারা সক্ষম হবে	তা রোধ করতে	আর	না	তাদের	অবকাশ দেয়া হবে	এবং

لَقَدِ	اسْتُهْزِئَ	بِرُسُلٍ	مِّنْ قَبْلِكَ	فَحَاقَ	بِالَّذِيْنَ
নিশ্চয়ই	বিদ্রূপ করা হয়েছে	রসূলদেরকে	তোমার পূর্বের	অতঃপর ঘিরে নিয়েছিল	তাদেরকে

سَخِرُوْا	مِنْهُمْ	مَّا	كَانُوْا	بِهٖ	يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٤١	قُلْ	مَنْ
ঠাট্টা করেছিল (যারা)	তাদের মধ্যহতে	ঐ জিনিস	তারা ছিল	যা নিয়ে	বিদ্রূপ করত	(হেনবী) বল	কে

يَكْلَؤُكُمْ	بِالَّيْلِ	وَ	النَّهَارِ	مِنَ	الرَّحْمٰنِ ط
তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে	রাতে	বা	দিনে	থেকে	রাহমান

৩৯. হায়! এই কাফেররা যদি সেই সময়ের কথা কিছু জানতে পারত যখন এরা না নিজেদের মুখ আগুন হতে বাঁচাতে পারবে, না নিজেদের পিঠ, আর না তাদের কাছে কোন দিক হতে সাহায্য পৌঁছাবে।

৪০. সে বিপদ তো আকস্মিক ভাবেই আসবে এবং এদেরকে এমন ভাবে হঠাৎ করে চেপে ধরবে যে, এরা না তাকে দমন করতে পারবে, আর না এক মুহূর্তকাল তারা অবসর পাবে।

৪১. ঠাট্টা-বিদ্রূপ তো তোমাদের পূর্বের নবী-রসূলদেরকেও করা হয়েছে। কিন্তু তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী লোকেরা সেই জিনিসের ফেরে পড়তে বাধ্য হয় যার তারা ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করছিল।

রুকু ঃ ৪

৪২. হে নবী! এদেরকে বলঃ "কে আছে এমন যে রাতে বা দিনে তোমাদেরকে রহমান হতে রক্ষা করতে পারে?"

بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٢﴾ اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ

বরং তারাই হতে স্মরণ তাদের রবের মুখ ফিরিয়ে নেয় কি তাদের আছে ইলাহসমূহ তাদের রক্ষা করতে পারে

مِّنْ دُوْنِنَا ۭ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا

আমাদের ছাড়া না তারা সক্ষম সাহায্য করতে তাদের নিজেদের আর না তাদের আমাদের পক্ষহতে

يُصْحَبُوْنَ ﴿٤٣﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هٰٓؤُلَاۗءِ وَاٰبَاۗءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ

সহযোগিতা দেয়া হবে বরং আমরা ভোগ সামগ্রী দিয়েছি তাদেরকে ও পিতৃপুরুষদেরকে তাদের এমনকি দীর্ঘ হয়েছিল তাদের জন্যে

الْعُمُرُ ۭ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ۭ

আয়ুষ্কাল না তবে কি তারা দেখে যে আমরা আনছি জমীনকে তা সংকুচিত করে আমরা হতে তার চতুর্দিক

اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾ قُلْ اِنَّمَآ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ۡ وَلَا

তারা তবুওকি বিজয়ী হবে বল মূলতঃ তোমাদের সতর্ক করছি আমি ওহীদ্বারা কিন্তু না

يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاۗءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ﴿٤٥﴾

শুনে বধির কোন আহবান যখন তাদের সতর্ক করা হয়

কিন্তু এরা তাদের রবের নসীহত হতে বিমুখ হয়ে যাচ্ছে।

৪৩. তাদের কি এমন কিছু ইলাহ আছে যারা আমাদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করবে? তারা তো না নিজেরা নিজেদেরই সাহায্য করতে পারে, না আমাদের কোন সাহায্য-সহযোগিতা তারা লাভ করবে।

৪৪. আসল কথা এই যে, এই লোকদেরকে এবং এদের বাপ-দাদাদের আমরা জীবনের সামগ্রী দান করে চলেছি, এমন কি তাদের আয়ূও দীর্ঘ হয়েছিল। কিন্তু তারা কি দেখে না যে, আমরা যমীনকে নানা দিক দিয়ে খাটো করে আনছি[৭]? তবে তারা কি জয়ী হবে?

৪৫. এদেরকে বলে দাও "আমি তো অহীর ভিত্তিতে তোমাদেরকে সাবধান-সতর্ক করছি"--- কিন্তু বধির লোকেরা কোন ডাক শুনতে পায় না যখন তাদেরকে সাবধান করা হয়।

৭। অর্থাৎ পৃথিবীতে আমার বিজয়ী শক্তির কার্যকারিতার এ নিদর্শনগুলি অতি সুস্পষ্টরূপেই দেখা যায়। -হঠাৎ কখনও দুর্ভিক্ষের রূপে, কখনও বন্যার রূপে, কখনও ভুমিকম্পের রূপে, কখনও বা প্রচন্ত শীত ও অসহনীয় গরমের রূপে এরূপ বিপদাপাত ঘটে যা মানুষের সকল প্রচেষ্টা ও তৎপরতাকে ব্যর্থ করে দেয়। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ মরণের গ্রাসে পতিত হয়, জনপদ ধ্বংস হয়, শস্য-শ্যামল ক্ষেতসমূহ বিনষ্ট হয়, উৎপাদন হ্রাস পায়, ব্যবসা-বাণিজ্য অচলতার সৃষ্টি হয়; এক কথায় মানুষের জীবন ধারণের উপায়-উপকরণে কখনও অন্য আর এক দিক দিয়ে হানি ঘটে; কিন্তু মানুষ নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেও সে হানি রোধ করতে পারেনা।

وَ لَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يٰوَيْلَنَآ

আর | যদি অবশ্য | তাদের স্পর্শ করে | কিছুমাত্রও | আযাব | তোমার রবের | তারা বলবে অবশ্যই | হায় আমাদের দুর্ভোগ

اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَ نَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ

নিশ্চয়ই আমরা | ছিলাম আমরা | যালিম | এবং | সংস্থাপন করব আমরা | মানদণ্ডসমূহ | ন্যায়ের | দিনের জন্যে

الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ؕ وَ اِنْ كَانَ مِثْقَالَ

কিয়ামতের | ফলে না | যুলম করা হবে | কাউকে | কিছুমাত্রও | এবং | যদি | হয় (কৃতকর্ম) | পরিমাণও

حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ؕ وَ كَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَ

একদানা | শস্যের | আমরা আনব | তাকে (সামনে) | এবং | যথেষ্ট | আমরাই | হিসাবগ্রহণকারীরূপে | এবং

لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَ ضِيَآءً وَّ ذِكْرًا

অবশ্যই | আমরা দিয়েছি | মূসাকে | ও | হারূনকে | ফুরকান | এবং | জ্যোতি | ও | উপদেশ

لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ هُمْ مِّنَ

মুত্তাকীদের জন্যে | যারা | ভয় করে | তাদের রবকে | অদৃশ্য অবস্থায় | এবং | তারাই | হতে

السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ ﴿٤٩﴾

কিয়ামত | ভীতসন্ত্রস্ত

৪৬. তোমার রবের আযাব যদি একটু পরিমাণ তাদের স্পর্শ করে যায়, তাহলে তারা তখনই চীৎকার করে উঠবে "হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য! নিঃসন্দেহে আমরা অপরাধী ছিলাম।"

৪৭. কেয়ামতের দিন আমরা সঠিক নির্ভুল ওযন করার দাড়িপাল্লা সংস্থাপন করব। তার ফলে কোন লোকের উপরই একবিন্দু পরিমাণ জুলুম হবে না। যার একবিন্দু পরিমাণও কিছু কৃতকর্ম হবে তা আমরা সামনে নিয়ে আসব। আর হিসাব সম্পন্ন করার জন্য আমরাই যথেষ্ট।

৪৮. পূর্বে আমরা মূসা ও হারুনকে ফোরকান, আলো ও 'যিক্‌র' দান করেছি সেই মুত্তাকী লোকদের কল্যাণের জন্য,

৪৯. যারা না দেখেই নিজেদের রবকে ভয় করে, আর যারা (হিসাব-নিকাশের) সেই সময়ের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।

وَ	هٰذَا	ذِكْرٌ	مُّبٰرَكٌ	اَنْزَلْنٰهُ	اَفَاَنْتُمْ	لَهٗ
আর	এই	উপদেশ (কুরআন)	বরকত ময়	তা আমরা নাযিল করেছি	তোমরা তবুওকি	তাকে

مُنْكِرُوْنَ ۝٥٠	وَ	لَقَدْ	اٰتَيْنَآ	اِبْرٰهِيْمَ	رُشْدَهٗ
অস্বীকারকারী হবে	এবং	নিশ্চয়ই	আমরা দিয়েছি	ইবরাহীমকে	তার সৎ পথের বুদ্ধি জ্ঞান

مِنْ قَبْلُ	وَ	كُنَّا	بِهٖ	عٰلِمِيْنَ ۝٥١	اِذْ	قَالَ	لِاَبِيْهِ	وَ	قَوْمِهٖ	مَا
ইতিপূর্বেও	এবং	আমরা ছিলাম	তার সম্পর্কে	খুব অবহিত	যখন	সেবলেছিল	তার পিতাকে	ও	তার জাতিকে	কি

هٰذِهِ	التَّمَاثِيْلُ	الَّتِيْٓ	اَنْتُمْ	لَهَا	عٰكِفُوْنَ ۝٥٢	قَالُوْا	وَجَدْنَآ
এসব	মূর্তিগুলো	যার	তোমরা	তাদের জন্যে	পূজায় নিবদ্ধ আছ	তারা বলল	আমরা পেয়েছি

اٰبَآءَنَا	لَهَا	عٰبِدِيْنَ ۝٥٣	قَالَ	لَقَدْ	كُنْتُمْ	اَنْتُمْ	وَ	اٰبَآؤُكُمْ
আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে	তাদের জন্যে	ইবাদতকারীরূপে	সে বলল	নিশ্চয়ই	আছ	তোমরা	ও	তোমাদের পিতৃপুরুষরা (ছিল)

فِيْ	ضَلٰلٍ	مُّبِيْنٍ ۝٥٤	قَالُوْٓا	اَجِئْتَنَا	بِالْحَقِّ	اَمْ	اَنْتَ
মধ্যে	পথভ্রষ্টতার	সুস্পষ্ট	তারা বলল	আমাদের কাছে এনেছকি	প্রকৃত সত্যকে	না	তুমি

مِنَ	اللّٰعِبِيْنَ ۝٥٥
অন্তর্ভুক্ত	কৌতুককারীদের

৫০. আর এখন এই বরকতওয়ালা যিক্‌র আমরা (তোমাদের জন্য) নাযিল করেছি। তা সত্ত্বেও তোমরা কি তা মেনে নিতে অস্বীকার করবে?

রুকূ ঃ ৫

৫১. এরও পূর্বে আমরা ইবরাহীমকে তার সতর্ক বুদ্ধি ও জ্ঞান দান করেছিলাম। আর আমরা তাকে ভালোভাবে জানতাম।

৫২. স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন সে তার পিতা ও নিজ জাতির লোকজনকে বলেছিল "এই মূর্তিগুলি কি রকম যেগুলির জন্য তোমরা পাগল-প্রায় হয়ে আছ?"

৫৩. তারা জবাবে বলল "আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের এই গুলির ইবাদত করতে দেখেছি।"

৫৪. সে বলল "তোমরাও পথভ্রষ্ট, আর তোমাদের বাপ-দাদারাও সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে পড়েছিল।"

৫৫. তারা বলল "তুমি কি আমাদের সামনে তোমার আসল চিন্তা-বিশ্বাস পেশ করছ, না ঠাট্টা করছ?"

قَالَ — সে বলল
بَلْ — বরং
رَّبُّكُمْ — তোমাদের রব (তিনিই)
رَبُّ — (যিনি) রব
السَّمٰوٰتِ — আকাশমণ্ডলির
وَ — ও
الْاَرْضِ — পৃথিবীর
الَّذِىْ — যিনি
فَطَرَهُنَّ — তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন
وَ — এবং
اَنَا — আমি
عَلٰى — উপর
ذٰلِكُمْ — এসবের উপর
مِّنَ — অন্যতম
الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٦﴾ — সাক্ষীদাতাদের
وَ — এবং
تَاللّٰهِ — আল্লাহর শপথ
لَاَكِيْدَنَّ — ব্যবস্থা নিব আমি অবশ্যই
اَصْنَامَكُمْ — তোমাদের মূর্তিগুলোর
بَعْدَ — পরে
اَنْ تُوَلُّوْا — তোমাদের চলে যাওয়ার
مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٧﴾ — পিঠ ফিরিয়ে
فَجَعَلَهُمْ — তাদেরকে সে অতঃপর করে দিল
جُذٰذًا — টুকরা টুকরা
اِلَّا — ব্যতীত
كَبِيْرًا — বড়টা
لَّهُمْ — তাদের
لَعَلَّهُمْ — তারা যাতে
اِلَيْهِ — তার দিকে
يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٨﴾ — লক্ষ্য আরোপ করে
قَالُوْا — তারা বলল
مَنْ — কে
فَعَلَ — করেছে
هٰذَا — এটা
بِاٰلِهَتِنَاۤ — আমাদের ইলাহগুলোর সাথে
اِنَّهٗ — সে নিশ্চয়
لَمِنَ — অন্তর্ভুক্ত অবশ্যই
الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٩﴾ — যালিমদের
قَالُوْا — তারা বলল
سَمِعْنَا — আমরা শুনেছি
فَتًى — এক যুবককে
يَّذْكُرُ — সমালোচনা করতে
هُمْ — তাদের ব্যাপারে
يُقَالُ — বলা হয়
لَهٗ — তার (নাম)
اِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٠﴾ — ইবরাহীম

৫৬. সে বলল "না, বরং প্রকৃতপক্ষে তোমাদের আল্লাহ তিনিই যিনি যমীন ও আসমানের রব্ব এবং এই গুলির সৃষ্টিকর্তা। এই বিষয়ে আমি তোমাদের সামনে সাক্ষ্য দিচ্ছি।

৫৭. আর আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের অনুপস্থিতির সময়ে অবশ্যই তোমাদের মূর্তিগুলির প্রতি ব্যবস্থা গ্রহণ করব।"

৫৮. এরপর সে সেই গুলোকে টুকরা-টুকরা করে দিল, আর তাদের কেবল বড় আকারের মূর্তিটিকে রেখে দিল, যেন তারা তার প্রতি লক্ষ আরোপ করে।

৫৯. (তারা ফিরে এসে মূর্তিগুলির এই অবস্থা দেখতে পেল, তখন) বলতে লাগল "আমাদের ইলাহগুলির এরূপ অবস্থা কে করেছে? সে বড়ই যালেম।"

৬০. (কেউ কেউ) বলল. "আমরা এক যুবককে এ গুলির কথা বলতে শুনেছি, যার নাম ইবরাহীম।"

قَالُوْا	فَأْتُوْا	بِهٖ	عَلٰٓى اَعْيُنِ	النَّاسِ	لَعَلَّهُمْ
তারা বলল	আন তাহলে	তাকে	চোখের সামনে	লোকদের	তারা যাতে

يَشْهَدُوْنَ ٦١	قَالُوْٓا	ءَاَنْتَ	فَعَلْتَ	هٰذَا
সাক্ষী দিতে পারে	তারা বলল	তুমি কি	করেছ	এটা

بِاٰلِهَتِنَا	يٰٓ	اِبْرٰهِيْمُ ٦٢	قَالَ	بَلْ	فَعَلَهٗ	كَبِيْرُهُمْ	هٰذَا
আমাদের ইলাহ গুলোর সাথে	হে	ইবরাহীম	সে বলল	বরং	তা করেছে	তাদের প্রধান	এটা

فَسْئَلُوْهُمْ	اِنْ	كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ٦٣	فَرَجَعُوْٓا	اِلٰٓى	اَنْفُسِهِمْ
তাদেরকেজিজ্ঞেসকরতবে	যদি	তারা কথা বলতেপারে	তারা তখন ফিরে এলো	প্রতি	তাদের মনের

فَقَالُوْٓا	اِنَّكُمْ	اَنْتُمُ	الظّٰلِمُوْنَ ٦٤	ثُمَّ	نُكِسُوْا عَلٰى
অতঃপর তারা বলল	তোমরা নিশ্চয়	তোমরাই	যালিম	এরপর	অবনত হয়ে গেল

رُءُوْسِهِمْ	لَقَدْ	عَلِمْتَ	مَا	هٰٓؤُلَآءِ	يَنْطِقُوْنَ ٦٥
তাদের মস্তকগুলো	(এবং বলল) নিশ্চয়ই	তুমি জেনেছ	না	এরা সব	কথা বলতে পারে

৬১. তারা বলল "তা'হলে তাকে ধরে আনো সকলের সামনে, যেন লোকেরা দেখতে পায় (তাকে কিরূপ দন্ড দেয়া হয়)।"

৬২. (ইবরাহীম এসে পৌঁছিবার পর) তারা জিজ্ঞাসা করল "হে ইবরাহীম, তুমি আমাদের ইলাহগুলির সাথে এরূপ ব্যবহার করলে কেন?"

৬৩. সে বললঃ "বরং এ সব কিছু এ গুলির মধ্যের এই সরদারই করেছে। একে জিজ্ঞাসা কর, যদি এ কথা বলতে পারে[৮]।"

৬৪. এই কথা শুনে তারা নিজেদের মনের প্রতি ফিরে তাকাল এবং (মনে মনে) বলতে লাগল "আসলে তোমরা নিজেরাই তো যালেম।"

৬৫. কিন্তু পরে তাদের মত বদলে গেল। আর বলল "তুমিতো জান যে, এরা কথা বলে না।"

৮। শব্দগুলি থেকে স্বতঃই প্রকাশ পাচ্ছে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এ কথাগুলি এ জন্য বলেছিলেন যাতে তারা এর উত্তরে নিজেরাই এ কথা স্বীকার করে যে- তাদের মাবুদগুলো একেবারেই শক্তিহীন, তাদের কাছ থেকে কোন কাজেরই আশা করা যেতে পারেনা। এরূপ ক্ষেত্রে যুক্তির খাতিরে যদি কোন মানুষ প্রকৃত ঘটনার খেলাফ কোন কথা বলে তবে সে কথাকে মিথ্যা বলা যেতে পারে না, কেননা সে ব্যক্তি মিথ্যা বলার সংকল্প নিয়ে এরূপ কথা বলেনা; বরং যাকে সম্বোধন করে বলা হয় সেও সে কথাকে মিথ্যা বলে মনে করেনা। যে বলে সে নিজের বক্তব্যের যৌক্তিকতা সাব্যস্থ করতেই বলে এবং যে শোনে সেও সেই অর্থে তা গ্রহণ করে।

قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّ

সে বলল — তোমরা ইবাদত করবে তবুও কি — ছাড়া — আল্লাহ — যা — না — তোমাদের উপকার দিতে পারে — কিছুমাত্র — আর

لَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾ اُفٍّ لَّكُمْ وَ لِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ

না — তোমাদের ক্ষতি করতে পারে — আফসোস — তোমাদের জন্যে — (তাদের)জন্যেও এবং যাদের — তোমরা ইবাদত কর — ছাড়া

اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾ قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَ انْصُرُوْۤا

আল্লাহ — তবুও কি না — তোমরা বুঝবে — তারা বলল — তাকে পুড়িয়ে ফেল — এবং — তোমরা সাহায্য কর

اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿٦٨﴾ قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ

তোমাদের ইলাহগুলোকে — যদি — তোমরা — করতে পার — আমরা বললাম — হে — আগুন — হয়ে যাও

بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾ وَ اَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا

শীতল — ও — নিরাপদ — জন্যে — ইবরাহীমের — এবং — তারা চেয়েছিল — তার সাথে — অন্যায় আচরণ করতে

فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ﴿٧٠﴾

কিন্তু — তাদেরকে আমরা করে দিয়েছিলাম — সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত

৬৬. ইবরাহীম বলল "তা'হলে তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে সেই সব জিনিসের পূজা কর, যারা তোমাদের না কোন উপকার করতে পারে, না কোন ক্ষতি?

৬৭. আফসোস তোমাদের জন্য আর তোমাদের এই মাবুদগুলির জন্য, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যে গুলির পূজা করছ! তোমাদের কি কোন জ্ঞান-বুদ্ধি নেই?"

৬৮. তারা বলল "একে আগুনের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ফেল। আর তোমাদের ইলাহদেরকে সাহায্য কর- যদি কিছু করতেই হয়।"

৬৯. আমরা বললাম "হে আগুন, ঠান্ডা হয়ে যাও এবং শান্তি স্বরূপ হয়ে যাও ইবরাহীমের প্রতি[৯]।"

৭০. তারা ইবরাহীমের সাথে অন্যায় আচরণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা তাদেরকে নিকৃষ্টভাবে ব্যর্থ করে দিলাম।

৯। শব্দগুলি দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাচ্ছে এবং পূর্বাপর প্রসংগও এই অর্থের সমর্থণ করছে যে তারা নিজেদের ফয়সালা বাস্তবে কার্যকরী করেছিল এবং যখন অগ্নিকুন্ড প্রস্তুত করে তারা হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) তার মধ্যে নিক্ষেপ করে তখন আল্লাতা'আলা আগুনকে ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাবার আদেশ দেন। স্পষ্টতঃই কুরআনে বর্ণিত মো'জেযাগুলির মধ্যে এটি একটি মো'জেযা।

৭১. আর আমরা তাকে ও লূতকে বাঁচিয়ে সেই অঞ্চলের দিকে নিয়ে গেলাম যেখানে আমরা দুনিয়াবাসীদের জন্য বিপুল বরকত রেখে দিয়েছি।

৭২. পরে আমরা তাকে দান করেছি পুত্র ইসহাককে এবং অতিরিক্ত ভাবে ইয়াকুবকে[১০], এবং প্রত্যেককে নেক্‌কার বানিয়েছি।

৭৩. আর আমরা তাদেরকে ইমাম বানিয়ে দিলাম। তারা আমার হুকুম অনুসারে হেদায়াত দান করছিল এবং আমরা তাদেরকে অহীর সাহায্যে নেক্ কাজের এবং নামায কায়েম করা ও যাকাত দেওয়ার হেদায়াত দান করলাম। আর তারা ছিল আমাদের ইবাদত-গুজার।

৭৪. আর লূতকে আমরা 'প্রজ্ঞা' ও 'ইল্‌ম' দান করলাম।

১০। অর্থাৎ পুত্রের পর পৌত্রকেও নবুয়্যতের মর্যাদা দ্বারা ভুষিত করা হয়েছিল।

আর তাকে সেই জনবসতি হতে বের করে আনলাম, যারা কদর্য ধরনের কাজ করতেছিল- প্রকৃত পক্ষে তারা অতিশয় খারাব, ফাসেক জাতি ছিল।

৭৫. আর লূতকে আমরা আমাদের নিজেদের রহমতের মধ্যে শামিল করে নিলাম। সে নেককার লোকদের মধ্যেকার একজন ছিল।

রুকু ঃ ৬

৭৬. আর এই নেয়ামতই আমরা নূহকেও দিয়েছি। স্মরণ কর, এই সবের পূর্বে সে যখন আমাদেরকে ডেকেছিল। আমরা তার দোয়া কবুল করে নিলাম এবং তাকে ও তার ঘরের লোকদেরকে মহা যন্ত্রণা হতে মুক্তি দান করলাম।

৭৭. আর তার সাহায্য করেছি সেই লোকদের মুকাবিলায় যারা আমার আয়াত-সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। তারা বড় খারাব লোক ছিল। ফলে আমরা তাদের সকলকেই ডুবিয়ে দেই।

৭৮. আর এই নেআ'মত দিয়ে আমরা দায়ূদ ও সোলাইমানকেও ধন্য করেছি। স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন তারা দু'জনই এক ক্ষেতের মামলায় ফয়সালা দান করতেছিল, তাতে অপর লোকদের ছাগলগুলি রাতেরবেলা ছড়িয়ে পড়েছিল, আর আমরা তাদের বিচারকে নিজেরাই পর্যবেক্ষণ করছিলাম।

৭৯. তখন আমরা সোলাইমানকে সঠিক ফয়সালা বুঝিয়ে দিলাম। অথচ হুকুম ও ইল্‌ম আমরা দু'জনকেই দিয়েছিলাম। দায়ূদের সঙ্গে আমরা পাহাড় ও পক্ষীকূলকেও নিয়ন্ত্রিত ও কাজে নিযুক্ত করে দিয়েলাম। তারা তসবীহ্ করত। এই কাজের কর্তা আমরাই ছিলাম।

৮০. আর আমরা তাকে তোমাদের কল্যাণের জন্যই বর্ম নির্মাণের শিল্প শিক্ষা দিয়েছিলাম যেন তোমাদেরকে পরস্পরের আঘাত হতে রক্ষা করতে পারে। তা হলে তোমরা কি শোকর গুজার হবে না?

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖۤ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ﴿٨١﴾ وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٨٢﴾ وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٨٣﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮১. আর সোলাইমানের জন্য আমরা তীব্র বায়ুকে অনুগত ও নিয়ন্ত্রিত করেছিলাম। তা তার হুকুমে সেই দেশের দিকে প্রবাহিত হচ্ছিল। যে দেশে আমরা বিপুল বরকত দান করেছি। আমরা সব বিষয়েই পূর্ণ অবহিত।

৮২. আর শয়তানগুলির মধ্য হতে আমরা বহু সংখ্যককে তার অনুগত ও অধীন বানিয়ে দিয়েছিলাম, তারা তার জন্য ডুবুরীর কাজ করত। এ ছাড়া আরো অনেক কাজ করত। এই সবের সংরক্ষণকারী আমরাই ছিলাম।

৮৩. আর এই (বুদ্ধিমত্তা, হুকুম ও ইল্মের নে'আমত) আমরা আইয়ূবকে দিয়েছিলাম। স্মরণ কর, যখন সে তার রবকে ডেকেছিল "আমার অসুখ হয়েছে, আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।"

৮৪. আমরা তার দোয়া কবুল করে নিলাম। আর তার যে কষ্ট ছিল তা দূর করে দিলাম। আর তাকে কেবল তার পরিবার পরিজনই দেয়নি ; বরং তাদের সঙ্গে অনুরূপ সংখ্যক আরো দিলাম- স্বীয় বিশেষ রহমত হিসেবে, আর এই জন্য যে, তা ইবাদত গুজার লোকদের জন্য এক শিক্ষা ও স্মারক হবে।

وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِدْرِيْسَ وَ ذَا الْكِفْلِ ط

এবং (স্মরণ কর) | ইসমাইলকে | ও | ইদরীসকে | ও | যুলকিফ্‌লকে

كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَ اَدْخَلْنٰهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا ط اِنَّهُمْ

প্রত্যেকে (ছিল) | অন্তর্ভুক্ত | সবরকারীদের | এবং | তাদেরকে আমরা শামিল করেছি | আমাদের অনুগ্রহে | তারা নিশ্চয় (ছিল)

مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَ ذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا

অন্তর্ভুক্ত | সৎকর্মশীলদের | আর | মাছওয়ালাকেও (স্মরণ কর) | যখন | চলে গিয়েছিল | ক্রুদ্ধহয়ে

فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِي الظُّلُمٰتِ

অতঃপর মনেকরেছিল | যে | না | ধর-পাকড় করতে পারব | তার উপর | সে অতঃপর ডেকেছিল | মধ্যে | অন্ধকারের

اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ

যে | নেই | কোন ইলাহ | ছাড়া | তুমি | তুমি পবিত্র মহান | নিশ্চয়ই আমি | ছিলাম | অন্তর্ভুক্ত

الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٧﴾

সীমালংঘনকারীদের

৮৫. আর এই নেআ'মত ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফ্‌লকে দিয়েছি। তারা ধৈর্যশীল লোক ছিল।

৮৬. আর তাদেরকে আমরা স্বীয় রহমতে শামিল করে নিলাম। কেননা তারা নেককার লোকদের মধ্যে ছিল।

৮৭. আর মাছওয়ালাকেও[১১] আমরা ধন্য করেছি। স্মরণ কর, সে যখন ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিল[১২], আর মনে করেছিল যে, আমরা তাকে পাকড়াও করব না। শেষ পর্যন্ত সে অন্ধকারের মধ্য হতে ডাকল[১৩] "নাই কোন ইলাহ তুমি ছাড়া, পবিত্র মহান তোমার সত্ত্বা। আমি অবশ্যই অপরাধী।"

১১। অর্থাৎ হযরত ইউনুস (আঃ)। কোথাও নাম লওয়া হয়েছে এবং কোথাও তাকে 'যন্নুন' এবং 'সাহেবুল হুত' অর্থাৎ মৎসওয়ালা এই উপাধি দেয়া হয়েছে। মৎসওয়ালা তাঁকে এই জন্য বলা হয়নি যে তিনি মাছ ধরতেন বা বিক্রয় করতেন বরং আল্লাহতা'আলার হুকুমে একটি মাছ তাঁকে গলধঃকরণ করেছিল সেই কারণে তাঁকে 'মৎসওয়ালা' বলা হয়েছে, যেমন সূরা সাফ্‌ফাতের ১৪২ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

১২। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের আদেশ এসে তাঁর পক্ষে নিজ কর্তব্যস্থল ত্যাগ করা বৈধ হওয়ার পূর্বেই তিনি নিজের কওমের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে কর্তব্যস্থল ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন।

১৩। অর্থাৎ মাছের উদরের মধ্য থেকে- যা নিজেই অন্ধকারময় ছিল এবং তার উপর ছিল সমুদ্রের অন্ধকাররাশি।

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَ نَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَ

আমরা তখন ডাকে সাড়া দিলাম, তার এবং তাকে আমরা উদ্ধার করেছিলাম হতে দুশ্চিন্তা এবং

كَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾ وَ زَكَرِيَّآ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ

এরূপেই উদ্ধার করি আমরা মু'মিনদেরকে এবং যাকারিয়াকে (স্মরণ কর) যখন সে ডেকেছিল তার রবকে

رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٨٩﴾

হে আমার রব না আমাকে ছেড়ো একাকী এবং তুমি উত্তম উত্তরাধিকারীদের

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۫ وَ وَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَ اَصْلَحْنَا لَهٗ

আমরা তখন ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম তার ও আমরা দিয়েছিলাম তাঁর জন্যে ইয়াহইয়াকে এবং আমরা উপযোগী করে দিয়েছিলাম তাঁর জন্যে

زَوْجَهٗ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَ

তাঁর স্ত্রীকে তারা নিশ্চয় প্রাণপণ চেষ্টা করত ব্যাপারে নেকীরকাজসমূহের এবং

يَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّ رَهَبًا ؕ وَ كَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ﴿٩٠﴾

আমাদেরকে ডাকত আগ্রহ ও ভীতি সহকারে এবং তারা ছিল আমাদের কাছে ভীত অবনত

৮৮. তখন আমরা তার দোয়া কবুল করে নিলাম। আর চিন্তা-ভাবনা হতে তাকে মুক্তি দিলাম। আর আমরা মু'মিনদেরকে এমনি করে রক্ষা করে থাকি।

৮৯. আর যাকারিয়াকে- যখন সে তার রবকে ডেকে বলেছিলঃ " হে আল্লাহ! আমাকে একাকী রেখো না, সর্বত্তোম উত্তরাধীকারী তো তুমিই"-

৯০. আমরা তার দোয়া কবুল করলাম। আর তাকে দিলাম ইয়াহইয়া। আর তার স্ত্রীকে তার জন্য উপযোগী করে দিলাম। এই লোকেরা নেক্ ও পূণ্যের কাজে প্রাণপণ চেষ্ট করত, আমাকে আগ্রহ ও ভয় সহকারে ডাকত এবং আমাদের নিকট ছিল ভীত-অবনত।

وَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا

এবং (স্মরণকর) যে (মারয়ামকে) রক্ষা করেছিল তার সতীত্বকে আমরা অতঃপর ফুকে দিলাম তারমধ্যে আমাদেররূহ

وَ جَعَلْنٰهَا وَ ابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩١﴾ اِنَّ هٰذِهٖٓ

এবং তাকে বানিয়েছিলাম ও তার পুত্রকে একটি নিদর্শন বিশ্ববাসীদের জন্যে নিশ্চয়ই এই যে

اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّ اَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ﴿٩٢﴾ وَ

তোমাদের জাতি জাতি (প্রকৃতপক্ষে) একই এবং আমি তোমাদের রব সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর কিন্তু

تَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ؕ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ﴿٩٣﴾ فَمَنْ

তারা টুকরা টুকরা করে ফেলল তাদের কার্যকলাপ (দ্বীন) তাদের মাঝে প্রত্যেককে আমাদের দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী তবে যে

يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ

কাজ করবে নেকীসমূহের এ অবস্থায় যে সে মু'মিনও (হবে) তখন না অগ্রাহ্য হবে (তার কাজ)

لِسَعْيِهٖ ۚ وَ اِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ﴿٩٤﴾ وَ حَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ

তার প্রচেষ্টার জন্যে এবং নিশ্চয়ই আমরা তার জন্যে লেখক(অর্থাৎ লিখেরাখি) এবং (প্রত্যাবর্তন) নিষিদ্ধ জন্যে কোন জনপদের

اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٩٥﴾

যাদেরকে আমরা ধ্বংস করেছি যে তারা না ফিরে আসতে পারবে

৯১. আর সেই মহিলা, যে নিজের সতীত্বের পবিত্রতা রক্ষা করেছিল[১৪], আমরা তার গর্ভে স্বীয় 'রুহ' ফুঁকলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে দুনিয়াবাসীদের জন্য এক উজ্জ্বল নিদর্শন বানিয়ে দিলাম।

৯২. তোমাদের এই উম্মত প্রকৃতপক্ষে একই উম্মত। আর আমি তোমাদের রব। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর-

৯৩. কিন্তু (লোকদের কর্মকান্ড এই যে,) তারা নিজেদের দ্বীনকে টুকরা টুকরা করে ফেলেছে- সকলকে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে।

রুকু ঃ ৭

৯৪. এখন যে লোক নেক আমল করবে- এই অবস্থায় যে, সে মু'মিন, তার কাজে কোন অমর্যাদা করা হবে না। আর আমরা তা লিখে রেখেছি।

৯৫. এ সম্ভব নয় যে, যে-জনপদকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি তা আবার ফিরে আসবে।

১৪। অর্থাৎ হযরত মরিয়ম (আঃ)।

حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ

এমনকি যখন মুক্তি দেয়া হবে ইয়াজুজ ও মাজুজকে এবং তারা হতে প্রত্যেক উচ্চভূমি

يَّنْسِلُوْنَ ﴿٩٦﴾ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ

ছুটে আসবে এবং নিকটবর্তী হবে প্রতিশ্রুতি (কিয়ামতের) সত্য অতঃপর তখন বিস্ফোরিত হবে

اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ

চক্ষুসমূহ (তাদের) যারা কুফরী করেছিল (এবং বলবে) আমাদের দুর্ভোগ হায় নিশ্চয়ই আমরা ছিলাম মধ্যে

غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٩٧﴾ اِنَّكُمْ وَمَا

গাফিলতির সম্পর্কে এটা বরং আমরা ছিলাম সীমালংঘনকারী তোমরা নিশ্চয় ও যাদের

تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ؕ اَنْتُمْ لَهَا

তোমরা ইবাদত করতে ছাড়া আল্লাহ ঈন্ধন (হবে) জাহান্নামে তোমরা তাতে

وٰرِدُوْنَ ﴿٩٨﴾

প্রবেশকারী (হবে)

৯৬. শেষ পর্যন্ত যখন ইয়াজুজ-মাজুজকে মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা সকল উচ্চতা ডিঙ্গিয়ে বের হয়ে পড়বে

৯৭. এবং চূড়ান্ত সত্য ওয়াদা পূর্ণ হওয়ার সময়[১৫] নিকটবর্তী হয়ে আসতে শুরু করবে, তখন কাফেরদের চক্ষু বিস্ময়-বিস্ফারিত হয়ে পড়বে। তারা বলবেঃ "হায় আমাদের দূর্ভাগ্য! আমরা এই এই জিনিস সম্পর্কে একেবার গাফিলতির মধ্যে পড়ে ছিলাম। বরং আমরা অপরাধী ছিলাম।"

৯৮. নিঃসন্দেহে তোমরা ও তোমাদের সে সব মাবুদ যাদের তোমরা পূজা-উপাসনা করতে জাহান্নামের ইন্ধন হবে, তোমাদেরও সেখানেই যেতে হবে[১৬]।

১৫। অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়।

১৬। বর্ণিত হয়েছে মোশরেক নেতাদের মধ্যে একজন এই আয়াতের উপর আপত্তি করেছিল যে- এই ভাবেতো মাত্র আমাদেরই উপাস্য নয়- মসিহ্, উযায়ের এবং ফেরেশতারাও জাহান্নামে প্রবেশ করবে, কেননা পৃথিবীতে তাদেরও এবাদত করা হয়। এর উত্তরে নবী করীম (সঃ) বলেন- হ্যাঁ এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিই যে একথা পছন্দ করে যে আল্লাহতা'আলার পরিবর্তে তার বন্দেগী করা হোক তাদের সাথী হবে যারা তার বন্দেগী করেছিল।

৯৯. এরা যদি প্রকৃত ইলাহ হত তবে তারা নিশ্চয়ই সেখানে যেত না। অতঃপর সকলকেই চিরদিন সেখানে থাকতে হবে।

১০০. সেখানে তারা কানফাটা আর্তনাদ করতে থাকবে। আর অবস্থা এই হবে যে, সেখানে তারা কোন আওয়াজই শুনতে পাবে না।

১০১. তারপর যাদের সম্পর্কে আমাদের নিকট হতে কল্যাণ লাভ করবে বলে পূর্বেই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে তারা তো অবশ্যই এ হতে দূরে অবস্থান করতে থাকবে।

১০২. তার ক্ষীণতম শব্দও তারা শুনতে পাবে না। তারা তো চিরদিন নিজেদের মনমত দ্রব্য-সামগ্রীর মধ্যে ডুবে থাকবে।

১০৩. চরম ও সাংঘাতিক বিপদের সময়ও তারা এতটুকু কাতর হবে না এবং ফেরেশতারা অগ্রসর হয়ে তাদেরকে স-সম্মানে গ্রহণ করবে। "এই তোমাদের সে'দিন যার ওয়াদা তোমাদের নিকট করা হচ্ছিল।"

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ

সেদিন | গুটিয়ে ফেলব আমরা | আকাশকে | গুটান যেমন | দফতর বা খাতা | (বিভিন্ন বিষয়ে) লিখিত | যেমন | আমরা সৃষ্টি করেছি | প্রথম

خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ؕ وَعْدًا عَلَيْنَا ؕ اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿١٠٤﴾ وَ لَقَدْ

সৃষ্টি | তা আমরা পুনঃ সৃষ্টি করব | ওয়াদা (পালন) | আমাদের দায়িত্ব | নিশ্চয় আমরা | আমরা হলাম | সম্পাদনকারী (তা) | এবং | নিশ্চয়ই

كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا

আমরা লিখেছিলাম | মধ্যে | যাবুর গ্রন্থের | পরে | নসীহতের | যে | যমীনের | তার উত্তরাধিকারী হবে

عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ ﴿١٠٥﴾ اِنَّ فِىْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ

(যারা) আমার বান্দা | সৎকর্মশীল | নিশ্চয় | মধ্যে আছে | এর | অবশ্যই পয়গাম | লোকদের জন্যে

عٰبِدِيْنَ ﴿١٠٦﴾ وَ مَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٧﴾ قُلْ

ইবাদতকারী | এবং | না | তোমাকে আমরা পাঠিয়েছি | এছাড়া যে | রহমত হিসেবে | বিশ্বজগতের জন্যে | বল

اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ

মূলতঃ | ওহী করা হয়েছে | আমার প্রতি | যে | তোমাদের ইলাহ (কেবল) | ইলাহ | একই

১০৪. সেই দিন, যে দিন আমরা আসমানকে লিখিত দফতরগুলো গুটানোর মত গুটিয়ে রাখব[১৭ক]। যেভাবে সর্বপ্রথম আমরা সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম অনুরূপভাবে আমরা তার পুনরাবৃত্তি করব। এ একটি ওয়াদা বিশেষ যা পূরণ করার দায়িত্ব আমাদের। আর এই কাজ আমাদের অবশ্যই করতে হবে।

১০৫. আর 'যাবুর' কিতাবে নসীহতের পর আমরা লিখে দিয়েছি যে, যমীনের উত্তরাধিকারী আমাদের নেক্ বান্দাহরা হবে[১৭খ]।

১০৬. এতে এক মহা সংবাদ নিহিত রয়েছে ইবাদত-গুজার লোকদের জন্য।

১০৭. হে নবী, আমরা তোমাকে দুনিয়াবাসীদের জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছি।

১০৮. তাদেরকে বলঃ "আমার নিকট যে অহী আসে, তা এই যে, তোমাদের ইলাহ কেবলমাত্র এক আল্লাহ।

১৭ক. এটা একটা উপমা। অতীতকালে দলীল দস্তাবেজগুলো গুটিয়ে নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করা হতো। এখানে বলা হয়েছে কেয়ামতে আকাশকে অনুরূপভাবে গুটিয়ে ফেলা হবে। আর এর বাস্তব অবস্থা কেমন হবে তা আল্লাহই ভাল জানেন।

১৭খ. এই আয়াত বুঝার জন্য সূরা 'যমর'-এর ৭৩-৭৫ আয়াত দ্রষ্টব্য।

فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٨﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ

তাহলে কি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হবে । যদি তবে তারা মুখ ফিরায় বল তবে তোমাদের আমি সতর্ক করে দিয়েছি

عَلٰى سَوَآءٍ ؕ وَ اِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ اَمْ بَعِيْدٌ مَّا

সমান ভাবে (সকলকে) এবং না জানি আমি (কিয়ামত) কি নিকটে বা দূরে যা

تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٩﴾ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَ يَعْلَمُ

তোমাদের ওয়াদা করা হয়েছে নিশ্চয়ই (অর্থাৎ আল্লাহ) জানেন ব্যক্ত হয় (যা) কথায় এবং তিনিই জানেন

مَا تَكْتُمُوْنَ ﴿١١٠﴾ وَ اِنْ اَدْرِيْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ

যা তোমরা গোপন কর এবং না জানি আমি (এছাড়া যে) সেটা হয়ত পরীক্ষা তোমাদের জন্যে

وَ مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿١١١﴾ قٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ

ও জীবনোপভোগের (অবকাশ) পর্যন্ত কিছু কাল (শেষ পর্যন্ত রসূল) বলল হে আমার রব তুমি ফয়সালা করে দাও ন্যায়ভাবে

وَ رَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿١١٢﴾

এবং আমাদের রব দয়াময় সহায়স্থল উপর যা তোমরা বলছ

এখন তোমরা আনুগত্যের মস্তক অবনত করবে কি?"

১০৯. তারা যদি অন্যদিকে মুখ ফিরায় তাহলে তুমি বলে দাওঃ "আমি তো প্রকাশ্য ভাবে তোমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছি। এখন আমি জানিনা যে, তোমাদের নিকট যে জিনিসের ওয়াদা করা হচ্ছে তা খুব নিকটবর্তী কিংবা বহু দূরে।

১১০. আল্লাহ সেই কথাগুলিও জানেন যা উচ্চ কণ্ঠে বলা হয়, আর তাও যা তোমরা গোপনে কর।

১১১. আমি তো মনে করি, এ (বিলম্ব) সম্ভবতঃ তোমাদের জন্য একটা ফেতনা আর তোমাদেরকে একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত স্বাদ আস্বাদনের সুযোগ দেয়া হচ্ছে।"

১১২. (শেষ পর্যন্ত) রসূল বলল "হে আমার রব ইনসাফ ও সত্যতা সহকারে ফয়সালা করে দাও। আর হে লোকেরা, তোমরা যে সব কথা বানাও তার মুকাবিলায় আমাদের মেহেরবান আল্লাহই আমাদের জন্য সাহায্যের একান্ত নির্ভর।"

সূরা আল-হজ্জ

নামকরণ

এ সূরার চতুর্থ রুকুর দ্বিতীয় আয়াত وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ "হজ্জ উদ্‌যাপনের জন্য লোকদেরকে আহ্বান জানাও"-এর আল-হজ্জ শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরায় মক্কী এবং মদীনী সূরাসমূহের বিশেষত্ব মিশ্রভাবে দেখা যায়। এ কারণে এ মক্কায় অবর্তর্ণ না মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে সে সম্পর্কে তফসীরকারদের মধ্যে বিশেষ মতভেদ রয়েছে। আমরা মনে করি,এর বিষয়-বস্তুতে ও বর্ণনা ভংগিতে মক্কী-মদীনী উভয় লক্ষণ দেখা যাওয়ার কারণ এই যে, এর একটা অংশ মক্কী পর্যায়ের শেষ ভাগে এবং দ্বিতীয় অংশ মদীনী জীবনের শুরুতে অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণে এতে উভয় পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বই বর্তমান। সূরার প্রথম ভাগের বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী স্পষ্ট বলে দেয় যে, এ মক্কায় নাযিল হয়েছে। আর সম্ভবতঃ মক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে হিজরতের কিছু কাল পূর্বে এ সূরা নাযিল হয়েছে। ২৪ নম্বর আয়াত পর্যন্ত এ অংশ শেষ হয়েছে।

অতঃপর إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا হতে সহসাই বিষয়বস্তুর ধারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। স্পষ্ট মনে হয়, এ আয়াত হতে শেষ পর্যন্তকার অংশ পবিত্র মদীনায় নাযিল হয়েছে এবং হিজরতের পর প্রথম বছর যিলহজ্জ মাসেই হয়তো নাযিল হয়েছে, কেননা ২৫শ আয়াত থেকে ৪১শ আয়াত পর্যন্তকার বিষয়-বস্তু হতে এ কথাই বুঝতে পারা যায়। আর ৩৯ ও ৪০ আয়াতের নাযিল হবার প্রেক্ষাপট হতেও এরই সমর্থন পাওয়া যায়। এ সময়টি ছিল এমন যে, মুহাজিরগণ নিজেদের ঘরবাড়ী ছেড়ে সদ্য মদীনায় এসেছিলেন। হজ্জ-এর সময় উপস্থিত হলে তখন তাদরে নিজেদের শহর ও হজ্জ-এর মহা সম্মেলনের কথা স্মরণ হয়ে থাকবে। আর মক্কার মোশরেকরা মসজিদে-হারাম (কাবার) পথ পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছে বলে তারা প্রাণে বড় ব্যাথা অনুভব করছিলেন। এ সময় তারা এরও প্রতিক্ষায় ছিলেন যে, যে যালেমরা তাদেরকে ঘরবাড়ী হতে বহিষ্কৃতও বিতাড়িত করেছে, মসজিদের হারাম-এর যিয়ারত হতে বঞ্চিত করেছে এবং আল্লাহর দ্বীনের পথ অবলম্বনের কারণে তাদের জীবন পর্যন্ত দূর্বিসহ করে দিয়েছে। এখন আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার অনুমতি নিশ্চয়ই দেবেন। বস্তুতঃ এ আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার এটাই ছিল মনস্তাত্বিক পটভুমি। এতে প্রথমত হজ্জ-এর উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, 'মসজিদে-হারাম' প্রতিষ্ঠার এবং হজ্জ উদযাপনের এই ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছিল এ উদ্দেশ্যে যে, দুনিয়ায় একমাত্র আল্লাহতা'আলার বন্দেগী করা হবে। কিন্তু আজ সেখানে শিরক্ হচ্ছে এবং এক আল্লাহর ইবাদতকারী লোকদের জন্যে সেদিকে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর এই যালেমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং দেশ হতে তাদেরকে বে-দখল করে দিয়ে এমন এক কল্যাণময় সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করার অনুমতি মুসলমানদের দেয়া হয় যেখানে অন্যায়, পাপ ও না-ফরমানী স্তিমিত হবে এবং পূণ্যশীলতা ও আল্লাহনুগত্যের ভাবধারা জাগ্রত হবে। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ওরওয়া ইবনে যুবাইর, যায়দ ইবনে আসলাম, মুকাতিল ইবনে হাইয়্যান,

কাতাদাহ এবং অন্যান্য বড় বড় তফসিরকার বলেছেন যে, মুসলমানদের জেহাদ করার অনুমতি দেয়ার এটাই প্রথম আয়াত। হাদীস ও রসূল (সঃ)- এর জীবন ইতিহাসের বর্ণনা হতে প্রমাণিত হয় যে, এ অনুমতি লাভের পর-পরই কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি ও তৎসংক্রান্ত তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে লোহিত সাগরের উপকূলের দিকে প্রথম অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ অভিযান ইতিহাসে 'দাওয়ান যুদ্ধ' বা 'আরওয়া যুদ্ধ' নামে খ্যাত।

প্রধান প্রধান আলোচ্য বিষয়

এ সূরায় তিন শ্রেণীর লোককে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। তারা হল ঃ মক্কার মোশরেক, দ্বিধাগ্রস্ত ও সংশয়াপন্ন মুসলমান এবং খাঁটি ও সত্যিকার নিষ্ঠাবান মুসলমান। মোশরেকদের সম্বোধন করে কথা বলার সূচনা হয়েছে মক্কায়। মদীনায় এসে এর ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণ হয়ে যায়। এ কথায় তাদেরকে পূর্ণ ও জোরালো ভাবে সাবধান ও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে- তোমরা তোমাদের মূর্খতাপূর্ণ ও ভিত্তিহীন চিন্তা-বিশ্বাসের ব্যাপারে চরম জিদ ও হঠকারিতা দেখাচ্ছ। আল্লাহকে ছেড়ে এমন সব মা'বুদদের ওপর আস্থা স্থাপন করেছ যাদের কোন শক্তি নেই, সামর্থ নেই। আর তোমরা আল্লাহর রসূলকে অমান্য ও অবিশ্বাস করেছ। এখন তোমাদের পরিণাম তাই হবে যা অতীতে এ নীতি অবলম্বনকারীদের হয়েছে। নবীকে অমান্য করে এবং নিজ জাতির সবচেয়ে ভালো ও সৎ লোকদেরকে অত্যাচার ও যুলুমের লক্ষ্য স্থলে পরিণত করে তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছ। এর ফলে তোমাদের ওপর আল্লাহর যে গযব নাযিল হবে, তা থেকে তোমাদের কৃত্রিম ও মনগড়া মা'বুদরা তোমাদেরকে বাঁচাতে পারবে না। এ শুধু সাবধান ও সর্তকীকরণই নয়, সেই সংগে বুঝানোর কাজও সমানে চলেছে। গোটা সূরায় বিভিন্ন স্থানে উপদেশ-নসীহতের উল্লেখ করা হয়েছে এবং একদিকে শিরকের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে তওহীদ ও পরকাল বিশ্বাসের পক্ষে অকাট্য দলীল প্রমাণও উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিধাগ্রস্ত ও সংশয়াবিষ্ট মুসলমানদের অবস্থা ছিল এই যে, আল্লাহর বন্দেগী তারা কবুল করেছিল; কিন্তু এ পথে কোন বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাদেরকে সম্বোধন করে এ সূরায় কঠোর ভাবে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছেঃ এ কেমন তর ঈমান? আরাম-আয়েশ ও আনন্দ-স্ফূর্তির সময় আসলে তো আল্লাহকে আল্লাহ বলে মেনে নাও আর তাঁর বান্দাহ হয়ে থাকতেও রাজী হও, কিন্তু যেখানেই আল্লাহর পথে বিপদ আসে, কষ্ট ভোগ করার প্রয়োজন দেখা দেয় তখন না আল্লাহকে আল্লাহ বলে মানতে রাজী হও, না তাঁর বান্দাহ থাকতে সম্মত হও। অথচ তোমরা এরূপ নীতি ও আচরণ গ্রহণ করে এমন কোন বিপদ-মুসীবতকে এড়িয়ে চলতে পার না যা আল্লাহ তোমাদের ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন।

এ সূরায় ঈমানদার লোকদেরকে সম্বোধন করে দু'ধরনের কথা বলা হয়েছে। এক ধরনের সম্বোধন তাদের নিজেদেরকে উদ্দেশ্য করে করা হয়েছে এবং আরব দেশের জনমতকে উদ্দেশ্য করেও। আর অপর ধরনের সম্বোধন করা হয়েছে কেবলমাত্র ঈমানদার লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে।

প্রথম ধরনের সম্বোধনে মক্কার মোশরেকদের আচার-আচরণের ব্যাপারে পাকড়াও করা হয়েছে। তারা মুসলমানদের জন্যে 'মসজিদের হারাম' এর পথ বন্ধ করে দিয়েছে বলে তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। অথচ মসজিদের হারাম তাদের নিজস্ব ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। কাউকেও হজ্জ উদ্‌যাপন হতে বঞ্চিত করার কোন অধিকারই তাদের নেই। এ আপত্তিটা শুধু সত্য ভিত্তিকই ছিল না, রাজনীতির দিক দিয়ে এটা কুরাইশদের বিরুদ্ধে অতিবড় এক হাতিয়ারও ছিল। এ আপত্তির মাধ্যমে আরবের অন্যান্য গোত্রের লোকদের মনেও প্রশ্ন জাগিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, কুরাইশরা এরূপ করে কেন? তারা কি হারাম শরীফের মালিক, না শুধু ব্যবস্থাপক-পরিচালক মাত্র? এখন - যদি তারা ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে একশ্রেণীর লোকেদেরকে হজ্জ করা হতে বঞ্চিত রাখে এবং তা সহ্য করা হয়, তা হলে ভবিষ্যতে যাদের সঙ্গেই তাদের সম্পর্ক খারাব হবে, তাদেরকেই মসজিদে হারাম এ প্রবেশে বাধাদান করতে এবং তাদের হজ্জ ও ওমরাহ বন্ধ করে দিতে সাহস পাবে। এ প্রসংগে মসজিদের হারাম এর ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে একদিকে বলা হয়েছে যে, হজরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশ ক্রমে যখন তা নির্মাণ করলেন তখন সমস্ত মানুষের জন্যই হজ্জ করার সাধারণ অনুমতি দেয়া হয়েছিল। এবং তথায় প্রথম দিন হতেই স্থানীয় জনগণ এবং বহিরাগত লোকদের সমান অধিকার স্বীকার করে নেয়া হয়েছিল। অপর দিকে বলা হয়েছে যে, এ ঘর শিরক করার জন্যে নয়, এক আল্লাহর বন্দেগী করার জন্যেই নির্মিত হয়েছিল। এখন সেখানে এক আল্লাহর বন্দেগী নিষিদ্ধ হবে, আর মূর্তি পূজার জন্যে হবে অবাধ স্বাধীনতা -এ খুবই আপত্তিকর পরিস্থিতি।

দ্বিতীয় সম্বোধনে মুসলমানদেরকে কুরাইশদের অত্যাচার যুলুমের জবাবে শক্তি প্রয়োগ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আর সেই সংগে তাদেরকে একথাও বলে দেয়া হয়েছে– তোমরা যখন ক্ষমতা লাভ করবে, তখন তোমাদের আচরণ হতে হবে আদর্শ ভিত্তিক। তাদের শাসন ক্ষমতার লক্ষ্য কি হবে এবং কি উদ্দেশ্যে তা কাজ করবে তাও স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। এ কথা সূরার মাঝখানেও বলা হয়েছে, বলা হয়েছে তার শেষ ভাগেও। শেষ ভাগে ঈমানদার জনসমষ্টিকে 'মুসলিম' নামে যথারীতি অভিহিত করা হয়েছে এবং তাদের এই নামের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আঃ)-এর আসল স্থলাভিষিক্ত লোক হচ্ছো তোমরা; তোমাদেরকে দুনিয়ার মানুষের সমানে সত্যের সাক্ষ্যদানের কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে দাঁড় করানো হয়েছে। এখন তোমাদেরকে নামাজ প্রতিষ্ঠা করতে, যাকাত আদায় করতে এবং উত্তম ও মংগলময় কাজ সমাধা কাতে হবে। নিজেদের জীবনকে উত্তম আদর্শ জীবন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে, আল্লাহর কলেমা প্রচারের উদ্দেশ্য জেহাদ করতে হবে এ প্রসংগে সূরা বাকারা ও সূরা আনফালের ভূমিকার প্রতি দৃষ্টি রাখলে বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে।

آيَاتُهَا ٧٨ (٢٢) سُوْرَةُ الْحَجِّ مَدَنِيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ١٠

অষ্টাত্তর তার আয়াত (সংখ্যা) (২২) সূরা হাজ্জ মাদানী দশ তার রুকু (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

নামে (শুরু করছি) আল্লাহর অশেষ দয়াবান অতীব মেহেরবান

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ

হে লোকেরা তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে নিশ্চয়ই প্রকম্পন কিয়ামতের

شَيْءٌ عَظِيْمٌ ① يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ

জিনিস ভয়ংকর যেদিন তা তোমরা দেখবে (সেদিন) বিস্মৃত হবে প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী

عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا

তাহতে যাকে সে দুধপান করিয়েছে (অর্থ দুগ্ধপোষ্যকে) ও গর্ভপাত করবে প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভাবস্থিত বস্তুকে

وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ

এবং দেখবে লোকদেরকে মাতাল সদৃশ অথচ না তারা (হবে) মাতাল কিন্তু

عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ② وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ

শাস্তি আল্লাহর কঠিন (শাস্তি) আর মধ্য হতে লোকদের কতক (আছে) (যারা) বিতর্ক করে

فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ③

সম্বন্ধে আল্লাহর ব্যতীত কোন জ্ঞান এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক শয়তানকে উদ্ধত

রুকু ঃ ১

১. হে লোকেরা, তোমাদের রবের গযব হতে আত্মরক্ষা কর। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, কেয়ামতের কম্পন বড় (ভয়াবহ) জিনিস!

২. যে দিন তোমরা তাকে দেখবে সে দিন অবস্থা এই হবে যে, প্রত্যেক স্তন্যদানকারিনী নিজের দুগ্ধপোষ্য সন্তান হতে গাফেল হয়ে যাবে। গর্ভবতী নারীর গর্ভ খসে পড়বে এবং লোকদেরকে তোমরা উদ্‌ভ্রান্ত দেখতে পাবে। অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। বরং আল্লাহর আযাবই এতদূর সাংঘাতিক হবে।

৩. কিছু লোক এমন রয়েছে যারা না জেনে-শুনে আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক উদ্ধত দুর্বিনীত শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু করে।

৪. অথচ তার ভাগ্যেই এ লিখিত রয়েছে যে, যে তাকে বন্ধু-রূপে গ্রহণ করবে তাকেই সে গুমরাহ করে ছাড়বে এবং জাহান্নামের পথ দেখাবে।

৫. হে লোকেরা! মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে তোমরা যদি মনে কোন সন্দেহ পোষণ করে থাক তাহলে তোমাদের জানা উচিত যে, আমরা তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি, পরে শুক্রকীট হতে, তার পর রক্তপিন্ড হতে, পরে মাংসপিন্ড হতে যা কোন আকৃতি সম্পন্নও হয়, আবার আকৃতিহীনও। (এ কথা আমরা এ জন্য বলছি,) যেন তোমাদের নিকট প্রকৃত সত্য সুস্পষ্ট করি। আমরা যে শুক্রকীটকেই ইচ্ছা করি একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত জরায়ুর মধ্যে স্থিতিশীল করে রাখি। পরে তোমাদেরকে একটি শিশুরূপে ভূমিষ্ট করি। (তার পর তোমাদেরকে লালন-পালন করি,) যেন তোমরা তোমাদের যৌবন পর্যন্ত পৌঁছিতে পার।

وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ

আর — তোমাদের মধ্য হতে — কাউকে পূর্বাহ্নেই — মৃত্যু দেয়া হয় — আবার — তোমাদের মধ্য হতে — কাউকে — প্রত্যার্পণ করান হয় — দিকে — হীনতম

الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ

বয়সের — যেন না — সজ্ঞান থাকে — পরেও — সবকিছু জেনে নেয়ার — কিছুমাত্র

وَ تَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا

এবং — তুমি দেখছ — ভূমিকে — শুষ্ক — যখন অতঃপর — আমরা বর্ষণ করি — তার উপর

الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ اَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ

পানি — তা সতেজ হয় — ও — স্ফীতহয় — এবং — উদ্গত করে — সর্বপ্রকার — উদ্ভিদ

بَهِيْجٍ ۝٥ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّهٗ يُحْيِ

সুদৃশ্য — এটা — এজন্যে যে — আল্লাহ — তিনিই — প্রকৃত সত্য — এবং — এসব এজন্যে যে তিনিই — জীবিত করেন

الْمَوْتٰى وَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٦ وَّ اَنَّ السَّاعَةَ

মৃতদেরকে — এবং — এটা প্রমাণ করে যে তিনিই — উপর — সব — কিছুর — ক্ষমতাবান — এবং — এটা প্রমাণ করে যে — কিয়ামত

اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى

অবশ্যম্ভাবী — নেই — কোন সন্দেহ — সে সম্বন্ধে — এবং — এটা প্রমাণ করে যে — আল্লাহ — পুনরুত্থিত করবেন — যারা (আছে) — মধ্যে

الْقُبُوْرِ ۝٧

কবরসমূহের

আর তোমাদের মধ্যে কাউকেও পূর্বাহ্নেই মৃত্যু দেয়া হয়। আবার কাউকেও নিকৃষ্টতম জীবনের দিকে প্রত্যার্পণ করানো হয়, যেন সবকিছু জেনে নেয়ার পর কিছুই জানেনা। তোমরা দেখতে পাও, যমীন শুষ্কাবস্থায় পড়ে রয়েছে। পরে যখনই আমরা তার উপর পানি বর্ষণ করলাম সহসাই তা সতেজ হয়ে উঠল; ফুলে উঠল এবং তা সকল প্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপাদন করতে শুরু করে দিল।

৬. এই সব কিছু এ জন্য যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই মহাসত্য এবং তিনি মৃতদের জীবিত করে তোলেন। আর তিনি তো সবকিছুরই উপর শক্তিমান।

৭. (এই ব্যবস্থা এও প্রমাণ করে যে,) কেয়ামতের মুহূর্তটি অবশ্যই আসবে, এতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। আর আল্লাহ সেই লোকদেরকে অবশ্যই উঠাবেন যারা কবরে অন্তর্হিত হয়েছে।

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ

এবং মধ্য হতে লোকদের কেউ কেউ ঝগড়া করে সম্বন্ধে আল্লাহর

بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ لَا هُدًى وَّ لَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ﴿٨﴾ ثَانِيَ

ছাড়াই কোন জ্ঞান এবং না (আছে) (তাদেরকাছে) পথ নির্দেশনা আর না (আছে) কিতাব দীপ্তমান বক্র করে

عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَهٗ فِي الدُّنْيَا

তার গর্দান বিভ্রান্ত করার জন্যে হতে পথ আল্লাহর তার জন্যে মধ্যে আছে দুনিয়ার

خِزْيٌ وَّ نُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٩﴾

লাঞ্ছনা আর তাকে আস্বাদন করাব আমরা দিনে কিয়ামতের শাস্তি দহনের

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ

(বলা হবে) এটা একারণে যা আগে পাঠিয়েছে তোমার হাত এবং (এও) যে আল্লাহ নন যুলমকারী

لِّلْعَبِيْدِ ﴿١٠﴾ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى

বান্দাদের উপর এবং মধ্য হতে লোকদের কেউ কেউ ইবাদত করে আল্লাহর উপর

حَرْفٍ ۚ

এক প্রান্তে (দাঁড়িয়ে)

৮-৯. আরো কিছু লোক এমন আছে যারা কোনরূপ ইল্‌ম্‌, হেদায়াত ও আলো দানকারী কিতাব ছাড়াই মস্তক উদ্ধত করে আল্লাহর ব্যাপারে ঝগড়া করে, যাতে লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত করা যায়। এই ধরনের লোকদের জন্য দুনিয়ায় ও লাঞ্ছনা, আর কেয়ামতের দিন তাদেরকে আগুনের আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাব।

১০. এই তোমার সেই ভবিষ্যত যা তোমার নিজের হাত তোমার জন্য রচনা করেছে। নতুবা আল্লাহ তো তাঁর বান্দাদের উপর যুলমকারী নন।

রুকু ঃ ২

১১. লোকদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থেকে আল্লাহর বন্দেগী করে[১];

১। অর্থাৎ কুফর ও ইসলামের সীমারেখার মধ্যে দাঁড়িয়ে সে বন্দেগী করে; যেমন একজন দ্বিধাযুক্ত ব্যক্তি কোন সৈন্য-বাহিনীর এ ধারে দাঁড়িয়ে থাকে, যদি বিজয় দেখে তবে এসে মিলিত হয় আর পরাজয় দেখলে চুপি চুপি সরে পড়ে।

فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَ إِنْ

যদি অতঃপর, তার (উপর) পৌছে, কোন কল্যাণ, সে নিশ্চিন্ত থাকে, তারউপর, আর, যদি

أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا

তার (উপর) পৌছে, কোন বিপর্যয় বিপদ, ফিরে যায়, উপর, তার(আসল)চেহারার (অর্থাৎ কুফরিতে), সে ক্ষতিগ্রস্ত হল, দুনিয়াতে

وَ الْآخِرَةَ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ﴿١١﴾ يَدْعُوا

ও, আখেরাতে, এটা, সেই, ক্ষতি, সুস্পষ্ট, তারা ডাকে

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَ مَا لَا يَنْفَعُهُ ۚ ذٰلِكَ

পরিবর্তে, আল্লাহর, যা, না, তাকে ক্ষতি করতে পারে, আর, যা, না, তার উপকার করতে পারে, এটা

هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿١٢﴾ يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ

সেই, পথভ্রষ্টতা, চরম, তারা ডাকে, অবশ্যই এমন কিছুকে, যার ক্ষতি, নিকটতর অধিকতর

مِنْ نَّفْعِهِ ۚ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَ لَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ﴿١٣﴾ إِنَّ

অপেক্ষা, তার উপকারিতা, অবশ্যই কত নিকৃষ্ট, অভিভাবক, আর, অবশ্যই কত নিকৃষ্ট, সঙ্গী, নিশ্চয়ই

اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ

আল্লাহ, দাখিল করবেন, (তাদেরকে) যারা, ঈমান এনেছে, ও, কাজ করেছে, নেকীসমূহের, (এমন) জান্নাতে

تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿١٤﴾

প্রবাহিত হয়, যার পাদদেশে, ঝর্ণাসমূহ, নিশ্চয়ই, আল্লাহ, করেন, যা, চান

কল্যাণ দেখলে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল, আর যেই কোন বিপদ দেখা দিল অমনি পিছনে সরে গেল। তার ইহকালও গেল, গেল পরকালও। এ তো সুস্পষ্ট ক্ষতি ও লোকসান!

১২. অতঃপর তারা আল্লাহকে ত্যাগ করে সে সব জিনিসকে ডাকে যারা না তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে, না পারে তাদের কোন কল্যাণ করতে। এ তো চরমতম গুমরাহী!

১৩. সে তাদেরকে ডাকে যাদের ক্ষতি তাদের উপকারিতা হতে নিকটতর। নিকৃষ্টতম তার বন্ধু, জঘন্যতম তার সাথী!

১৪. (পক্ষান্তরে) যারা ঈমান এনেছে এবং যারা নেক আমল করেছে আল্লাহ তাদেরকে নিঃসন্দেহে এমন জান্নাতে দাখিল করবেন যার নীচে ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে। আল্লাহ তাই করেন যাই তিনি ইচ্ছা করেন।

১৫। যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার কোন সাহায্য করবেন না সে একটি রশির সাহায্যে আকাশ পর্যন্ত পৌছে ওহীর ধারা রোধ করুক। এর পর দেখুক তার কৌশল তার কোন দুঃসহ অপছন্দনীয় জিনিস প্রতিরোধ করতে পারে কি না।

১৬. এই ধরনের স্পষ্ট কথা সহকারে আমরা কুরআন নাযিল করেছি। আর হেদায়াত তো আল্লাহ যাকে চান তাকে দান করেন।

১৭. যে সব লোক ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহুদী, সাবেয়ী, নাসারা ও মাজুসী হয়েছে এবং যারা শেরক করেছে -এই সকলের ব্যাপারই আল্লাহ কেয়ামতের দিন চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেবেন। সবকিছুই আল্লাহ লক্ষ্যভূত।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي

তুমি দেখ নাই কি · যে · আল্লাহ (এমন সত্বা) · সিজদা করে · তাকে · যাকিছু · আছে

السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ

আকাশমন্ডলিতে · ও · যাকিছু · আছে · পৃথিবীতে · এবং · সূর্য · ও

الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْجِبَالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ

চন্দ্র · ও · নক্ষত্রমণ্ডলি · ও · পর্বতরাজি · ও · বৃক্ষলতা · ও · জীবজন্তু

وَ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَ كَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۖ وَ

এবং · অনেকে · মধ্য হতে · মানুষের (সিজদাবনত থাকে) · আবার · অনেকের · অবধারিত হয়েছে · যার উপর · শাস্তি (তারা এর বিপরীত) · এবং

مَنْ يُّهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ

যাকে · হেয় করেন · আল্লাহ · সেক্ষেত্রে নাই · তার জন্যে · কোন · সম্মানদাতা · নিশ্চয়ই · আল্লাহ · করেন

مَا يَشَاءُ ۩ ⑱ هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ز

যা · তিনি চান · এই দুই · বিবদমান পক্ষদ্বয় · বিতর্ক করছে · সম্পর্কে · তাদের রব

فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ۖ

তাই যারা · কুফরী করেছে · কেটে তৈরী করা হয়েছে · তাদের জন্যে · পোশাক · দিয়ে · আগুন

১৮. তোমরা কি দেখ না, আল্লাহর সামনে সিজদায় অবনত হয়ে রয়েছে সেই সব কিছুই যারা আসমানে রয়েছে, আর যারা যমীনে রয়েছে? সূর্য, চন্দ্র, তারকা, পাহাড়, গাছ-পালা, জন্তু-জানোয়ার এবং বহুসংখ্যক মানুষ। আবার এমন বহু লোকও যারা আযাব পাবার অধিকারী হয়েছে। আর আল্লাহই যাকে লাঞ্ছিত ও লজ্জিত করবেন তাকে ইজ্জত দিতে পারে এমন কেউ নেই। আল্লাহ যা চান তাই করেন। (সিজদা)

১৯. এই দুটি পক্ষ, এদের মধ্যে তাদের রব সম্পর্কে ঝগড়া হয়েছে[২]। তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য আগুনের পোশাক কেটে তৈরী করা হয়েছে।

২। আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ককারী দলসমূহের সংখ্যার আধিক্য সত্ত্বেও তাদের সমস্ত দলগুলোকে দুইভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। একদল হচ্ছে তারা যারা নবীদের কথা মান্য করে, আল্লাহর সঠিক বন্দেগীর পথ অবলম্বন করে। দ্বিতীয় দল হচ্ছে তারা যারা নবীদের কথা অমান্য করে, ও কুফরীর পথ অবলম্বন করে তাদের পরস্পরের মধ্যে যতই মত পার্থক্য থাকুক এবং তাদের কুফরী যতই বিভিন্নরূপ ধারন করুক না কেন।

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ

ঢেলে দেয়া হবে | হতে | উপর | তাদের মাথার | ফুটন্ত পানি | বিগলিত করা হবে

بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَلَهُمْ مَقَامِعُ

তা দিয়ে | যা কিছু আছে | মধ্যে | তাদের পেটসমূহের | ও | চামড়াগুলোর (মধ্যে) | আর | তাদের জন্যে রয়েছে | মুগুরগুলো

مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ

(তৈরী) দিয়ে | লোহা | যখনই | চাইবে | যে | তারা বের হবে | তাহতে | কারণে

غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾

ভয়ে | তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে | তার মধ্যে | এবং | তোমরা স্বাদ নাও (বলা হবে) | শাস্তির | দহনের

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

নিশ্চয়ই | আল্লাহ | প্রবেশ করাবেন | (তাদেরকে) যারা | ঈমান এনেছে | ও | কাজ করেছে | নেকীর

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا

জান্নাতসমূহে | প্রবাহিত হয় | পাদদেশে | তার | ঝর্ণাসমূহ | তাদেরকে অলঙ্কৃত করা হবে | তারমধ্যে

مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا

দ্বারা | কঙ্কণ | স্বর্ণের | ও | মুক্তার | এবং | তাদের পোশাক (হবে) | তারমধ্যে

حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾

রেশমের

তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢালা হবে।

২০. যার ফলে তাদের চামড়াই শুধু নয়, পেটের মধ্যকার সবকিছুও গলে যাবে।

২১. আর তাদের শাস্তি দিবার জন্য তৈরী থাকবে লোহার গুর্জ।

২২. তারা যখন ভয় পেয়ে জাহান্নাম হতে বের হওয়ার চেষ্টা করবে তখন তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে পুনরায় তার মধ্যেই ফেলে দেওয়া হবে, বলা হবে, এখন জ্বলার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।

রুকু ঃ ৩

২৩. (অন্যদিকে) যে সব লোক ঈমান এনেছে এবং যারা নেক্ আমল করেছে তাদেরকে আল্লাহ এমন জান্নাত-সমূহে প্রবেশ করাবেন যে সবের নীচে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, যেখানে তাদেরকে সোনার কঙ্কণ ও মোতির মালা দ্বারা ভূষিত করা হবে। আর তাদের পোশাক হবে রেশমের।

২৪. তাদেরকে পবিত্র কথা কবুল করার হেদায়াত দান করা হয়েছে এবং তাদেরকে মহান গুণ সম্পন্ন আল্লাহর পথ দেখানো হয়েছে।

২৫. যে সব লোক কুফরী করেছে আর যারা (আজ) আল্লাহর পথ হতে (লোকদেরকে) ফিরিয়ে রাখছে এবং সেই মসজিদে হারামের যিয়ারতে বাধা দান করছে, যাকে আমরা সমস্ত মানুষের জন্য বানিয়েছি, যাতে স্থানীয় বাসিন্দা ও বহিরাগতদের অধিকার সমান (তাদের আচরণ নিশ্চয়ই শাস্তি পাওয়ার যোগ্য)। এখানে (এই মসজিদে হারামে) যে লোকই সততার পথ পরিহার করে অন্যায়-যুলমের রীতি অবলম্বন করবে তাকে আমরা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাব।

রুকূ ঃ ৪

২৬. স্মরণ কর সেই সময়কে যখন আমরা ইবরাহীমকে এই ঘরের (কাবার) জায়গা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম(এই হেদায়াত সহকারে) যে,আমার সাথে কোন জিনিসকে শরীক করো না। আর আমার ঘরকে তওয়াফকারী ও রুকূ এবং সিজদাকারী লোকদের জন্য পাক রাখ।

২৭. আর লোকদেরকে হজ্জ করার জন্য সাধারণ অনুমতি দান কর। তারা তোমার নিকট সব দূরবর্তী স্থান হতে পায়ে হেঁটে ও উটের উপর সাওয়ার হয়ে আসবে,

২৮. যেন তাদের জন্য এখানে রাখা ফায়দাসমূহ তারা প্রত্যক্ষ করতে পারে, এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে সেই জন্তু-জানোয়ারের উপর তারা আল্লাহর নাম লয় যা তিনি তাদেরকে দান করেছেন, তারা নিজেরাও খাবে এবং অভাবগ্রস্ত দরিদ্র লোকদেরকেও দেবে।

২৯. পরে তারা নিজেদের ময়লা-কালিমা দূর করবে এবং নিজেদের মানতসমূহ পূর্ণ করবে ও এই প্রাচীনতম ঘরের তওয়াফ করবে।

৩০. এটা (কাবা ঘর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য)। যে ব্যক্তি আল্লাহর কায়েম করা সম্মান-মর্যাদা রক্ষা করবে, তা তার নিজের জন্যই তার রবের নিকট খুবই কল্যাণকর হবে। তোমাদের জন্য গৃহপালিত জানোয়ার হালাল করে দেয়া হয়েছে[৪], সে'গুলি ছাড়া যা তোমাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে, অতএব মূর্তির কদর্যতা হতে দূরে থাক, মিথ্যা কথাবার্তা পরিহার কর,

৪। এখানে গৃহপালিত জন্তুদের হালাল হওয়ার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য দু'টি ভুল ধারণার অপনোদন। প্রথমতঃ কুরাইশ ও আরবের মোশরেকরা বহিরা, সায়বা, আছিলা ও হামকেও আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত, 'হুরমত' সমূহের মধ্যে গণ্য করতো। এজন্য বলা হয়েছে যে এগুলো আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত হুরমত নয় বরং তিনি সকল প্রকার গৃহপালিত জন্তুকে হালাল করেছেন। দ্বিতীয়তঃ এহরাম বাধা অবস্থায় যেরূপভাবে শিকার করা হারাম সেইরূপ ভাবে একথা যেন মনে করা না হয় যে ঐ অবস্থায় গৃহপালিত জন্তু জবেহ করা এবং ভক্ষণ করাও হারাম। এজন্য জানানো হয়েছে যে, এগুলি আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত নিষিদ্ধ জিনিসসমূহের মধ্যে গণ্য নয়।

حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ

আল্লাহরই জন্যে একনিষ্ঠ হয়ে — ব্যতীত — শরীককারী (হওয়া) — তাঁর সাথে — আর — যে — শরীক করে — আল্লাহর সাথে

فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ

অতঃপর — যেন — সে পড়ে গেল — হতে — আকাশ — তাকে অতঃপর ছোঁমেরে নিয়ে যাবে — পাখী — অথবা

تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴿٣١﴾ ذٰلِكَ ۗ

উড়িয়ে নিয়ে যাবে — তাকে — বায়ু — স্থানে — দূরবর্তী — এটাই (আসল ব্যাপার)

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ﴿٣٢﴾

আর — যে — সম্মান করে — নিদর্শনাবলীকে — আল্লাহর — তা নিশ্চয়ই (উৎসারিত হয়) — হতে — তাকওয়া — অন্তরসমূহের

৩১. একমুখী একনিষ্ট হয়ে আল্লাহর বান্দাহ হও। তাঁর সাথে কাউকেওশরীক করো না। যে কেউ আল্লাহর সাথে শেরক্ করবে সে যেন আসমান হতে পড়ে গেল। অতঃপর তাকে হয় পাখী ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে, কিংবা বাতাস তাকে এমন জায়গায় নিয়ে নিক্ষেপ করবে যেখানে তার বিন্দু বিন্দু উড়ে যাবে[৫]।

৩২. এই হচ্ছে আসল ব্যাপার (তা বুঝে নাও)। যে লোক আল্লাহর নিদর্শন-সমুহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তা অন্তরের তাক্ওয়া হতে হয়ে থাকে[৬]।

৫। এই উপমার মধ্যে আসমান বলতে মানুষের প্রকৃতিগত অবস্থা বোঝানো হয়েছে, যে অনুসারে মানুষ এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর বান্দা নয় এবং তৌহিদ ছাড়া মানুষের প্রকৃতি অন্য কোন ধর্ম মানে না। মানুষ নবীদের প্রদর্শিত হেদায়াত গ্রহণ করলে সে তার সেই প্রকৃতিগত অবস্থার উপর জ্ঞান ও প্রজ্ঞাসহ প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে; এবং নিম্নদিকে অবনতির পরিবর্তে আরও উচ্চতর অবস্থার দিকে তার উন্নতি ও উত্থান ঘটতে থাকে। কিন্তু শেরক (এবং মাত্র শেরকই নয় বরং নাস্তিকতা ও জড়বাদও) অবলম্বন করা মাত্র মানুষ নিজের স্বভাবগত অবস্থার আসমান থেকে হঠাৎ পতিত হয় এবং তাকে তখন দু'টি অবস্থার যে কোন একটির সম্মুখীন অবশ্যই হতে হয়। প্রথমতঃ শয়তান এবং পথভ্রষ্টকারী মানুষেরা তার দিকে ধাবিত হয় এবং প্রত্যেকে তাকে নিজের শিকাররূপে পাকড়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। দ্বিতীয়তঃ তার নিজের প্রবৃত্তির কামনা এবং নিজ বাসনা-কল্পনা তাকে উড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, ও শেষ পর্যন্ত তাকে নিয়ে কোন গভীর গর্তে নিক্ষেপ করে।

৬। অর্থাৎ এই সম্মান ও শ্রদ্ধা পোষণ হৃদয়ের ভক্তি-ভয়ের ফল এবং এ কথার নিদর্শন যে, মানুষের অন্তরে কিছু না কিছু আল্লাহর ভয় বর্তমান আছে সেজন্য সে তাঁর চিহ্নগুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।

৩৩. এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (এই কোরবানীর জানোয়ার হতে) ফায়দা গ্রহণের তোমাদের অধিকার রয়েছে[৭]। পরে এই গুলির (কোরবানী করার) জায়গা সেই প্রাচীন ঘরের নিকটেই অবস্থিত।

রুকু ঃ ৫

৩৪. প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমরা কোরবানীর একটি নিয়ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, যেন (সেই উম্মতের) লোকেরা সেই জন্তুর উপর আল্লাহর নাম নেয় যা তিনি তাদেরকে দান করেছেন[৮]। (এই সব বিভিন্ন নিয়ম-পন্থার মূল লক্ষ্য একই) অতএব তোমাদের আল্লাহ একই ইলাহ, তোমরা সেই একই আল্লাহর অনুগত ও আদেশ পালনকারী হও।

৭। প্রথম আয়াতে আল্লাহর নিদর্শনগুলিকে সম্মান করার সাধারণ আদেশ দান করার পর এ বাক্যাংশটি একটি ভুল ধারণা দূর করার জন্য এরশাদ করা হয়েছে 'হাদী'র পশুও আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে গণ্য। আরববাসীরা মনে করতো এই পশু গুলিকে আল্লাহর ঘরে নিয়ে যাবার সময় তাদের উপর আরোহন করা চলবে না; তাদের উপর কোন ভার চাপানোও চলবে না; তাদের দুগ্ধ পান করাও চলবে না। এ সব ভ্রান্তি ধারনা দূর করার জন্য বলা হয়েছে যে, তাদের দ্বারা যে কাজ নেয়ার প্রয়োজন হয় তা নেয়া যাবে।

৮। এই আয়াত দ্বারা দুটি কথা জানা যায়। প্রথমতঃ- সকল আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তে কোরবানী ইবাদত পদ্ধতির একটি আবশ্যিক অংশরূপে গণ্য ছিল। দ্বিতীয়তঃ আসল জিনিস হচ্ছে আল্লাহর নামে কোরবাণী করা যা সকল শরীয়তেই সমান ভাবে বর্তমান। অবশ্য কোরবাণীর সময়, ক্ষেত্র ও অন্যান্য খুটিনাটি বিষয়ে বিভিন্ন যুগের শরীয়তের আহকাম বিভিন্ন ছিল।

আর হে নবী, সুসংবাদ দাও নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য গ্রহণকারী লোকদেরকে।

৩৫. যাদের অবস্থা এরূপ যে, আল্লাহর নামের উল্লেখ শুনতেই তাদের দিল কেঁপে উঠে, যে বিপদই তাদের উপর আপতিত হয় সে জন্য সবর করে, নামায কায়েম করে, আর আমরা তাদেরকে যে রেযক দিয়েছি, তা হতে তারা খরচ করে।

৩৬. আর (কোরবানীর) উটগুলিকে আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে গণ্য করেছি। তোমাদের জন্য তাতে বিপুল কল্যাণ নিহিত আছে। অতএব ঐ গুলিকে দাড় করিয়ে ঐগুলির উপর আল্লাহর নাম লও[৯]।

৯। তাদের উপর আল্লাহর নাম লওয়ার অর্থ যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম লওয়া। উটকে প্রথমে দাঁড় করে তার গলদেশে বল্লাম মারা হয়। একে নহর করা বলা হয়ে থাকে।

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا

অতঃপর যখন — ঢলে পড়ে — তাদের পিটগুলো (অর্থাৎ প্রাণ নির্গত হয়) — তোমরা তখন খাও — তাহতে — এবং — তোমরা খাওয়াও

الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ

ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে — ও — যাঞ্চাকারী অভাবগ্রস্তকে — এভাবে — সেগুলোকে আমরা নিয়ন্ত্রিত করেছি — তোমাদের জন্যে

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا

তোমরা যাতে — শুকর কর — কক্ষণওনা — পৌছে — আল্লাহর (নিকট) — তাদের গোশত সমূহ

وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ

আর — না — তাদের রক্ত — কিন্তু — তাঁর (নিকট) পৌছে — তাকওয়া — তোমাদের হতে

كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا

এভাবে — সেগুলোকে তিনি নিয়ন্ত্রিত করেছেন — তোমাদের জন্যে — তোমরা শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা (তকবীর) কর যেন — আল্লাহর — সে অনুযায়ী — যেমন

هَدَاكُمْ ۗ

তোমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন

আর (কোরবানীর পরে) যখন তাদের পিঠগুলি যমীনের উপর স্থিত হয়[১০], তখন তা হতে নিজেরাও খাও, আর তাদেরকেও খাওয়াও যারা অল্পে তুষ্ট হয়ে নিশ্চুপ বসে রয়েছে, আর তাদেরও যারা এসে নিজেদের প্রয়োজন পেশ করে। এই জন্তুগুলিকে আমরা তোমাদের জন্য এভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছি, যেন তোমরা শুকরিয়া আদায় কর।

৩৭. তাদের গোশত্ আল্লাহর নিকট পৌছে না, রক্তও নয়। কিন্তু তোমাদের তাকওয়া তাঁর নিকট অবশ্যই পৌছে। তিনি ঐ গুলিকে তোমাদের জন্য এভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছেন, যেন তাঁর দেওয়া হেদায়াত অনুযায়ী তোমরা তার তকবীর করতে পার[১১]।

১০। 'পিঠগুলি যমীনের উপর স্থিত' হওয়ার অর্থ মাত্র মাটিতে পড়ে যাওয়া নয়। বরং এর অর্থ মাটিতে পড়ে গিয়ে সেই অবস্থায় স্থির থাকা অর্থাৎ তড়পানি বন্ধ হয়ে প্রাণ যখন পূর্ণরূপে বহির্গত হয়ে যায়।

১১। অর্থাৎ অন্তর দিয়ে তাঁর মহানত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মান্য কর এবং কাজের মধ্যে দিয়ে তা ঘোষণা ও প্রকাশ কর। কোরবাণীর উদ্দেশ্য ও কারণের প্রতি এ এক ইশারা। আল্লাহতা'আলা পশুদেরকে যে আমাদের অধীন করে দিয়েছেন তাঁর এই দানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য মাত্র কোরবানী ওয়াজিব (আবশ্যিক) করা হয়নি বরং এ জন্য ওয়াজিব করা হয়েছে যে এই পশুগুলি যার এবং যিনি তাদেরকে আমাদের অধীন করে দিয়েছেন তাঁর মালিকানা স্বত্বকে যেন অন্তর দিয়ে এবং কাজের মাধ্যমেও আমরা স্বীকার করি যাতে আমরা কখনো এ ভুল না করে বসি যে এ সব কিছু আমাদেরই নিজস্ব মাল।

وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ

আর সুসংবাদ দাও নেককার লোকদেরকে নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিরোধ করেন

عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ

(তাদেরপক্ষ) হতে যারা ঈমান এনেছে নিশ্চয়ই আল্লাহ না পছন্দ করেন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতক

كَفُوْرٍ ﴿٣٨﴾ أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ۗ

অকৃতজ্ঞকে অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে (যাদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করা হচ্ছে কারণ তারা নির্যাতিত

وَ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ﴿٣٩﴾ الَّذِيْنَ

আর নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষেত্রে সাহায্যের তাদের অবশ্যই ক্ষমতাবান যারা

اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا

বহিষ্কৃত হয়েছে হতে তাদের ঘর বাড়ীগুলো অন্যায়ভাবে (তাদের অপরাধ?) এছাড়া নয় যে তারা বলে

رَبُّنَا اللّٰهُ ۗ

আমাদের রব আল্লাহই

আর হে নবী, নেককার লোকদেরকে সুসংবাদ দাও।

৩৮. নিশ্চিতই আল্লাহ প্রতিরোধ করেন সেই লোকদের তরফ হতে যারা ঈমান এনেছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ কোন খেয়ানতকারী নেআ'মত অস্বীকারকারীকে পছন্দ করেন না।

রুকূ ঃ ৬

৩৯. যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকেও অনুমতি দেয়া হয়েছে। কেননা তাঁরা নির্যাতিত[১২]। আল্লাহ নিশ্চিতই তাদের সাহায্য করতে সক্ষম।

৪০. এরা সেই লোক, যারা নিজেদের ঘরবাড়ী হতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত হয়েছে। অপরাধ ছিল শুধু এতটুকু যে, তারা বলতঃ আমাদের রব তো আল্লাহ!

১২। আল্লাহর পথে যুদ্ধ সম্পর্কে যে সমস্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এ তার প্রাথমিক আয়াত। এ আয়াত মাত্র অনুমতি দান করা হয়েছে। পরে সূরা বাকারার ১৯০ থেকে ১৯৩ এবং ২১৬ ও ২২৪ আয়াতে অবতীর্ণ হয় যার মধ্যে যুদ্ধের আদেশ দান করা হয়েছে। এই আহকামগুলির মধ্যে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধান। আমাদের তহকীক মতে অনুমতি প্রথম হিজরীর যিলহজ্জ মাসে অবতীর্ণ হয় ও আদেশ বদর যুদ্ধের কিছু পূর্বে দ্বিতীয় হিজরীর রজব অথবা শাবান মাসে অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহ যদি এক দলকে অপর দলের দ্বারা প্রতিরোধ করতে না থাকতেন তা হলে খানকাসমূহ, গীর্জা, উপাসনালয় এবং মসজিদ সমূহ– যাতে আল্লাহর প্রচুরভাবে যিক্‌র করা হয়- সবই চুরমার করে দেওয়া হত। আল্লাহ অবশ্যই সেই লোকদের সাহায্য করবেন যারা তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে[১৩]। বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী এবং অতিশয় প্রবল।

৪১. এরা সেই লোক যে, তাদেরকে আমরা যদি যমীনে ক্ষমতা দান করি তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, নেকীর হুকুম দিবে এবং মন্দের নিষেধ করবে। আর সব ব্যাপারের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহর হাতে।

১৩। এ বিষয় কুরআন মজীদের কয়েক স্থানে বর্ণিত হয়েছে যে– যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে তৌহিদের দিকে আহ্বান জানায়, সত্য দ্বীন কায়েম করার ও মন্দের পরিবর্তে ভালোর বিকাশের জন্য চেষ্টা-সাধনা করে তারা আল্লাহতা'আলার সাহায্যকারী স্বরূপ; কেননা এ কাজগুলি হচ্ছে আল্লাহরই কাজ যা সম্পাদনে তারা সহযোগী হয়।

وَ اِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ

আর (হেনবী) | যদি | তোমাকে অস্বীকার করে মিথ্যারোপ করে | (তবে আশ্চর্য কি) নিশ্চয়ই | অস্বীকার করেছিল

قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّ عَادٌ وَّ ثَمُوْدُ ﴿٤٢﴾ وَ قَوْمُ

তাদের পূর্বেও | জাতি | নূহের | ও | আদ | ও | সামুদ | এবং | জাতি

اِبْرٰهِيْمَ وَ قَوْمُ لُوْطٍ ﴿٤٣﴾ وَّ اَصْحٰبُ مَدْيَنَ وَ كُذِّبَ

ইবরাহীমের | ও | জাতি | লূতের | এবং | অধিবাসীরা | মাদইয়ানের | এবং | অস্বীকার করা হয়েছিল

مُوْسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ

মূসাকেও | আমি অতঃএব অবকাশ দিয়েছিলাম | কাফেরদের জন্যে | এরপর | তাদেরকে আমি পাকড়াও করেছিলাম

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٤٤﴾ فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ

(ভেবেদেখ) তখন কেমন | ছিল | আমার শাস্তি | অতঃপর কতই না | জনপদ

اَهْلَكْنٰهَا وَ هِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى

তা আমরা ধ্বংস করেছি | যখন | তা (ছিল) | অপরাধী | এখন তা | ধ্বংসপ্রাপ্ত | উপর

عُرُوْشِهَا وَ بِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّ قَصْرٍ مَّشِيْدٍ ﴿٤٥﴾

তার ছাদসমূহের | এবং | কূপ | পরিত্যক্ত (হয়েছে) | ও | প্রাসাদ | সুদৃঢ় (বিধ্বস্ত হয়েছে)

৪২. হে নবী, তারা (অর্থাৎ কাফেররা) যদি তোমাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করে থাকে তবে তাদের পূর্বে নূহ-এর জাতি, আদ্ , সামুদ

৪৩. এবং ইবরাহীমের জাতি, লুতের জনগণ

৪৪. ও মাদইয়ান অধিবাসীরাও মিথ্যা আরোপ করেছে। আর মূসাকেও অস্বীকার করা হয়েছে, মিথ্যুক বলা হয়েছে। সত্য অমান্যকারী এসব লোককে আমি পূর্বেও অবকাশ দিয়েছিলাম। কিন্তু পরে পরেই তাদেরকে পাকড়াও করেছি। এখন দেখ, আমার দেওয়া শাস্তি কি রকম ছিল।

৪৫. কত অপরাধী জনপদই এমন যাদেরকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি, আর আজ তারা নিজেদের ছাদের উপর উল্টে পড়ে রয়েছে। কত কূপই অকেজো এবং কত প্রাসাদই ধ্বংসাবশেষ হয়ে রয়েছে।

৪৬: এই লোকেরা কি যমীনে চলাফেরা করেনি যে, তাদের দিল বুঝতে পারত এবং তাদের কান শুনতে পারত? আসল কথা এই যে, চোখ কখনো অন্ধ হয় না, কিন্তু দিল অন্ধ হয় যা বুকের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

৪৭. এই লোকেরা আযাবের জন্য তাড়াহুড়া করছে। আল্লাহ কখনই তাঁর ওয়াদার খেলাফ করবেন না। কিন্তু তোমার রবের নিকট এক দিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান হয়ে থাকে[১৪]।

১৪। অর্থাৎ মানবীয় ইতিহাসে আল্লাহর ফয়সালা তোমাদের ঘড়ি হিসেবে ও তাৎক্ষণিকভাবে হয় না যে, আজ কোন সঠিক বা অঠিক গতি অবলম্বন করা হলে কাল তার ভাল বা মন্দ ফল প্রকাশ পাবে। কোন জাতিকে যদি বলা হয় তোমাদের অমুক কর্ম-পদ্ধতি অবলম্বনের পরিণতি তোমাদের ধ্বংসের রূপে প্রকাশ পাবে, আর এ কথার জওয়াবে যদি সে জাতি এ যুক্তি দেখায় যে আজ দশ, বিশ, পঞ্চাশ বৎসর কেটে গেল আমরা এই কর্ম-পদ্ধতি অবলম্বন করে চলে আসছি, কই আজ পর্যন্ত তো আমাদের কোনও হানি ঘটেনি, তবে সে জাতি বড়ই নির্বোধ। ঐতিহাসিক ফল প্রকাশ পাওয়ার জন্য দিন, মাস, বৎসর তো দূরের কথা শতাব্দীও এর জন্য বড় কিছু ব্যাপার নয়।

وَ كَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَ هِيَ ظَالِمَةٌ

আর কত জনবসতি (এমন ছিল) আমি অবকাশ দিয়েছি তাদেরকে যখন তা যালিম (ছিল)

ثُمَّ اَخَذْتُهَا ۚ وَ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿٤٨﴾ قُلْ يٰۤاَيُّهَا

এরপর তাদেরকে আমি পাকড়াও করেছি আর আমারই নিকট প্রত্যাবর্তন (সকলেরই) (হেনবী) বল হে

النَّاسُ اِنَّمَاۤ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤٩﴾ فَالَّذِيْنَ

লোকেরা মূলতঃ আমি তোমাদের জন্যে একজন সতর্ককারী সুস্পষ্ট অতঃপর যারা

اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ

ঈমান আনে ও কাজ করে নেকীসমূহের তাদের জন্যে (রয়েছে) ক্ষমা ও জীবিকা

كَرِيْمٌ ﴿٥٠﴾ وَ الَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْۤ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ

সম্মানজনক আর যারা চেষ্টা করে প্রশ্নে আমাদের আয়াত সমূহের হীন করে দেখাতে

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٥١﴾

ঐসবলোক সঙ্গী হবে দোযখের

৪৮. কত জনপদই এমন আছে যারা ছিল যালেম, আমি তাদেরকে পূর্বে অবকাশ দিয়েছি, পরে পাকড়াও করেছি। আর সকলকে তো আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।

রুকূ ঃ ৭

৪৯. হে নবী, বলে দাওঃ "হে লোক সকল আমি, তোমাদের জন্য কেবল এমন এক ব্যক্তি যে (খারাব সময় আসার পূর্বে) স্পষ্ট ভাষায় সতর্ককারী"।

৫০. অতঃপর যারা ঈমান আনবে ও নেক্ আমল করবে তাদের জন্য রয়েছে মার্জনা ও সম্মানের রুজি।

৫১. আর যে সব লোক আমাদের আয়াতসমূহকে হীন করে দেখাতে চেষ্টা করবে তারা দোযখের সঙ্গী হবে।

৫২. আর হে নবী, তোমার পূর্বে আমরা যে নবী ও রসূলই পাঠিয়েছি (তার অবস্থা এরূপ অবশ্য হয়েছে যে,) যখন সে কোন কামনা করেছে, শয়তান তার কামনায় প্রতিবন্ধক হয়েছে। এ ভাবে শয়তান যা কিছু প্রতিবন্ধকতা করে, আল্লাহ সে গুলিকে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন করেন এবং স্বীয় আয়াতসমূহকে সুদৃঢ় ও পাকা-পোখ্‌তা করে দেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞানী সু-কৌশলী।

৫৩. (তিনি এ রূপ হতে দেন এজন্য যে,) যেন শয়তানের প্রবর্তিত খারাবীকে ফেতনা বানিয়ে দেন সেই লোকদের জন্য যাদের দিলে (মুনাফেকীর) রোগ আছে, আর যাদের দিল দোষপূর্ণ- প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এই যালেম লোকগুলি হিংসো-বিদ্বেষের ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে বহুদূরে গেছে।

وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٤﴾

আর | জানে যেন | যাদেরকে | দেয়া হয়েছে | জ্ঞান | যে তা | সত্য | নিকট হতে | তোমার রবের | তারা অতঃপর ঈমান আনে | তার উপর | অতঃপর অবনমিত হয় | তার প্রতি | তাদের অন্তরসমূহ | এবং | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | অবশ্যই পথ-প্রদর্শনকারী | (তাদেরকে) যারা | ঈমান এনেছে | দিকে | পথের | সরল

৫৪. আর জ্ঞানবান লোকেরা যেন জানতে পারে যে, এ তোমাদের রবের নিকট হতে সত্য এবং তারা এর প্রতি ঈমান আনে, তাদের দিল অবনমিত হয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বদা ঈমানদার লোকদেরকে সরল-সঠিক পথ দেখিয়ে থাকেন[১৫]।

১৫। অর্থাৎ আল্লাহতা'আলা শয়তানের এই ফেতনা সৃষ্টির কাজকে মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ-খাঁটি থেকে খোঁটাকে পৃথক করার এক উপায় স্বরূপ করেছেন। বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন লোকেরা এই জিনিসগুলি থেকেই ভ্রান্ত পরিণতি লাভ করে আর এ গুলি তাদের পথ-ভ্রষ্টতার অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই একই কথাগুলি থেকে শুদ্ধ অন্তকরণের লোকেরা নবী ও আল্লাহর কিতাবের সত্যতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করে; তারা বুঝতে পারে যে, এগুলি শয়তানের দুষ্টামি-নষ্টামি; এবং এই জিনিস তাদেরকে এই নিশ্চিত বিশ্বাস দান করে যে, এ দাওয়াত নিশ্চিতরূপে সত্য ও কল্যাণের আহ্বান , অন্যথায় শয়তান এর প্রতি এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতো না। নবী করীম (সঃ) এর দাওয়াত সে সময়ে যে পর্যায়ে ছিল তা দেখে সব বাহ্যদর্শী লোকদের দৃষ্টি প্রতারিত হচ্ছিল, তারা ভাবছিল যে- তিনি আপন উদ্দেশ্যে বিফলকাম হয়ে গেছেন। তারা নিজেরদের চোখে মাত্র এই দেখেছিল যে, মক্কার কাফেররা সফলকাম হলো আর যে ব্যক্তিটির বাসনা ছিল যে, তাঁর জাতি তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, শেষ পর্যন্ত তাঁকে দেশত্যাগ করতে হলো। লোকেরা যখন তাঁকে এই কথা ঘোষণা করতে দেখতেন যে 'আমি আল্লাহর নবী এবং আল্লাহ আমার সহায়-সাথী' এবং কুরআনের এই ঘোষণাগুলো ও দেখত যে নবীকে অমান্যকারী জাতির উপর আল্লাহর আযাব পতিত হয়, তখন কুরআন ও নবী করীমের সত্যতা সম্পর্কে তাদের মনে সন্দেহ জাগতো। এই অবস্থায় তাঁর বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে আরও অগ্রসর হয়ে নানা কথার অবতারনা করতোঃ কোথায় গেল আল্লাহর সেই সাহায্য? কি হল সেই আযাবের ধমকি? আমাদের যে আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে তা এখনো আসছে না কেন? এই আয়াত সমূহে এই কথা গুলোর উত্তর দেয়া হয়েছে।

৫৫. আমান্যকারী লোকেরা তো তাঁর তরফ হতে সন্দেহের মধ্যেই পড়ে থাকবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন না তাদের উপর কেয়ামতের নির্দিষ্ট সময় সহসা এসে পড়বে কিংবা এক অত্যন্ত খারাব দিনের আযাব নাযিল হবে।

৫৬. সে দিন বাদশাহী হবে আল্লাহর এবং তিনি তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। যারা ঈমানদার ও নেক আমলকারী হবে তারা নেআমতের পরিপূর্ণ জান্নাতে যাবে।

৫৭. আর যারা কাফের হবে এবং আমাদের আয়াত-সমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্যকারী হবে তাদের জন্য অপমানকর আযাব হবে।

وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ
আর যারা হিজরত করেছে পথে আল্লাহর এরপর নিহত হয়েছে অথবা

مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ
মারা গিয়েছে অবশ্যই তাদেরকে রিযক দিবেন আল্লাহ রিযক উৎকৃষ্ট আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তিনি অবশ্যই

خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٥٨﴾ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ؕ
উত্তম রিযিকদাতাদের তিনি অবশ্যই তাদেরকে প্রবেশ করাবেন (এমন) প্রবেশ স্থানে তাতে তারা সন্তুষ্ট হবে

وَ اِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿٥٩﴾ ذٰلِكَ ۚ وَ مَنْ
এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ অবশ্যই পরম সহনশীল এটা (এদের পরিণতি) আর যে

عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ
প্রতিশোধ নেবে (তার) সমতুল্য যেমন নিপীড়ণ করা হয়েছে তারপ্রতি উপরন্তু বাড়াবাড়ি করা হয়েছে তার উপর

لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿٦٠﴾ ذٰلِكَ
তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন আল্লাহ নিশ্চয়ই আল্লাহ অবশ্যই পাপমোচনকারী ক্ষমাশীল এটা।

بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُوْلِجُ النَّهَارَ
এজন্যে যে আল্লাহ প্রবেশ করান রাতকে মধ্যে দিনের ও তিনি প্রবেশ করান দিনকে

فِي الَّيْلِ وَ اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٦١﴾
মধ্যে রাতের আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শুনেন সব দেখেন

রুকু ঃ ৮

৫৮. আর যে সব লোক আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, পরে নিহত হয়েছে বা মরে গেছে আল্লাহ তাদেরকে উত্তম উৎকৃষ্ট রেযক দান করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহই উৎকৃষ্টতম রেযকদাতা।

৫৯. তিনি তাদেরকে এমন স্থানে পৌছাবেন যাতে তারা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। সত্যই আল্লাহতা'আলা সর্বজ্ঞ ও অতীব ধৈর্য সম্পন্ন।

৬০. এ তো হল তাদের পরিণতি। আর যে কেউ প্রতিশোধ নিবে তেমনই যেমন তার সাথে করা হয়েছে, উপরন্তু তার উপর বাড়াবাড়িও করা হয়েছে, তবে আল্লাহ তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। আল্লাহ ক্ষমাদানকারী ও মার্জনাকারী।

৬১. এটা এজন্য যে, রাত হতে দিন এবং দিন হতে রাত বের করেন আল্লাহই। আর তিনি সব শুনেন এবং সব দেখেন।

৬২. এটা এ জন্য যে, আল্লাহই প্রকৃত সত্য। আর সেই সব কিছুই বাতিল যাদেরকে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ডাকে। আল্লাহই প্রবল ও মহান।

৬৩. তোমরা কি দেখ না আল্লাহ আসমান হতে পানি বর্ষণ করান এবং তার সাহায্যে যমীন শস্য-শ্যামল হয়ে উঠে? আসল কথা এই যে তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সব বিষয়ে অবহিত [১৬]।

৬৪. একান্তভাবে তাঁর-ই যা কিছু আছে আসমানসমূহে, আর যা কিছু আছে যমীনে। তিনি যে অভাবমুক্ত ও সর্ব প্রশংসিত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রুকু ঃ ৯

৬৫. তুমি কি দেখ না, তিনি সেই সবকিছুকেই তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত ও কর্মে নিরত করে রেখেছেন যা যমীনে রয়েছে; আর তিনিই নৌকা-জাহাজকে একটা নিয়মের অনুবর্তী বানিয়েছেন, তা তাঁর হুকুমে নদী-সমুদ্রে চলাচল করে

১৬। অর্থাৎ কুফর ও যুলমের পথগামী ব্যক্তিদের উপর আযাব নাযিল করা, মুমিন ও সৎ ব্যক্তিদের পুরস্কার দান করা, অত্যাচারিত ও সত্যপন্থীদের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করা, এবং বলপ্রয়োগে অত্যাচার-প্রতিরোধকারী সত্য পন্থীদের সাহায্যদান –এ সব আল্লাহতা'আলার এই গুণাবলীর কারণে হয়ে থাকে।

এবং তিনিই আসমানকে এমনভাবে ধারণ করে আছেন যে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত তা যমীনের উপর আপতিত হতে পারে না। অবস্থা এই যে, আল্লাহ লোকদের অধিকারের ব্যাপারে বড়ই দয়ার্দ্র ও অনুগ্রহ সম্পন্ন।

৬৬. তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যু দেন, আর তিনিই তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন! সত্য এই যে, মানুষ বড়ই সত্য অমান্যকারী[১৭]।

৬৭. প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমরা একটি ইবাদত-প্রথা নির্দিষ্ট করে দিয়েছি যা তারা অনুসরণ করে চলে। অতএব হে নবী! তারা যেন এই ব্যাপারে তোমাদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত না হয়[১৮]। তুমি তোমার রবের দিকে দাওয়াত দাও। নিঃসন্দেহে তুমিই সঠিক পথে রয়েছ।

১৭। অর্থাৎ এই সব কিছু দেখা সত্ত্বেও নবীদের উপস্থাপিত সত্যকে তারা অস্বীকার করে চলে।

১৮। অর্থাৎ পূর্বযুগের নবীরা নিজ নিজ যুগের উম্মতদের জন্য যেমন এক ইবাদত পদ্ধতি নিয়ে এসেছিলেন সেইরূপ এই যুগের উম্মতের জন্য তুমি এক ইবাদত পদ্ধতি নিয়ে এসেছ। সুতরাং এ নিয়ে তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব কর অধিকার কারুর নেই। কেননা তোমার আনীত ইবাদত-পদ্ধতিই এ যুগের জন্য সত্য-সম্মত ইবাদত পদ্ধতি।

وَإِنْ جٰدَلُوكَ فَقُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾

আর · যদি · তোমারসাথেতারাবিতর্ক করে · তবে · বল · আল্লাহ · খুব জানেন · যা কিছু · তোমরা কাজ করছ

اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ

আল্লাহ · ফয়সালা করে দিবেন · তোমাদের মাঝে · দিনে · কিয়ামতের · সেবিষয়ে · তোমরা ছিলে · যার মধ্যে

تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا

মতভেদ করতে · তুমি জান না কি · যে · আল্লাহ · জানেন · যাকিছু

فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ؕ إِنَّ ذٰلِكَ فِي كِتٰبٍ ؕ إِنَّ

মধ্যে (আছে) · আকাশের · ও · পৃথিবীতে · নিশ্চয়ই · এটা · মধ্যে (আছে) · এক কিতাবে (লিপিবদ্ধ) · নিশ্চয়ই

ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ

এটা · নিকট · আল্লাহর · সহজ · এবং · তারা ইবাদত করে · পরিবর্তে

اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَّمَا لَيْسَ لَهُمْ

আল্লাহর · (এমন কিছুর) যা · নাই · অবতীর্ণই করেন (আল্লাহ) · সে সম্বন্ধে · কোন দলীল · আর · যার · নেই · তাদের কাছে

بِهِ عِلْمٌ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ ﴿٧١﴾

সে সম্বন্ধে · কোন জ্ঞান · এবং · নেই · যালিমদের জন্যে · কোন সাহায্যকারী

৬৮. তারা যদি তোমার সাথে ঝগড়া করে তবে তুমি বলে দাও, "তোমরা যা কিছু করছ তা আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন।

৬৯. আল্লাহ কেয়ামতের দিন তোমাদের পরস্পরের সেই সব বিষয়ের ফয়সালা করবেন যে সব বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতেছিলে।"

৭০. তোমরা কি জান না যে, আসমান ও যমীনের সবকিছুই আল্লাহর জ্ঞানের আওতাভুক্ত? সবকিছুই এক কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আল্লাহর পক্ষে এটা কিছুমাত্র কঠিন নয়।

৭১. এই লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে সেই সবের ইবাদত করে যাদের অনুকূলে না তিনি কোন সনদ নাযিল করেছেন, আর না তারা নিজেরা সেই সবের বিষয়ে কোন জ্ঞান রাখে। এই যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

وَ اِذَا تُتۡلٰی عَلَیۡهِمۡ اٰیٰتُنَا بَیِّنٰتٍ تَعۡرِفُ فِیۡ وُجُوۡهِ

মুখমন্ডলসমূহে | তুমি লক্ষ্য করবে | সুস্পষ্ট | আমাদের আয়াত গুলোকে | তাদের নিকট | আবৃত্তি করা হয় | যখন | এবং

الَّذِیۡنَ کَفَرُوا الۡمُنۡکَرَ ؕ یَکَادُوۡنَ یَسۡطُوۡنَ بِالَّذِیۡنَ

(তাদের) উপর যারা | আক্রমণ করবে তারা | মনে হয় যেন | ঘৃণাভাব | অস্বীকার করেছে | (তাদের) যারা

یَتۡلُوۡنَ عَلَیۡهِمۡ اٰیٰتِنَا ؕ قُلۡ اَفَاُنَبِّئُکُمۡ بِشَرٍّ

নিকৃষ্ট কিছু সম্পর্কে | তোমাদেরকে সংবাদ দিব তবেকি | বল | আমাদের আয়াত গুলোকে | তাদের নিকট | আবৃত্তি করে

مِّنۡ ذٰلِکُمۡ ؕ اَلنَّارُ ؕ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا ؕ

কুফরী করেছে | (তাদের জন্যে) যারা | আল্লাহ | যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন | (সেটা হল) আগুন | এর | চেয়েও

وَ بِئۡسَ الۡمَصِیۡرُ ﴿۷۲﴾ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ

একটি উপমা | পেশ করা হচ্ছে | লোকেরা | হে | প্রত্যাবর্তনস্থল | কতনিকৃষ্ট | এবং

فَاسۡتَمِعُوۡا لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِیۡنَ تَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ

পরিবর্তে | ডাকছ তোমরা | যাদেরকে | নিশ্চয়ই | তার প্রতি | তোমরা তাই মনযোগ দিয়ে শুন

اللّٰهِ لَنۡ یَّخۡلُقُوۡا ذُبَابًا وَّ لَوِ اجۡتَمَعُوۡا لَهٗ ؕ

সেজন্যে | তারা একত্রিত হয় | যদি | এবং | একটি মাছিও | তারা সৃষ্টি করতে পারে | কক্ষণওনা | আল্লাহর

৭২. আর তাদেরকে যখন আমাদের স্পষ্ট আয়াতসমূহ শুনানো হয় তখন তুমি দেখতে পাও যে, সত্যের দুশমনদের মুখের চেহারা খারাব হয়ে যাচ্ছে। আর মনে হয়, তারা এখনই সেই লোকদের উপর ফেটে পড়বে, যারা তাদেরকে আমাদের আয়াত শুনায়। তাদেরকে বলঃ "আমি কি তোমাদের বলব, তা হতেও নিকৃষ্ট জিনিস কি?– তা হল আগুন। আল্লাহ তা দেয়ার ওয়াদাই করে রেখেছেন, সেই লোকদের জন্য যারা সত্য কবুল করতে অস্বীকার করে এবং তা অতিশয় খারাব পরিণতি।"

রুকু ঃ ১০

৭৩. হে লোকেরা একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাচ্ছে। একটু চিন্তা করে মনোযোগের সাথে শোন। আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে সব মাবুদদেরকে তোমরা ডাকছ তারা সকলে মিলে একটি মাছিও পয়দা করতে চাইলেও তা পারে না।

বরং মাছি যদি তাদের নিকট হতে কোন জিনিস কেড়ে নিয়ে যায় তবে তারা তা ছাড়িয়েও নিতে পারে না। সাহায্য প্রার্থনাকারীরাও দূর্বল, আর যাদের নিকট সাহায্য চাওয়া হচ্ছে তারাও দূর্বল।

৭৪. এই লোকেরা আল্লাহর মর্যাদাই বুঝল না, যেমন তাকে বুঝা প্রয়োজন ছিল। আসল কথা এই যে, শক্তিমান ও মর্যদাশালী তো এক আল্লাহই।

৭৫. বস্তুতঃ আল্লাহ (স্বীয় ফরমানসমূহ প্রেরণের জন্য) ফেরেশতাদের মধ্য হতেও পয়গাম বাহক নির্বাচিত করেন এবং মানুষের মধ্য হতেও। তিনি সব শোনেন, সব দেখেন।

৭৬. যা কিছু তাদের সামনে রয়েছে তাকেও তিনি জানেন, আর যা কিছু তাদের হতে লুকিয়ে তাও তিনি জানেন। এবং সমস্ত ব্যাপার তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়।

৭৭. হে ঈমানদার লোকেরা! রুকু এবং সিজদা কর, তোমাদের রবের বন্দেগী কর, নেক কাজ কর; তাঁর নিকট হতে আশা করা যেতে পারে যে তোমরা কল্যাণ লাভে সমর্থ হবে। সিজদা*

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا

আর | তোমরা জিহাদ কর | আল্লাহর (পথে) | যথাযথ | তার জিহাদ | তিনি | তোমাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন | এবং | না

جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ

আরোপকরেছেন | তোমাদের উপর | ব্যাপারে | দ্বীনের | কোন সংকীর্ণতা | তোমাদের পিতার(প্রতিষ্ঠিতথাক) মিল্লাতে

إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ

(অর্থাৎ) ইবরাহীমের | তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্) | তোমাদের নাম দিয়েছেন | মুসলিম | পূর্বেও

وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ

এবং | মধ্যে | এই (কুরআনেও) | হয় যেন | রাসূল | সাক্ষী | তোমাদের উপর

وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا

আর | তোমরাও হও | সাক্ষী | উপর | সমস্ত লোকদের | তোমরা কায়েম কর সুতরাং

الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ

নামাজ | ও | দাও | যাকাত | এবং | তোমরা আকড়ে ধর | আল্লাহকে

هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

তিনিই | তোমদের অভিভাবক | অতএব কত উত্তম | অভিভাবক | আর | কত উত্তম | সাহায্যকারী

৭৮. আল্লাহর পথে জেহাদ কর যেমন জেহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে নিজের কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। আর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত হও। আল্লাহ পূর্বেও তোমাদের নাম 'মুসলিম' রেখে ছিলেন, আর এই (কুরআনেও তোমাদের এ-ই নাম), যেন রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয়, আর তোমরা সাক্ষী হও সমস্ত লোকের জন্য। অতএব নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মাওলা-মুনীব। তিনি বড়ই উত্তম মাওলা, বড়ই উত্তম সাহায্যকারী।

সূরা আল- মু'মেনুন

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াত قد افلح المؤمنون এর আল-মু'মেনুন' শব্দ দ্বারা এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়কাল

বর্ণনাভংগী ও বিষয়বস্তু উভয় হতে প্রমাণিত হয় যে, এ সূরা রসূলে করীম (সঃ)-এর মক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়ে নাযিল হয়েছিল। পটভূমিতে স্পষ্ট মন হয়, এ সময় নবী করী (সঃ) ও কাফেরদের মধ্যে প্রচন্ড দ্বন্দ্ব চলছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনো কাফেরদের যুলুম-নির্যাতনের মাত্রা খুব বেশী জোরদার হয়ে উঠেনি। ৭৫-৭৬ নং আয়াত হতে পরিষ্কার ভাবে প্রমানিত হয় যে, এ সূরাটি মক্কার কঠিনতম দুর্ভিক্ষের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল। আর নির্ভর যোগ্য বর্ণনা হতে একথা প্রমাণিত যে, এ এই মধ্যম যুগেই সংঘটিত হয়েছিল। উরওয়া ইবনে যুবাইর বর্ণিত হাদীস হতে জানা যায়, এ সময় হযরত উমর (রাঃ) ঈমান এনেছিলেন তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল কারীর সূত্রে হযরত উমর (রাঃ)-এর একটি কথা উদ্ধৃত করেছেন। হযরত উমর (রাঃ) বলেন "এ সূরাটি তার সামনেই নাযিল হয়েছে।" তিনি নিজে নবী করীম (সঃ)-এর ওপর অহীর বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখতে পেয়েছিলেন। পরে নবী করীম (সঃ) যখন তা হতে অবসর পেলেন, তখন তিনি বললেন, "এই মাত্র আমার প্রতি এমন দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে, যার মানদন্ডে কেউ উত্তীর্ণ হলে সে নিঃসন্দেহে জান্নাতে যাবে।" অতঃপর তিনি এ সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহ পড়ে শুনান। (আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ও হাকিম)

আলোচ্য বিষয়

এই সূরার কেন্দ্রীয় কথাটি হচ্ছে রসূল (সঃ)-এর আনুগত্য। সমস্ত ভাষণটি একে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। কথার সূচনা করা হয়েছে এভাবে যে, যে সব লোক এ নবীর কথা মেনে নেবে, তাদের মধ্যে এ সব গুণ সৃষ্টি হবে। আর নিঃসন্দেহে এ লোকেরাই দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভের অধিকারী। অতঃপর মানুষের সৃষ্টি, আসমান-যমীন সৃষ্টি, উদ্ভিদ ও জন্তু-জানোয়ার সৃষ্টি এবং বিশ্বলোকের অন্যান্য নিদর্শনাবলীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এ হতে যে কথাটি লোকদের মন মগজে দৃঢ়মূল করে দেয়া উদ্দেশ্য তা এই যে, তওহীদ ও পরকালের যে মহত্ত্ব ও সত্য মেনে নেয়ার জন্যে নবী তোমাদেরকে দাওআত দিচ্ছেন, তোমাদের নিজস্ব সত্ত্বা ও সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থাই অকাট্য ভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছে- প্রমাণ করছে যে, তা সবই সত্য। পরে নবী-রসূলগণের এবং তাঁদের উম্মতের কাহিনী বলতে শুরু করা হয়েছে। এ বাহ্যত কাহিনী হলেও আসলে এ পন্থায় কয়েকটি জরুরী কথা শ্রোতাদের কানে পৌছে ও তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে

প্রথম- এই যে, আজ তোমরা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর দাওয়াত সম্পর্কে যে সন্দেহ প্রকাশ করছ, যে প্রশ্ন বা আপত্তি উত্থাপন করছ তা নতুন কিছুই নয়। পূর্বকালেও যে সব নবী-রসূল দুনিয়ায় আগমন করেছিলেন- যাদেরকে তোমরা নিজেরাই আল্লাহ প্রেরিত বলে বিশ্বাস কর- তাঁদের সকলের প্রতিই সে সময়ের জাহেল ও মূর্খ লোকেরা নানারূপ প্রশ্ন ও আপত্তি উত্থাপন করেছিল। এখন ইতিহাসের শিক্ষা কি বলে তা লক্ষ কর। প্রশ্ন ও আপত্তি উত্থাপন কারীরা হকপন্থী ছিল, না নবী-রসূলগণ, তা একবার ভেবে দেখ।

দ্বিতীয়- এই যে, তওহীদ ও পরকাল সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যা কিছু শিক্ষা দিচ্ছেন, সকল কালের নবী-রসূলগণ তো সেই শিক্ষাই দিয়েছেন। এ তা হতে ভিন্নতর কোন অভিনব জিনিস নয় –এমন কিছু নয় যা দুনিয়ায় ইতিপূর্বে কোন দিনই পেশ করা হয়নি।

তৃতীয়- এই যে, যে সব জাতি নবী-রসূলদের কথা শুনেনি, বরং ক্রমাগত ভাবে তাদের বিরুদ্ধতা করেছে, তারাই শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গেছে।

চতুর্থ এই যে, আল্লাহর নিকট হতে সকল কালে একই দ্বীন এসেছে, সব নবী-রসূল একই উম্মতের লোক ছিলেন। সেই মূল একই দ্বীন ছাড়া দুনিয়ায় যে বিভিন্ন ধর্ম দেখতে পাচ্ছ তার সবই মানুষের মনগড়া। এ সবের মধ্যে কোন একটিও আল্লাহর তরফ হতে নাযিল হয়নি।

এসব কাহিনী বলার পর লোকদেরকে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার জীবনের সচ্ছলতা, ধন-সম্পদ, লোক-বল, বংশ-বল, দাপট, জাঁকজমক, চাকর-নকর, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ক্ষমতা ও আধিপত্য- এ সবের কোন একটিও এ কথা প্রমাণ করে না যে, এ যাদের আছে তারা সব হকপন্থী হবে। এ গুলো হওয়া বুঝি হক পন্থী হওয়ারই অকাট্য প্রমাণ? না তা নয়। পক্ষান্তরে কারো গরীব ও দুর্দশাগ্রস্ত হওয়াও এ কথার প্রমাণ নয় যে, আল্লাহ বুঝি তার ও তার আচার-আচরণের প্রতি অসন্তুষ্ট। ,...........এও ঠিক নয়। আল্লাহর নিকট কারো প্রিয় বা অপ্রিয় তথা অভিশপ্ত একান্তভাবে নির্ভর করে তার ঈমান, তার আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও ন্যায়বাদিতার ওপর। এসব কথাও বলা হয়েছে এ জন্য যে, এ সময় নবী করীম (সঃ)-এর দাওয়াতের বিরুদ্ধে যে বিরুদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা হচ্ছিল, তার আসল হোতা ছিল মক্কার শেখ, বড় বড় সরদার ও গোত্রপতি। তারা নিজেরা এ অহমিকতা বোধ করত এবং তাদের প্রভাবিত লোকেরাও এ ভুল ধারণায় নিমজ্জিত ছিল যে, যাদের ওপর নে'আমত বর্ষিত হচ্ছে এবং যারা কেবল সম্মুখের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রতি আল্লাহ ও দেবতাদের অনুগ্রহ নিশ্চয়ই রয়েছে। আর এই সব দরিদ্র ও মর্যাদাহীন লোক- যারা মুহাম্মদ (সঃ)-এর সংগী-সাথী –তাদের অবস্থাই প্রকাশ ও প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ তাদের পক্ষে নেই, বরং দেবতারা তো তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট, ক্রুদ্ধ। এদের ওপর তাদেরই ঘা পড়েছে। এ সূরায় এসব চিন্তাধারার অসারতা তুলে ধরা হয়েছে। এরপর নবী করীম (সঃ)-এর নবুয়্যতের ব্যাপারে মক্কাবাসীদেরকে নানাভাবে আশ্বস্ত ও বিশ্বাসী বানাতে চেষ্টা করা হয়েছে। পরে আরো বলা হয়েছে যে, তোমাদের ওপর এই যে দুর্ভিক্ষ, এ একটা বিশেষ সতর্কীকরণ, এ দেখে তোমাদের সতর্ক হওয়া ও ঠিক পথে আসা উচিত। অন্যথায় কঠিন শাস্তি নেমে আসবে; তখন আর আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হবে না।

অতঃপর বিশ্বলোকে বিক্ষিপ্ত এবং স্বয়ং তাদের নিজেদের মধ্যে অবস্থিত নিদর্শনসমূহের প্রতি পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মোট বক্তব্য হলো এই যে, তোমরা চোখ খুলে দেখ যে তওহীদ ও মৃত্যুপরবর্তী জীবনের মহাসত্যতার কথা এই নবী তোমাদেরকে বলছেন তার বাস্তব প্রমাণ কি তোমরা চারদিকে প্রকট দেখতে পাও না? তোমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক ও প্রকৃতি কি এর সত্যতা ও ন্যায্যতা প্রমাণ করে না?

পরিশেষে নবী করীম (সঃ)-কে হেদায়াত দান করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে যতই খারাব আচরণ করুক না কেন, তোমরা কিন্তু ভালো পন্থায়ই এদের প্রতিরোধ করবে। শয়তান যেন তোমাদেরকে কখনো খারাবের জওয়াবে খারাব কাজ করতে উত্তেজিত করতে না পারে, সে জন্য সতর্ক থাকবে। উপসংহারে সত্য ও হক দ্বীনের বিরোধী লোকদেরকে পরকালের জওয়াবদিহি সম্পর্কে ভয় দেখানো হয়েছে। তাদেরকে সাবধান করা হয়েছে এই বলে যে, তোমরা সত্য দ্বীনের দাওআত এবং তার অনুসারীদের সঙ্গে যা কিছু করছ একদিন শক্তভাবেই তার হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে।

رُكُوْعَاتُهَا ٦ سُوْرَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ مَكِّيَّةٌ (٢٣) اٰيَاتُهَا ١١٨

৬ তার রুকু (সংখ্যা) মক্কী মু'মিনুন সূরা (২৩) ১১৮ তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ

নিশ্চয়ই সফল হয়েছে মু'মিনরা যারা (এমন লোক যে) তারা নামাজসমূহে তাদের

خٰشِعُوْنَ ۝٢ وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝٣ وَ

বিনয়ী-নম্র-ভীত এবং যাদের (বৈশিষ্ট্য হল যে) তারা হতে বেহুদা কথা কাজ বিরত থাকে এবং

الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝٤ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ

যাদের (বৈশিষ্ট্য এও যে) তারা জাকাতেরক্ষেত্রে সক্রিয় কর্মতৎপর এবং যাদের (এটাও গুণ যে) তারা তাদের লজ্জাস্থান গুলোকে

حٰفِظُوْنَ ۝٥

হেফাজতকারী

রুকু : ১

১. নিশ্চিতই কল্যাণ লাভ করেছে ঈমান গ্রহণকারী লোকেরা।

২. যারা নিজেদের নামাজে ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করে,

৩. যারা বেহুদা কাজ হতে দূরে থাকে,

৪. যারা যাকাতের পন্থায় কর্মতৎপর হয়,

৫. যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে[১],

১। এর দুটি অর্থঃ ১. নিজের দেহের লজ্জা উপযোগী অংশগুলি আবৃত করে গুপ্ত রাখেন অর্থাৎ নগ্নতা থেকে বিরত থাকে ও নিজের সতর (লজ্জা স্থান) অন্যের সামনে উন্মুক্ত করে না। ২. নিজের পবিত্রতা ও সতীত্ব সুরক্ষিত রাখে অর্থাৎ যৌন ব্যাপারে বন্ধনহীন স্বাধীনতা অবলম্বন করে না এবং ইন্দ্রিয় কামনা চরিতার্থতায় উৎশৃঙ্খল নয়।

إِلَّا	عَلَىٰٓ	أَزْوَاجِهِمْ	أَوْ	مَا	مَلَكَتْ	أَيْمَانُهُمْ
তবে (এটা প্রযোজ্য নয়)	উপর	তাদের স্ত্রীদের	বা	যা	মালিক হয়েছে	তাদের ডানহাত (অর্থাৎ দাসী)

فَإِنَّهُمْ	غَيْرُ	مَلُومِينَ ⑥	فَمَنِ	ابْتَغَىٰ	وَرَآءَ	ذَٰلِكَ
নিশ্চয়ই সেক্ষেত্রে তারা	নয়	নিন্দনীয়	তবে যে	চায়	বাইরে	এর

فَأُولَٰٓئِكَ	هُمُ	الْعَادُونَ ⑦	وَ	الَّذِينَ	هُمْ	لِأَمَٰنَٰتِهِمْ	وَ	عَهْدِهِمْ
সেক্ষেত্রে ঐসবলোক	তারাই	সীমালংঘনকারী	এবং	যাদের (বিশেষ গুণ হল)	তারা	তাদের আমানত সমূহের	ও	তাদের ওয়াদার

رَٰعُونَ ⑧	وَ	الَّذِينَ	هُمْ	عَلَىٰ	صَلَوَٰتِهِمْ	يُحَافِظُونَ ⑨
সংরক্ষণকারী	এবং	যাদের (বৈশিষ্ট্য হল যে)	তারা	ক্ষেত্রে	তাদের নামাজসমূহের	তারা হেফাজত করে

أُولَٰٓئِكَ	هُمُ	الْوَٰرِثُونَ ⑩	الَّذِينَ	يَرِثُونَ	الْفِرْدَوْسَ
ঐসবলোক	তারাই	(সেই) উত্তরাধিকারী	যারা	উত্তরাধিকারী হয়েছে	ফিরদাউসের

هُمْ	فِيهَا	خَٰلِدُونَ ⑪
তারা	তারমধ্যে	চিরস্থায়ী হবে

৬. নিজেদের স্ত্রীদের ছাড়া এবং সেই মেয়েলোকদের ছাড়া যারা তাদের দক্ষিণ হস্তের মালিকানাধীন আছে[২]। এই ক্ষেত্রে (হেফাযত না করা হলে) তারা ভৎসনাযোগ্য নয়।

৭. অবশ্য এদের ছাড়া অন্যকিছু চাইলে তারাই সীমালংঘনকারী হবে।

৮. যারা তাদের আমানত ও তাদের ওয়াদা-চুক্তির রক্ষনাবেক্ষণ করে।

৯. এবং নিজেদের নামায সমূহের পূর্ণ হেফাযত করে।

১০. এই লোকেরাই সেই উত্তরাধিকারী

১১. যারা উত্তরাধিকার হিসাবে ফেরদাউস পাবে এবং সেখানে চিরদিন থাকবে।

২। অর্থাৎ দাসীরা। যুদ্ধে যাদেরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা হয় ও বন্দী বিনিময় না হলে যাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কারুর মালিকানা সত্ত্বের অধীনস্থ করে দেয়া হয়।

وَ (এবং) لَقَدْ (নিশ্চয়ই) خَلَقْنَا (সৃষ্টি করেছি আমরা) الْاِنْسَانَ (মানুষকে) مِنْ (থেকে) سُلٰلَةٍ (নির্যাস সার)

مِّنْ طِيْنٍ (মাটির) ⑫ ثُمَّ (এরপর) جَعَلْنٰهُ (তাকে (মানুষকে) আমরা বানিয়েছি) نُطْفَةً (শুক্র(হতে)) فِيْ (মধ্যে) قَرَارٍ (আধারের)

مَّكِيْنٍ (নিরাপদ) ⑬ ثُمَّ (এরপর) خَلَقْنَا (আমরা পরিণত করি (এই প্রক্রিয়ায়)) النُّطْفَةَ (শুক্রবিন্দুকে) عَلَقَةً (জমাট রক্তরূপে) فَخَلَقْنَا (আমরা অতঃপর সৃষ্টি করি)

الْعَلَقَةَ (জমাট রক্তকে) مُضْغَةً (মাংসপিন্ডে) فَخَلَقْنَا (আমরা অতঃপর সৃষ্টি করি) الْمُضْغَةَ (মাংসপিন্ডকে) عِظٰمًا (অস্থিতে) فَكَسَوْنَا (আমরা অতঃপর ঢেকে দেই) الْعِظٰمَ (অস্থিকে)

لَحْمًا (গোশত (দ্বারা)) ثُمَّ (এরপর) اَنْشَاْنٰهُ (তাকে আমরা গড়ে তুলি) خَلْقًا (সৃষ্টিরূপে) اٰخَرَ (অন্য এক) فَتَبٰرَكَ (অতএব কত বরকতময়) اللّٰهُ (আল্লাহ) اَحْسَنُ ((যিনি) সর্বোত্তম)

الْخٰلِقِيْنَ ((সব) কারিগরের) ⑭

১২. আমরা মানুষকে মাটির সার হতে বানিয়েছি।

১৩. পরে তাকে এক নিরাপদ স্থানে শুক্র হতে সৃষ্টি করেছি।

১৪. পরে এই ফোঁটাকে অর্থাৎ শুক্রকে জমাট-বাঁধা রক্তে পরিণত করেছি, তারপর এই জমাট-বাঁধা রক্তকে মাংসপিন্ড বানিয়েছি। একেই অস্থি-মজ্জা বানিয়েছি। এই অস্থি মজ্জার উপর গোশত দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত তাকে অপর এক সৃষ্টি রূপ দিয়ে দাড় করিয়ে দিয়েছি[৩]। অতএব বড়ই বরকত সম্পন্ন হচ্ছেন আল্লাহ যিনি সব কারিগর হতে উত্তম কারিগর।

৩। অর্থাৎ যদিও পশুদের সৃষ্টিতেও ও সব কিছু হয়ে থাকে কিন্তু আল্লাহ এই সৃষ্টি কাজের দ্বারা মানুষকে আর এক প্রকারের সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলেছেন যা পশুদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ اِنَّكُمْ

এরপর নিশ্চয়ই তোমরা পরে এর অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে এরপর নিশ্চয়ই তোমাদের

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ﴿١٦﴾ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ

দিনে কিয়ামতের পুনরুত্থিত করা হবে আর নিশ্চয়ই আমরা সৃষ্টি করেছি তোমাদের উর্ধে সাতটি পথ

وَ مَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ﴿١٧﴾ وَ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ

এবং না আমরা ছিলাম সম্পর্কে সৃষ্টি অমনোযোগী আর আমরা বর্ষণ করি হতে আকাশ

مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ

পানি পরিমাণ মত তা আমরা অতঃপর সংরক্ষণ করি মধ্যে মাটির

১৫. এর পর তোমাদেরকে অবশ্যই মরতে হবে

১৬. এবং পরে কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে অবশ্যই পুনরুত্থিত হতে হবে।

১৭. আর তোমাদের উপর আমরা সাতটি পথের সৃষ্টি করেছি[৪]। সৃষ্টি-কার্য ব্যাপারে আমরা কিছুমাত্র অমনোযোগী ছিলাম না[৫]।

১৮. আর আসমান হতে আমরা ঠিক অনুমান মত এক বিশেষ পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছি এবং তাকে যমীনে স্থিতি-সম্পন্ন করে দিয়েছি।

৪। মনে হয় এর অর্থ সপ্ত গ্রহের কক্ষপথ। আবার সাতকে বহু অর্থেও ব্যবহার হতে পারে। সঠিক অর্থ আল্লাহই ভাল জানেন। (অনুবাদক)

৫। দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ এও হতে পারে- "এবং সৃষ্টির প্রতি আমি উদাসীন ছিলামনা বা নই।" প্রথম অনুবাদ অনুসারে আয়াতের অর্থ –এ সব কিছু আমি যা সৃষ্টি করেছি, তা কোন আনাড়ীর হাতে এমনিই উদ্দেশ্যহীন ভাবে পয়দা হয়ে যায়নি, বরং সে সবকিছুকে এক সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ণজ্ঞানের সংগে সৃষ্টি করা হয়েছে; গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম-বিধান তার মধ্যে কার্যকারী আছে। সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থায় তুচ্ছ থেকে সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন জিনিসের মধ্যে এক পরিপূর্ণ পারস্পরিক সংগতি-সামঞ্জস্য দেখা যায়, এই বিপুল বিরাট কারখানার মধ্যে প্রতি দিকেই এক উদ্দেশ্যমূলকতা দৃষ্ট হয়, যা স্রষ্টার মহান জ্ঞানকৌশলের প্রমাণ ও নিদর্শন স্বরূপ। দ্বিতীয় অনুবাদ অনুযায়ী অর্থ হবেঃ এই বিশ্বে আমি যত কিছু সৃষ্টি করেছি তাদের কোন প্রয়োজন থেকে আমি কখনো উদাসীন এবং তাদের কোন অবস্থা থেকে আমি কখনো অনবহিত নই। কোন জিনিসকে আমি আমার পরিকল্পনার বিপরীত হতে বা চলতে দিই নাই, কোন জিনিসের প্রকৃতিগত চাহিদা ও প্রয়োজন পুরণের ব্যবস্থা করতে আমি ত্রুটি করি নাই। এবং প্রতিটি অনু ও প্রতিটি অবস্থা সম্পর্কে আমি পূর্ণ অবহিত।

وَ إِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍۭ بِهِۦ لَقَٰدِرُونَ ﴿١٨﴾ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِۦ جَنَّٰتٍ

আর | নিশ্চয়ই আমরা | ক্ষেত্রে | (অন্যত্র) নিয়ে যাওয়ার | তা | সক্ষম অবশ্যই | আমরা অতঃপর সৃষ্টি করি | তোমাদের জন্যে | তাদিয়ে | বাগান

مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَٰبٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَٰكِهُ كَثِيرَةٌ وَ

খেজুরের | ও | আংগুরের | তোমাদের জন্যে | তারমধ্যে (আছে) | ফলমূল | প্রচুর | আর

مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ

তাহতে | তোমরা খাও | এবং | গাছ (যয়তুনের) | বের হয় | হতে | পাহাড় | সিনাইয়ের

تَنۢبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْءَاكِلِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِى

উৎপন্ন হয় | তেল নিয়ে | এবং | আহার্য (সহ) | খাদ্যগ্রহণকারীদের জন্যে | এবং | নিশ্চয়ই | তোমাদের জন্য | মধ্যে (আছে)

ٱلْأَنْعَٰمِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِى بُطُونِهَا وَلَكُمْ

গৃহপালিত পশুদের | অবশ্যই শিক্ষা | তোমাদেরকে পান করাই আমরা | তাহতে যা | রয়েছে | তাদের পেটে (অর্থাৎ দুগ্ধ) | আর | তোমাদের জন্যে রয়েছে

فِيهَا مَنَٰفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾

তাদের মধ্যে | ফায়দা | প্রচুর | আর | তাদের মধ্যে হতে | তোমরা খাও (গোশত)

আমরা তা যে দিকেই চাই নিয়ে যেতে পারি।

১৯. পরে এই পানির সাহায্যে আমরা তোমাদের জন্য খেজুর ও আংগুরের বাগান বানিয়েছি। তোমাদের জন্য এই সব বাগানে বিপুল পরিমাণ সুস্বাদু ফল রয়েছে। আর তা হতে তোমরা খাদ্য লাভ কর।

২০. আর সেই গাছও আমরা সৃষ্টি করেছি যা সিনাই পাহাড় হতে বের হয়[৬]। তেল নিয়েও বের হয় এবং খাদ্য গ্রহণকারীদের জন্য আহার্যও নিয়ে উঠে।

২১. আর প্রকৃত কথা এই যে, তোমাদের জন্য গৃহপালিত জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও এক বিশেষ শিক্ষা রয়েছে- তাদের গর্ভে যা কিছু আছে তা হতে একটি জিনিস (অর্থাৎ দুগ্ধ) আমরা তোমাদেরকে সেবন করাই। আর তোমাদের জন্য তাতে অন্যান্য বহু রকমের ফায়দা নিহিত আছে। তা তোমরা খাও,

৬। অর্থাৎ যয়তুন যা ভূমধ্যসাগরের পার্শ্বস্থ এলাকায় উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। সিনাইয়ের সঙ্গে একে সম্পর্কিত করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে ঐ অঞ্চলের সব থেকে বিখ্যাত ও পরিচিত স্থান সিনাই পর্বত হচ্ছে এই বৃক্ষের আসল জন্মস্থান।

وَ عَلَيْهَا وَ عَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَ لَقَدْ

এবং | তাদের উপর | ও | উপর | নৌযানের | তোমাদের চড়ান হয় | আর | নিশ্চই

اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا

আমরা পাঠিয়েছি | নূহকে | প্রতি | তার জাতির | সে তখন বলেছিল | হে আমার জাতি | তোমরা ইবাদত কর | আল্লাহর | নেই

لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ

তোমাদের জন্যে | কোন | ইলাহ | তিনি ছাড়া | তবুওকি না | তোমরা সাবধান হবে | তখন বলেছিল | কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিরা | (তাদের) যারা

كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يُرِيْدُ

অস্বীকার করেছিল | মধ্যহতে | তার জাতির | নয় | এই (ব্যক্তি) | এব্যতীত যে | একজন মানুষ | তোমাদেরই মত | সে চায়

اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۚ

শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে | তোমাদের উপর | আর | যদি | চাইতেন | আল্লাহ | পাঠাতেন অবশ্যই | ফেরেশতা

مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٤﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا

না | আমরা শুনেছি | এধরনের (কথা) | মধ্যে | আমাদের পিতৃ পুরুষদের | পূর্বকালের | নয় | সে | এব্যতীত যে

رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٢٥﴾

একজন মানুষ | তার সাথে (আছে) | জ্বিন | অতএব তোমরা অপেক্ষা কর | তার সম্পর্কে | পর্যন্ত | কিছুকাল

২২. এবং তার উপর আর নৌযানের উপর তোমরা আরোহিতও হও।

রুকু ঃ ২

২৩. আমরা নূহকে তার জাতির লোকদের প্রতি পাঠিয়েছি। সে বলল "হে আমার জাতির লোকেরা, তোমরা আল্লাহর বন্দেগী কর; তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কেউ মা'বুদ নেই। তোমরা কি ভয় কর না?"

২৪. তার জাতির যে সকল সরদাররা তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা বলতে লাগল. " এই ব্যক্তি কিছুই নয়, শুধু তোমাদের মতই একজন মানুষ মাত্র। তার উদ্দেশ্য এই যে, সে তোমাদের উপর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে। আল্লাহই যদি পাঠিয়ে থাকতেন তবে ফেরেশতা পাঠাতেন। এই ধরনের কথা তো আমরা আমাদের বাপ-দাদার সময় হতে কখনো শুনিনি (যে, মানুষ রসূল হয়ে এসেছে)।

২৫. কিছু না, লোকটিকে কিছুটা পাগলামিতে পেয়েছে। কিছু কাল আরো দেখে নাও (হয়ত ভাল হয়ে যেতে পারে)।"

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ﴿٢٦﴾ فَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ اَنِ

(নূহ) বলল — হে আমার রব — আমাকে সাহায্য কর — একারণে যে — আমাকে তারা অস্বীকার করেছে — আমরা অতঃপর ওহী করলাম — তার প্রতি — যে

اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَ وَحْيِنَا فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَ فَارَ

নির্মাণকর — নৌকা — আমাদের তত্ত্বাবধানে — ও — আমাদের ওহীর ভিত্তিতে — অতঃপর যখন — আসবে — আমাদের নির্দেশ — ও — উথলিয়ে উঠবে

التَّنُّوْرُ ۙ فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ

চুলাটি — (নৌকাতে) তখন উঠিয়ে নেবে — তারমধ্যে — প্রত্যেক ধরনের (জীব জন্তুর) — দুইটার জোড়া (অর্থাৎ নর ও নারী) — ও

اَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۚ وَ لَا

তোমার পরিবারকে — তবে ব্যতিত — তাদের — পূর্বে নির্ধারিত হয়েছে — যাদের সম্পর্কে — বাণী — তাদের মধ্যহতে — এবং — না

تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ﴿٢٧﴾ فَاِذَا

আমাকে কিছু বলো — সম্পর্কে — (তাদের) যারা — যুলম করেছে — তারা নিশ্চয়ই — নিমজ্জিত হবে — অতঃপর যখন

اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَ مَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ

আরোহণ করবে — তুমি — ও — যারা — তোমার সাথে — উপর — নৌকার — বলবে তখন

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٨﴾

সব প্রশংসা — আল্লাহরই — যিনি — আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন — হতে — জাতি — যালেম

২৬. নূহ বললঃ "হে পরোয়ারদেগার, এই লোকেরা যে আমাকে মিথ্যা বলেছে, এ ব্যাপারে এখন তুমিই আমাকে সাহায্য দান কর।"

২৭. আমরা তার প্রতি অহী পাঠালাম "আমাদের সংরক্ষণে ও আমাদের অহী অনুসারে নৌকা তৈরী কর। পরে আমার হুকুম যখন আসবে ও চুলাটি পানিতে ভরে যাবে, তখন সকল প্রকারের জীব-জন্তু হতে এক এক জোড়া সংগে নিয়ে তাতে আরোহণ করবে। তোমার বংশ পরিবারকেও সংগে রাখবে; কেবল সেই লোকদের নয়- যাদের বিরুদ্ধে পূর্বেই ফয়সালা করা হয়েছে। আর যালেমদের ব্যাপার সম্পর্কে আমার নিকট কিছুই বলবে না। এখন তারা ডুবে মরবে।

২৮. পরে তুমি যখন তোমার সংগী-সাথী নিয়ে নৌকায় সওয়ার হয়ে বসবে তখন বলবেঃ শোকর সেই আল্লাহর যিনি আমাদেরকে যালেমদের হাত হতে মুক্তি দিয়েছেন।

وَ قُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّ اَنْتَ

এবং বল হে আমার রব আমাকে অবতরণ করাও অবতরণস্থানে বরকতপূর্ণ আর তুমি

خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿٢٩﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ وَّ اِنْ كُنَّا

উত্তম অবতীর্ণকারীদের নিশ্চয়ই মধ্যে রয়েছে এর অবশ্যই নিদর্শন আর আমরাই ছিলাম

لَمُبْتَلِيْنَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ﴿٣١﴾

পরীক্ষাকারী অবশ্যই এরপর আমরা সৃষ্টি করেছি পরে তাদের জাতি অন্য এক

فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ

অতঃপর আমরা প্রেরণ করি তাদের মধ্যে একজনকে রসূলরূপে তাদেরই মধ্যহতে (তার দাওয়াত এ ছিল) যে তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর নেই তোমাদের জন্যে

مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٣٢﴾ وَ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ

কোন ইলাহ তিনি ব্যতিত তবুও কি না তোমরা সাবধান হবে এবং বলেছিল কতৃত্বশীল ব্যক্তিরা মধ্যহতে

قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ وَ اَتْرَفْنٰهُمْ

তার জাতির যারা অস্বীকার করেছিল ও মিথ্যা ভেবেছিল সাক্ষাতকে পরকালের এবং তাদেরকে আমরা সচ্ছন্দতা দিয়েছিলাম

فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ مَا هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ

মধ্যে জীবনের দুনিয়ার নয় সে এব্যতীত একজন মানুষ তোমাদেরই মত

২৯. আর বল, হে পরোয়ারদিগার, আমাকে বরকতপূর্ণ স্থানে অবতরণ করাও; তুমিই উত্তম অবতরণকারী।

৩০. এই কাহিনীতে বড়ই নিদর্শন-সমূহ রয়েছে। আর পরীক্ষা তো আমরা করেই থাকি।

৩১. এদের পর আমরা অপর এক পর্যায়ের জাতি গড়ে তুললাম।

৩২. পরে তাদের প্রতি স্বয়ং তাদের জাতির মধ্যে একজনকে রসূল করে পাঠালাম (যে তাদেরকে দাওয়াত দিল) যে, আল্লাহর বন্দেগী কর, তোমাদের জন্য তিনি ছাড়া অন্য কেউ মা'বুদ নেই। তোমরা কি ভয় কর না?

রুকু ঃ ৩

৩৩. তার জাতির যে সব সরদার মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং পরকালে উপস্থিত হওয়ার কথা মিথ্যা মনে করেছে, যাদেরকে আমরা দুনিয়ার জীবনে সচ্ছল-সচ্ছন্দ করে রেখেছিলাম তারা বলতে লাগল "এই ব্যক্তি কিছুই নয়, বরং তোমাদের মতই একজন মানুষ।

يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَئِنْ

সে খায় তাহতে তোমরা খাও যাহতে এবং পান করে তাহতে যা তোমরা পান কর আর অবশ্যই যদি

أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخٰسِرُونَ ﴿٣٤﴾ أَيَعِدُكُمْ

তোমরা আনুগত্য কর একজন মানুষের তোমাদের মত নিশ্চয়ই তোমরা তাহলে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে তোমাদেরকে ওয়াদা দেয় কি

أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا أَنَّكُمْ مُّخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾

যে তোমরা যখন মরে যাবে ও তোমরা হবে মাটি ও হাড় নিশ্চয়ই তোমরা (কবর হতে) বহিষ্কৃত হবে

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا

(অসম্ভব) দূরে (অসম্ভব) বহুদূরে যা তোমাদের ওয়াদা দেয়া হচ্ছে না তা এব্যতীত যে আমাদের জীবন

الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾ إِنْ هُوَ

দুনিয়ারই (শুধু এখানেই) আমরা মরি ও আমরা বাঁচি এবং না আমরা পুনরুত্থিত হব নয় সে

إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَّمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾

এব্যতীত এক ব্যক্তি রচনা করেছে সম্পর্কে আল্লাহ মিথ্যা আর না আমরা তার উপর ঈমানদার

তোমরা যা খাও সেও তাই খায়, আর যা তোমরা পান কর সেও তাই পান করে।

৩৪. এখন তোমরা যদি নিজেদের মতই একজন মানুষের আনুগত্য কবুল কর তবে তোমরা তো ক্ষতি গ্রস্তই হলে।

৩৫. এই লোক তোমাদের বলে যে, তোমরা যখন মরে মাটি হয়ে যাবে এবং হাড়ে পরিণত হবে তখন তোমরা (কবর হতে) বহিস্কৃত হবে?

৩৬. অসম্ভব, অসম্ভব এই ওয়াদা

৩৭. যা তোমাদের সাথে করা হচ্ছে। জীবন কিছুই নয়, শুধু এই দুনিয়ারই জীবন একমাত্র জীবন। এখানেই আমাদেরকে মরতে ও বাঁচতে হবে। আর আমরা কক্ষণই পুনরুত্থিত হব না।

৩৮. এই ব্যক্তি আল্লাহর নামে শুধু মিথ্যা কথাই রচনা করে আমরা তার কথা কখনই মেনে নিব না।"

৩৯. রসূল বলল "হে আমার রব! এই লোকেরা যে আমাকে মিথ্যা বলেছে, এ ব্যাপারে তুমিই আমার সাহায্য কর।"

৪০. জবাবে বলা হলঃ "সে সময় নিকটে যখন এরা নিজেদের কৃতকর্মের দরুন অনুতাপ করবে।"

৪১. শেষ পর্যন্ত ঠিক মহাসত্য অনুসারে এক বিরাট বিকট শব্দ এসে তাদেরকে গ্রাস করে ফেলল। আর আমরা তাদেরকে আবর্জনার মত করে ফেলে দিলাম- দূর হও যালেম জাতি!

৪২. অতঃপর আমরা অন্য জাতিসমূহকে উত্থান দান করলাম।

৪৩. কোন জাতি না নিজের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে শেষ হয়েছে, আর না তার পর টিকে থাকতে পেরেছে।

৪৪. পরে আমরা পর পর রসূল পাঠালাম।

كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا

যখনই এসেছে কোন জাতির (নিকট) তার রসূল তাকে তারা অমান্য করেছে অতঃপর আমরা পিছনে চললাম (অর্থাৎ ধ্বংসকরলাম) তাদের একের পর এক

وَّ جَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٤٤﴾ ثُمَّ

ও তাদেরকে আমরা বানিয়েছি গল্পের (মত) সুতরাং দূর হউক (এমন) জাতির জন্য (অর্থাৎ ধ্বংস আসুক) (যারা) না ঈমান আনে এরপর

اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَ اَخَاهُ هٰرُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِنَا وَ سُلْطٰنٍ

আমরা পাঠালাম মূসাকে ও তার ভাই হারূনকে আমাদের নিদর্শনবলীসহ ও প্রমাণ (সহ)

مُّبِيْنٍ ﴿٤٥﴾ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَاۡئِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَ كَانُوْا قَوْمًا

সুস্পষ্ট প্রতি ফিরআউনের ও তার পরিষদবর্গের (প্রতি) তারা কিন্তু অহংকার করল ও তারা ছিল লোক

عَالِيْنَ ﴿٤٦﴾ فَقَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَ قَوْمُهُمَا لَنَا

উদ্ধত অতঃপর তারা বলল আমরা কি ঈমান আনব মানুষের উপর দুজন আমাদের মত অথচ তাদের উভয়ের জাতি আমাদের জন্যে

عٰبِدُوْنَ ﴿٤٧﴾ فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ﴿٤٨﴾

দাস-দাসী (হয়ে আছে) অতএব তারা মিথ্যারোপ করল উভয়কে অতঃপর তারা হল অন্তর্ভুক্ত ধ্বংস প্রাপ্তদের

যে জাতির নিকটেই তার রসূল এসেছে তারা তাকে মিথ্যা বলে অমান্য করেছে। আর আমরা একের পর এক জাতিকে ধ্বংস করে দিতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে গল্পের মত বানিয়ে দিয়ে ছাড়লাম- ধ্বংস ও বিপর্যয় সেই লোকদের উপর যারা ঈমান গ্রহণ করে না।

৪৫-৪৬. পরে আমরা মূসা এবং তার ভাই হারুনকে নিজের নিদর্শন সমূহ ও সুস্পষ্ট সনদ সহকারে ফেরাউন ও তার রাজন্যবর্গের প্রতি পাঠালাম। কিন্তু তারা অহংকার করল ও তারা খুব বড়-মানুষিতে লিপ্ত হয়েছিল।

৪৭. বলতে লাগলঃ "আমরা কি আমাদের নিজেদেরই মত দুই ব্যক্তির প্রতি ঈমান আনব! আর সে ব্যক্তিরাও তারা, যাদের জাতি আমাদের দাস"।

৪৮. অতএব তারা দুজনকেই মিথ্যা মনে করে অমান্য করল এবং ধ্বংস হয়ে যাওয়া লোকদের সাথে মিলিত হল।

৪৯. আর মূসাকে আমরা কিতাব দিলাম, যেন লোকেরা তার ভিত্তিতে হেদায়াত লাভ করতে পারে।

৫০. আর মরিয়ম-পুত্র ও তার মাতাকে আমরা একটি নিদর্শন বানালাম এবং তাদেরকে এক উচ্চ ভূমিতে স্থান দিলাম, যা ছিল শান্তি ও স্থিতির স্থান এবং ঝর্ণাধারা সেখানে ছিল প্রবহমান।

রুকু : ৪

৫১. হে নবীগণ! খাও পবিত্র জিনিস-সমূহ এবং নেক্ আমল কর। তোমরা যা কিছুই কর আমি তা ভালো করেই জানি।

৫২. তোমাদের উম্মত একই উম্মত, আর আমি তোমাদের রব। অতএব আমাকেই ভয় কর।

৫৩. কিন্তু পরে লোকেরা নিজেদের দ্বীনকে নিজেদেরই মধ্যে টুকরা টুকরা করে নিল। প্রত্যেক দলের নিকট যা কিছুই আছে তাতেই তারা মগ্ন।

৫৪. – ভালোই; অতএব এদের ছেড়ে দাও। থাকুক এরা নিজেদের গাফিলতির মধ্যে ডুবে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।

৫৫. এরা কি মনে করে, আমরা যে তাদেরকে ধন ও সন্তান দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছি-

৫৬. তবে কি আমরা তাদের কল্যাণ বিধানেই তৎপর? না, তা নয়। আসল ব্যাপার সম্পর্কে এদের কোন চেতনাই নেই।

৫৭. প্রকৃতপক্ষে যারা নিজেদের রবের ভয়ে ভীত হয়ে থাকে,

৫৮. যারা নিজেদের রবের আয়াত সমূহের প্রতি ঈমান আনে,

৫৯. যারা নিজেদের রবের সাথে কাউকেও শরীক করে না,

৬০. আর যাদের অবস্থা এই যে, তারা যখন দেয়,- যা কিছুই দেয়- তাদের দিল এই চিন্তায় কম্পিত হতে থাকে যে, তাদেরকে নিজেদের রবের নিকট ফিরে যেতে হবে।

أُولَٰٓئِكَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَهُمْ لَهَا سَٰبِقُونَ ﴿٦١﴾ وَلَا

ঐসবলোক দ্রুত যায় দিকে কল্যাণের আর তারাই তা'তে অগ্রগামী হয় এবং না

نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَٰبٌ يَنطِقُ

দায়িত্ব দেই আমরা কাউকে এব্যতীত তার সামর্থ আর আমাদের কাছে আছে এক কিতাব (আমলনামা) ব্যক্ত করে (যা)

بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِى غَمْرَةٍ مِّنْ

যথাযথ ভাবে এবং তাদেরকে না যুলম করা হবে বরং তাদের অন্তর (রয়েছে) মধ্যে অজ্ঞানতার হতে

هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَٰلٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَٰمِلُونَ ﴿٦٣﴾

এ(বিষয়ে) আর তাদের রয়েছে কার্যসমূহ ছাড়া এই (পূর্ব বর্ণিত নিয়মের) তারা যাকে করে যাচ্ছে

حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْـَٔرُونَ ﴿٦٤﴾

শেষপর্যন্ত যখন আমরা পাকড়াও করব তাদের ঐশ্বর্যশালী দেরকে শাস্তি দিয়ে তখন তারা আর্তনাদ করে উঠবে

لَا تَجْـَٔرُوا۟ ٱلْيَوْمَ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴿٦٥﴾

না (বলাহবে) আর্তনাদ করো আজ নিশ্চয়ই তোমাদেরকে আমাদের হতে না সাহায্য করা হবে

৬১. তারাই কল্যাণের দিকে দ্রুত গমণকারী এবং অগ্রসর হয়ে গিয়ে তা অর্জনকারী।

৬২. আমরা কাউকেও তার শক্তি-সামর্থের বেশী বিষয়ের দায়িত্ব দিই না। আর আমাদের নিকট একখানি কিতাব রয়েছে যা (প্রত্যেকের অবস্থা) যথাযথভাবে বলে দেয়[৭]। আর লোকদের উপর যুলুম কোনক্রমেই করা হবে না।

৬৩. কিন্তু এই লোকেরা এ ব্যাপার হতে সম্পূর্ণ অনবহিত। আর তাদের আমলও সেই নিয়ম হতে ভিন্ন রকমের (যার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে)। তারা নিজেদের এই কার্যকলাপ করতে থাকবে।

৬৪. শেষ পর্যন্ত যখন আমরা তাদের সুখী-সচ্ছন্দ লোকদেরকে আযাবে নিমজ্জিত করব তখন তারা ফরিয়াদ করতে শুরু করবে,

৬৫. -এখন বন্ধ কর তোমাদের আহাজারি ও ফরিয়াদ, আমাদের নিকট হতে এখন আর কোনই সাহায্য মিলবে না।

৭। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির নামায়ে আমল। (কার্য তালিকা) যাতে তার সমস্ত কৃতকর্ম লিখিত থাকে।

قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ ۝٦٦

নিশ্চয়ই | হতো | আমার আয়াত গুলোকে | পড়ে শুনান | তোমাদের কাছে | তোমরা তখন ছিলে | উপর | তোমাদের গোড়ালির | পশ্চাদ পসরণ করতে

مُسْتَكْبِرِيْنَ ۖ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ ۝٦٧ اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا

অহংকার করে (গুরুত্ব দিতে না) | এসম্পর্কে | গল্পগুজবে মেতে | তোমরা অর্থহীন কথা বলতে | তারা চিন্তা-ভাবনা করে নাই তবে কি

الْقَوْلَ اَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَاْتِ اٰبَآءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝٦٨

(এই) বাণী (সম্পর্কে) | অথবা | সে এসেছে | তাদের (কাছে) | (এমন কিছু নিয়ে) যা | আসে নাই | তাদের পিতৃপুরুষদের (কাছে) | পূর্বেকার

اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ۝٦٩ اَمْ

অথবা | তারা চিনে নাই | তাদের রাসূলকে | তারা তাই | তাকে | অস্বীকারকারী হয়েছে | অথবা

يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ ؕ بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ اَكْثَرُهُمْ

তারা বলে | তার সাথে (আছে) | জ্বিন | বরং | সে নিয়ে এসেছে | তাদের (নিকট) | সত্যকে | অথচ | অধিকাংশ | তাদের

لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ۝٧٠

সত্যকে | অপছন্দকারী

৬৬. আমার আয়াত শুনানো হচ্ছিল, তখন তোমরা (রসূলের আওয়াজ শুনতেই) পিছনের দিকে পালিয়ে যেতেছিলে।

৬৭. নিজেদের অহংকারের দাপটে তাঁর প্রতি তোমরা কোন লক্ষ্যই দিচ্ছিলে না। নিজেদের মিলন-কেন্দ্রসমূহে তোমরা এ সম্পর্কে কথা কাটাকাটি করতে, আর বাজে কথায় সময় কাটাতেছিলে।

৬৮. এই লোকেরা কি কখনো এই কালাম সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করেনি? কিংবা সে এমন কোন কথা নিয়ে এসেছে যা কখনো তাদের পূর্ববর্তী লোকদের নিকট আসেনি?

৬৯. অথবা এরা তাদের রসূল সম্পর্কে কখনও জানতই না, আর (না জানার কারণে) তারা তাঁর হতে দূরত্ব বোধ করে?

৭০. কিংবা তারা বলে যে, সে মজনুন? না, সে তো প্রকৃত সত্য নিয়ে এসেছে। অথচ এই সত্যই তাদের অধিকাংশেরই পক্ষে অসহনীয়।

وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَ هُمْ لَفَسَدَتِ

আর / যদি / অনুসরণ করত / সত্য / খায়েশের / তাদের / অবশ্যই বিশৃংখল হয়ে পড়ত

السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ وَ مَنْ فِيْهِنَّ ط بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ

আকাশমন্ডলি / ও / পৃথিবী / আর / যাকিছু (আছে) / তাদের মাঝে / বরং / তাদেরকে আমরা দিয়েছি / তাদের উপদেশকে (অর্থাৎ কুরআন)

فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝٧١ اَمْ تَسْئَلُهُمْ خَرْجًا

কিন্তু তারা / হতে / উপদেশ / তাদের / মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে / অথবা কি / তাদের (নিকট) তুমি চাচ্ছ / কোন প্রতিদান

فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَّ هُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝٧٢ وَ اِنَّكَ

প্রতিদান অথচ / তোমার রবেরই / উত্তম / আর / তিনিই / উত্তম / রিযিকদাতাদের / আর / তুমি নিশ্চয়ই

لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٧٣ وَ اِنَّ الَّذِيْنَ

ডাকছঅবশ্যই / তাদেরকে / দিকে / পথের / সরল-সোজা / এবং / নিশ্চয়ই / যারা

لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ ۝٧٤

না / ঈমান আনে / আখেরাতের প্রতি / (তারাই) হতে / সরল সঠিক পথ / বিচ্যুৎ অবশ্যই

৭১. – আর সত্য যদি কখনো এই লোকদের খাহেশের পিছনে পিছনে চলত তা হলে যমীন ও আসমান এবং তার অধিবাসীদের ব্যবস্থাপনা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। না, আসল কথা হল, আমরা তাদের নিজেদেরই যেক্‌র তাদের নিকট এনেছি, আর তারা তাদের নিজেদেরই যেক্‌র হতে বিমুখ হয়ে থাকছে।

৭২. তুমি কি তাদের নিকট কিছু চাও? তোমার জন্য তোমার আল্লাহর দেওয়া দানই উত্তম। তিনি তো সর্বোত্তম রেযেকদাতা।

৭৩. তুমি তো তাদেরকে সহজ-সঠিক পথের দিকে আহবান করছ।

৭৪. কিন্তু যারা পরকালকে মানে না, তারা সঠিক পথ হতে সরে অন্যদিকে চলতে চায়।

৭৫. আমরা যদি এদের উপর দয়া করি, আর তারা বর্তমানে যে কষ্ট ও দুঃখে নিমজ্জিত[৮], তা যদি দূর করে দিই, তা হলে এরা নিজেদের খোদাদ্রোহিতার রসাতলে ভেসে যাবে।

৭৬. এদের অবস্থা এই যে, আমরা তাদেরকে দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত করেছি, তা সত্ত্বেও এরা তাদের রবের সম্মুখে নত হয় নি, না কাতরতা অবলম্বন করেছে।

৭৭. অবশ্য অবস্থা যখন এতদূর খারাব হবে যে, আমরা তাদের উপর কঠিন আযাবের দুয়ার খুলে দেব, তখন সহসাই তোমরা দেখবে যে, এই অবস্থায় এরা সকল কল্যাণ হতে নিরাশ।

রুকু ঃ ৫

৭৮. তিনি আল্লাহই, যিনি তোমাদেরকে শুনার ও দেখার শক্তি দান করেছেন, আর চিন্তা-বিবেচনা করার জন্য দিল দিয়েছেন। কিন্তু তোমরা খুব কমই শোক্‌র আদায়কারী হয়ে থাক।

৮। অর্থাৎ সেই দুর্ভিক্ষ নবী করীমের (সঃ) আবির্ভাবের পর কয়েক বৎসর যাবৎ যার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল।

وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٩﴾

এবং — তিনিই (আল্লাহ) — যিনি — তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন — উপর — জমীনের — আর — তাঁরই দিকে — তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾

এবং — তিনিই (আল্লাহ) — যিনি — জীবনদান করেন — ও — মৃত্যুদেন — আর — তাঁরই কর্তৃত্বাধীন — আবর্তন — রাতের — ও — দিনের — তবুও কি না — তোমরা বুঝবে

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿٨١﴾

এসত্ত্বেও — তারা বলে — তেমনই — যা — বলেছিল — পূর্ববর্তীরা

قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٢﴾

তারা বলে — যখন কি — আমরা মরে যাব — ও — আমরা হয়েযাব — মাটি — ও — অস্থিসার — নিশ্চয়ইকি আমরা — পুনরুত্থিতহব অবশ্যই

لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾

নিশ্চয়ই — ওয়াদা দেয়া হয়েছে — আমাদেরকে — ও — আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে — এটা — ইতিপূর্বেও — নয় — এটা — এব্যতীত — উপকথা — সেকালের

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾

জিজ্ঞেসকর — কার (মালিকানায়) — (এই) পৃথিবী — ও — যাকিছু (আছে) — তারমধ্যে — যদি — তোমরা জেনে থাক

৭৯. তিনিই তোমাদেরকে যমীনে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর দিকেই তোমাদের একত্রিত করা হবে।

৮০. তিনিই জীবন দান করেন, আর তিনিই মৃত্যু দেন, রাত দিনের আবর্তন তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। এ কথা কি তোমাদের বোধগম্য হয় না?

৮১. কিন্তু এরা সেই কথাই বলে, যা তাদের পূর্ববর্তীরা বলেছে।

৮২. এরা বলেঃ "আমরা যখন মরে মাটি হয়ে যাব এবং অস্থিসার হয়ে যাব, তখন কি আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে?

৮৩. আমরাও এই রকমের ওয়াদা অনেক শুনেছি, আর আমাদের পূর্বে আমাদের বাপ-দাদারাও বহু শুনেছে। এ তো নিছক একটা অতীত কাহিনী মাত্র!"

৮৪. তাদেরকে বল এই যমীন ও তার সমগ্র অধিবাসী কার, তা যদি জানো তবে বল।

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ط قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ

সাত আকাশের রব কে জিজ্ঞেস কর তোমরা শিক্ষা নেবে তবুওকি না বল আল্লাহরই তারা বলবে

وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ط قُلْ اَفَلَا

তবুওকি না বল আল্লাহর (উলুহিয়া ত) তারা বলবে মহান আরশের রব ও

تَتَّقُوْنَ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُوَ يُجِيْرُ

আশ্রয় দেন তিনিই এবং কিছুর সব কর্তৃত্ব যার হাতে (রয়েছে) কে (এমন) জিজ্ঞেস কর তোমরা ভয় করবে

وَ لَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ط

আল্লাহরই তারা বলবে তোমরা জেনে থাক যদি তাঁর মোকাবেলায় আশ্রয় দিতে পারে কেউ না অথচ

قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ﴿٨٩﴾ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَ اِنَّهُمْ

তারা নিশ্চয়ই আর মহাসত্যকে তাদের কাছে আমরা নিয়ে এসেছি বল তোমাদেরকে যাদু করা হচ্ছে তাহলে কোথা (হতে) বল

لَكٰذِبُوْنَ ﴿٩٠﴾

মিথ্যাবাদী অবশ্যই

৮৫. এরা অবশ্যই বলবে এ সবই আল্লাহর। বল তা হলে তোমরা শিক্ষা নেও না কেন?

৮৬. তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, সাত আসমান ও মহান আরশের মালিক কে?

৮৭. এরা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। বল, তাহলে তোমরা ভয় কর না কেন?

৮৮. তাদেরকে বল তোমরা যদি জান তবে বল, সব জিনিসের উপর কার কর্তৃত্ব চলছে? আর কে আছেন যিনি পানাহ দান করেন এবং তাঁর মুকাবিলায় অন্য কেউ পানাহ দিতে পারে না?

৮৯. এরা নিশ্চয়ই বলবে, এ তো আল্লাহরই উপযুক্ত কথা। বল, তা হলে তোমরা কোন দিক হতে ধোকায় পড়ে যাও?

৯০. যা প্রকৃত সত্য ব্যাপার আমরা তাদের সামনে নিয়ে এসেছি। আর কোনই সন্দেহ নেই, এই লোকেরা মিথ্যাবাদী[১]।

১। অর্থাৎ তারা নিজেদের এই উক্তিতে মিথ্যাবাদী যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারুর খোদায়ী গুণ-ক্ষমতা ও অধিকার আছে বা এ সবের কোন অংশ আছে; এবং নিজেদের এই কথায় তারা মিথ্যাবাদী যে, মৃত্যুর পর পারলৌকিক জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। তাদের এই মিথ্যা তাদের স্বীকৃতি দ্বারা প্রমাণিত হয়। একদিকে

(বাকী অংশ অপর পাতায়)

৯১. আল্লাহ কাউকেও নিজের সন্তান বানান নি[১০]। আর দ্বিতীয় কোন ইলাহ তার সাথে শরীকও নেই। যদি তাই হয় তাহলে প্রত্যেক ইলাহ-ই নিজের সৃষ্টি নিয়ে একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করত। আল্লাহ পবিত্র এ সব কথা হতে যা তারা রচনা করে।

৯২. প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবকিছু তিনিই জানেন। তিনি সেই শেরক-এর উর্দ্ধে, এই লোকেরা যার প্রস্তাবনা করছে।

রুকূ ঃ৬

৯৩. হে নবী, দোয়া করঃ "পরোয়ারদেগার (প্রতিপালক প্রভু) তাদেরকে যে আযাবের ভয় দেখানো হচ্ছে তা যদি তুমি আমার বর্তমান থাকা অবস্থায় এনে দাও

এ কথা স্বীকার করা যে যমীন ও আসমানের মালিক এবং বিশ্বের প্রতিটি জিনিসের অধিকারী আল্লাহ এবং অন্যপক্ষে এ কথা বলা যেউলুহিয়াতএকমাত্র তাঁর নয় বরং অন্যেরাও (যারা- অবশ্যই তাঁরই দাস ও সৃষ্ট) উলুহিয়াতে তাঁর সংগে অংশীদার। এই দুই উক্তি স্পষ্টতঃই পরস্পর অসংগতিপূর্ণ। এরূপ একদিকে বলা যে, আমাদেরকে এবং এই বিরাট মহাবিশ্বকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন; আবার অন্যদিকে এ কথা বলা যে আল্লাহ নিজের সৃষ্টি করা সৃষ্টিকে দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করতে সক্ষম নয় –স্পষ্টতঃই জ্ঞান-বুদ্ধির বিপরীত কথা। সুতরাং তাদের মানিত সত্যের দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, শেরক (অংশীবাদিতা) ও পরকালের অস্বীকৃতি- এই উভয় ধারণাই ভ্রান্ত ও মিথ্যা যা তারা অবলম্বন করে আছে।

১০। এখানে কেউ যেন এ ভুল ধারণা না করে যে মাত্র খৃষ্টবাদের খন্ডনে এ কথা বলা হয়েছে। তা নয়, আরবের মোশরেকরাও নিজেদের উপাস্যদেরকে আল্লাহর সন্তান-সন্ততি বলে গণ্য করতো। এবং দুনিয়ার অধিকাংশ মোশরেকরাও এই পথ ভ্রষ্টতায় তাদের সহযোগী।

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِیْ فِی الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ ﴿۹۴﴾ وَ اِنَّا عَلٰۤی

হে আমার রব — তবে না — আমাকে করো তুমি — অন্তর্ভুক্ত — লোকদের — যালেম — এবং — নিশ্চয়ই আমরা — এক্ষেত্রে

اَنْ نُّرِیَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ﴿۹۵﴾ اِدْفَعْ بِالَّتِیْ

যে — তোমাকে দেখাব আমরা — যা — আমরা ওয়াদা করেছি — তাদেরকে — (তাদেখাতে) সক্ষম অবশ্যই — মোকাবেলা কর — তা দিয়ে

هِیَ اَحْسَنُ السَّیِّئَةَ ؕ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا یَصِفُوْنَ ﴿۹۶﴾ وَ

যা — উত্তম — মন্দের (মোকাবেলায়) — আমরা — খুব জানি — ঐ বিষয় যা — তারা বর্ণনা করে — এবং

قُلْ رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّیٰطِیْنِ ﴿۹۷﴾ وَ اَعُوْذُ

বল (দোয়া কর) — হে আমার রব — তোমার নিকট আমি আশ্রয় চাই — হতে — প্ররোচণা — শয়তানদের — ও — আশ্রয় চাই আমি

بِكَ رَبِّ اَنْ یَّحْضُرُوْنِ ﴿۹۸﴾

তোমার নিকট — হে আমার রব — যে — আমার নিকট (শয়তান) উপস্থিত হবে

৯৪. তা হলে হে আমার রব, আমাকে এই যালেম লোকদের মধ্যে শামিল করো না[১১]।"

৯৫. আর আসল কথা এই যে, আমরা তোমার চোখের সামনেই সেই জিনিস নিয়ে আসার পূর্ণ ক্ষমতা রাখি যার ভয় তাদেরকে প্রদর্শন করা হচ্ছে।

৯৬. হে নবী, অন্যায় পাপকে সেই পথে দমন কর যা অতীব উত্তম। তারা তোমার সম্পর্কে যে সব কথা মনগড়াভাবে বর্ণনা করে তা আমাদের খুব ভাল ভাবেই জানা আছে।

৯৭. আর দোয়া করঃ "হে পরোয়ারদেগার, আমি সব শয়তানের উত্তেজনা দান হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই।

৯৮. বরং হে আমার রব, আমি তো তারা যে আমার নিকট আসবে তা হতেও আশ্রয় চাই।"

১১। এর অর্থ এই নয় যে, মা-আযাল্লাহ- নবী করীম (সঃ)-এর পক্ষে আযাবে পতিত হওয়ার বস্তুতঃ কোন আশংকা ছিল, অথবা তিনি যদি এ প্রার্থনা না করতেন তবে ঐ আযাবে গেরেফতার হতেন। বরং এরূপ বর্ণনা-পদ্ধতি অবলম্বন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বুঝানো যে আল্লাহর আযাব বাস্তবিক ভয় করারই জিনিস। তা এরূপ ভয়াবহ যে মাত্র পাপীরাই নয় সৎ ও দ্বীনদার লোকদেরও সমস্ত পূণ্য কাজ সত্ত্বেও তা থেকে আশ্রয় প্রার্থন করা উচিৎ

حَتّٰٓى	إِذَا	جَآءَ	أَحَدَ	هُمُ	الْمَوْتُ	قَالَ	رَبِّ
শেষ পর্যন্ত	যখন	আসবে	কারো	তাদের	মৃত্যু	সে বলবে	হে আমার রব

ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾	لَعَلِّىٓ	أَعْمَلُ	صَالِحًا	فِيمَا	تَرَكْتُ
আমাকে ফেরত পাঠাও	আশা করা যায় আমি	কাজ করব	নেকীর	(তার) মধ্যে যা	আমি ছেড়ে এসেছি

كَلَّاۗ	إِنَّهَا	كَلِمَةٌ	هُوَ	قَآئِلُهَاۗ	وَ	مِنْ وَّرَآئِهِمْ	بَرْزَخٌ
কক্ষণও না	নিশ্চয়ই তা	একটি কথা (মাত্র)	সে	যার উক্তিকারী	এবং	তাদের পিছনে (আছে)	অন্তরায়

إِلٰى	يَوْمِ	يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾	فَإِذَا	نُفِخَ	فِى	الصُّورِ	فَلَآ
পর্যন্ত	সেদিন (যেদিন)	পুনরুত্থান করা হবে	অতঃপর যখন	ফুঁক দেয়া হবে	মধ্যে	শিংগার	না তখন

أَنْسَابَ	بَيْنَهُمْ	يَوْمَئِذٍ	وَّ	لَا	يَتَسَآءَلُونَ ﴿١٠١﴾	فَمَنْ
আত্মীয়তার বন্ধন (থাকবে)	তাদের মাঝে	সেদিন	আর	না	তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে	অতঃপর যার

ثَقُلَتْ	مَوَازِينُهُ	فَأُولٰٓئِكَ	هُمُ	الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾
ভারী হবে	তার পাল্লা	ঐসবলোকি তখন	তারাই	সফলকান (হবে)

৯৯. (এই লোকেরা নিজেদের করণীয় হতে বিরত হবে না,) এমন কি, যখন তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু এসে পৌছবে তখন বলতে শুরু করবে "হে আমার রব! আমাকে সেই দুনিয়ায়ই ফিরিয়ে পাঠিয়ে দাও যা আমি পিছনে ফেলে এসেছি।

১০০. আশা আছে, আমি এখন নেক্ আমল করব।" –কক্ষণও না, এ তো একটি কথামাত্র যা সে বলছে। এখন এসব (মরে যাওয়া লোকদের) পিছনে একটি বরজখ (অন্তরায়) হয়ে আছে পরবর্তী জীবনের দিন পর্যন্ত ১২।

১০১. পরে যখন শিংগা ফুঁকা হবে, তখন তাদের মধ্যে আর কোন আত্মীয়তা থাকবে না, আর না তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

১০২. সেই সময় যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই কল্যাণ লাভ করবে।

১২। 'বরযখ' ফারসী শব্দ, 'পর্দা'র আরবী ভাষায় গৃহীত রূপ। আয়াতের অর্থ হল- এখন দুনিয়া ও তাদের মধ্যে এক প্রতিবন্ধক বর্তমান যা তাদেরকে ফিরে আসতে দেবেনা এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তারা দুনিয়া ও পরকালের মধ্যবর্তী এই ব্যবধান-সীমার মধ্যে অবস্থিত থাকবে।

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا

আর যার হালকা হবে তার পাল্লা অন্তঃপর ঐসবলোক (হবে) (তারাই) যারা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে

أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ

তাদের নিজেদেরকে মধ্যে দোজখের তারা চিরস্থায়ী হবে (সেখানে) দগ্ধকরবে তাদের মুখমণ্ডলকে

النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَٰلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ أَلَمْ تَكُنْ ءَايَٰتِي تُتْلَىٰ

আগুন আর তারা তার মধ্যে বীভৎস হবে (চেহারায়) (বলা হবে) না কি হচ্ছিল আমার আয়াত গুলোকে পাঠ করা হত

عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ

তোমাদের নিকট তোমরা তখন তা সম্পর্কে মিথ্যারোপ করতে তারা বলবে হে আমার রব পরাভূত করেছিল

عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّينَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا

আমাদেরকে আমাদের দুর্ভাগ্য এবং আমরা ছিলাম লোক পথভ্রষ্ট হে আমার রব আমাদেরকে বের করে দাও

مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَٰلِمُونَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ اخْسَـُٔوا فِيهَا

তা হতে অতঃপর যদি আমরা পুনরায় করি তবে আমরা নিশ্চয়ই যালেম (প্রমাণিত হব) তিনি বলবেন পড়ে থাক হীন হয়ে তারমধ্যে

وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾

এবং না আমার সাথে তোমরা কথা বলবে

১০৩. আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারা হবে সেই লোক যারা নিজেরাই নিজেদেরকে মহা ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে; তারা জাহান্নামে চিরদিন থাকবে।

১০৪. আগুন তাদের মুখমণ্ডলকে দগ্ধ করবে। আর তাদের চেহারা বীভৎস হবে। (দাঁত বের হয়ে আসবে)

১০৫. "তোমরা কি সেই লোক নও যে, তোমাদেরকে আমার আয়াত শুনানো হত, তখন তোমরা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করতে?"

১০৬. তারা বলবে "হে আমাদের রব, আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদেরকে গ্রাস করে ফেলেছিল। আমরা বাস্তবিকই গুমরাহ লোক ছিলাম।

১০৭. হে আমাদের রব, এখন আমাদেরকে এখান হতে বের করে দাও। অতঃপর যদি আমরা অপরাধ করি তাহলে যালেম প্রমাণিত হব।"

১০৮. আল্লাহ জবাব দিবেন, ("দূর হয়ে যাও আমার সম্মুখ হতে) পড়ে থাক ওরই মধ্যে। আর মুখ খুলো না।

إِنَّهُ	كَانَ	فَرِيقٌ	مِّنْ	عِبَادِي	يَقُولُونَ	رَبَّنَا
নিশ্চয়ই	ছিল	একদল	মধ্যে	আমার বান্দাদের	(যারা) বলত	হে আমাদের রব

آمَنَّا	فَاغْفِرْ لَنَا	وَ	ارْحَمْنَا	وَ	أَنْتَ	خَيْرُ
আমরা ঈমান এনেছি	আমাদেরকে ক্ষমা কর তাই	ও	আমাদের উপর দয়া কর	আর	তুমিই	অতি উত্তম

الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾	فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ	سِخْرِيًّا	حَتَّىٰ	أَنْسَوْكُمْ
দয়াকারীদের	তোমরা তখন গ্রহণ করেছিলে তাদেরকে	ঠাট্টার পাত্ররূপে	এমনকি (তা)	তোমাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছিল

ذِكْرِي	وَ	كُنْتُمْ	مِّنْهُمْ	تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾	إِنِّي	جَزَيْتُهُمُ	الْيَوْمَ
আমার স্মরণ	আর	তোমরা ছিলে	তাদের সাথে	ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে	নিশ্চয়ই আমি	তাদেরকে আমি পুরস্কার দিলাম	আজ

بِمَا	صَبَرُوا	أَنَّهُمْ	هُمُ	الْفَائِزُونَ ﴿١١١﴾	قَالَ	كَمْ
একারণে যে	তারা সবর করেছিল	(ফল এই) যে তারা	তারাই	সফলকাম (হল)	(আল্লাহ) বলবেন	কত (কাল)

لَبِثْتُمْ	فِي	الْأَرْضِ	عَدَدَ	سِنِينَ ﴿١١٢﴾	قَالُوا	لَبِثْنَا	يَوْمًا	أَوْ
তোমরাঅবস্থান করেছিলে	মধ্যে	পৃথিবীর	হিসাবে	বছরের	তারা বলবে	আমরাঅবস্থান করেছিলাম	একদিন	অথবা

بَعْضَ	يَوْمٍ	فَاسْأَلِ	الْعَادِّينَ ﴿١١٣﴾
কিছু অংশ	দিনের	নয়তো জিজ্ঞাসা করুন	গণনাকারীদেরকে

১০৯. তোমরা তো সেই লোক, আমার কিছু বান্দাহ যখন বলতঃ 'হে আমাদের পরোয়ারদেগার, আমরা ঈমান এনেছি, আমাদেরকে মাফ করে দাও, আমাদের প্রতি রহম কর, তুমি সব রহমকারীদের হতে অতি উত্তম দয়াবান'

১১০. – তখন তোমরা তাদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছ। এমন কি তাঁদের বিরুদ্ধে জিদ তোমাদেরকে এ কথাও ভুলিয়ে দিয়েছে যে, আমিও আছি। আর তোমরা তাদের উপর হাস্যরস করতেছিলে।

১১১. আজ তাদের সেই ধৈর্যশীলতার এই ফল আমি দিয়েছি যে, তাঁরাই সফলকাম।"

১১২. অতপর আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন "বল, দুনিয়ায় তোমরা কত দিন ছিলে?"

১১৩. তারা বলবে, " একদিন কিংবা একদিনেরও কোন অংশ আমরা সেখানে অবস্থান করেছি। হিসাবকারীদের নিকট জিজ্ঞাসা করে দেখুন।"

قٰلَ	اِنْ	لَّبِثْتُمْ	اِلَّا	قَلِيْلًا	لَّوْ	اَنَّكُمْ
(আল্লাহ) বলবেন	না	তোমরাঅবস্থান করেছিলে	এব্যতীত	অল্প (কালই)	যদি	(এমনহতো) যে তোমরা

كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١١٤﴾	اَفَحَسِبْتُمْ	اَنَّمَا	خَلَقْنٰكُمْ	عَبَثًا
তোমরা জানতে	তোমরা মনে করেছিলে কি	প্রকৃতপক্ষে	তোমাদেরকে আমরা সৃষ্টি করেছি	অনর্থক

وَّ	اَنَّكُمْ	اِلَيْنَا	لَا	تُرْجَعُوْنَ ﴿١١٥﴾	فَتَعٰلَى	اللّٰهُ	الْمَلِكُ
আর	(এও বুঝেছিলে) যে তোমরা	আমাদেরকাছে	না	তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে	অতএব মহান শ্রেষ্ঠ	আল্লাহ	(যিনি) বাদশাহ

الْحَقُّ	لَآ	اِلٰهَ	اِلَّا	هُوَ	رَبُّ	الْعَرْشِ	الْكَرِيْمِ ﴿١١٦﴾	وَ	مَنْ
প্রকৃত	নাই	কোন ইলাহ	ছাড়া	তিনি	রব (মালিক)	আরশের	মর্যাদাবান	আর	যে কেউ

يَّدْعُ	مَعَ	اللّٰهِ	اِلٰهًا	اٰخَرَ	لَا	بُرْهَانَ	لَهٗ	بِهٖ	فَاِنَّمَا
ডাকবে	সাথে	আল্লাহর	ইলাহ (হিসেবে)	অন্য (কাউকে)	নাই	কোন দলীল	তার জন্যে	এর উপর	প্রকৃত পক্ষে

حِسَابُهٗ	عِنْدَ	رَبِّهٖ	اِنَّهٗ	لَا	يُفْلِحُ	الْكٰفِرُوْنَ ﴿١١٧﴾	وَ	قُلْ
তার হিসাব (হবে)	কাছে	তাররবের	নিশ্চয়ই	না	সফলকাম হবে	কাফেররা	আর	বল (হেনবী)

رَّبِّ	اغْفِرْ	وَ	ارْحَمْ	وَ	اَنْتَ	خَيْرُ	الرّٰحِمِيْنَ ﴿١١٨﴾
হে আমার রব	ক্ষমাকর	আর	দয়াকর	আর	তুমিই	উত্তম	দয়াকারীদের

ع ٢

১১৪. বলা হবে, "অল্পকালই তোমরা ছিলে, না? এ কথা তোমরা সেই সময় জানতে যদি!

১১৫. তোমরা কি বুঝে নিয়েছিলে যে, আমরা তোমাদেরকে অকারণেই পয়দা করেছি, আর তোমাদেরকে কখনো আমাদের দিকে ফিরে আসতে হবে না?"

১১৬. অতএব মহান শ্রেষ্ঠ আল্লাহ, প্রকৃত বাদশাহ! তিনি ছাড়া কেউই ইলাহ নেই, মর্যাদাবান আরশের মালিক!

১১৭. যে কেউ আল্লাহর সাথে অপর কোন মাবুদকে ডাকবে - যার সমার্থনে তার নিকট কোনই দলীল নেই[১৩] তার হিসাব তার আল্লাহর নিকট রয়েছে। এই ধরনের কাফেরা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারেনা।

১১৮. হে নবী বল "আমার রব! মাফ কর, দয়া কর, তুমি সব দয়াবান হতেও অতি উত্তম দয়াবান।"

১৩। দ্বিতীয় অনুবাদ এও হতে পারে যে, 'যে কেউ আল্লাহর সংগে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে তার এই কাজের অনুকূলে তার পক্ষে কোন যুক্তি-প্রমাণ নেই।'

সূরা আন-নূর

নামকরণ

নামকরণে ..... نُوْرُ শব্দটি পঞ্চম রুকূর প্রথম আয়াত اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ হতে গৃহীত।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরা বনী-মুস্তালিক যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর নাযিল হয়, এ ব্যাপারটি সর্বসম্মত। কুরআন মজীদের বর্ণনা হতেও প্রমাণিত হয় যে, এ সূরা 'ইফ্‌ক' ঘটনা প্রসংগে নাযিল হয়েছিল (দ্বিতীয় ও তৃতীয় রুকূর আয়াত সমূহে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। আর এ ঘটনা যে এই বনী-মুস্তালিক যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়েছিল তা নির্ভরযোগ্য হাদীসের বর্ণনা হতেও প্রমাণিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ যুদ্ধ ৫ম হিজরীতে আহযাব যুদ্ধের পূর্বে হয়েছিল না ৬ষ্ঠ হিজরীতে আহযাব যুদ্ধের পরে হয়েছিল, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। আসল ঘটনাটা কি? এর অনুসন্ধান একান্ত জরুরী। পর্দার হুকুম কুরআন মজীদের দু'টি সূরাতেই আলোচিত হয়েছে। তার মধ্যে একটা এই সূরায়। আর দ্বিতীয়টা হল সূরা আহযাবে। এ যে আহযাব যুদ্ধের পরে নাযিল হয়েছিল, তা সর্বসম্মত। এখন আহযাব যুদ্ধ যদি প্রথমে হয়ে থাকে, তাহলে তার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, পর্দা সংক্রান্ত প্রাথমিক হুকুম সূরা আহযাবেই দেয়া হয়েছে। আর তার পরিপূর্ণতা বিধান হয়েছে এ সূরায়। কিন্তু বনী-মুস্তালিক যুদ্ধ যদি প্রথমে হয়ে থাকে তাহলে পর্দা সংক্রান্ত আইন-বিধানের পরম্পরা উল্টা হয়ে যায়। তখন মানতে হয় যে, এ সংক্রান্ত আইন-বিধান সূরা নূর-এ নাযিল হওয়া শুরু হয়ে সূরা আহযাবে পূর্ণ হয়েছে এরূপ অবস্থায় পর্দা সংক্রান্ত যাবতীয় বিধানের যৌক্তিকতা ও তার অন্তস্থ সৌন্দর্য বুঝতে পারা কঠিন হয়ে পড়ে। এ কারণে আসল আলোচনার পূর্বেই আমরা এর নাযিল হওয়ার সময় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি।

ঐতিহাসিক ইব্‌নে সা'আদ বলেন, বনী -মুস্তালিক যুদ্ধ ৫ম হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছে। পরে এই বছরই আহযাব (বা পরীখা) যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর সমর্থনে বড় প্রমাণ এই যে, 'ইফ্‌ক' সংক্রান্ত ঘটনা প্রসংগে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে যেসব হাদীস বর্নিত হয়েছে, তার মধ্যে কিছু কিছু হযরত সা'আদ ইবনে উবাদাহ ও সা'দ ইবনে মুয়াযের পারস্পরিক মনগড়া বিবরণে উল্লেখিত হয়েছে। আর সব নির্ভরযোগ্য বর্ণনার দৃষ্টিতে হযরত সা'আদ ইবনে মুয়ায বনী-কুরাইযা-যুদ্ধে ইন্তেকাল করেন। আর তা আহযাব যুদ্ধের পরপরই সংঘটিত হয়েছিল। কাজেই ৬ষ্ঠ হিজরীতে তার জীবিত থাকার কোন সম্ভাবনা থাকে না। অপর দিকে ঐতিহাসিক মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, আহযাব যুদ্ধ ৫ম হিজরী সনের ঘটনা। আর বনীল-মুস্তালিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৬ষ্ঠ হিজরীতে। এ পর্যায়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) ও অন্য লোকদের হতে বর্ণিত বিপুল সংখ্যক নির্ভরযোগ্য হাদীসের বর্ণনা এরই সমর্থক। তা হতে জানা যায় যে, 'ইফ্‌ক' ঘটনার পূর্বে পর্দা সংক্রান্ত বিধান নাযিল হয়েছিল। এবং তা সূরা আহযাবে বলা হয়েছে। তা হতে এ কথাও জানা যায় যে, এ সময় হযরত যয়নব (রাঃ)-এর সাথে নবী করীম (সঃ)-এর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ আহযাব যুদ্ধের পরে ৫ম হিজরীর যিল্‌কদ মাসের ঘটনা। সূরা আহযাবে এরই উল্লেখ রয়েছে। এসব বর্ণনা হতে আরও জানা যায় যে, হযরত যয়নব (রাঃ)-এর বোন হামনা বিনতে জাহাশ হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ওপর দোষারোপ করার কাজে শুধু এ কারণে অংশগ্রহণ করেছিলেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ)-তার বোনের সতীন ছিলেন। আর বোনের সতীনের বিরুদ্ধে এ এধরনের মনোভাব সৃষ্টি হওয়ার

জন্যে সতীন সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর কিছু কাল অতীত হওয়া যে আবশ্যক তা সুস্পষ্ট। এসব বর্ণনা ইবনে ইসহাকের বর্ণনাকে মজবুত করে দেয়। তবে একটা জিনিস এ সব বর্ণনাকে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করার পথে বাধা হয়ে আছে; তা এই যে, 'ইফ্ক' সংক্রান্ত ঘটনাকালে হযরত সা'আদ ইবনে মুয়ায (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন বলে এতে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে যে অসুবিধা সৃষ্টি হয়, তার প্রতিকার এভাবে হতে পারে যে, এ ঘটনা সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে যে সব রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, তার কোন কোনটিতে হযরত মুয়ায (রাঃ)-র নাম উল্লেখ রয়েছে, আর কোন কোনটিতে তার স্থলে হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রাঃ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আর এই দ্বিতীয় পর্যায়ের বর্ণনা স্বয়ং হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে এ প্রসংগে বর্ণিত বর্ণনা হতে প্রমাণিত ঘটানার সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। অন্যথায় হযরত মুয়ায (রাঃ) জীবিত ছিলেন এ কথার সত্যতা ঠিক রাখার জন্যে যদি বনীল-মুস্তালিক যুদ্ধ ও 'ইফ্ক' সংক্রান্ত ঘটনা আহযাব ও কুরাইযা যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা বলে মেনে নিতে হয়, তা হলে আর একটি জটিলতা দেখা দেয়। তা হল এই যে, এ মেনে নিলে পর্দা সংক্রান্ত আয়াত ও যয়নব (রাঃ)-এর বিয়ে তারও পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে মেনে নিতে হয়। অথচ পবিত্র কুরআন ও বিপুল সংখ্যক সহীহ বর্ণনা উভয়ই এ প্রমাণ করে যে, যয়নব (রাঃ)-এর বিয়ে ও পর্দার বিধান আহযাব ও কুরাইযা যুদ্ধের পর সংঘটিত হয়েছিল। এ কারণে ইবনে হাযম, ইবনে কাইয়েম এবং আরও কয়েকজন অনুসন্ধান বিশারদ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনাকেই সহীহ বলে মেনে নিয়েছেন। আমরাও তাকে সহীহ মেনে নিচ্ছি।

ঐতিহাসিক পটভূমি

সূরা নূর ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষার্ধে সূরা আহযাব নাযিল হওয়ার কয়েক মাস পরে নাযিল হয়েছিল, এ কথা প্রমাণিত হওয়ার পর, যে পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যে এ সূরা নাযিল হয়েছিল তাই আমাদের বিবেচ্য বিষয়। বদর যুদ্ধে জয়লাভের ফলে গোটা আরবদেশে ইসলামী আন্দোলনের যে উত্থান শুরু হয়েছিল, পরীখা-যুদ্ধ পর্যন্ত পৌছতে তার মাত্রা এতদূর বৃদ্ধি পায় যে, মোশরেক, ইহুদী, মুনাফেক ও প্রতীক্ষমান লোকেরা স্পষ্ট মনে করছিল যে এই নবোত্থিত শক্তিকে শুধুমাত্র হাতিয়ার ও সৈন্য-সামন্তের জোরে পরাজিত করা যাবে না। পরীক্ষা-যুদ্ধে এরা সম্মিলিতভাবে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনার উপর হামলা চালিয়েছিল, কিন্তু একমাসকাল মাথা ঠুকে কিছুই করতে পারলো না, ব্যর্থ মনোরথ হয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তাদের ফিরে যাওয়ার সংগে সংগে নবী করীম (সঃ) প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেছিলেনঃ

لن تغزو كم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونهم (ابن هشام، جلد ٢، ص ٢٦٦)

-"এ বছরের পর কুরাইশরা আর তোমাদের ওপর- হে মুসলমানরা- হামলা করতে পারবে না। বরং তোমরাই তাদের উপর আক্রমণ চালাবে।"

অন্যকথায় রসূলে করীম (সঃ) যেন ঘোষণা করলেন যে, ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলোর অগ্রগতির শক্তি রহিত হয়ে গেছে, এখন ইসলাম আত্মরক্ষার নয়, অগ্রগতির লড়াই লড়বে ও কুফরী শক্তিকে অগ্রগতির নয় আত্মরক্ষার লড়াই লড়তে হবে। বস্তুতঃ এ ছিল তখনকার প্রকৃত অবস্থার সঠিক যাচাই ও বর্ণনা। প্রতিপক্ষও তা খুব ভালোভাবে অনুভব করছিল।

ইসলামের ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও অগ্রগতির মূল কারণ মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য ছিল না। বদর হতে পরীখা যুদ্ধ পর্যন্ত প্রত্যেকটি লড়াইয়ে কাফেররা কয়েকগুণ অধিক শক্তি নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। গণনার দিক দিয়ে কখনও আরববাসীদের মধ্যে মুসলমান শতকরা দশজনও ছিল না। অস্ত্র-শস্ত্রের দিক দিয়েও মুসলমানদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব ছিল না। সব রকমের সাজ-সরঞ্জাম কাফেরদেরই করায়ত্ব ছিল। অর্থনৈতিক শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক

দিয়েও মুসলমানরা কাফেরদের মুকাবিলায় কিছুমাত্র অগ্রসর ছিল না। বরং সমগ্র আরবের যাবতীয় অর্থনৈতিক উপায় উপাদান কাফেরদেরই করায়ত্ত ছিল; আর মুসলমানরা ছিল ক্ষুধার্ত ও অভাব-কাতর। কাফেরদের পশ্চাতে ছিল সমগ্র আরবের মোশরেক ও আহলি-কিতাব জনতা; আর মুসলমানরা নতুন দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে প্রাচীন ব্যবস্থার সকল সমর্থকদের সহানুভূতি হারিয়ে ফেলেছিল। এরূপ অবস্থায়ও যে জিনিস মুসলমানদেরকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, আসলে তা ছিল মুসলমানদের নৈতিক শক্তি, সমগ্র ইসলাম-দুশমন শক্তি তা মর্মে মর্মে অনুভব করত। একদিকে তারা দেখতে পেত, নবী করীম (সঃ) ও সাহাবা কেরাম নিষ্কলংক চরিত্রের অধিকারী; তাদের চারিত্রিক পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, ও দৃঢ়তা লোকদের দিলকে জয় করছিল; অপর দিকে তারা স্পষ্ট লক্ষ্য করছিল যে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চারিত্রিক পরিচ্ছন্নতা, মুসলিম সমাজে পরিপূর্ণ ঐক্য, শৃংখলাবদ্ধতা ও নিয়মানুবর্তিতা সৃষ্টি করেছে। তার মুকাবিলায় মোশরেক ও ইহুদীদের দূর্বল সমাজ-ব্যবস্থা শান্তি ও যুদ্ধ উভয় অবস্থায় পরাজিতই হয়ে যাচ্ছে।

হীন প্রকৃতির লোকদের বিশেষত্ব হল এই যে, তারা যখন অন্যদের গুণ-বৈশিষ্ট্য ও নিজেদের দুর্বলতা সুস্পষ্টরূপে দেখতে পায় এবং লক্ষ্য করে যে, অন্যদের বৈশিষ্ট্য তাদেরকে অগ্রসর করছে, আর নিজেদের দুর্বলতা তাদেরকে ক্রমশঃ নীচের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে, তখন তাদের মধ্যে নিজেদের দুর্বলতা দূর করার এবং অন্যদের গুণ নিজেদের মধ্যে প্রতিফলিত করার কোন চেষ্টা বা ইচ্ছাই জাগে না। বরং তারা যে রকমেই হোক অন্যদের মধ্যেও নিজেদেরই মত দুর্বলতা সৃষ্টি করতে চেষ্টিত হয়। আর এ যদি না-ই করতে পারে, অন্তত তাদের উপর এত পরিমাণ কাদা ছুঁড়তে চেষ্টা করে যেন দুনিয়ার সামনে তাদের গুণ-বৈশিষ্ট নিষ্কলংক হয়ে থাকতে না পারে। বস্তুত এই মানসিকতাই পূর্বোক্ত পর্যায়ে ইসলামের দুশমনদের যাবতীয় তৎপরতা সামরিক তৎপরতার পরিবর্তে হীন আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টির দিকেই নিবদ্ধ হয়। আর এর কাজ বাইরের দুশমনদের তুলনায় মুসলিম সমাজের ভিতরকার মুনাফেকরা অধিক সাফল্য সহকারে সম্পন্ন করতে সক্ষম ছিল। এজন্যে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, মদীনার মোনাফেকদের মধ্যে নানারূপ ফেতনা সৃষ্টি করা এবং বাইরে থেকে তা হতে ইহুদী ও মোশরেকদের বেশী-বেশী ফায়দা লাভ করাই তখন তাদের একমাত্র কর্মনীতি নির্ধারিত হয়েছিল।

এ নতুন চেষ্টা ও ষড়যন্ত্রের প্রথম প্রকাশ ঘটে পঞ্চম হিজরীর যিলকদ মাসে। এ সময় নবী করীম (সঃ) নিজে আরব দেশ হতে পালক-পুত্র বানানোর জাহেলী পদ্ধতির চূড়ান্ত সমাপ্তির জন্য নিজেই তাঁর পালক-পুত্র যায়েদ ইবনে হারিস (রাঃ)-এর তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রী যয়নব বিন্‌তে জাহাশ (রাঃ)-কে বিয়ে করলেন। এতে মদীনার মুনাফেকরা রসূল (সঃ) এর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণার এক সর্বাত্মক অভিযান শুরু করার সুযোগ পেল। আর বাইরের ইহুদী ও মোশরেকরাও মুনাফেকদের সুরের সাথে সুর মিলিয়ে মিথ্যা দোষারোপের এক মহা তুফান সৃষ্টি করলো। তারা নানাবিধ আশ্চর্যজনক গল্প রচনা করে সমাজের লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিল। মিথ্যা-মিথ্যি বলতে লাগল, মুহাম্মদ (সঃ)-তাঁর পালক-পুত্রের স্ত্রীকে দেখে তার ওপর আসক্ত হয়েছেন, পুত্র তা জানতে পেরে নিজ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি নিজে স্বীয় পুত্রবধুকে বিবাহ করেছেন। এ ভাবে মিথ্যা কাহিনীর একে পাহাড় রচনা করে তারা লোকদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। এ কাহিনী তারা এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিল যে মুসলমানরা পর্যন্ত তার প্রভাব হতে বাঁচতে পারল না। এমন কি, মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সিরদের একশ্রেণী হযরত যয়নব ও যায়েদ (রাঃ) সম্পর্কে যে সব বর্ণনার উল্লেখ করেছেন, তাতে এখন পর্যন্ত সেই মনগড়া কাহিনীর বিচ্ছিন্ন অংশ দেখতে পাওয়া যায়। আর পশ্চিমের প্রাচ্যবিদরা তার সংগে নূন-ঝাল মিশিয়ে নিজেদের বিভিন্ন গ্রন্থে তার

উল্লেখ করেছে। অথচ হযরত যয়নব (রাঃ) নবী করিম (সঃ)-এর আপন ফুফাতো বোন (উমাইমা বিন্‌তে আবদুল মুত্তালিবের কন্যা) ছিলেন। বাল্যকাল হতে যৌবনকাল পর্যন্ত তার সমস্ত সময় নবী করীম (সঃ)-এর চোখের সামনে অতিবাহিত হয়েছে। তাঁকে রসূলে করীম (সঃ)-এর সহসা একদিন দেখে নেয়া এবং (নাউযুবিল্লাহ)-তাঁর ওপর আসক্ত হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এ ঘটনার মাত্র এক বছর পূর্বে তিনি নিজেই তাঁকে বাধ্য করে হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর সহিত বিবাহ দিয়েছিলেন। তাঁর ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ এই বিয়েতে মাত্রই রাজী ছিলেন না। স্বয়ং হযরত যয়নব (রাঃ)-ও মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না এ বিয়ের জন্যে। কেননা কুরাইশদের অভিজাত ঘরের এক কন্যার পক্ষে এক আজাদ করা গোলামের স্ত্রী হতে রাজী হওয়া স্বভাবতই ছিল এক কঠিন ব্যাপার। কিন্তু নবী করীম (সঃ) মুসলিম সমাজে সামাজিক সমতা বিধানের কাজ নিজেদের খান্দানের মধ্যেই শুরু করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এজন্যে তিনি তাঁকে স্পষ্ট অদেশ দিয়ে এ বিয়েতে বাধ্য করেন। এ সমস্ত ব্যাপারই শত্রু-মিত্র সকলেরই ভালোভাবে জানা ছিল। আর হযরত যয়নব (রাঃ)-এর বংশীয় গৌরব অনুভূতিই ছিল সেই আসল কারণ যার দরুন হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর সঙ্গে তাঁর বনিবনা হয়নি, শেষ পর্যন্ত তালাক সংঘটিত হয়। এ সব কথাও সমাজের কারো অজানা ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও নির্লজ্জ মিথ্যাবাদিরা নবী করীম (সঃ)-এর চরিত্রে নিকৃষ্ট ধরনের কলংক আরোপ করতে চেষ্টিত হয় এবং মারাত্মক নৈতিক অভিযোগ আনে। আর সেগুলোকে এতই ছড়িয়ে দেয় যে, আজ পর্যন্ত তাদের এই মিথ্যা প্রচারণার ক্ষতচিহ্ন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। অতঃপর তারা দ্বিতীয় হামলা চালিয়েছিল বনী -মুস্তালিক যুদ্ধের সময়। আর এ ছিল পূর্ব অপেক্ষাও কঠিনতর হামলা। বনী -মুস্তালিক ছিল বনী-খাযয়া নামক গোত্রের একটি শাখা। এরা লোহিত সাগরের তীরভূমে জেদ্দা ও রাবেগ-এর মধ্যবর্তী কুদাইদ এলাকায় বসবাস করত। তাদের ঝর্ণাধারার নাম ছিল 'মুরাইসী'। তারই আশেপাশে এই গোত্রের লোকেরা বসতি স্থাপন করে থাকত। এ সম্পর্কের কারণে হাদীসে এই যুদ্ধকে মুরাইসী .... অভিযান নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৬ষ্ঠ হিজরী সনের শাবান মাসে নবী করীম(সঃ) জানতে পারলেন যে, এ স্থানের লোকেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে, আর অন্যান্য গোত্রকেও এজন্যে সংঘবদ্ধ করার চেষ্টায় লেগে গেছে। একথা জানবার পরপরই এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি এই লোকদের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবার পূর্বেই তাকে নির্মূল করে দেয়াই ছিল রসূলে করীম(সঃ)-এর এই অগ্রগমনের লক্ষ্য। মুনাফেক শ্রেষ্ঠ আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বিপুল সংখ্যাক মুনাফেক সংগে নিয়ে এ যুদ্ধ-যাত্রায় নবী করীম(সঃ)-এর সংগে শরীক হয়। ঐতিহাসিক ইবনে সা'আদ বলেন, ইতিপূর্বে কোন যুদ্ধেই এত সংখ্যক মুনাফেক যোগদান করেনি। 'মুরাইসী' নামক স্থানে পৌছে নবী করীম (সঃ) সহসাই শত্রুর ওপর হামলা চালান এবং কিছুক্ষণ যুদ্ধের পরই সমস্ত গোত্রটিকে মাল-সামান সহ গ্রেফতার করে ফেলেন। এ অভিযান হতে অবসর লাভের পর ইসলামের সৈন্য-বাহিনী 'মুরাইসী'তে তাঁবু গেড়ে অবস্থান করতে থাকা কালেই একদিন হযরত উমর (রাঃ)-এর জনৈক কর্মচারী (জাহজাহ ইবনে মাসউদ গেফারী)-এবং খাযরাজ গোত্রের জনৈক সহযোগীর (সিনান ইব্‌নে অবার জুহানী) মধ্যে পানি নিয়ে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। তাদের একজন আনসারদেরকে ডাক দেয় অপরজন ডাকে মুহাজিরদেরকে। উভয়দিকে লোক সমাবেশ হল। উপস্থিত ক্ষেত্রেই ব্যাপারটি মীমাংসা হয়ে গেল। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই –যার সম্পর্ক ছিল আনসারদের খাযরাজ কবীলার সংগে-তিলকে তাল করে ব্যাপারটিকে জটিল করে তুলল। সে আনসার বাহিনীকে এই বলে উত্তেজিত করতে লাগল যে, "এই মুহাজিররা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, আমাদের প্রতিপক্ষ হয়ে বসেছে। আমাদের ও এই কুরাইশ কাংগালদের অবস্থা ঠিক এরূপ যে তোমরা কুকুর পাল, যেন সে তোমাকেই কামড়াতে পারে। এ সবকিছু তোমাদের নিজেদেরই কৃতকর্ম। তোমরা নিজেরাই তাদের এখানে এনে

বসিয়েছ, তোমরাই তাদেরকে তোমাদের বিত্ত-সম্পত্তিতে অংশীদার করেছ। এখন তোমরাই যদি তাদের হতে হাত গুটিয়ে নাও তখন দেখবে এদের আর কোথায়ও আশ্রয় মিলবে না।" অতঃপর সে কসম খেয়ে বললঃ "মদীনায় পৌছানোর পর আমাদের মধ্যে যে 'সম্মানিত' সে 'সম্মানহীনকে' বহিষ্কৃত করবে*"।

" নবী করীম (সঃ) যখন এ সমস্ত কথাবার্তা শুনতে পেলেন, তখন হযরত উমর (রাঃ) পরামর্শ দিলেন যে, এ ব্যক্তিকে খুন করে ফেলা উচিত। কিন্তু নবী করীম (সঃ) বললেনঃ

فكيف ياعمر اذاتحدث الناس ان محمدايقتل اصحابه

"-হে উমর, তা কেমন করে করা যাবে৷ তা করলে তো লোকেরা বলবে যে, মুহাম্মদ তাঁর নিজের সংগীদেরকে হত্যা করে।"

অতঃপর নবী করীম (সঃ)-এ স্থান ত্যাগ করে অবিলম্বে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। পরের দিন দ্বিপ্রহর পর্যন্তও কোথাও অবস্থান করলেন না, চলতেই থাকলেন। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, লোকেরা চলতে চলতে যেন ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে, কেহ বসে থেকে কোন পরামর্শ করার সুযোগ যেন না পায়। পথিমধ্যে উসাইদ ইবনে হুযাইর (রাঃ) বললেনঃ "হে আল্লাহর নবী, আজ তো আপনি আপনার নীতির বিপরীত অসময়ে চলবার নির্দেশ দিলেন?" জবাবে তিনি বললেনঃ "তোমাদের সংগীটি কি সব কথাবার্তা বলেছে তা তুমি শুনতে পাও নি কি?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন সংগী?" নবী করীম (সঃ) বললনঃ "আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই।" তিনি বললেনঃ "হে রসূল, এ ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করে দিন। আপনি যখন এসেছিলেন, তখন এ ব্যক্তিকে আমরা বাদশাহ বানাবার সিদ্ধান্ত করেছিলাম, তার জন্যে বাদশাহীর মুকুট তৈরী হয়েছিল। আপনার আগমনে তার তৈরী করা খেলা নষ্ট হয়ে গেল। এ কারণে তার মনে যে জ্বালার সৃষ্টি হয়েছে তাই সে এখন উদগীরণ করেছে মাত্র"। ব্যাপারটি তখন-ও জটিল হতে পারেনি। ইতিমধ্যে সে আর একটা মারাত্মক কান্ড করে বসল। কান্ডটাও এমন যে, নবী করীম (সঃ)-এবং তাঁর প্রাণ-উৎসর্গকারী সাহাবীগণ যদি পরিপূর্ণ ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও বিচক্ষণতার সংগে তার মুকাবিলা না করতেন, তা হলে মদীনার এই নবোত্থিত মুসলিম সমাজ-শক্তি এক সর্বাত্মক আত্ম-কলহ ও গৃহযুদ্ধে চুরমার হয়ে যেত। কান্ডটা ছিল এই যে, সে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ওপর এক চরম অপমানকর মিথ্যা দোষারোপ করে বসল। মূল কাহিনীটা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ভাষায়ই শুনা যাবে। এতে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারা যাবে। মাঝে মাঝে ব্যাখ্যার বিষয়গুলোকে আমরা অপরাপর বর্ণনার সাহায্যে বন্ধনীর মধ্যে লিখে দেব। যেন হযরত আশেয়া সিদ্দিকার মূল বর্ণনার ধারা কোথাও বিনষ্ট বা ব্যহত হতে না পারে তার জন্যই এ ব্যবস্থা। হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজেই বলেনঃ

"রসূলে করীম (সঃ)-এর নিময় ছিল যখন তিনি দূর দেশের সফরে বের হতেন তখন 'কোরআ'র সাহায্যে ফয়সালা করতেন, তার স্ত্রীদের মধ্যে কে তার সংগী হবে*। বনী -মুস্তালিক যুদ্ধের সময় এ 'কোরআ' ব্যবহারে আমার নাম বের হয়। ফলে আমি তাঁর সংগে যাই। ফিরে আসার সময় যখন আমরা মদীনার নিকট পৌঁছাই, রাতে এক স্থানে নবী করীম (সঃ)-তাবু গেড়ে অবস্থান করলেন। রাতের শেষভাগে সেখান হতে যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করা হল। আমি ঘুম হতে উঠে স্বাভাবিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে বাইরে গেলাম। ফিরে আসার সময় অবস্থানের জায়গার নিকটে

* সূরা মুনাফেকুনে আল্লাহ নিজেই এ কথা উদ্ধৃত করেছেন।

আসতেই মনে হল যে, আমার গলার হার ছিড়ে কোথাও পড়ে গেছে। আমি তা খুজতে লেগে গেলাম। ইতিমধ্যে কাফেলা রওনা হয়ে গেছে। নিয়ম ছিল এ রকম যে, রওনা হবার সময় আমি আমার নিজের 'হাওদাজে' (পালকি) বসে যেতাম। আর চারজন লোক তাকে তুলে উঠের পিঠের ওপর বেধে দিত। এ সময় খাদ্যের অভাবহেতু আমরা মেয়েরা ছিলাম বড়ই হালকা-ভারহীন। আমার 'হাওদা ' তুলবার সময় লোকেরা অনুভবই করতে পারল না যে, আমি তার মধ্যে বসে নেই। তারা অজ্ঞাতসারে 'হাওদা ' উটের ওপর বসিয়ে রওনা হয়ে গেল। পরে আমি হার নিয়ে যখন ফিরে এলাম, তখন সেখানে কাউকেও দেখতে পেলাম না। ফলে আমার গায়ের চাদর দিয়ে সমস্ত শরীর আবৃত করে সেখানেই পড়ে থাকলাম, আর চিন্তা করতে লাগলাম, সামনের দিকে গিয়ে লোকেরা যখন আমাকে দেখতে পাবে না, তখন আমাকে তারা তালাশ করতে নিজেরাই ফিরে আসবে। এ অবস্থায় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সকাল বেলা সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল সূলামী– যেখানে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম– সেখানে এসে পৌছলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি চিনতে পারলেন। কেননা পর্দার নির্দেশ নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে কয়েকবারই দেখতে পেয়েছিলেন। (এ সাহাবী বদর-যুদ্ধে যোগদানকারীদের একজন ছিলেন। সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকা তার অভ্যাস ছিল** এ জন্য তিনিও সৌন্যদের অবস্থানের কোন এক স্থানে পড়ে ঘুমাচ্ছিলেন। আর এখন ঘুম হতে উঠে মদীনা যাত্রা করেছিলেন।)

---

* 'কোরআ'র নিয়ম লটারীর মত নয়। সব স্ত্রীরই অধিকার ছিল সমান। কাউকেও অপর কারো ওপর অগ্রাধিকার দেওয়ার কোন যুক্তিসংগত কারণ ছিল না। এখন নবী করীম (সঃ)নিজে যদি কাউকেও বাছাই করে নিতেন, তবে তাঁতে অন্যদের মনে কষ্ট হওয়ার আশংকা ছিল। তাঁদের পরস্পরের মধ্যেও হিংসা জাগতে পারত। এজন্যে তিনি 'কোরআ'র মাধ্যমে এই ব্যাপারের ফয়সালা করতেন। শরীয়তে এসব ক্ষেত্রেই 'কোরআ' প্রয়োগ করা বিধিসম্মত। কয়েকজন লোকের অধিকার যখন সমান, কাউকেও অন্য কারো ওপর অগ্রধিকার দেওয়ার যখন কোন যুক্তি-সংগত কারণ থাকে না, অথচ সকলকেই সে অধিকার দেওয়া যায় না, তখন 'কোরআ'র সাহায্যে ফয়সালা করাই একমাত্র বৈধ উপায়।

** আবুদাউদ ও অন্যান্য সুনান হাদীসের কিতাবে বলা হয়েছে, তাঁর স্ত্রী রসূল (সঃ)-এর নিকট অভিযোগ করেছিল যে, এ লোকটি কখনই ফজরের নামায সময়মত পড়ে না। তিনি এজন্যে ওযর পেশ করে বলেছিলেন যে, এ তাঁর বংশানুক্রমিক দোষ। বেলা উঠা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকা তাঁর এ অভ্যাসকে তিন কোনক্রমেই দূর করতে পারেননি। এ শুনে নবী করীম (সঃ) বলেছিলেনঃ আচ্ছা, চোখ খুলতেই কিন্তু অবিলম্বে নামায পড়ে নেবে। কোন কোন মুহাদ্দিস তাঁর কাফেলার পিছনে থেকে যাওয়ার মূলে এ কারণেরই উল্লেখ করেছেন। অবশ্য অন্য মুহাদ্দিসগণ এর কারণ বলছেন যে, নবী করীম (সঃ) নিজেই তাকে রাত্রির অন্ধকারে কাফেলা চলে যাওয়ার কারণে কোন জিনিস পড়ে থাকেত পারে এ আশংকায় সকাল বেলা তা তালাস করার দায়িত্ব দিয়ে রেখে গিয়েছিলেন।

আমাকে দেখে তিনি উট থামালেন এবং বিস্ময়ের সংগে তার মুখে উচ্চারিত হল, "ইন্নালিল্লাহে ওয়া– ইন্না ইলাইহে রাজেউন! রসূলে করীম (সঃ)-এর বেগম এখানে রয়ে গেছেন!" এ শব্দ কানে যেতেই আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম ও চাদর দ্বারা মুখ ঢেকে ফেললাম। তিনি আমার সংগে কোন কথাই বললেন না। তিনি তাঁর উট এনে আমার সামনে বসিয়ে দিলেন, আর নিজে দূরে সরে দাঁড়ালেন। আমি উটের উপর উঠে বসলাম। আর তিনি লাগাম ধরে হেটে রওনা হলেন। প্রায় দুপুরের সময় আমরা কাফেলাকে ধরলাম যখন তারা একস্থানে কেবল গিয়ে থেমেছিলেন মাত্র। আর আমি যে পিছনে পড়ে রয়ে গিয়েছি, তা তাদের কেউ জানতেও পারেনি। এ ঘটনার ওপর মিথ্যা দোষারোপের এক পাহাড় রচনা করা হল। যারা এ ব্যপারে অগ্রণী ছিল, তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উবাই-ই ছিল সকলের অপেক্ষা অগ্রসর। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে কি কি কথা বলা হচ্ছে আমি তার কিছুই জানতে পারিনি।

(অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, সাফওয়ানের উটের পিঠে সওয়ার হয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) যে সময় সৈনিকদের তাবুতে উপস্থিত হলেন এবং তিনি পিছনে পড়েছিলেন বলে জানা গেল, তখনই আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই চিৎকার করে উঠলঃ "আল্লাহর কসম, এ মেয়েলোকটি নিজেকে বাঁচিয়ে আসতে পারেনি। দেখ, দেখ, তোমাদের নবীর স্ত্রী অপরের সংগে এক রাত্রি যাপন করে এসেছে, আর এখন সে প্রকাশ্যভাবে তাকে সংগে নিয়ে চলে এসেছে")।

মদীনায় উপস্থিত হওয়ার পর আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। প্রায় এক মাসকাল আমি শয্যাশায়ী হয়ে থাকি। শহরের সর্বত্র এ মিথ্যা দোষারোপের খবর উড়ে বেড়াচ্ছিল। নবী করীম (সঃ)-এর কাছে পৌঁছাতেও দেরী হয়নি। কিন্তু আমি কিছুই জানতে পারিনি। একটি জিনিস অবশ্য আমার মনে লাগছিল। তা এই যে, অসুস্থ অবস্থায় সাধারণত রসূলে করীম (সঃ) যে রকম লক্ষ্য দিয়ে থাকেন, এবারে তিনি আমার প্রতি তেমন লক্ষ্য দিচ্ছেন না। তিনি ঘরে আসতেন, ঘরের লোকদের শুধু জিজ্ঞাসা করতেন : "ও কেমন আছে?" আমার সংগে কোন কথা-বার্তা বলতেন না। এতে আমার মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল, কোন কিছু ঘটেছে হয়তো। শেষ পর্যন্ত তাঁর নিকট হতে অনুমতি নিয়ে আমি আমার মা'এর নিকট চলে গেলাম, যেন মা আমার দেখা-শুনা ভালোভাবে করতে পারেন।

একবার রাতে স্বাভাবিক প্রয়োজন পুরণের জন্যে মদীনার বাইরে গেলাম। -তখনকার সময় পর্যন্ত আমাদের সব ঘরে পায়খানা নির্মিত হয় নি, আমরা প্রয়োজনের জন্যে বনে- জংগলেই যেতাম। আমার সংগে মিস্তাহ ইবনে উসামার মা-ও ছিলেন, তিনি ছিলেন আমার পিতার খালাতো বোন। (অপর একটি বর্ণনা হতে জানা যায়, এই গোটা পরিবারের লোকদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব হযরত আবু বকর সিদ্দীক-ই বহন করতেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও মিস্তাহ হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে প্রচারণাকারী দলের মধ্যে শামিল হয়ে গিয়েছিল)। পথিমধ্যে তিনি আঘাত পান। সহসাই তার মুখ হতে বের হলঃ "ধ্বংস হোক মিস্তাহ" আমি বল্লাম "তুমি কি রকম মা- নিজের পুত্রের ধ্বংস কামনা কর। আর পুত্রও এমন, যে বদর-যুদ্ধে যোগদান করেছিল।" তিনি বললেনঃ "হে মেয়ে, তুমি কি কোনই খবর রাখো না?" অতপর তিনি সমস্ত কাহিনী আমাকে বললেন । মিথ্যাবাদীরা আমার সম্পর্কে কি কি বলে বেড়াচ্ছিল, তা সবই শুনালেন। (মোনাফেকরা ছাড়া স্বয়ং মুসলমানদের মধ্য হতে যারা এ মিথ্যার অভিযানে শরীক হয়েছিল, তাদের মধ্যে মিস্তাহ, ইসলামের প্রখ্যাত কবি হাসসান ইবনে সাবেত ও হযরত যয়নব (রাঃ)-এর বোন হামনা বিনতে জাহাশ বিশেষ ভূমিকা পালন করছিলেন।)-এ কাহিনী শুনে আমার রক্ত পানি হয়ে গেল। যে জন্যে এসছিলাম সে প্রয়োজনের কথাও ভুলে গেলাম। সোজা ঘরে চলে গেলাম এবং সারা রাত কেদে কাটালাম।"

এরপরের এ কাহিনী হযরত আশেয়া (রাঃ) বলেনঃ "আমার অনুপস্থিতিকালে রসূল করীম (সঃ) আলী ও উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)কে ডাকলেন এবং তাদের নিকট এ বিষয় পরামর্শ চাইলেন। উসামা (রাঃ) আমার পক্ষে ভালো কথাই বললেন। বললেনঃ "ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার স্ত্রীর মধ্যে ভালো ছাড়া মন্দ কিছুই কখনো দেখতে পাইনি। যা কিছু বলে বেড়ানো হচ্ছে তা সবই পরিষ্কার মিথ্যা কথা, রচিত অভিযোগ মাত্র।" আর আলী (রাঃ) বললেনঃ "ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের সমাজে মেয়ে লোকের কোন অভাব নেই। আপনি এর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন। আর প্রকৃত ব্যাপার যদি জানতে চান, তা'হলে খাদেম মেয়েলোককে ডেকে অবস্থা জেনে নিতে পারেন।" খাদেম মেয়েলোকটিকে ডাক হল, তার নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। সে বললঃ "আল্লাহর কসম- যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, আমি তাঁর মধ্যে খারাব কিছুই দেখিনি, যে সম্পর্কে আপত্তি করা যেতে পারে। দোষ শুধু এতটুকুই দেখেছি যে, আমি আটা মেখে রেখে যেতাম, আর বলতামঃ বিবি, একটু দেখবেন; কিন্তু তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন, আর তৈরী আটা ছাগলে এস খেয়ে যেত।" সে দিনই নবী করীম (সঃ)-তাঁর এক ভাষণে বললেনঃ "হে মুসলমানরা, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে আমার স্ত্রীর ওপর মিথ্যা অভিযোগ তুলে

আমাকে যারপরনাই কষ্ট দিয়েছে, তার আক্রমণ হতে আমাকে বাঁচাতে পারে? আল্লাহর শপথ, আমার স্ত্রীদের মধ্যে কোন দোষ দেখতে পাইনি, না সেই লোকটির মধ্যে যার সম্পর্কে এ অভিযোগ তোলা হয়েছে। আমার অনুপস্থিতির সময়ে সে তো কখনই আমার ঘরে আসেনি।" এ কথা শুনে উসাইদ ইব্‌নে হুযাইর (আর কোন কোন বর্ণনা মতে হযরত সা'আদ ইবনে মাআয)* দাড়িয়ে বললেনঃ "ইয়া রসূলাল্লাহ! অভিযোগকারী যদি আমাদের বংশের লোক হয়ে থাকে তা হলে আমরা তাকে হত্যা করব। আর আমাদের ভাই খাজরাজ কবীলার লোক হলে আপনি যা বলবেন, তাই করব।" এ কথা শুনতেই খাজরাজ প্রধান সাআদ ইবনে উবাদাহ্ দাড়িয়ে গেলেন এবং বললেনঃ "তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি কিছুতেই তাকে মারতে পারো না। তুমি তাকে হত্যা করার কথা এ জন্যে বলেছ যে, সে খাজরাজ বংশের লোক। সে তোমাদের কবিলার লোক হলে তুমি কখনোই তাকে হত্যা করার কথা বলতে পারতে না।" ** জওয়াবে তাকে বলা হয়েছিলঃ "তুমি তো মুনাফেক, এজন্যেই মুনাফেকদের সমর্থন দিচ্ছ।" এতে মসজিদে নববীতে একটা হাংগামার সৃষ্টি হয়। নবী করীম (সঃ) মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। আওস ও খাজরাজ বংশদ্বয়ের লোকেরা মসজিদেই লড়াই করতে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম করেছিল। কিন্তু নবী করীম (সঃ)-তাদেরকে ঠান্ডা করেন এবং পরে মিম্বরের উপর হতে নেমে আসেন।"

হযরত আয়েশা (রাঃ) সংক্রান্ত কাহিনীর বিবরণ আমরা তফসীরে আলোচনা প্রসংগে সেখানে বর্ণনা করব যেখানে আল্লাহতা'আলা তার নির্দোষিতার কথা নাযিল করেছেন। এখানে যা বলতে চাই তা এই যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এ গন্ডগোলের সৃষ্টি করে একই ঢিলে কয়েক প্রকারের পাখী শিকার করতে চেয়েছিল। একদিকে সে রসূলে করীম (সঃ) ও হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর ইজ্জতের উপর হামলা করল, অপর দিকে সে ইসলামী আন্দোলনের সর্বোচ্চ নৈতিক মান ও মর্যাদাকে বিনষ্ট করতে চেষ্টিত হল। তৃতীয় দিকে সে এমন এক অগ্নিস্ফুলিংগ নিক্ষেপ করল, ইসলাম যদি মুসলমানদের মধ্যে সত্যিই কোন পরিবর্তন সূচিত করে না থাকত, তাহলে মুহাজির ও আনসার এবং স্বয়ং আনসারদের উভয় কবীলাই পরস্পরের সাথে কঠিন লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়তো।

---

* সম্ভবতঃ এ পার্থক্যের কারণ এই যে হযরত আয়েশা (রাঃ) নাম উল্লেখের পরিবর্তে শুধু আওস সরদার বলেছিলেন। কোন বর্ননাকারী এর অর্থ বুঝেছেন হযরত মাআযকে। কেননা তার জীবনকালে তিনিই আওস বংশের সরদার ছিলেন। ইতিহাসে সরদার হিসাবে তিনিই প্রখ্যাত। কিন্তু আসল ব্যাপার হল এই যে, এ ঘটনার সময় তারই চাচাতো ভাই উসাইদ ইবনে হুজাইরই আওস বংশের সরদার ছিলেন।

** হযরত সাআদ ইবনে উবাদাহ যদিও খুবই নেক চরিত্রের ও নিষ্টবান মুসলমান ছিলেন, নবীর প্রতি গভীর ভালবাসা পোষণ করতেন, মদীনায় যাদের চেষ্টায় ইসলাম প্রচারিত হয়, তাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন অগ্রবর্তী, কিন্তু এসব বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও তার মধ্যে নিজ গোত্রের ব্যাপারে শক্ত বিদ্বেষ বর্তমান ছিল। এ কারণেই তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই-এর পৃষ্টপোষকতা করলেন। কেননা সে তাঁর কবীলার লোক ছিল। এ কারণেই মক্কা বিজয়কালে তার মুখে উচ্চারিত হয়েছিলঃ اليوم يوم الملحمة . اليوم تستحل الحرمة আজ তো রক্তপাতের দিন। আজ এখানকার মর্যাদা বিনষ্ট করা হবে।" এতে রসূলে করীম (সঃ) অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর হাত হতে ঝান্ডা কেড়ে নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত নবী করীম (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর সকীফায়ে বনী সায়েদার সভায় তিনিই দাবী করেছিলেন, খেলাফত তো আনসারদের প্রাপ্য। কিন্তু তাঁর দাবী যখন স্বীকৃত হল না, আনসার মুহাজির সকলে মিলে হযরত আবুবকর (রাঃ) হাতে 'বায়াত' করলেন তখন তিনি একাকী রয়ে গিয়েছিলেন। তিনি 'বায়াত' করতে অস্বীকার করলেন। আর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কুরাইশ বংশের কোন খলীফাকে মেনে নিতে পারেন নি ।

প্রধান প্রধান আলোচ্য বিষয় ঃ

এরূপ অবস্থায় প্রথম আক্রমণের সময় সূরা আহযাবের শেষ ছয় রুকু নাযিল হয়। আর দ্বিতীয় হামলার সময় এ সূরা 'নূর' নাযিল হয়। এ পটভূমি সামনে রেখে এই দুটো সূরারই ক্রমিক অধ্যয়ন করা হলে এতে সন্নিবেশিত আইন-বিধান সমূহের গভীর তাৎপর্য ও যথার্থতা উপলব্ধি করা যায়। মুনাফেকরা মুসলমানদেরকে তাদের আসল শ্রেষ্ঠত্বের ময়দানেই পরাজিত করতে চেয়েছিল। আল্লাহতা'আলা তাদের নৈতিক আক্রমণের জবাবে কোন ক্রোধান্ধ ভাষণ দেয়ার বা মুসলমানদেরকেও জবাবী হামলা চালাতে উদ্বুদ্ধ করার পরিবর্তে তাদেরকে বিশেষ শিক্ষাদানের ওপরই সমস্ত লক্ষ্য দান করলেন। তিনি বললেনঃ তোমাদের নৈতিকতার ক্ষেত্রে যেখানে যেখানে ফাটল ধরেছে, তা অবিলম্বে দূর কর, আর এ ক্ষেত্রটিকে আরও সুদৃঢ় ও নিঁখুত বানাতে চেষ্টা কর। এখানেই দেখা গিয়েছে, যয়নব (রাঃ)-এর বিয়ের সময় মুনাফেক ও কাফেররা কত বড় বিরুদ্ধ তুফানের সৃষ্টি করেছিল এখন সূরা আহযাব বের করে পড়ুন; দেখবেন, ঠিক এ তুফানের সময়ই সমাজ-সংশোধন মূলক নিম্নোক্ত হেদায়াত সমূহ প্রদান করা হয়েছেঃ

১. নবীকরীম (সঃ)-এর পবিত্র স্ত্রীগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা নিজেদের ঘরে সম্মান ও স্থিতি সহকারে অবস্থান কর। সু-সাজে সজ্জিতা হয়ে ঘরের বাইরে যেও না। পর-পুরুষদের সাথে কথা বলার প্রয়োজন হলে কোমল কণ্ঠে কথা বলবে না। যেন কেউ অন্যায় আশা পোষণ করতে না পারে। (৪র্থ রুকু)

২. নবী করীম(সঃ)-এর ঘরে পর পুরুষদের বিনানুমতিতে প্রবেশ বন্ধ করে দেয়া হল। হেদায়াত করা হল যে, নবীর বেগমদের নিকট কোন জিনিস চাইতে হলে পর্দার আড়ালে থেকে চাইবে।

৩. গায়ের মুহাররম পুরুষ এবং মুহাররম আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হল। নিদের্শ দেয়া হল যে, নবীর বেগমদের শুধু মুহাররম আত্মীয়রাই নবীর ঘরে অবাধে যাতায়াত করতে পারবে।

৪. মুসলমানদের বলা হল যে, নবীর স্ত্রীরা তোমাদের মা। একজন মুসলমানের পক্ষে তার আপন মাকে বিয়ে করা যেমন হারাম, তেমনি রসূল (সঃ)-এর বেগমদের বিয়ে করাও চিরদিনের জন্যে হারাম। অতএব সব মুসলমানই যেন তাঁদের সম্পর্কে নিয়েত পাক রাখে।

৫. মুসলমানদেরকে সাবধান করে বলা হলঃ নবীর মনে কষ্ট দেয়া দুনিয়া ও পরকালে আল্লাহর লানত ও অপমানকর আযাব নাযিল হওয়ার কারণ ঘটায়। অনুরূপভাবে কোন মুসলমানের ইজ্জতের উপর হামলা করা এবং তার ওপর অন্যায়ভাবে অভিযোগ করা বড়ই গুনাহের কাজ। (৫ম রুকু)

৬. সব মুসলিম মহিলাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হল, বাইরে বের হওয়ার প্রয়োজন হলে চাদর দ্বারা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে নিয়ে এবং ঘোমটা দিয়ে বের হবে। (৮ম রুকু)

৭. পরে 'ইফক' ঘটনার কারণে মদীনার সমাজে যখন একটা বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল, তখন সূরা 'নূর' নৈতিক চরিত্র, সমাজ ও আইন সম্পর্কিত এমন সব বিধান ও হেদায়াতসহ নাযিল হল যার উদ্দেশ্য হল প্রথমত মুসলিম সমাজকে সব রকমের খারাবী সৃষ্টি ও তার বিস্তার হতে রক্ষা করা, আর যদি তেমন কোন ঘটনা কখনও ঘটেও তবে অনতিবিলম্বে তার প্রতিবিধান করা। এ পর্যায়ের আইন-বিধান যে ক্রমিকধারা অনুযায়ী এ সূরায় নাযিল হয়েছে, সে অনুপাতে এখানে আমরা তা লিপিবদ্ধ করছি। এ পড়ে পাঠক ধারণা করতে পারবেন যে, কুরআন ঠিক এক মনস্তাত্বিক পরিবেশে মানব-জীবনের সংশোধন, শুদ্ধতা বিধান ও পূর্নগঠনের জন্যে একই সময় আইনগত, নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছিলঃ

১। ব্যভিচারকে পূর্বেই একটা সামাজিক অপরাধ রূপে ঘোষণা করা হয়েছে। (সূরা নিসা, ৩য় রুকু)। এখানে তাকে একটা ফৌজদারী অপরাধরূপে নির্দিষ্ট করে সে জন্যে একশত কোড়া শাস্তি-বিধান করা হয়।

২। ব্যভিচার-অপরাধী স্ত্রী-পুরুষদের সংগে সামাজিক বয়কট প্রয়োগ করার নির্দেশ দেয়া হয় এবং তাদের সংগে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন করতে ঈমানদার লোকদেরকে নিষেধ করা হয়।

৩। যে ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির ওপর ব্যভিচারের অভিযোগ আনবে অথচ তার প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষী পেশ করতে পারবে না, তার জন্য ৮০ কোড়া শাস্তি বিধান করা হয়।

৪। স্বামী যদি স্ত্রীর উপর এ তুহ্মাত (মিথ্যা দোষারোপ) লাগায় তবে তার জন্য 'লেয়ান'– এর বিধান করা হয়।

৫। হযরত আয়েশা (রাঃ)-র ওপর মুনাফেকদের আরোপিত মিথ্যা অভিযোগের প্রতিবাদ করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, শরীফ চরিত্রের লোকদের বিরুদ্ধে যে কোন অভিযোগকে চোখ বুঁজে গ্রহণ করা উচিত নয়, আর না তা ছড়াতে চেষ্টা করা উচিত। এ ধরনের ভিত্তিহীন কথা যদি উড়তে থাকে, তবে তা সংগে সংগেই চেপে যাওয়া ও তার বিস্তারের পথ বন্ধ করা কর্তব্য। এক মুখ হতে অন্য মুখে তাকে চারিদিকে বলে বেড়ানো কিছুতেই উচিত হতে পারে না। এ পর্যায়ে একটা নীতিগত সত্য কথা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। তা এই যে, পবিত্র চরিত্রের ব্যক্তির জুড়ি পবিত্র চরিত্রের মেয়ে লোকই হতে পারে। খবীস ও খারাব চরিত্রের মেয়েলোকের সংগে তার মন-মেজাজের কোন মিলই দুচারদিনের জন্যেও হতে পারে না। পবিত্র চরিত্রের স্ত্রীলোকের ব্যাপারটাও এরূপ যে। তার মন ও আত্মা পবিত্র চরিত্র বিশিষ্ট পুরুষের নিকট শান্তি ও তৃপ্তি পেতে পারে, খবীস চরিত্রহীন ব্যক্তির নিকট নয়। এ দৃষ্টিতে বিচার করে দেখ, রসূলে করীম (সঃ)কে যদি তোমরা একজন পবিত্র আত্মার নিঁখুত চরিত্রের ব্যক্তি বলে জান, তাহলে একজন খবীস চরিত্রের নারী তাঁর সর্বাধিক প্রিয় জীবন-সংগিনী হতে পারে কি করে, এ কি তোমাদের বুদ্ধিতে আসে না? যে নারী কার্যতঃ ব্যাভিচারের মতো হীনতর কাজে লিপ্ত হতে পারে, তার সাধারণ স্বাভাব ও আচার-ব্যবহার রসূল (সঃ)-এর সাথে খাপ খাওয়ার যোগ্য হতে পারে কি করে? অতএব একজন নীচ প্রকৃতির ও হীন মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি একটা ভিত্তিহীন অভিযোগ যদি তুলেই থাকে, তবে তাকে গ্রহণ করা তো দূরের কথা, তা সম্ভাব্য মনে করে নেয়ার যোগ্য বিবেচিত হতে পারে না। চক্ষু খুলে তাকিয়ে দেখ, অভিযোগ তুলছে কোন ব্যক্তি? আর অভিযোগ তুলছে কার সম্পর্কে, কার ওপর?

৬। যে সব লোক ভিত্তিহীন খবর ও উড়ো কথা ছড়ায় এবং মুসলিম সমাজে নির্লজ্জতা ও কুৎসিত বিষয়াদির প্রচলন করতে চেষ্টা করে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা কোনরূপ সমর্থন পাওয়া তো দূরের কথা, বরং শাস্তি পাওয়ারই যোগ্য।

৭। একটা মূলনীতি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, মুসলিম সমাজে সামাজিক ও সামগ্রিক সম্পর্কের ভীত্তি হবে পারস্পরিক শুভ ধারণা। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নির্দোষ মনে করতে হবে, –দোষ বা অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সে এ মর্যাদাই পেতে থাকবে। এর বিপরীত প্রত্যেক-ব্যক্তিকেই অপরাধী মনে করে নিয়ে এবং তার নির্দোষিতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থার মধ্যে তাকে ফেলে রাখা ইসলামে সমর্থনীয় নয়।

৮। সাধারণভাবে লোকদেরকে বলা হয়েছে, কেউ যেন অপরের ঘরে অকুণ্ঠভাবে ঢুকে না পড়ে। অনুমতি নিয়েই প্রবেশ করতে পারবে।

৯। নারী এবং পুরুষকে চোখ নীচু করার ও নীচু রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করতে নিষেধ করা হয়েছে।

১০। নারীদের আরও হুকুম দেয়া হল যে, নিজেদের ঘরের মধ্যেও যেন তারা মাথা ও বুক ঢেকে রাখে।

১১। নারী সমাজকে হুকুম দেয়া হয়েছে তারা যেন নিজেদের ঘরের নিকটাত্মীয় ও ঘরের খাদেমদের ছাড়া আর কারো সামনে সুসজ্জিতা হয়ে চলাফেরা না করে।

১২। তাদেরকে এ নির্দেশও দেয়া হল যে বাইরে বের হলে নিজেদের সাজ-সজ্জা ও রূপ-সৌন্দর্যকে লুকিয়ে রাখবে। শুধু তাই নয়, আওয়াজ সম্পন্ন কোন অলংকারও পরিধান করে বের হবে না।

১৩। সমাজে নারী ও পুরুষদের অবিবাহিত অবস্থায় বসে থাকাকে অপছন্দনীয় কাজ বলে ঘোষণা করা হয়। নির্দেশ দেয়া হয় যে, অবিবাহিত লোকদের বিবাহের ব্যবস্থা করতে হবে। এমনকি ক্রীতদাসী ও গোলামরাও যেন অবিবাহিত না থাকে। কেননা কুমারীত্ব অশ্লীল কাজ এবং অশ্লীল কাজের উদ্ভাবক উভয়ই হয়ে থাকে। অবিবাহিত লোকেরা আর কিছু না হোক খারাব ধরনের কথা শুনতে ও ছড়াতে ভালোবাসে।

১৪। দাস ও দাসীদেরকে মুক্তির পথ নির্ধারণের জন্য মালিকের সংগে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার নিয়ম চালু করা হল। মালিক ছাড়া অন্যদেরও নির্দেশ দেয়া হল যে, এ ধরণের চুক্তিবদ্ধ দাস-দাসীদের যেন আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়।

১৫। দাসীদের দিয়ে 'রোজগার' করানো নিষিদ্ধ হল। তদানীন্তন আরবদেশে এ কাজ দাস-দাসীদের দ্বারাই করানোর রেওয়াজ ছিল। এ নিষেধের ফলে বেশ্যা প্রথাই আইনত বন্ধ হয়ে গেল।

১৬। গার্হস্থ্য সমাজে পারিবারিক চাকর ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদের জন্যে নিয়ম করে দেয়া হল, তারা যেন নিভৃত সময়ে -সকাল, দুপুর ও রাতকালে ঘরের পুরুষ বা নারীর ঘরে হঠাৎ প্রবেশ না করে বসে। সন্তানদেরও অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করতে বলা হয়েছে।

১৭। বৃদ্ধা নারীদের জন্য নিয়ম করে দেয়া হল, তারা নিজেদের ঘরের মধ্যে যদি মাথার কাপড় ফেলে দেয়, তবে তাতে কোন দোষ হবে না। কিন্তু নিদের্শ দেয়া হল যে, তারা যেন নিজেদেরকে পর পুরুষদের দেখিয়ে না বেড়ায়। তাদেরকে নসীহত করা হল যে, বার্ধ্যক্যে যদি তারা মাথায় কাপড় দিয়ে রাখে তবে তাদের পক্ষে ভালোই হবে।

১৮। অন্ধ, পংগু ও রুগ্ন লোকদেরকে এতখানি সুবিধা দেয়া হল যে, তারা যদি কারো কোন খারাব জিনিস বিনা অনুমতিতে খায় তবে তা চুরি বা খেয়ানত বলে ধরা হবে না। সে জন্যে তাদেরকে কোন রূপ পাকড়াও করা হবে না।

১৯। নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন ও অতি আপন বন্ধুদেরকে এ অধিকার দেয়া হল যে, তারা পরস্পরের ঘরের জিনিস বিনা অনুমতিতে খেতে পারবে আর এ নিজেদের ঘরেরই জিনিস খাওয়ার মত গণ্য হবে। এভাবে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিকে পরস্পরের নিকটবর্তী করার ব্যবস্থা করা হল। এভাবে তাদের মধ্যে দূরত্ব ও অপরিচিতির ভাব দূর করা হল, যেন পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ও গভীর আন্তরিকতার সম্পর্ক নিবিড় হয়ে গড়ে ওঠে এবং কোনরূপ ফেতনা ও গন্ডগোল সৃষ্টির পথ অবশিষ্ট না থাকে।

এসব হেদায়াতের বিধান দেওয়ার সংগে সংগে মুনাফেক ও মু'মেন লোকদের কতকগুলি প্রকাশ্য চিহ্নও বলে দেয়া হয়েছে। এ চিহ্নের সাহায্যে প্রত্যেক মুসলমানই জানতে পারে যে, সমাজে নিষ্ঠাবান ঈমানদার লোক কারা এবং মুনাফেকই বা কারা। অপরদিকে মুসলমানদের জামাআতী নিয়ম-শৃংখলাকে আরও দৃঢ় করে তোলা হল। এর জন্যে আরও কয়েকটি অতিরিক্ত নিয়ম-কানুন বলে দেয়া হল, যেন এ সামাজিক শৃংখলা-শক্তি অধিকতর মজবুত ও সুদৃঢ় হয়। এর দরুনই তো কাফের ও মুনাফেকরা ক্রোধান্ধ হয়ে আরও বেশী ফাসাদ সৃষ্টি করতে উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিল। এ সমস্ত আলোচনায় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হল, নির্লজ্জ ও ভিত্তিহীন আক্রমণের জবাবে যে ধরণের তিক্ততার সৃষ্টি হয়ে থাকে, সমগ্র সূরা নূর-এ তা কোথাও খুজে পাওয়া যাবে না। যে অবস্থার মধ্যে এ সূরা নাযিল হয়েছে তা দেখুন একদিকে, আর অপরদিকে দেখুন সূরাটির আলোচ্য বিষয়াদি ও আলোচনার ধারা-পদ্ধতি। এতদূর উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি-পরিবেশেও খুব ঠান্ডাভাবে আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে, সংশোধন মূলক ও শান্তি-সন্ধির আদেশাবলী দেয়া হচ্ছে, অতীব মূল্যবান জ্ঞানপূর্ণ উপদেশাবলী দান করা হচ্ছে, শিক্ষাদান ও উপদেশ দানের আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হচ্ছে। এসব থেকে ফেতনার মুকাবিলায় ও কঠিনতর উত্তেজনামূলক পরিস্থিতিতেও কি রকম ঠান্ডাভাবে বিচক্ষণতা, উদারতা ও বুদ্ধিমত্তার সংগে কাজ করা উচিত, তার অতি উত্তম শিক্ষা লাভ করা যায়। এ হতে এ বিষয়েও অকাট্য প্রমাণ মেলে যে, এ কিতাব হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর রচিত নয়। এ নিশ্চয়ই এমন কোন মহান সত্তার নাযিল করা কিতাব যিনি অতি উচ্চ মর্যাদায় থেকে মানুষের নিত্য-নৈমিত্তিক অবস্থা ও ব্যাপারাদি পর্যবেক্ষণ করছেন এবং নিজের ক্ষেত্রে এ সব অবস্থা ও ব্যাপারাদিতে সম্পূর্ণ অপ্রভাবিত থেকে নির্দোষ হেদায়াত ও পথ নির্দেশ দেবার দায়িত্ব পালন করছেন। বস্তুতঃ এ যদি নবী করীম (সঃ)-এর নিজস্ব কালাম হতো, তবে তাঁর অতি চরম মাত্রার উদারতা ও বিশাল আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও স্বাভাবিক তিক্ততা ও উত্তেজনার কিছু না কিছু প্রভাব এর মধ্যে অবশ্যই পাওয়া যেত, কেননা নিজের ইজ্জত ও আবরুর উপর নিকৃষ্ট ধরণের হামলা হতে দেখে কোন শান্ত-ভদ্র ব্যক্তিও সাধারণত শান্ত ও অনুত্তেজিত থাকেত পারে না।

آيَاتُهَا ٦٤ (٢٤) سُوْرَةُ النُّوْرِ مَدَنِيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ٩

চৌষট্টি তার আয়াত (সংখ্যা) (২৪) সূরা আন-নূর মাদানী নয় তার রুকু (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

নামে (শুরু করছি) আল্লাহর অশেষ দয়াবান অতীব মেহেরবান

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَ فَرَضْنٰهَا وَ اَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ

(এটা) একটি সূরা | তা আমরা নাযিল করেছি | ও | এর (বিধানকে) আমরা ফরজ করেছি | এবং | আমরা নাযিল করেছি | তারমধ্যে | আয়াতসমূহ | সুস্পষ্ট

لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ① اَلزَّانِيَةُ وَ الزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ

তোমরা সম্ভবত | উপদেশ গ্রহণ করবে | ব্যভিচারিনী | ও | ব্যভিচারী | তোমরা অতঃপর কোড়া মারবে

وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ۪ وَّ لَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ

প্রত্যেককে | তাদের দুজনার মধ্যহতে | একশত | কোড়া | আর | না | তোমাদেরকে প্রভাবিত করে (যেন) | তাদেরদুজনের প্রতি | দয়া অনুকম্পা

فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ

ব্যাপারে | আল্লাহর দ্বীনের | যদি | তোমরা ঈমান এনে থাক | আল্লাহর প্রতি | ও | শেষ দিনের (প্রতি)

রুকু ঃ ১

১. এটা একটি সুরা; এ আমরা নাযিল করেছি এবং একে আমরাই ফরয করেছি। এতে আমরা স্পষ্ট ও প্রকাশ্য হোদায়াতসমূহ নাযিল করেছি[১]; সম্ভবতঃ তোমরা নসীহত গ্রহণ করবে।

২. ব্যভিচারী মেয়েলোক ও ব্যভিচারী পুরুষ- উভয়ের পত্যেককেই একশতটি কোড়া[২] মার। আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া-অনুকম্পার ভাবধারা যেন তোমাদের মনে না জাগে, যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ।

১। অর্থাৎ যে কথাগুলো এই সূরার মধ্যে বলা হয়েছে তা নিছক সুপারিশ নয় যে ইচ্ছা হলে তা মান্য করা হবে ও ইচ্ছা না হলে যদৃচ্ছা আচরণ করা হবে। বরং এগুলি সুনির্দিষ্ট নির্দেশ ও বিধান যা মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে এগুলো মান্য করা তোমাদের পক্ষে অবশ্য-কর্তব্য।

২। ব্যভিচার সম্পর্কিত প্রাথমিক বিধান সূরা নিসার ১৫ তম আয়াতে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এখন এই সুনির্দিষ্ট শাস্তি নিধারণ করে দেয়া হল। ব্যভিচারী পুরুষ অবিবাহিত ও ব্যভিচারিনী নারী অবিবাহিতা হলে সেই অবস্থায় এ শাস্তি নির্দিষ্ট । কিন্তু বহু হাদিস, নবী করীমের ও খোলাফায়ে রাশেদীনের বাস্তব কার্যধারা এবং উম্মতের এজমাহ (সর্ব সম্মত অভিমত) থেকে একথা প্রমানিত হয় যে বিবাহিত হলে ব্যভিচারের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে প্রাণদন্ড। এবং পবিত্র কুরআনেও সূরা নিসার ২৫তম আয়াতে এর প্রতি ইংগিত পাওয়া যায়।

وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٢ اَلزَّانِىْ

আর | প্রত্যক্ষ করে যেন | তাদের দুজনের শাস্তি | একদল | মধ্যহতে | মু'মিনদের | ব্যভিচারী

لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ز وَّ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا

না | বিবাহ করবে (অন্য কাউকে) | ব্যতীত | ব্যভিচারিনীকে | অথবা | মুশরিকনারীকে | আর | ব্যভিচারিনী | না | তাকে বিবাহ করবে (অন্য কেউ)

اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ج وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٣

ব্যতীত | ব্যভিচারী | অথবা | মুশরিক | এবং | নিষিদ্ধ করা হল | এটা | জন্যে | মু'মিনদের

وَ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ

এবং | যারা | অপবাদ দেয় | পবিত্র রমণীদেরকে | এরপর | না | উপস্থিত করে | চারজন

شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّ لَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ

সাক্ষী | তখন কোড়া লাগাও | তাদেরকে | আশি | কোড়া | আর | না | তোমরা গ্রহণ করবে | তাদের (হতে)

شَهَادَةً اَبَدًا ج وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝٤

সাক্ষ্য | কক্ষণও | এবং | ঐসবলোক | তারাই | সত্যত্যাগী (ফাসেক)

আর তাদেরকে শাস্তিদানের সময় ঈমানদার লোকদের একটি দল যেন উপস্থিত থাকে[৩]।

৩. ব্যভিচারী যেন বিবাহ না করে- ব্যাভিচারীনী বা মোশরেক স্ত্রীলোক ছাড়া (আর কাউকে)। আর ব্যাভিচারিণীকে বিবাহ করবে না ব্যভিচারী বা মোশরেক ছাড়া। এ ঈমানদান লোকদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে[৪]।

৪. আর যারা পবিত্র চরিত্রের স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে মিথ্যা দোষারোপ করবে,[৫] তার পর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারবে, তাদেরকে আশিটি (কোড়া) মার, আর তাদের সাক্ষ্য কখনও কবুল করো না। তারা নিজেরাই ফাসেক।

৩। অর্থাৎ দন্ড প্রকাশ্য জনসমক্ষে দিতে হবে, যাতে অপরাধী লাঞ্ছিত হয় এবং অন্যান্য লোকের পক্ষে তা শিক্ষা ও উপদেশ স্বরূপ হয়, এবং মুসলিম সমাজে এ পাপ বিস্তার করতে না পারে।

৪। অর্থাৎ তওবা করেনি এরূপ (অনুতপ্ত হয়ে এ পাপ ত্যাগ করেনি এরূপ) ব্যভিচারী পুরুষের পক্ষে অনুরূপ ব্যভিচারিনী নারীই উপযুক্ত অথবা মোশরেকা; কোন সৎ মু'মেনা নারীর পক্ষে সে উপযুক্ত নয় এবং জেনে-শুনে এরূপ দুষ্কৃতকারীকে নিজের কন্যা দান করা মু'মেনের পক্ষে হারাম। এরূপভাবে ব্যভিচারিনী নারীর (যে তওবা করেনি) জন্য তাদেরই অনুরূপ ব্যভিচারী অথবা মোশরেক পুরুষই উপযুক্ত। কোন সৎ মু'মেন ব্যক্তির জন্য ব্যভিচারিনী উপযুক্তা নয় এবং কোন স্ত্রীলোকের কু-চলনের অবস্থা জানা সত্ত্বেও

(ফুটনোটের বাকী অংশ অপর পাতা দেখুন)

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

ক্ষমাশীল আল্লাহ তাহলে নিশ্চয়ই সংশোধন করবে ও এর পরে তওবা করবে (তারা) যারা ব্যতীত

رَحِيمٌ ⑤ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ

তাদের কাছে থাকে না আর তাদের স্ত্রীদেরকে অপবাদ দেয় যারা আর মেহেরবান

شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ

(কসম খেয়ে)সাক্ষ্য দেবে চারবার তাদের একজনের সাক্ষ্য তখন তাদের নিজেদের ব্যতীত কোন সাক্ষী

بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ⑥

সত্যবাদীদের অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত সেনিশ্চয়ই আল্লাহর (নামে যে)

৫. সেই লোকেরা নয় যারা এর পর তওবা করবে ও সংশোধন করে নিবে। আল্লাহ অবশ্যই(তাদের পক্ষে) ক্ষমাশীল ও দয়াবান[৬]।

৬. আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের সম্পর্ক অভিযোগ তুলবে[৭], আর তাদের নিকট তাদের নিজেদের ছাড়া অপর কোন সাক্ষী থাকবে না, তবে তাদের মধ্যে এক ব্যক্তির স্বাক্ষ্য (এই যে, সে) চারবার আল্লাহর নামে 'কসম' খেয়ে সাক্ষ্য দেবে যে, সে (তার আনিত অভিযোগে) সত্যবাদী,

জেনে শুনে তাকে বিবাহ করা মু'মেন পুরুষের পক্ষে হারাম। মাত্র সেই সমস্ত পুরুষ বা নারীর ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য যারা নিজেদের কু-আচরনে কায়েম আছে। যারা তওবা করে নিজেদের সংশোধন করে নেয় তাদের উপর এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। কারণ তওবা ও সংশোধনের পর ব্যভিচারিণী হওয়ার কু-গুণ তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে না।

৫। অর্থাৎ ব্যভিচারের অপবাদ। পুরুষদের উপরও ব্যভিচারের অপবাদ লাগানোর জন্য এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। শরীয়তের পরিভাষায় এই অপবাদ প্রদানকে 'কাযৃফ' বলা হয়।

৬। এ সম্পর্কে ফকিহরা একমত যে তওবা 'কাযর্ফ' এর শাস্তি মওকুফ হয় না। এ সম্পর্কেও তারা একমত যে তওবাকারী ফাসেক থাকে না এবং আল্লাহতা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন। অবশ্য এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে তওবা করার পর তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে কিনা। হানাফি মতে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) ইমাম মালেক (রাঃ) এবং ইমাম আহমদ (রাঃ) তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেন।

৭। অর্থাৎ ব্যভিচারের দোষারোপ করে।

وَ	الْخَامِسَةُ	اَنَّ	لَعْنَتَ	اللّٰهِ	عَلَيْهِ	اِنْ
আর	পঞ্চমবার (বলবে)	যে	অভিশাপ	আল্লাহর	তার উপর (পড়ুক)	যদি

كَانَ	مِنَ	الْكٰذِبِيْنَ ⑦	وَ	يَدْرَؤُا	عَنْهَا	الْعَذَابَ
সে হয়	অন্তর্ভুক্ত	মিথ্যাবাদীদের	আর	রহিত হবে	তার (অর্থাৎ স্ত্রীলোকটি) হতে	শাস্তি

اَنْ	تَشْهَدَ	اَرْبَعَ	شَهٰدٰتٍ	بِاللّٰهِ	اِنَّهٗ	لَمِنَ
(এভাবে) যে	সে কসম খেয়ে সাক্ষ্য দেবে	চারবার	সাক্ষ্য	আল্লাহর (নামে)	সে(অর্থাৎ পুরুষটি)নিশ্চয়ই	অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত

الْكٰذِبِيْنَ ⑧	وَ	الْخَامِسَةَ	اَنَّ	غَضَبَ	اللّٰهِ	عَلَيْهَا	اِنْ
মিথ্যাবাদীদের	এবং	পঞ্চমবার (বলবে)	যে	গযব (পড়ুক)	আল্লাহর	তার (অর্থাৎ স্ত্রীলোকটির)উপর	যদি

كَانَ	مِنَ	الصّٰدِقِيْنَ ⑨
(পুরুষটি) হয়	অন্তর্ভুক্ত	সত্যবাদীদের

৭. আর পঞ্চমবার বলবেঃ তার উপর আল্লাহর লানত হোক যদি সে (আনিত অভিযোগে) মিথ্যাবাদী হয়।

৮. আর স্ত্রীলোকটির শাস্তি এই ভাবে বাতিল হতে পারে যে, সে চারবার আল্লাহর নামে 'কসম' খেয়ে সাক্ষ্য দিবে যে, এই ব্যক্তি (তার আনিত অভিযোগে) মিথ্যাবাদী।

৯. আর পঞ্চমবার বলবে যে, তার (অর্থাৎ সালোকাবির) উপর আল্লাহর গযব ভেঙে পড়ুক, যদি সে (অর্থাৎ পুরুষ লোকটি আনিত অভিযোগে) সত্যবাদী হয়।[৮]।

৮। শরীয়তের পরিভাষায় একে 'লেআন' বলা হয়। এ 'লেআন' ঘরে বসে হতে পারবে না; আদালতে হতে হবে। লেআনের দাবী পুরুষের পক্ষ থেকেও হতে পারে এবং নারীর পক্ষ থেকেও হতে পারে । অপবাদ দেওয়ার পর যদি পুরুষ লেআন এড়িয়ে যেতে চায়, অথবা নারী শপথ- বাক্য উচ্চারণ করতে না চায় তবে হানাফি মতে তার শাস্তি-লেআন না করা পর্যন্ত অপরাধীকে বন্দী রাখা এবং উভয় পক্ষ হতে লেআন হয়ে যাবার পর একে অন্যের জন্য হারাম হয়ে যাবে।

وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ

আর | যদি | না (হত) | অনুগ্রহ | আল্লাহর | তোমাদের উপর | ও | তাঁর দয়া(তবে তোমরাজটিলতায়পড়তে)

وَ اَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ⑩ اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ

আর | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | তওবা গ্রহণ কারী | প্রজ্ঞাময় | নিশ্চয়ই | যারা | উপনীত হয়েছে

بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۭ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ۭ بَلْ هُوَ

অপবাদ রচনায় | (তারা) একটি দল | তোমাদের মধ্যকার | না | তা তোমরা মনে করো | খারাপ | তোমাদের জন্যে | বরং | তা

خَيْرٌ لَّكُمْ ۭ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ۚ

ভাল | তোমাদের জন্যে | জন্যে প্রত্যেক | ব্যক্তির (রয়েছে) | তাদের মধ্যে হতে | যতটা | সে অর্জন করেছে | হতে | গুনাহ

وَ الَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ⑪

আর | যে | দায়িত্ব নিয়েছে (নিজের উপর) | তার বড়(অংশ) | তাদের মধ্যহতে | তার জন্যে | শাস্তি (রয়েছে) | কঠিন

১০. তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহম যদি না হত, তা হলে (স্ত্রীদের উপর অভিযোগের ব্যাপারটি তোমাদেরকে বড়ই জটিলতায় ফেলত)। বস্তুতঃ আসল কথা এই যে, আল্লাহ বড়ই তওবা গ্রহণকারী ও সুবিজ্ঞ কুশলী।

রুকু ঃ ২

১১. যে সব লোক এই মিথ্যা অভিযোগ রচনা করে নিয়েছে তারা তোমাদের মধ্যেরই কতিপয় লোক[৯]। এই ঘটনাকে নিজের জন্য খারাব মনে করো না, রবং এও তোমার জন্য কল্যাণময়ই হবে[১০]। যে লোক এই ব্যাপারে যতটা অংশগ্রহণ করেছে সে ততটাই গুনাহ অর্জন করেছে। আর যে লোক এই দায়িত্বের বড় অংশ নিজের মাথায় টেনে নিয়েছে[১১] তার জন্য তো অতি বড় আযাব রয়েছে।

৯। এখান থেকে ২৬ তম আয়াত পর্যন্ত সেই ব্যাপার সম্পর্কে বলা হয়েছে। ইতিহাসে যে ঘটনা افك। (মিথ্যা অপবাদ) নামে বিখ্যাত। এ ঘটা হচ্ছে হযরত আয়েশার (রাঃ) প্রতি- মাআযাল্লাহ- মুনাফেকদের দ্বারা মিথ্যা অপবাদ লাগানো। মুনাফেকরা এর এতটা চর্চা করেছিল যে কোন কোন মুসলমানও এ চর্চাতে লিপ্ত হয়েছিল।

১০। অর্থাৎ ঘাবড়ে যেওনা! মুনাফেকরা তো মনে করেছে যে তারা তোমার উপর বড় শক্তিশালী আঘাত করেছে। কিন্তু ইন্‌শাআল্লাহ এই আঘাত উল্টে তাদেরই উপর বর্তাবে এবং তোমার পক্ষে এ আঘাত কল্যাণ প্রমাণিত হবে।

১১। অর্থাৎ আব্দুল্লাহ-বিন উবাই যে এই অপবাদের মূল রচনাকারী এবং এই ফেতনার মূল স্রষ্টা।

لَوْ لَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ

তাদের নিজেদের সম্পর্কে — মু'মিনারা — ও — মু'মিনরা — অনুমান করল — তা তোমরা শুনলে — যখন — না কেন

خَيْرًا ۙ وَّ قَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ⑫ لَوْ لَا جَآءُوْ عَلَيْهِ

এব্যাপারে — আনল — না — কেন — সুস্পষ্ট — মিথ্যা অপবাদ — এটা — (কেন না) বলল — ও — ভালো (ধারণা)

بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ

সাক্ষীদেরকে — উপস্থিত করে নাই — যখন — সাক্ষী — চারজন

فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ⑬

মিথ্যাবাদী — তারাই — আল্লাহর — নিকটে — তাহলে ঐসবলোক

১২. তোমরা যে সময় এই কথা শুনতে পেয়েছিলে সে সময়ই মু'মেন পুরুষ ও মু'মেন স্ত্রীলোকেরা নিজেদের সম্পর্কে ভালো ধারণা করল না কেন১২? আর কেনই বা বলে দিল না যে, এ সুস্পষ্টরূপে মিথ্যা অভিযোগ?

১৩. সেই লোকেরা (নিজেদের অভিযোগের প্রমাণে) চার জন সাক্ষী আনল না কেন? এখন যখন তারা সাক্ষী পেশ করল না, তখন আল্লাহর নিকট তারাই মিথ্যুক১৩ ।

১২। দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ এ-ও হতে পারে যে নিজের লোকদের অথবা নিজ মিল্লাত এবং নিজ সমাজের লোকদের প্রতি সু-ধারণা করলেনা কেন? আয়াতের শব্দগুলি দ্বারা এই দুইপ্রকার অর্থ ব্যক্ত হতে পারে। কিন্তু আমি যে অনুবাদ গ্রহণ করেছি সেটাই অধিক অর্থবহ। এর মর্ম হচ্ছেঃ তোমাদের প্রত্যেকে কেন এ খেয়াল করলে না যে, তার নিজের ক্ষেত্রে যদি অনুরূপ অবস্থা ঘটতো যা হযরত আয়েশার (রাঃ) ক্ষেত্রে ঘটেছিল তবে সে কি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যেতো?

১৩। কোন ব্যক্তির এ ভুল ধারণা হওয়া উচিত নয় যে -সাক্ষী না থাকাটাই দোষারোপ মিথ্যা হওয়ার দলিল ও বুনিয়াদ বলে এখানে গণ্য করা হচ্ছে, এবং মুসলমানদের বলা হচ্ছে যে- দোষারোপকারী চারজন সাক্ষী না আনতে পারার কারণে তোমরা একে সুস্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ বলে গণ্য কর। বস্তুতঃ সেখানে যে ঘটনা ঘটেছিল তা লক্ষ্যে না রাখার কারণে এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়। দোষারোপকারীরা এই কারণে দোষারোপ করেনি যে, তারা বা তাদের মধ্যে কেউ --মাআযাল্লাহ-- নিজ চোখে সেই ঘটনা দেখেছিল যা তারা মুখে উচ্চারণ করছিল। বরং হযরত আয়েশার (রাঃ) দৈবাৎ কাফেলার পিছনে রয়ে যাওয়া এবং পরে হযরত সাফওয়ানের নিজের উটে চড়িয়ে কাফেলায় নিয়ে আসা মাত্র এতটুকু কথার জন্য তারা এতবড় একটি অপবাদ তৈরী করে ফেলেছিল। এই অবস্থায় হযরত আয়েশার (রাঃ) এভাবে পিছনে থেকে যাওয়া-মাআয়াল্লাহ কোন ষড়যন্ত্রের ফল ছিল বলে কোন জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি কল্পনাও করতে পারে না। ষড়যন্ত্রকারীরা এভাবে কখনো ষড়যন্ত্র করে না যে সৈন্যাধ্যক্ষর স্ত্রী চুপিসারে কাফেলার পিছনে এক ব্যক্তির সংগে থেকে যায় তারপর সেই ব্যক্তিই তাকে নিজের উটের পিঠে বসিয়ে স্পষ্ট দিবালোকে ঠিক দ্বিপ্রহরের

(বাকী অংশ অপর পাতা দেখুন)

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

আর যদি না (হ'ত) অনুগ্রহ আল্লাহর তোমাদের উপর ও তাঁর দয়া

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا

মধ্যে দুনিয়ার ও আখেরাতে তোমাদেরকে অবশ্যই গ্রাস করত মধ্যে যার

أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ

তোমরা জড়িয়ে পড়েছিলে সেক্ষেত্রে শাস্তি কঠিন যখন তা তোমরা ছড়াচ্ছিলে তোমাদের জিহবা দিয়ে ও

تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ

বলছিলে তোমাদের মুখ দিয়ে যার নেই তোমাদের সে সম্পর্কে কোন জ্ঞান আর তা তোমরা মনে করছিলে

هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ

তুচ্ছ অথচ তা নিকট আল্লাহর গুরুতর এবং কেন না যখন তা তোমরা শুনেছিলে

قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا

বললে না শোভা পায় আমাদের জন্যে যে কথা বলব আমরা এধরনের (হে আল্লাহ) তুমি মহান পবিত্র এটাতো

بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

অপবাদ গুরুতর

১৪. তোমাদের প্রতি দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহম-করম যদি না হত তা হলে যে সব কথা-বার্তায় তোমরা জড়িত হয়ে পড়েছিলে তার প্রতিশোধ হিসাবে বড় আযাব এসে তোমাদেরকে গ্রাস করত।

১৫. (একটু ভেবে দেখ, তখন তোমরা কত বড় ভুলই না করছিলে,) যখন তোমাদের এক মুখ হতে অন্য মুখে এই মিথ্যাকে বহন করে নিয়ে যেতেছিল, আর তোমরা নিজেদের মুখে সেই সব কথাই বলে বেড়াতেছিলে, যে সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা ছিলনা; তোমরা তাকে একটি সাধারণ কথা মনে করেছিলে। অথচ আল্লাহর নিকট এ ছিল অনেক বড় কথা।

১৬. তা শুনতেই তোমরা কেন বলে দিলে না, "এই ধরনের কথা মুখে উচ্চারণ করা আমাদের শোভা পায় না। পাক মহান আল্লাহ। এ তো এক বিরাট মিথ্যা দোষারোপ।"

সময় প্রকাশ্যে নিয়ে সৈন্য শিবিরে হাযির হয়। এ অবস্থায়ই স্বতঃ তাদের দুজনের নিষ্কলুষতার প্রমাণ দিচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে অপবাদ মাত্র এই ভিত্তিতে দেয়া যেতে পারে যে, অপবাদ দানকারী স্বচক্ষে কোন ঘটনা দেখেছে । অন্যথায় যে পরিস্থিতিকে ভিত্তি করে যালেমরা এই অপবাদ দান করেছিল তাতে কোন সন্দেহের অবকাশই সৃষ্টি হয়না।

يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖۤ اَبَدًا

তোমাদের নসীহত করেন | আল্লাহ | যেন (না) | পুনরাবৃত্তি করো | তার অনুরূপ | কক্ষণও

اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧﴾ وَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَ اللّٰهُ

যদি | তোমরা হয়ে থাক | ঈমানদার | এবং | সুস্পষ্ট বিবৃত করেছেন | আল্লাহ | তোমাদের জন্যে | আয়াতসমূহ | আর | আল্লাহ

عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٨﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ

সর্বজ্ঞ | প্রজ্ঞাময় | নিশ্চয় | যারা | পছন্দ করে | যে | প্রসার লাভ করুক | নির্লজ্জতা

فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ؕ

মধ্যে | (তাদের) যারা | ঈমান এনেছে | তাদের জন্যে | শাস্তি | মর্মন্তুদ | মধ্যে | দুনিয়ার | ও | আখেরাতে

وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾ وَ لَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ

আর | আল্লাহ | জানেন | কিন্তু | তোমরা | না | জান | এবং | যদি না (হতো) | অনুগ্রহ | আল্লাহর

عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ وَ اَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾ يٰۤاَيُّهَا

তোমাদের উপর | ও | তাঁর দয়া(তবে নিকৃষ্ট পরিণাম হতো) | কিন্তু | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | বড়ই দয়াবান | মেহেরবান | ওহে

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ وَ مَنْ يَّتَّبِعْ

যারা | ঈমান এনেছ | না | তোমরা অনুসরণ করো | পদাংক | শয়তানের | আর | যে | অনুসরণ করবে

خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ؕ

পদাংক | শয়তানের | তাহলে নিশ্চয়ই | সে | নির্দেশ দেবে | নির্লজ্জতার | ও | পাপ কাজের

১৭. আল্লাহ তোমাদেরকে নসীহত করছেন ভবিষ্যতে যেন তোমরা এরূপ কাজ আর কখনো না কর- যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।

১৮. আল্লাহ তোমাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় হেদায়াত দিচ্ছেন। আর তিনি বড় বিজ্ঞ এবং সুকৌশলী।

১৯. যে সব লোক চায় যে, ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতা বিস্তার লাভ করুক -তারা দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন শাস্তি পাবার যোগ্য। আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না।

২০. আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহম-করম যদি তোমাদের প্রতি না থাকত, তাহলে (এই যে বিষয়টি তোমাদের মধ্যে ছড়ানো হয়েছিল, তা নিকৃষ্ট পরিণাম দেখাত) প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ বড়ই দয়াবান, করুণাময়।

রুকূ ঃ ৩

২১. হে ঈমানদার লোকেরা! শয়তানের পদচিহ্ন অনুসরণ করো না। যে তার অনুসরণ করবে সে তো তাকে নির্লজ্জতা ও পাপ কাজেই হুকুম দিবে।

আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তার রহম ও করম তোমাদের প্রতি যদি না থাকত তাহলে তোমাদের মধ্যে কেউ পাক ও পবিত্র হতে পারত না। বরং আল্লাহই যাকে চান পাক ও পবিত্র করে দেন। আর আল্লাহ সর্বাধিক শুনেন ও জানেন।

২২. তোমাদের মধ্যে যারা অনুগ্রহশীল ও সামর্থবান তারা যেন কসম খেয়ে না বসে যে, তারা আপন আত্মীয়, গরীব ও আল্লাহর পথের মুহাজির লোকদেরকে সাহায্য করবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত, মার্জনা করা উচিত। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে মা'ফ করে দেবেন? আর আল্লাহর পরিচয় এই যে, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, করুনাময়[১৪]।

১৪। এই আয়াত এই উপলক্ষ্যে নাযিল হয় যে দোষারোপকারীদের মধ্যে কোন কোন সাদা-সিধা মুসলমানও শামিল হয়ে গিয়েছিলেন। এদের মধ্যে হযরত আবুবকরের এক নিকট আত্মীয় ছিলেন; হযরত আবুবকর যার প্রতি সব সময় অনুগ্রহ ও উপকার করতেন। এই দুঃখজনক ঘটনার পর হযরত আবুবকর (রাঃ) শপথ করেন, যে এখন থেকে তিনি আর তার সঙ্গে কোন সদ্ব্যবহার করবেন না। সিদ্দিক আকবর (মহা সত্যবাদী) হযরত আবুবকরের ন্যায় ব্যক্তি ব্যাপারটি উপেক্ষা বা ক্ষমা সুন্দর ব্যবহার করবেন না আল্লাহতা'আলা তা পছন্দ করেননি।

২৩. যে সব লোক পবিত্র চরিত্র সম্পন্না, সাদাসিধা ও মুমেন স্ত্রীলোকদের উপর মিথ্যা চারিত্রিক দোষারোপ করে, তাদের উপর দুনিয়া ও আখেরাতে লা'নত করা হয়েছে, আর তাদের জন্য বড় আযাব রয়েছে।

২৪. তারা যেন সেই দিনটি ভুলে না যায় যখন তাদের নিজেদের জিহ্বা এবং তাদের নিজেদের হাত ও পা তাদের ক্রিয়া-কর্মের সাক্ষ্যদান করবে।

২৫. সেই দিন আল্লাহ তাদেরকে সেই প্রতিদান পুরাপুরি দেবে যা তারা পাবার যোগ্য। আর তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহই সত্য এবং সত্যকে সত্য হিসাবেই প্রকাশ করেন।

২৬. খারাব চরিত্রের স্ত্রীলোক খারাব চরিত্রের পুরুষদের যোগ্য। এবং খারাব চরিত্রের পুরুষ খারাব চরিত্রের স্ত্রীদের যোগ্য। অনুরূপভাবে পবিত্র চরিত্রের স্ত্রীলোক পবিত্র চরিত্রের পুরুষদের জন্য যোগ্য এবং পবিত্র চরিত্রের পুরুষ পবিত্র চরিত্রের স্ত্রীলোকদের জন্য যোগ্য।

তারা নিষ্কলংক সেই সব কথা হতে যা লোকেরা রচনা করে থাকে। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক রেয্‌ক।

রুকু ঃ ৪

২৭. হে ঈমানদার লোকেরা[১৫] নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য লোকদের ঘরে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরের লোকদের নিকট হতে অনুমতি না পাবে ও ঘরের লোকদের প্রতি সালাম না পাঠাবে। এই নিয়ম তোমাদের জন্য কল্যাণময়; আশা করা যাচ্ছে যে, তোমরা এর প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবে।

২৮. সেখানে যদি কাউকেও না পাও, তবে ঘরে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদেরকে অনুমনি দেয়া না হবে[১৬]।

১৫। সমাজে খারাবি প্রকট হয়ে উঠলে তার প্রতিকার ও সংশোধন কি উপায়ে করতে হবে সূরার সূচনার নির্দেশগুলি তা দেখানোর জন্যই দেয়া হয়েছে।

১৬। অর্থাৎ কারও পক্ষে কারুর শূন্য ঘরে প্রবেশ করা বৈধ নয়, তবে অবশ্য গৃহকর্তা যদি অনুমতি দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গৃহকর্তা কাউকে বললো 'যদি আমি উপস্থিত না থাকি, তবে আপনি আমার কামরাতে বসে থাকবেন। অথবা গৃহকর্তা অন্যস্থানে আছেন আপনি এ খবর পাবার পর গৃহকর্তা আপনাকে বলে পাঠালেন যে "আপনি তশরীফ রাখুন, আমি এখুনি আসছি।"

আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়ঃ ফিরে যাও, তা হলে তোমরা ফিরে যেও; এ তোমাদের জন্য পবিত্রতম কর্মনীতি[১৭]। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা খুব ভালোভাবেই জানেন।

২৯. অবশ্য তোমাদের জন্য এতে কোন দোষ নেই যে, তোমরা এমন সব ঘরে প্রবেশ করবে যা কারো বসবাসের জায়গা নয়, আর যেখানে তোমাদের কোন উপকারের (বা কাজের) জিনিস পড়ে রয়েছে[১৮]। তোমরা যা কিছু প্রকাশ কর, আর যা কিছু গোপন কর সব বিষয় আল্লাহ জানেন।

৩০. হে নবী, মু'মেন পুরুষদের বলঃ তারা যেন নিজেদের চোখকে বাচিয়ে চলে[১৯]। এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে। এ তাদের পক্ষে পবিত্রতম নীতি।

১৭। অর্থাৎ এতে কিছু খারাব মনে করা উচিৎ নয়। যে কোন ব্যক্তির এ হক আছে যে, যদি সে কোন ব্যক্তির সংগে সাক্ষাৎ করতে না চায় তবে সে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করতে পারে। অথবা কোন ব্যস্ততা যদি সাক্ষাৎকারে বাধা হয় তবে সে ওযর দেখাতে পারে।

১৮। অর্থাৎ হোটেল, সরাইখানা, অতিথিশালা, দোকান, মোসাফেরখানা প্রভৃতি যেখানে লোকের প্রবেশের সাধারণ অনুমতি আছে।

১৯। মূলে غض بصر এর নিদের্শ দেয়া হয়েছে সাধারণতঃ যার অনুবাদ করা হয়ঃ দৃষ্টি অবনত করা বা অবনত রাখা। আসলে এ হুকুমের মর্ম সর্বদা নিচের দিকে দৃষ্টি রাখা নয়। বরং এর অর্থ পূর্ণভাবে চোখ ভরে না দেখা, এবং দেখার জন্য দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ছেড়ে না দেয়া। চোখকে বাঁচিয়ে চলে এই কথা দ্বারা এ অর্থ ঠিক আদায় হতে পারে। অর্থাৎ যে জিনিস দেখা সমীচীন নয় তার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়া –তা এতে দৃষ্টি নিচের দিকে অবনত করা হোক বা অন্য কোনদিকে ফিরিয়ে নেওয়া হোক। পূর্বাপার প্রসংগ হতেও একথা জানা যায় যে এ বাধ্য-বাধকতা যে জিনিসের উপর আরোপ করা হয়েছে তা হচ্ছে পুরুষ মানুষদের নারীদেরকে দেখা অথবা অপরের সতরের (লজ্জাস্থানের, আবরণ যোগ্য অংগের) প্রতি দৃষ্টিপাত করা বা অশ্লীল দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা।

যা তারা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে পুরাপুরি অবহিত।

৩১. আর হে নবী, মু'মেন স্ত্রীলোকদের বল, তারা যেন নিজেদের চোখকে বাচিয়ে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে[২০] ও নিজেদের সাজ-সজ্জা না দেখায়; কেবল সেই সব জিনিস ছাড়া যা আপনা হতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এবং নিজেদের বক্ষদেশের উপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখে। আর নিজেদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ করবে না, কিন্তু কেবল এই লোকদের সামনেঃ তাদের স্বামী, পিতা, স্বামীদের পিতা[২১]

২০। এ কথা লক্ষ্য করা উচিত যে আল্লাহর শরীয়ত নারীদের বেলায় মাত্র ততটুকুই নির্দেশ দান করে ক্ষান্ত হয় না যতটুকু পুরুষদের সম্পর্কে দিয়ে থাকে, অর্থাৎ দৃষ্টি বাঁচানো এবং লজ্জাস্থানসমূহ সুরক্ষিত রাখা বরং শরীয়ত নারীদের কাছ থেকে কিছু বেশী দাবী করে যা পুরুষদের কাছে করে না। এর দ্বারা এ কথা পরিষ্কার রূপে বুঝা যায় এ ব্যাপারে নারী ও পুরুষ তুল্য নয়।

২১। পিতা বলতে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ ও প্রমাতামহ বুঝায়। সুতরাং একজন স্ত্রীলোক নিজের পিতামহের ও মাতামহের তরফের এবং স্বামীর পিতামহ ও মাতামহের তরফের এই সব মুরব্বীদের সামনে ঠিক সেই ভাবে আসতে পারে যেমন পারে নিজের পিতা ও শ্বশুরের সামনে আসতে।

নিজেদের পুত্র, স্বামীদের পুত্র[২২], নিজেদের ভাই[২৩], ভাইদের পুত্র, বোনদের পুত্র[২৪], নিজেদের মেলা-মেশার স্ত্রীলোক[২৫], নিজেদের দাসী, সেই সব অধীনস্থ পুরুষ যাদের অন্য কোন রকম গরয নেই[২৬], আর সেই সব বালক যারা স্ত্রীলোকদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে এখনো ওয়াকিফহাল হয় নি। তারা নিজেদের পা যমীনের উপর মেরে চলাফিরা করবে না, এভাবে যে নিজেদের যে সৌন্দার্য তারা গোপন করে রেখেছে লোকেরা তা জানতে পারে ।

২২। পুত্রদের মধ্যে পৌত্র, প্রোপৌত্র, কন্যার সন্তান ও সন্তানের সন্তান সবই অন্তর্ভুক্ত যে ব্যাপারে 'আপন বা সৎ এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নিজের সতীনের সন্তানদের সামনেও স্ত্রী লোকেরা সাজ-সজ্জাসহ তেমনি ভাবে আসতে পারে যেমন নিজের সন্তান ও সন্তানের সন্তানদের সামনে পারে।

২৩। 'ভাই'দের মধ্যে আপন ভাই, সৎ ভাই ও মায়ের অন্য স্বামীর সন্তান সবই অর্ন্তভুক্ত।

২৪। ভাই ও ভগ্নি বলতে তিন প্রকারের ভাই ও ভগ্নি বোঝায় এবং তাদের সন্তান, সন্তানের সন্তান এবং কন্যার সন্তান সবই সন্তান বলে গণ্য।

২৫। এর দ্বারা আপনা আপনিই একথা প্রকাশ পায় যে আওয়ারা (ভবঘুরে) ও কু-চলন সম্পন্ন স্ত্রী লোকদের সামনে সভ্রান্ত মুসলমান স্ত্রী লোকদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ করা উচিৎ নয়।

২৬। অর্থাৎ অধীনস্থ হওয়ার কারণে তাদের সম্পর্কে এ সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে তারা এই ঘরের স্ত্রী লোকদের সম্পর্কে কোন অপবিত্র আকাঙ্খা পোষণের সাহস পেতে পারে।

وَ تُوبُوٓا إِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ

আর | তোমরা তওবা কর | নিকট | আল্লাহর | সকলেই | ওহে | মু'মিনরা

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾ وَ أَنْكِحُوا الْأَيَامٰى مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِينَ

আশা করা যায় | কল্যাণ পাবে তোমরা | এবং | তোমরা বিবাহ দাও | জুড়িহীনদেরকে | তোমাদের মধ্যকার | ও | (যারা) সচ্চরিত্রবান

مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَآئِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ

মধ্যহতে | তোমাদের দাসদের | ও | তোমাদের দাসীদের | যদি | তারা হয় | অভাবগ্রস্ত | তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন | আল্লাহ

مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ وَ لْيَسْتَعْفِفِ

তাঁর অনুগ্রহে | আর | আল্লাহ | প্রাচুর্যময় | মহাবিজ্ঞ | এবং | সংযত হওয়া উচিত

الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ

(তাদের) যারা | না | সামর্থ রাখে | বিবাহ করতে | যতক্ষণনা | তাদেরকেঅভাবমুক্ত করে দেন | আল্লাহ

فَضْلِهِ ۚ وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ

তাঁর অনুগ্রহে | এবং | যারা | চায় | (মুক্তির) চুক্তিপত্র করতে | তাদের মধ্যহতে যাদের | মালিক করেছে

أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ

তোমাদের ডান হাত (অর্থাৎ দাসদাসী) | তোমরা তাহলে মুক্তির চুক্তিকর | তাদের সাথে

হে মু'মেন লোকেরা, তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর নিকট তওবা কর, আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।

৩২. তোমাদের মধ্যে যারা জুড়িহীন, আর তোমাদের দাসদাসীর মধ্যে যারা সচ্চরিত্রবান, তাদের বিবাহ দাও। তারা যদি গরীব হয়, তা হলে আল্লাহ নিজের অনুগ্রহে তাদেরকে ধণী করে দেবেন। আল্লাহ বড়ই প্রশস্ততা বিধানকারী এবং মহাবিজ্ঞ।

৩৩. আর যারা বিবাহের সুযোগ পাবে না তাদের উচিত নৈতিক পবিত্রতা অবলম্বন করা, যতক্ষণ না আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী বানিয়ে দেন। আর তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে হতে যারা চুক্তি-পত্র করার দরখাস্ত দিবে তাদের সাথে চুক্তি-পত্র কর[২৭]

২৭। 'মোকাতাবত' –এর অর্থ দাস বা দাসী মুক্তি লাভের জন্য নিজ মালিককে বিনিময় অর্থ দেবার প্রস্তাব করলে এবং মনিব তা কবুল করলে উভয়ের মধ্যে চুক্তি পত্র লেখা-পড়া।

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ

যদি | তোমরা জানতে পার | তাদের মধ্যে রয়েছে | কল্যাণ | এবং | তাদেরকে দাও | হতে | সম্পদ | আল্লাহর

الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ

যা | তোমাদেরকে তিনি দিয়েছেন | এবং | না | তোমরা বাধ্য করো | তোমাদের দাসদাসীদেরকে | জন্যে | বেশ্যা বৃত্তির

إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن

যখন | তারা চায় | চরিত্রবতী হয়ে থাকতে | লাভের জন্যে | স্বার্থ | জীবনের | দুনিয়ার | আর | যে

يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

তাদেরকে বাধ্য করবে | তাহলে নিশ্চয়ই | আল্লাহ | পরে | তাদেরকে জবরদস্তির | (তাদের উপর) ক্ষমাশীল | মেহেরবান

তোমরা যদি জানতে পার যে তাদের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে[২৮], আর তাদেরকে সেই মাল-সম্পদ হতে দাও যা আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন[২৯]। আর তোমাদের দাসীদের নিজেদের বৈষয়িক স্বার্থের জন্য বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য করোনা[৩০]। যখন তারা নিজেরা চরিত্রবতী থাকতে চায়[৩১]। যে তাদেরকে সেজন্য জবরদস্তি করবে, আল্লাহ এ জবরদস্তির পর তাদের জন্য ক্ষমাশীল দয়াময়।

২৮। 'কল্যাণ' বলতে দুটো জিনিস বোঝায়ঃ প্রথমত গোলামের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী বিনিময় অর্থ দান করার যোগ্যতা। দ্বিতীয়তঃ তার মধ্যে এতটা বিশ্বস্ততা ও সততা বর্তমান থাকা যে তার কথার উপর আস্থা স্থাপন করে চুক্তি করা যেতে পারে।

২৯। এটা এক সাধারণ নির্দেশ। মনিব যেন কিছু না কিছু অর্থ মাফ করে দেয়, মুসলমানরাও যেন তাকে সাহায্য করে এবং বায়তুলমাল থেকেও তাকে যেন সাহায্য দান করা হয়।

৩০। জাহেলিয়াতের যুগে আরববাসীরা নিজেদের দাসীদের দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করাতো এবং তাদের উপার্জন ভক্ষণ করতো। ইসলাম এই পেশাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

৩১। অর্থাৎ যদি দাসী স্বেচ্ছায় কু-কর্মে রত হয় তবে সে নিজে তার অপরাধের জন্য দায়ী হবে। তার অপরাধের জন্য আইন তাকেই পাকড়াও করবে। কিন্তু যদি তার মালিক জোরপূর্বক তাকে কু-ব্যবসায়ে লিপ্ত করায় তবে মালিকই দায়ী হবে এবং মালিককেই পাকড়ানো হবে।

وَ لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ

আর | নিশ্চয়ই | আমরা নাযিল করেছি | তোমাদের নিকট | আয়াতসমূহ | সুস্পষ্ট

وَّ مَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مَوْعِظَةً

ও | দৃষ্টান্ত | হতে | (তাদের) যারা | অতীত হয়েছে | পূর্বে | তোমাদের | ও | উপদেশ

لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝٣٤ اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۭ مَثَلُ

মুত্তাকীদের জন্যে | আল্লাহ | জ্যোতি | আকাশমন্ডলির | ও | পৃথিবীর | দৃষ্টান্ত

نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ۭ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ۭ

তার জ্যোতির | যেমন | দীপাধার | তারমধ্যে (আছে) | একটি প্রদীপ | প্রদীপটি | একটি কাঁচপাত্রের (অবস্থিত) মধ্যে

اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ

(এমন) কাঁচপাত্র | যেন | তা | তারকা | উজ্জ্বল | তা প্রজ্বলিত করা হয় | (তেল) দ্বারা | গাছের | বরকত ওয়ালা

---

৩৪. আমরা সুস্পষ্ট ভাষার হেদায়াত-সম্পন্ন আয়াত তোমাদের নিকট নাযিল করেছি, আর সেই জাতিগুলির শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত সমূহও আমরা তোমাদের সামনে পেশ করেছি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে। আর সেই নসীহত সমূহও করে দিয়েছি যা খোদাভীরু লোকদের জন্য হয়ে থাকে।

রুকু : ৫

৩৫. আল্লাহ আকাশমন্ডল ও যমীনের নূর[৩২]। (বিশ্বলোকে) তাঁর নূর-এর দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন একটি তাকের উপর প্রদীপ রাখা হয়েছে, প্রদীপ রয়েছে একটা ফানুসের মধ্যে। ফানুসের অবস্থা এরূপ, যেমন মোতির মত ঝকমক করা তারকা, আর সেই চেরাগ এমন এক বরকত ওয়ালা জয়তন গাছের তেল দিয়ে উজ্জ্বল করা হয়,

---

৩২। অর্থাৎ বিশ্বে যা কিছু প্রকাশ পাচ্ছে তা তারই নূরের বদৌলতে।

زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّ لَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ

যয়তুনের (যা) না পূর্বের আর না পশ্চিমের যেন মনে হয় তার তেল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে যদিও

لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۭ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ۭ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ

তাকে স্পর্শ করেনাই আগুন জ্যোতি উপর জ্যোতির পথ দেখান আল্লাহ তাঁর জ্যোতির দিকে যাকে

يَّشَآءُ ۭ وَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۭ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ

ইচ্ছে করেন আর পেশ করেন আল্লাহ দৃষ্টান্তসমূহকে লোকদের জন্যে আর আল্লাহ সম্পর্কে সব

شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝٣٥ فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ

কিছু খুব অবহিত (এসব লোক) ঘরগুলোর (অর্থাৎ মসজিদের) মধ্যে আছে নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ সমুন্নত করতে (সেগুলোকে) ও স্মরণ করতে

فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ ۝٣٦

তারমধ্যে তাঁর নাম তসবিহ করে (তারা) তাঁরই তার মধ্যে সকালসমূহে ও সন্ধ্যাসমূহে

যা না পূর্বের না পশ্চিমের। যার তেল আপনা-আপনি প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে তাতে আগুন স্পর্শ করুক বা না করুক। (এভাবে) আলোর উপর আলো (বৃদ্ধি পাওয়ার সব উপাদান একত্রিত[৩৩])। আল্লাহ তাঁর নূরের দিকে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। তিনি লোকদেরকে দৃষ্টান্ত সমূহ দিয়ে কথা বুঝিয়ে থাকেন। তিনি সর্ব বিষয়ে ভালোভাবে ওয়াকিফহাল।

৩৬. (তাঁর নূরের দিকে হেদায়াত-প্রাপ্ত লোক) সে সকল ঘরে পাওয়া যায় যে গুলিকে উচ্চ-উন্নত করার এবং যার মধ্যে আল্লাহকে স্মরণ করার তিনি নির্দেশ দিয়েছেন । তাতে এই সব লোক সকাল-সন্ধ্যা তাঁর তসবীহ করে।

৩৩। এই উপমায় প্রদীপের সংগে আল্লাহর সত্তা ও 'তাঁকে' এর সংগে বিশ্ব-ব্যবস্থাকে উপমিত করা হয়েছে এবং 'ফানুষ' এর সংগে সেই পরদার যার মধ্যে হক তা'আলা নিজেকে সৃষ্টি লোকের দৃষ্টি হতে লুকিয়ে রেখেছেন। এই পর্দা প্রকৃতপক্ষে গোপনীয়তার নয়, বরং প্রকাশের তীব্রতার পর্দা। সৃষ্টিলোকের দৃষ্টি তাঁকে দেখতে এই জন্যই অক্ষম যে নূর এত তীব্র, বিশুদ্ধ ও সর্বাত্মক যে, সীমাবদ্ধ দৃষ্টি-শক্তি তাঁর অনুভূতি গ্রহণে অসমর্থ। 'আর সেই চেরাগ জয়তুনের এমন এক বরকতওয়ালা গাছের তৈল দ্বারা উজ্জ্বল করা হয় যা না পূর্বের, না পশ্চিমের' কথাটি মাত্র প্রদীপের জ্যোতির পূর্ণত্ব ও তীব্রতার ধারণা দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। প্রচীনকালে. জয়তুন তেলের প্রদীপ থেকেই সব থেকে বেশী উজ্জ্বল আলো পাওয়া যেতো, এবং তার মধ্যে উজ্জ্বলতম প্রদীপ হতো সেই প্রদীপ যা উচ্চ ও উম্মুক্ত জায়গার গাছের তেল থেকে প্রজ্জ্বলিত করা হতো। আবার বলা হয়েছে– "যাহার তৈল আপনা আপনি প্রজ্জলিত হইয়া ওঠে তাহাতো আগুন স্পর্শ করুক বা না করুক"– এ কথার উদ্দেশ্য প্রদীপের আলোর সর্বাধিক তীব্র ও উজ্জ্বল হওয়ার ধারণা দান করা।

৩৭. যাদেরকে ব্যবসায় ও কেনা-বেচায় আল্লাহর স্মরণ, নামায কায়েম করা ও যাকাত আদায় করা হতে গাফিল করে দেয় না। তারা সে দিনকে ভয় করতে থাকে যে দিন দিল উল্টিয়ে যাওয়া এবং চোখ পাথর হয়ে যাওয়ার অবস্থা দেখা দেবে।

৩৮. (আর তারা এ সব করে এ জন্য) যেন আল্লাহ তাদের উত্তম আমলের প্রতিফল তাদেরকে দেন এবং অতিরিক্ত স্বীয় অনুগ্রহ দিয়ে তাদেরকে ধন্য করেন। আল্লাহ যাকে চান বে-হিসেব রেজেক দান করেন।

৩৯. (পক্ষান্তরে) যারা কুফরী করেছে, তাদের আমলের দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন শুষ্ক পানিহীন মরুভূমির বুকে মরীচিকা; পিপাসু ব্যক্তি তা পানি মনে করেছিল, কিন্তু যখন সেখানে পৌছিল তখন কিছুই পেল না। বরং সেখানে সে আল্লাহকেই বর্তমান পেল যিনি তার পুরাপুরি হিসাব সম্পন্ন করে দিলেন।

আর আল্লাহর হিসেব গ্রহণে তৎপর।

৪০. অথবা তার দৃষ্টান্ত এমন যেমন এক গভীর সমুদ্রের বুকে অন্ধকার; উপরে এক ঢেউ ছেয়ে রয়েছে, তার উপর আর একটি ঢেউ, তার উপর রয়েছে মেঘমালা; অন্ধকারের উপর অন্ধকার সমাচ্ছন্ন। মানুষ নিজের হাত বের করলেও তা সে দেখতে পায় না। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে নূর দেননি তার জন্য আর কোন নূরই নেই।

রুকু ঃ ৬

৪১. তোমরা কি দেখতে পাও না যে, আল্লাহর তসবীহ করছে সেই সব-কিছু যা আকাশ মন্ডল ও যমীনে অবস্থিত রয়েছে- আর সেই পক্ষীকূলও যারা পক্ষবিস্তার করে উড়ে বেড়াচ্ছে? প্রত্যেকেই নিজের নামায ও তসবীহ করার নিয়ম জানে।

وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٤١﴾ وَ لِلّٰهِ مُلْكُ

আর আল্লাহ খুব অবহিত যাকিছু তারা করছে আর আল্লাহরই জন্যে সার্বভৌমত্ব

السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٤٢﴾ اَلَمْ تَرَ

আকাশমণ্ডলির ও পৃথিবীর এবং দিকে আল্লাহরই প্রত্যাবর্তন (সকলেরই) তুমি লক্ষ্যকর নাই কি

اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِىْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ

যে আল্লাহ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে এরপর পুঞ্জীভূত করেন তার মাঝে এরপর তাকে করেন

رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَ يُنَزِّلُ مِنَ

ঘনীভূত তুমি অতঃপর দেখ বৃষ্টি নির্গত হয় হতে তার ভিতর এবং বর্ষণ করেন (শিলাবৃষ্টি) হতে

السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ

আকাশ সাহায্যে পাহাড়গুলোর তার মধ্যে থাকে বরফ শিলা অতঃপর ক্ষতি পৌছান তা দিয়ে

مَنْ يَّشَآءُ وَ يَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ؕ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ

যাকে ইচ্ছে করেন আবার তা ফিরিয়ে রাখেন হতে যার তিনি ইচ্ছে করেন উপক্রম হয় তার বিদ্যুৎ ঝলক

يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ﴿٤٣﴾ يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ ؕ

কেড়ে নেবে দৃষ্টিশক্তিকে আবর্তন ঘটান আল্লাহ রাতকে ও দিনকে

আর যারা এ সব করে, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে পুরাপুরি ওয়াকিফহাল

৪২. আকাশমন্ডল ও যমীনের বাদশাহী আল্লাহরই জন্য, আর তাঁর দিকেই সকলকে ফিরে যেতে হবে।

৪৩. তোমরা কি লক্ষ্য করনা যে, আল্লাহ মেঘমালাকে ধীরে ধীরে পরিচালিত করেন। পরে তার খন্ডগুলিকে পারস্পরিক একত্রিত ও সম্মিলিত করেন, পরে তাকে আরো পুঞ্জিভূত ও ঘনিভূত করে তোলেন ? তোমরা এও দেখ যে, তার অভ্যন্তর হতে বৃষ্টির ফোটা টপকিয়ে পড়তে থাকে। আর তিনি আকাশ হতে উচ্চ[৩৪] পাহাড়গুলির সাহায্যে শীলা বর্ষণ করেন। আর যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে ক্ষতি পৌঁছিয়ে থাকেন, আর যাকে ইচ্ছা তা হতে বাঁচিয়ে রাখেন। তার বিদ্যুতের চমক চোখকে ঝলসিয়ে দেয়।

৪৪. রাত ও দিনের আবর্তন তিনিই ঘটিয়ে থাকেন।

৩৪। এর অর্থ শৈত্যে জমে যাওয়া মেঘমালাও হতে পারে যাকে আলংকারিক ভাষায় আসমানের পাহাড় বলা হয়েছে এবং যমীনের বুকের পাহাড়ও হতে পারে যা শূন্যলোকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এই সব পাহাড়ের চূড়ায় জমা বরফের প্রভাবে অনেক সময় বাতাস এতই শীতল হয় যে তার ফলে মেঘমালা জমাট বাধে ও শিলাবৃষ্টি ঘটে।

তাতে বিশেষ শিক্ষা রয়েছে চক্ষুষ্মান লোকদের জন্য।

৪৫. আল্লাহ সব জীবকেই এক প্রকারের পানি হতে সৃষ্টি করেছেন। তার কোন কোনটি বুকের উপর হামাগুড়ি দিয়ে চলে, কোন কোনটি দুই পায়ে ভর করে চলে, আবার কোন কোনটি চলে চার পায়ে ভর করে। তিনি যা-ই চান সৃষ্টি করেন, তিনি তো সর্বশক্তিমান।

৪৬. আমরা স্পষ্ট ভাষায় মহাসত্য প্রকাশকারী আয়াত-সমূহ নাযিল করে দিলাম। এখন সিরাতুল মুস্তাকীমের দিকে হেদায়াত আল্লাহই দিবেন যাহাকে তিনি চান।

৪৭. এই লোকেরা বলেঃ আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহও রসূলের প্রতি, আর আমরা আনুগত্য মেনে নিয়েছি। কিন্তু পরে তাদের মধ্য হতে একদল লোক আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। এরূপ লোক কক্ষণই মু'মেন নয়।

৪৮. তাদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে ডাকা হয় - যেন রসূল তাদের পারস্পরিক বিবাদ বিসম্বাদের মামলার ফয়সালা করে দিবেন, তখন তাদের মধ্য হতে একদল পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

৪৯. অবশ্য সত্য যদি তাদের আনুকূল্য করে তা হলে তারা রসূলের নিকট বড় আনুগত্যশীল লোক হিসেবে উপস্থিত হয়।

৫০. তাদের দিলেকি (মুনাফেকীর) রোগ প্রবেশ করেছে? কিংবা তারা সন্দেহে পড়ে গেছে? অথবা আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাদের প্রতি যুলুম করবেন বলে তাদের ভয় হচ্ছে? আসল কথা এই যে, তারা নিজেরাই তো যালেম।

রুকূঃ ৭

৫১. ঈমানদার লোকদের কাজ তো এই যে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ডাকা হবে- যেন রসূল তাদের মামলা-মুকদ্দমার ফয়সালা করে দেয়- তখন তারা বলেঃ আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। বস্তুতঃ এ রূপ লোকেরাই কল্যাণ লাভ করে।

৫২. আর সফল হবে সেই সকল লোক যারা আল্লাহ ও রসূলের হুকুম পালন করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর নাফরমানী হতে দূরে থাকে।

৫৩. তারা (মুনাফেকরা) আল্লাহর নামে কড়া কড়া শপথ করে বলে, "আপনি হুকুম দিলে আমরা ঘর-বাড়ী হতে বের হয়ে আসব।" তাদেরকে বলঃ "শপথ করোনা, তোমাদের আনুগত্যশীলতার অবস্থা খুব ভালোভাবেই জানা আছে। তোমাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ বে-খবর নন।"

৫৪. বলঃ "আল্লাহর অনুগত হও এবং রসূলের অধীন ও অনুসরণকারী হয়ে থাক। কিন্তু তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে থাক, তা হলে খুব ভালোভাবেই জেনে নাও, রসূলের উপর যে কর্তব্য পালনের দায়িত্ব দান করা হয়েছে সে জন্য সে-ই যিম্মাদার; আর তোমাদের উপর যে ফরযের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে সে জন্য তোমরাই দায়ী। তাঁর আনুগত্য করলে তোমরা নিজেরাই হেদায়াত পাবে। অন্যথায় রসূলের দায়িত্ব এ হতে বেশী নয় যে, সে পরিষ্কার ভাবে বিধান পৌঁছিয়ে দিবে।"

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

ওয়াদা করেছেন | আল্লাহ | (তাদেরকে) যারা | ঈমান আনে | তোমাদের মধ্যে হতে | ও | কাজ করে | নেকীর

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ

তাদেরকে তিনি অবশ্যই খলিফা বানাবেন | পৃথিবীতে | যেমন | খলীফা বানিয়েছিলেন | (তাদেরকে) যারা

قَبْلِهِمْ ۪ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ

তাদের পূর্বে (ছিল) | এবং | অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন | তাদের জন্যে | তাদের দ্বীনকে | যা | তিনি পছন্দ করেছেন | তাদের জন্যে

وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ

ও | অবশ্যই | তাদের জন্যে পরিবর্তিত করে দেবেন | পরে | তাদের ভয়-ভীতির | নিরাপত্তায় | আমারই তারা ইবাদতকরবে

لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ

(আর) না | তারা শরীক করবে | আমার সাথে | কোন কিছুরই | আর | যে | কুফরী করবে | পরে | এর | ঐসবলোক অতঃপর

هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۵۵﴾

তারাই | সত্যত্যাগী

৫৫. তোমাদের মধ্যে হতে সেইসব লোকের সাথে-যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে- আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিন তাদেরকে তেমনি ভাবে যমীনে খলিফা বানাবেন যেমন ভাবে তাদের পূর্বে চলে যাওয়া লোকদের বানিয়েছিলেন, তাদের জন্য তাদের এই দ্বীনকে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করে দিবেন যা আল্লাহ তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তা মূলক অবস্থায় পরিবর্তিত করে দিবেন। তারা শুধু আমারাই বন্দেগী করবে এবং আমার সাথে কাউকেও শরীক করবে না[৩৫]। অতঃপর যারা কুফরী করবে[৩৬] তারাই আসলে ফাসেক লোক।

৩৫। কেউ কেউ এর থেকে এই ভুল ধারণা গ্রহণ করে বসে যে- পৃথিবীতে যে শাসন ক্ষমতা লাভ করে সেই খেলাফত লাভ করে। কিন্তু প্রকৃত কথা আয়াতে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছেঃ যে মু'মিন হবে আল্লাহ তাকে খেলাফত দান করবেন।

৩৬। এর অর্থ এ হতে পারে যে- খেলাফত পেয়ে না শোকরী (অকৃতজ্ঞতা) করে এবং এর অর্থ এও হতে পারে যে মুনাফেকদের মত আচরণ করতে লাগে বাহ্যতঃ যেন মু'মিন, কিন্তু আসলে ঈমান থেকে খালি।

৫৬. নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রসূলের আনুগত্য কর। আশা আছে যে, তোমাদের প্রতি রহম করা হবে।

৫৭. যে সব লোক কুফরী করেছে তাদের সম্পর্কে এই ভুল ধারণায় থেকো না যে, তারা পৃথিবীতে আল্লাহকে কাতর ও অক্ষম করে দিবে। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম, আর তা খুবই খারাব ঠিকানা।

রুকু ঃ ৮

৫৮. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের মালিকানাধীন স্ত্রী-পুরুষ আর তোমাদের সে সব বালক, যারা এখনো বুদ্ধির পরিপক্কতা পর্যন্ত পৌছেনি, তিনটি সময় যেন অবশ্যাই অনুমতি নিয়ে তোমাদের নিকট আসে ঃ সকালের নামাযের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা কাপড় খুলে রেখে দাও, আর এশার নামাযের পর।

ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَ

তিন (সময়) | গোপনীয়তার | তোমাদের জন্যে | নাই | আর তোমাদের জন্যে | না | তাদের জন্যে | কোন দোষ | ব্যতীত

هُنَّ ؕ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ كَذٰلِكَ

এসব (সময়) | বার বার যাতায়াত করতে | তোমাদের নিকট | তোমাদের একে | নিকট | অপরের (যাতায়াত তো করতেই হয়) | এভাবে

يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۵۸﴾

সুস্পষ্ট বর্ণনা করেন | আল্লাহ | তোমাদের জন্যে | আয়াতসমূহ | আর | আল্লাহ | সর্বজ্ঞ | প্রজ্ঞাময়

وَ اِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا

এবং | যখন | পৌছে | ছেলেমেয়েরা | তোমাদের মধ্যকার | প্রাপ্ত বয়সে | তারা অনুমতি নেয় যেন তখন

كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ

যেমন | অনুমতি নেয় | যারা | তাদের পূর্বে (বয়োপ্রাপ্ত হয়েছে) | এভাবে | বর্ণনা করেন

اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۵۹﴾ وَ الْقَوَاعِدُ

আল্লাহ | তোমাদের জন্যে | তাঁর নির্দেশাবলী | আর | আল্লাহ | সর্বজ্ঞ | প্রজ্ঞাময় | এবং | (যৌবন) অতিক্রম কারিনী

مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ

মধ্যহতে | স্ত্রীলোকদের | যারা | না | আশা রাখে | বিবাহের | সেক্ষেত্রে নাই | তাদের জন্যে

جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۢ بِزِيْنَةٍ ؕ

কোন গুনাহ | যে | তারা খুলে রাখে | তাদের বস্ত্র (অতিরিক্ত) | না | প্রদর্শন কারিনীরূপে | রূপসৌন্দর্যের

এই তিনটি সময় তোমাদের পর্দা করার সময়। এর পর তারা বিনানুমতিতে আসলে তাতে না তোমাদের কোন দোষ হবে, না তাদের। তোমাদের পরস্পরের নিকট তো বার বার যাওয়া আসা করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর বর্ণনা সমূহের বিশ্লেষণ করে থাকেন; তিনি সবই জানেন, তিনি সুকৌশলী।

৫৯. আর তোমাদের ছেলেমেয়েরা যখন বুদ্ধির পরিপক্কতা পর্যন্ত পৌছিবে তখন অবশ্যই যেন তেমনি ভাবে অনুমতি নিয়ে আসে যেমন ভাবে তাদের বড়রা অনুমতি নিয়ে আসে। .....এই ভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াত সমূহ তোমাদের সামনে উম্মুক্ত করে দেন, তিনি সর্বজ্ঞ ও সুকৌশলী।

৬০. আর যে সব স্ত্রীলোক যৌবন কাল অতিবাহিত করেছে-, বিবাহ করার আকাঙ্খী নয় -তারা যদি নিজেদের চাদর খুলে রাখে তবে তাদের কোন দোষ হবে না; তবে শর্ত এই যে, তারা রূপ-সৌন্দর্যের প্রদর্শনকারী হবে না।

وَ اَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٦٠﴾

আর | বিরত থাকলে | উত্তম | তাদের জন্যে | আর | আল্লাহ | সব কিছু শুনেন | সবকিছুজানেন

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ

নেই | জন্যে | অন্ধের | কোন দোষ | আর | না | জন্যে | পংগুর | কোন দোষ

وَّ لَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّ لَا عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَنْ

আর | না | জন্যে | রোগীর | কোন দোষ | আর | না | জন্যে | তোমাদের নিজেদের (কোনদোষ) | যে

تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ

তোমরা খাও | হতে | তোমাদের ঘরগুলো | অথবা | ঘরগুলো (হতে) | তোমাদের বাপ দাদাদের | অথবা | ঘরগুলো (হতে)

اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ

তোমাদের মা-নানীদের | অথবা | ঘরগুলো (হতে) | তোমাদের ভাইদের | অথবা | ঘরগুলো (হতে) | তোমাদের বোনদের

اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ

অথবা | ঘরগুলো(হতে) | তোমাদের চাচাদের | অথবা | ঘরগুলো (হতে) | তোমাদের ফুফুদের | অথবা | ঘরগুলো (হতে)

اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗۤ

তোমাদের মামাদের | অথবা | ঘরগুলো (হতে) | তোমাদের খালাদের | অথবা | যার | তোমরা মালিক হয়েছ | তার চাবীগুলোর

اَوْ صَدِيْقِكُمْ ؕ

অথবা | তোমাদের বন্ধুদের (গৃহে)

তা সত্ত্বেও তারা যদি লজ্জাশীলতাকে রক্ষা করে তবে তা তাদের জন্যই কল্যাণময় হবে। আর আল্লাহ সবকিছুই জানেন ও শুনেন।

৬১. কোন অন্ধ-পংগু বা রোগাক্রান্ত ব্যক্তি (কারো ঘর হতে কিছু খেলে) কোন দোষ হবে না। না এ ব্যাপারে কোন দোষ আছে যে, নিজেদের ঘর হতে খাবে কিংবা নিজেদের বাপ-দাদার ঘর হতে, অথবা নিজেদের মা-নানীর ঘর হতে, নিজেদের ভাইদের ঘর হতে, নিজেদের বোনদের ঘর হতে চাচাদের ঘর হতে, আপন ফুফুদের ঘর হতে, মামাদের ঘর হতে, খালাদের ঘর হতে কিংবা তাদের ঘর হতে, যার চাবি তোমাদের হাতে অর্পণ করা হয়েছে, অথবা নিজেদের বন্ধু-সুহৃদদের ঘর হতে।

আরবি	অর্থ
لَيْسَ	নেই
عَلَيْكُمْ	তোমাদের জন্যে
جُنَاحٌ	কোন গুনাহ
اَنْ	যে
تَاْكُلُوْا	তোমরা খাও
جَمِيْعًا	একত্রে
اَوْ	অথবা
اَشْتَاتًا ؕ	ভিন্ন ভিন্ন ভাবে
فَاِذَا	অতঃপর যখন
دَخَلْتُمْ	তোমরা প্রবেশ করবে
بُيُوْتًا	ঘরগুলোতে
فَسَلِّمُوْا	সালাম দিবে তখন
عَلٰٓى	উপর
اَنْفُسِكُمْ	তোমাদের নিজেদের
تَحِيَّةً	দোয়া (অভিবাদন স্বরূপ)
مِّنْ	হতে
عِنْدِ	নিকট
اللّٰهِ	আল্লাহর
مُبٰرَكَةً	কল্যাণময় (এই দোয়া)
طَيِّبَةً ؕ	পবিত্র
كَذٰلِكَ	এরূপে
يُبَيِّنُ	বর্ণনা করেন
اللّٰهُ	আল্লাহ
لَكُمُ	তোমাদের জন্যে
الْاٰيٰتِ	আয়াতসমূহকে
لَعَلَّكُمْ	যাতে তোমরা
تَعْقِلُوْنَ ﴿٦١﴾	বুঝতে পার
اِنَّمَا	মূলতঃ
الْمُؤْمِنُوْنَ	ঈমানদার (তারাই)
الَّذِيْنَ	যারা
اٰمَنُوْا	ঈমান আনে
بِاللّٰهِ	আল্লাহর উপর
وَ	ও
رَسُوْلِهٖ	তাঁর রাসূলের (উপর)
وَ	এবং
اِذَا	যখন
كَانُوْا	তারা হয়
مَعَهٗ	তার সাথে
عَلٰٓى	উপর
اَمْرٍ	কোনকাজের
جَامِعٍ	সমষ্টিগত ভাবে
لَّمْ	না
يَذْهَبُوْا	তারা চলে যায়
حَتّٰى	যতক্ষণনা
يَسْتَاْذِنُوْهُ ؕ	তার(হতে) অনুমতি নেয়
اِنَّ	নিশ্চয়ই
الَّذِيْنَ	যারা
يَسْتَاْذِنُوْنَكَ	তোমার(হতে) অনুমতি চায়
اُولٰٓئِكَ	ঐসবলোক
الَّذِيْنَ	তারাই
يُؤْمِنُوْنَ	ঈমান আনে
بِاللّٰهِ	আল্লাহর উপর
وَ	ও
رَسُوْلِهٖ ج	তার রাসূলের (উপর)

তোমরা একত্রিত হয়ে খাও বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে খাও, তাতে কোন দোষ নেই। অবশ্য যখন ঘর-সমূহে প্রবেশ করবে তখন নিজেদের লোকজনকে সালাম করবে। কল্যাণের দোয়া আল্লাহর নিকট হতে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তা বড়ই বরকতপূর্ণ ও পবিত্র। এভাবে আল্লাহতা'আলা তোমাদের সামনে আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন। আশা আছে যে, তোমরা বুঝে কাজ করবে।

রুকু ঃ ৯

৬২. মু'মেন মূলতঃই তারা যারা আল্লাহ ও রসূলকে অন্তর হতে মেনে নেয়। আর কোন সামাজিক-সামগ্রিক কাজে তারা যখন রসূলের সাথে একত্রিত হয় তখন তাঁর অনুমতি না নিয়ে তারা চলে যায় না। হে নবী, যেসব লোক তোমার নিকট অনুমতি চায় তারাই আল্লাহ ও রসূলকে মানে।

فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ

অতএব যখন — তোমার(নিকট) অনুমতি চায় — কোনকিছুর জন্যে — তাদের ব্যাপারে — তখন অনুমতি দাও — যাকে — তুমি চাও

مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾

তাদের মধ্য হতে — আর — ক্ষমা চাও — তাদের জন্যে — আল্লাহর (নিকট) — নিশ্চয়ই — আল্লাহ — ক্ষমাশীল — মেহেরবান

لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم

না — তোমরা গণ্য করো — আহবানকে — রাসূলের — তোমাদের মাঝে — আহবানের মত — তোমাদের একে

بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ

অপরের — নিশ্চয়ই — জানেন — আল্লাহ — (তাদেরকে) যারা — সরে পড়ে — তোমাদের মধ্যহতে

لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن

আড়ালে — সুতরাং ভয় করা উচিৎ — (তাদের) যারা — অমান্য করে — হুকুমের — তার — যে

تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

তাদের(উপর) পড়বে — বিপর্যয় — অথবা — তাদের (উপর) পড়বে — শাস্তি — মর্মন্তুদ

অতএব তারা যখন নিজেদের কোন কাজের কারণে অনুমতি চাইবে তখন তুমি যাকে ইচ্ছা অনুমতি দান কর। আর এই ধরনের লোকদের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফেরাতের দোয়া কর। আল্লাহ নিশ্চিতই ক্ষমাশীল ও দায়াবান।

৬৩. হে মুসলমান! রসূলের আহ্বানকে তোমাদের পরস্পরের আহ্বানের মত ব্যাপার মনে করো না। আল্লাহ সেই লোকদের খুবই ভালভাবেই জানেন যারা তোমাদের মধ্য হতে পরস্পরের আড়াল নিয়ে চুপে চুপে সরে পড়ে। রসূলের হুকুম অমান্যকারীদের ভয় থাকা উচিত, তারা যেন কোন ফেতনায় আটক হয়ে না পড়ে, কিংবা তাদের উপর মর্মন্তুদ আযাব না আসে।

اَلَآ	اِنَّ	لِلّٰهِ	مَا فِي	السَّمٰوٰتِ	وَ	الْاَرْضِ ؕ	قَدْ	يَعْلَمُ
সাবধান হও	নিশ্চয়ই	আল্লাহরই জন্যে	আছে যা কিছু	আকাশমন্ডলিতে	ও	পৃথিবীতে	নিশ্চয়ই	তিনি জানেন

مَا	اَنْتُمْ	عَلَيْهِ ؕ	وَ	يَوْمَ	يُرْجَعُوْنَ	اِلَيْهِ	فَيُنَبِّئُهُمْ	بِمَا
তা	তোমরা (আছ)	যে (অবস্থার) উপরে	এবং	যেদিন	তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে	তাঁর দিকে	তখন তাদেরকে তিনি জানিয়ে দেবেন	ঐবিষয়ে যা

عَمِلُوْا ؕ	وَ	اللّٰهُ	بِكُلِّ	شَيْءٍ	عَلِيْمٌ ﴿٦٤﴾
তারা কাজ করেছে	আর	আল্লাহ	সম্পর্কে সব	কিছু	খুব জ্ঞাত

৬৪. সাবধান হও! আসমান-যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর জন্য। তোমরা যেরূপ আচরণই গ্রহণ কর না কেন, আল্লাহ তা জানেন। যেদিন মানুষকে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে নিয়ে যাওয়া হবে সেদিন তিনি তাদেরকে বলে দেবেন যে তারা কি সব করে এসেছে। তিনি তো সব বিষয়ই জানেন।

সূরা আল-ফোরকান

নামকরণ

এ সূরার প্রথম আয়াত 'تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ' এর 'আল-ফোরকান' শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অধিকাংশ সূরার মত শুধু একটি চিহ্ন হিসেবেই এ নাম গ্রহণ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এ সূরার বিষয়-বস্তুর সঙ্গে এ নামের কিছু না কিছু সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য রয়েছে। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত জানা যাবে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বর্ণনাভংগী এবং আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করলে স্পষ্ট মনে হয় যে, সূরা মু'মেনুন ইত্যাদি যখন নাযিল হয়, এ সূরাটিও তখন নাযিল হয়েছে, আর তা ছিল রসূলে করীম (সঃ)-এর মক্কায় অবস্থানকালের মাঝামাঝি সময়। ইবনে জরীর ও ইমাম রাযী যাহ্হাক ইবনে মুজাহিম ও মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের এ রেওয়াত উদ্ধৃত করেছেন যে, এ সূরাটি সূরা নিসার আট বছর পূর্বে নাযিল হয়েছিল। এ হিসেবেও এর নাযিল হওয়ার সময় কাল সেই মাঝামাঝি সময়ই মনে হয়। ইবনে জরীর , ১৯শ খন্ড, ২৮-৩০পৃঃ; তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খন্ড-, ৩৫৮পৃঃ

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

কুরআন মজীদ, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এবং তার পেশকৃত আদর্শ ও শিক্ষা সম্পর্কে মক্কার কাফেরদের তরফ হতে যে সব সন্দেহ-সংশয় ও প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিল, এ সূরায় সে সবের জবাব এবং তার পর্যালোচনা করা হয়েছে। তার এক একটা প্রশ্নের পরিমিত ও যথাযথ জবাব দেয়া হয়েছে। আর সংগে সংগে সত্য দ্বীনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার মারাত্মক পরিণতির কথাও স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে। শেষ ভাগে সূরা মু'মেনুন এর ন্যায়- ঈমানদার লোকদের নৈতিক বৈশিষ্ট্যের একটা চিত্র অংকন করে জনগণের সামনে পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ মাপকাঠি দ্বারা পরখ করে দেখ, কে খাঁটি ও কে অখাঁটি-কৃত্রিম। এক দিকে রয়েছে এহেন মহান স্বাভাব- চরিত্রসম্পন্ন লোক যারা নবী করীম (সঃ)-এর বিশেষ প্রশিক্ষণের ফলে এ পর্যন্ত তৈরী হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও অনুরূপ ব্যক্তি চরিত্র তৈরী করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আর অপরদিকে রয়েছে স্বভাব চরিত্রের সেই নমুনা, যা সাধারণ আরবদের মধ্যে পাওয়া যায় এবং যা বহাল রাখার জন্য জাহেলিয়াতের ধারক বাহকরা সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে। এ দু'ধরনের স্বভাব-চরিত্র পর্যবেক্ষণ করে তোমরা এর কোনটি পছন্দ কর, তা বিবেচনাকরে দেখ। আসলে এ ছিল এমন একটি প্রশ্ন যা ভাষার পোশাকে সজ্জিত করে পেশ করা হয়নি বটে, কিন্তু তবুও এ আরবের প্রত্যেকটি বাসিন্দার সামনেই বর্তমান ছিল। অতঃপর কয়েক বছরের মধ্যেই এক ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু ছাড়া গোটা জাতিই এর যে জওয়াব দিয়েছে তা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরদিনের জন্য রক্ষিত হয়ে আছে।

اٰيَاتُهَا ٧٧ (٢٥) سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ٦

সাতাত্তর তার আয়াত (সংখ্যা) — আল-ফুরকান— সূরা -(২৫) মক্কী — ছয় তার রুকু (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে(শুরু করছি)

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ

অতীব বরকতপূর্ণ (সেই সত্তা) যিনি নাযিল করেছেন সত্য- মিথ্যার মাপকাঠি উপর তাঁর বান্দার সে হয় যেন

لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۝١ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ

জগদ্বাসীর জন্যে সতর্ককারী যিনি (এমন সত্তা যে) তাঁরই জন্যে রাজত্ব আকাশমন্ডলির

وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ

ও পৃথিবীর এবং তিনি গ্রহণ করেন নাই কোন পুত্র আর না আছে তাঁর জন্যে কোন অংশীদার

فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ۝٢

মধ্যে রাজত্বের এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেক জিনিসকে তা অতএব পরিমিত করেছেন (যথাযথ) পরিমাণে

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّ

আর (কিছুলোক) গ্রহণ করেছে তাঁর পরিবর্তে ইলাহরূপে (অন্যদেরকে) না (সেই ইলাহরা) সৃষ্টি করেছে কোন কিছু অথচ

هُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا

তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে আর না তারা ক্ষমতা রাখে তাদের নিজেদের জন্যেও কোন ক্ষতির

وَّلَا نَفْعًا

আর না উপকারের

রুকু ঃ ১

১. অতীব বরকতপূর্ণ সেই সত্তা, যিনি এই ফোরকান নিজের বান্দার উপর নাযিল করেছেন যেন তা সারা জগদ্বাসীর জন্য ভয়-প্রদর্শক হয়,

২. যিনি যমীন ও আসমানসমূহের বাদশাহীর মালিক, যিনি কাউকেও পুত্র বানিয়ে নেননি, যাঁর সাথে বাদশাহীতে কেউই শরীক নেই, যিনি সব জিনিসই পয়দা করেছেন এবং পরে তার একটি তকদীর নির্দিষ্ট করেছেন।

৩. লোকেরা তাঁকে পরিত্যাগ করে এমন সব মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে যারা কোন জিনিস পয়দা করে না, বরং নিজেরাই সৃষ্ট হয়, যারা নিজেরা নিজেদের জন্যও কোন ক্ষতি বা কল্যাণের ইখতিয়ার রাখে না,

وَّ لَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّ لَا حَيٰوةً وَّ لَا

এবং না তারা ক্ষমতা রাখে মৃত্যুর আর না জীবনের আর না

نُشُوْرًا ۝٣ وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ

পুনরুত্থানের এবং বলে যারা অস্বীকার করেছে নয় এই (কুরআন) এব্যতীত

اِفْكُ ِۨافْتَرٰىهُ وَ اَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ

মন গড়া জিনিস তা(মুহম্মাদ (সঃ)) রচনা করেছে ও তাকে সাহায্য করেছে এক্ষেত্রে লোকেরা অন্য সব

فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّ زُوْرًا ۝٤ وَ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ

নিশ্চয়ই এভাবে তারা উপনীত হয়েছে যুলমে ও মিথ্যায় এবং তারা বলে (এই কোরআন) উপকথার সমাহার

الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً

পূর্বকালের তা সে লিখিয়ে নিয়েছে তা অতঃপর শুনান হয় তার নিকট সকালে

وَّ اَصِيْلًا ۝٥ قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ

ও সন্ধ্যায় বল (হেনবী) তা নাযিল করেছেন (এমন সত্তা) যিনি জানেন (সমুদয়) রহস্য

فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا

মধ্যকার আকাশমন্ডলীর ও পৃথিবীর তিনি নিশ্চয়ই হলেন ক্ষমাশীল

رَّحِيْمًا ۝٦

মেহেরবান

যারা না মারতে পারে, না জীবন দান করতে পারে, না মৃতদের পুনরুত্থিত করতে সক্ষম।

৪. যে সব লোক নবীর কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা বলে "এই ফোরকান এক মনগড়া জিনিস যা এই ব্যক্তি নিজেই রচনা করে নিয়েছে এবং অপর কিছু লোক এই কাজে তাকে সাহায্য করেছে"। বড়ই যুলুম এবং অতীব কঠিন মিথ্যা এই কথা যাতে তারা লিপ্ত হয়েছে।

৫. তারা বলে "এ পূর্বতন লোকদের রচিত জিনিস যা এই ব্যক্তি নকল করে থাকে, আর তা সকাল-সন্ধ্যা তাকে শুনানো হচ্ছে।"

৬. হে নবী! এই লোকদেরকে বল তা নাযিল করেছেন সেই মহান সত্তা, যিনি যমীন ও আকাশ মন্ডলের তত্ত্ব-রহস্য জানেন। প্রকৃত কথা এই যে, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

يَأْكُلُ	الرَّسُولِ	هٰذَا	مَالِ	قَالُوا	وَ
সে খায়	রসূল	এই	কেমন	তারা বলে	এবং

أُنْزِلَ	لَآ	لَوْ	الْأَسْوَاقِ	فِي	يَمْشِي	وَ	الطَّعَامَ
নাযিল করা হল	না	কেন	হাট বাজার সমূহে	মধ্যে	চলাফেরা করে	ও	খাবার

يُلْقَىٰٓ	أَوْ	نَذِيرًا ۝	مَعَهُ	فَيَكُونَ	مَلَكٌ	إِلَيْهِ
অবতীর্ণ করা হতো	অথবা	ভীতি প্রদর্শনকারী	তার সাথে	সে হতো অতঃপর	কোন ফেরেশতা	তার উপর

مِنْهَا	يَأْكُلُ	جَنَّةٌ	لَهُ	تَكُونُ	أَوْ	كَنْزٌ	إِلَيْهِ
তাহতে	খেতো	একটি বাগান	তার জন্যে	হতো	অথবা	কোন ধনভান্ডার	তার উপর

مَّسْحُورًا ۝٨	رَجُلًا	إِلَّا	تَتَّبِعُونَ	إِنْ	الظّٰلِمُونَ	قَالَ	وَ
যাদুগ্রস্ত	এক ব্যক্তিকে	এব্যতীত	তোমরা অনুসরণ করছ	না	যালেমেরা	বলে	এবং

فَضَلُّوا	الْأَمْثَالَ	لَكَ	ضَرَبُوا	كَيْفَ	انْظُرْ
তারা এভাবে বিভ্রান্ত হয়েছে	উপমাসমূহ	তোমার জন্যে	পেশ করছে	কেমন	লক্ষ্য কর

سَبِيلًا ۝٩	يَسْتَطِيعُونَ	فَلَا
কোন (সঠিক) পথ	তারা পেতে পারে	অতএব না

ع ২ / ১২

৭. তারা বলে এ কেমন রসূল, যে খাবার খায় ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করে! তার নিকট কোন ফেরেশতা কেন প্রেরিত হল না যে তার সংগে থাকত এবং (আমান্যকারী লোকদেরকে) ভয় দেখাত।

৮. অথবা অন্তত তার জন্য কোন ধন-ভান্ডারই অবতীর্ণ করা হত; কিংবা তার নিকট কোন বাগানই হত যা হতে সে (নিশ্চিন্তে) রুযি লাভ করত। আর এই যালেমরা বলে তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির পিছনে চলতে শুরু করেছ।

৯. লক্ষ্য কর, কি রকম সব যুক্তি এরা তোমার সামনে পেশ করছে। তারা এমনভাবে বিভ্রান্ত হয়েছে যে, কোন সঠিক পথই তারা পেতে পারে না।

تَبٰرَكَ الَّذِيْٓ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ

(সেই সত্তা) অতীব বরকতময় যিনি — যদি — চান — দিতে পারেন — তোমার জন্যে — (আরও) উত্তম — চেয়েও — এর

جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَ يَجْعَلْ لَّكَ

(অনেক) বাগবাগিচা — প্রবাহিত হয় — তার পাদদেশে — ঝর্ণাধারাসমূহ — এবং — দিতে পারেন — তোমার জন্যে

قُصُوْرًا ﴿۱۰﴾ بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ۣ وَ اَعْتَدْنَا

(অনেক) প্রাসাদ — কিন্তু — তারা মিথ্যা ভাবছে — কিয়ামতকে — আর — আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি

لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿۱۱﴾ اِذَا رَاَتْهُمْ

(তার) জন্যে যে — মিথ্যারোপ করে — কিয়ামতকে — জ্বলন্ত অগ্নি — যখন (আগুন) — তাদেরকে দেখবে

مِّنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّ

হতে — জায়গা — দূরবর্তী — তারা শুনতে পাবে (তখন) — তার — ক্রোধের গর্জন — ও

زَفِيْرًا ﴿۱۲﴾ وَ اِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ

চীৎকার — এবং — যখন — নিক্ষেপ করা হবে — তার মধ্যে — জায়গায় — সংকীর্ণ — শৃংখলিত অবস্থায়

دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ﴿۱۳﴾ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا

তারা ডাকবে — সেখানে — মৃত্যুকে — (বলা হবে) না — তোমরা ডাক — আজ — মৃত্যুকে

وَّاحِدًا وَّ ادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ﴿۱۴﴾

এক(বার) — বরং — ডাক — মৃত্যু — বহুবার

রুকূ : ২

১০. বরকতওয়ালা তিনি যিনি চাইলে তাদের প্রস্তাবিত জিনিসগুলির অপেক্ষাও অধিক কল্যাণময় জিনিস তোমাকে দিতে পারেন। (একটি নয়) অসংখ্য বাগ-বাগীচাও দিতে পারেন, যার নীচে দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়, আর দিতে পারেন তোমাকে বড় বড় প্রাসাদ।

১১. আসল কথা এই যে, এরা সেই নির্দিষ্ট মুহূর্তকে মিথ্যা মনে করেছে[১]। আর যে লোকই সেই মুহূর্তকে মিথ্যা মনে করবে তার জন্য আমরা জলন্ত আগুনের ব্যবস্থা করে রেখেছি।

১২. তা যখন দূরহতে এদেরকে দেখতে পাবে তখন এরা তার ক্রোধ ও তেজস্বী আওয়াজকে শুনতে পাবে।

১৩. আর এরা যখন হাত-পা বাধা অবস্থায় তার কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে তখন সেখানেই নিজেদের মৃত্যু ও ধ্বংসকে ডাকতে শুরু করবে।

১৪. (তখন তাদেরকে বলা হবে) আজ একবারের মৃত্যু নয়, বহু মৃত্যুকেই তোমরা ডাকতে থাক।

১। অর্থাৎ কেয়ামতকে।

قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ط

বল — এটাকি — উত্তম — না — জান্নাত — চিরস্থায়ী — যা — ওয়াদা করা হয়েছে — মুত্তাকীদেরকে

كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَّ مَصِيْرًا ⑮ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ

(সেটা) হবে — তাদের জন্যে — পুরস্কার — ও — প্রত্যাবর্তনস্থল — তাদের জন্যে (থাকবে) — তারমধ্যে — যা — তারা চাইবে

خٰلِدِيْنَ ط كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْـُٔوْلًا ⑯

তারা স্থায়ী হবে (সেখানে) — (এটা) হল — উপর — তোমার রবের — ওয়াদা — অবশ্য পালনীয়

وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَ مَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

আর — যেদিন — তাদেরকে তিনি একত্রিত করবেন — এবং — যাদেরকে — তারা ইবাদত করত — পরিবর্তে — আল্লাহর

فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِىْ هٰۤؤُلَآءِ اَمْ هُمْ

তখন তিনি বলবেন — তোমরাই কি — তোমরা বিভ্রান্ত করেছিলে — আমার বান্দাদেরকে — এসব — না — তারাই

ضَلُّوا السَّبِيْلَ ط ⑰

ভ্রান্ত হয়েছিল — পথ

---

১৫. তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, এই পরিণতি ভালো, না সেই চিরন্তনের বেহেশত ভালো যার ওয়াদা করা হয়েছে খোদাভীরু পরহেজগার লোকদের জন্য, যা হবে তাদের আমলের প্রতিফল এবং তাদের মহাযাত্রার শেষ মনযিল,

১৬. যেখানে তাদের সকল আশা-বাসনা পুরণ করা হবে, যেখানে তারা চিরকালই থাকবে? যা পালন করা তোমাদের রবের দায়িত্বে এক অবশ্য পুরণীয় ওয়াদা বিশেষ।

১৭. আর সে দিনই (তোমাদের রব) তাদেরকেও ঘিরে ফেলবেন ও তাদের মাবুদদেরকেও ডেকে আনবেন যাদেরকে আজ তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে পূজা-উপাসনা করছে। পরে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেনঃ "তোমরা কি আমার এই বান্দাদেরকে গোমরাহ করেছ? না, এরা নিজেরাই সঠিক নির্ভুল পথ হতে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল?"

আরবী	অর্থ
قَالُوا	তারা বলবে
سُبْحٰنَكَ	আপনার সত্তা পবিত্র মহান
مَا	না
كَانَ	ছিল
يَنْبَغِيْ	সাধ্য বা শোভনীয়
لَنَآ	আমাদের জন্যে
اَنْ	যে
نَّتَّخِذَ	গ্রহণ করব আমরা
مِنْ دُوْنِكَ	আপনার পরিবর্তে
مِنْ	কোন
اَوْلِيَآءَ	অভিভাবক
وَلٰكِنْ	কিন্তু
مَّتَّعْتَهُمْ	তাদেরকে(আপনি)ভোগ সম্ভার দিয়েছিলেন
وَ	এবং
اٰبَآءَهُمْ	তাদের পিতৃপুরুষ দেরকেও
حَتّٰى	শেষ পর্যন্ত
نَسُوا	তারা ভুলে গিয়েছিল
الذِّكْرَ	(আপনার) স্মরণ
وَ	এবং
كَانُوْا	তারা হয়েছিল
قَوْمًا	জাতিতে
بُوْرًا ﴿١٨﴾	ধ্বংসপ্রাপ্ত
فَقَدْ	তখন নিশ্চয়ই
كَذَّبُوْكُمْ	তোমাদেরকে (তোমাদের) মাবুদরা মিথ্যা সাব্যস্ত করবে
بِمَا	ঐবিষয় যা
تَقُوْلُوْنَ	তোমরা বলছ
فَمَا	সুতরাং না
تَسْتَطِيْعُوْنَ	তোমরা পারবে
صَرْفًا	ফিরাতে (শাস্তি)
وَّ	আর
لَا	না
نَصْرًا	সাহায্যও (পাবে)
وَ	আর
مَنْ	যে
يَّظْلِمْ	অত্যাচার জুলুম করবে
مِّنْكُمْ	তোমাদের মধ্যে হতে
نُذِقْهُ	তাকে আস্বাদ করাব আমরা
عَذَابًا	শাস্তি
كَبِيْرًا ﴿١٩﴾	গুরুতর

১৮. তার বলবেঃ "পবিত্র-মহান আপনার সত্তা! আপনাকে ছাড়া অপর কাউকেও নিজেদের 'মাওলা' বানাব, আমাদের তো সেই সাধ্যও ছিল না। কিন্তু আপনি তাদেরকে ও তাদের বাপ-দাদাদেরকে জীবন-যাপনের সামগ্রী বিপুল পরিমাণে দিয়েছেন; ফলে এরা প্রকৃত সবক ভুলে গিয়েছে ও ভাগ্যাহত হয়ে পড়েছে।

১৯. (তোমাদের মাবুদরা সেদিন) এমনিভাবেই তোমাদের সেসব কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করবে যা আজ তোমরা বলছ[২]। তখন তোমরা না নিজেদের ভাগ্যাহত অবস্থা ফিরাতে পারবে, না কোথাও হতে তোমরা সাহায্য পেতে পারবে। আর তোমাদের মধ্যে যে লোকই হবে অত্যাচারী-যুলুমকারী তাকেই আমরা কঠিন আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাব।

২। বিষয়-বস্তু দ্বারা স্বতঃই প্রকাশ পাচ্ছে যে এই আয়াতে মা'বুদ -উপাস্য বলতে মূর্তি অথবা চাঁদ, সূর্য প্রভৃতিকে বোঝাচ্ছে না, বরং ফেরেশতা ও সৎ পূণ্যবান মানুষদের বোঝানো হয়েছে যাদেরকে দুনিয়ার উপাস্য বানিয়ে নেওয়া হয়েছে।

وَ مَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا

আর (হেনবী) | না | আমরা পাঠিয়েছি | তোমার পূর্বে (কাউকে) | মধ্যহতে | রাসূলদের | এব্যাতীত যে

اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَ يَمْشُوْنَ فِى

তারা নিশ্চয়ই | আহার করত অবশ্যই | খাদ্য | ও | চলাফিরা করত | মধ্যে

الْاَسْوَاقِ ؕ وَ جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ؕ

হাট- বাজারগুলোর | আর | আমরা করেছি | তোমাদের একে | অপরের জন্যে | পরীক্ষা স্বরূপ

اَتَصْبِرُوْنَ ۚ وَ كَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ﴿٢٠﴾

তোমরা ধৈর্য ধারন করবে কি | আর (জেনেরেখ) | হলেন | তোমার রব (এমন যে) | তিনি সব কিছু দেখেন

وَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا لَوْ لَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا

এবং | বলবে | (তারা) যারা | না | আশংকা করে | আমাদের সাক্ষাতের | কেন | না | অবতীর্ণ করা হল | আমাদের উপর

الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا ؕ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ

ফেরেশতাদের | অথবা | আমরা প্রত্যক্ষ করি | আমাদের রবকে | নিশ্চয়ই | তারা অহংকার করেছে | মধ্যে | তাদের নিজেদের মনের

وَ عَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا ﴿٢١﴾

ও | অবাধ্য হয়েছে | অবাধ্য | গুরুতর

রুকূ ঃ ৩ ع

২০. হে নবী! তোমার পূর্বে আমরা যে সকল রসূলই পাঠিয়েছি, তারাও সকলে খাবার খেত এবং হাট বাজারে চলাফেরাকারী লোকই ছিল। আসলে আমরা তোমাদের পরস্পরকে পরস্পরের জন্য পরীক্ষার কারণ ও মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছি[৩]। তোমরা কি সবর অবলম্বন করবে[৪]? ... তোমাদের রব তো সব কিছুই দেখতে পান।

রুকূ ঃ ৩

২১. যে সব লোক আমাদের সামনে হাজির হওয়ারআশংকাবোধ করে না, তারা বলে ফেরেশতা আমাদের নিকট পাঠানো হবে না কেন? না হয় আমরা আমাদের রবকে দেখব। এই লোকেরা বড় দাম্ভিকতা নিয়ে বসেছে নিজেদের মনের মধ্যে, আর তারা বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার সীমা লংঘন করে গেছে।

৩। অর্থাৎ রসূল ও ঈমানদারদের জন্য সত্য অমান্যকারীরা পরীক্ষাস্বরূপ এবং অমান্যকারীদের জন্য রসূল ও মু'মিনরা পরীক্ষাস্বরূপ।

৪। অর্থাৎ এই মোসলেহাত বুঝে নেওয়ার পর এখন কি তোমাদের ধৈর্য বোধ এসে গিয়েছে যে, এই পরীক্ষামূলক অবস্থা সেই শুভ উদ্দেশ্যের জন্য একান্ত জরুরী যে উদ্দেশ্যে তোমরা কাজ করছো। এখন কি তোমরা সেই সব আঘাত খেতে প্রস্তুত এই পরীক্ষামূলক অবস্থার সময় যা অপরিহার্য ?

يَوْمَ	يَرَوْنَ	الْمَلٰٓئِكَةَ	لَا	بُشْرٰى	يَوْمَئِذٍ
যেদিন	তারা দেখবে	ফেরেশতাদেরকে	না	সুসংবাদ (থাকবে)	সেদিন

لِّلْمُجْرِمِيْنَ	وَ	يَقُوْلُوْنَ	حِجْرًا	مَّحْجُوْرًا ﴿٢٢﴾	وَ
অপরাধীদের জন্যে	এবং	তারা বলবে (আছে কি)	কোন আড়াল *	দুর্ভেদ্য	এবং

قَدِمْنَآ	اِلٰى	مَا	عَمِلُوْا	مِنْ	عَمَلٍ	فَجَعَلْنٰهُ	هَبَآءً	مَّنْثُوْرًا ﴿٢٣﴾
আমরা অগ্রসর হব,বিবেচনা করব	(তার) প্রতি	যা	তারা করেছে		কোন কাজ	অতঃপর তা আমরা পরিণত করব	ধূলিকণায়	বিক্ষিপ্ত

اَصْحٰبُ	الْجَنَّةِ	يَوْمَئِذٍ	خَيْرٌ	مُّسْتَقَرًّا	وَّ	اَحْسَنُ	مَقِيْلًا ﴿٢٤﴾
অধিবাসীদের (জন্যে)	জান্নাতের	সেদিন	কল্যাণময়	বাসস্থান (থাকবে)	ও	অতি উত্তম	দুপুরের বিশ্রাম স্থল

وَيَوْمَ	تَشَقَّقُ	السَّمَآءُ	بِالْغَمَامِ	وَ	نُزِّلَ	الْمَلٰٓئِكَةُ	تَنْزِيْلًا ﴿٢٥﴾
এবং সেদিন	বিদীর্ণ হবে	আকাশ	পিন্ড মেঘসহ	ও	অবতীর্ণ করা হবে	ফেরেশতাদেরকে	অবতরণ (ক্রমাগত ভাবে)

اَلْمُلْكُ	يَوْمَئِذِ	الْحَقُّ	لِلرَّحْمٰنِ ط	وَ	كَانَ	يَوْمًا	عَلَى
কর্তৃত্ব (হবে)	সেদিন	প্রকৃত (কর্তৃত্ব)	দয়াময়ের জন্যে	আর	হবে	সেদিন	জন্যে

الْكٰفِرِيْنَ	عَسِيْرًا ﴿٢٦﴾
কাফেরদের	কঠিন

২২. যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখবে সেদিন দুষ্কৃতিকারীদের জন্য কোন সুসংবাদের দিন হবে না। তারা 'আল্লাহর আশ্রয়!' বলে চিৎকার করে উঠবে।

২৩. আর যা কিছু তাদের কৃতকর্ম তাদের রয়েছে তা নিয়ে আমরা ধূলিকণার মত উড়িয়ে দেব।

২৪. শুধু তারাই– যারা জান্নাতের অধিকারী– সেদিন কল্যাণময় স্থানে অবস্থান করবে, আর দুপুরের সময় কাটাবার জন্য তারা উত্তম স্থান লাভ করবে।

২৫. আকাশ-মন্ডল দীর্ণ করে এক মেঘপিন্ড সেদিন আত্মপ্রকাশ করবে, আর ক্রমাগতভাবে ফেরেশতা নাযিল করা হবে।

২৬. সেদিন প্রকৃত বাদশাহী কেবল রহমানেরই হবে, আর তা অমান্যকারীদের জন্য বড়ই কঠিন দিন হবে।

* حِجْرًا مَّحْجُوْرًا এর শাব্দিক অর্থ দুর্ভেদ্য আড়াল। আরবরা বড় ধরনের কোন বিপদ দেখলে এই শব্দদ্বয় ব্যবহার করে মানুষের আশ্রয় প্রার্থনা করত। কিয়ামতের দিন অপরাধীরা শাস্তির ফেরেশতাদের আসতে দেখে এ ধরণের শব্দ ব্যবহার করবে।

وَ	يَوْمَ	يَعَضُّ	الظَّالِمُ	عَلٰى	يَدَيْهِ	يَقُوْلُ
এবং	সেদিন	কামড়াবে	যালেম	উপর	তার দুহাতের	বলবে

يٰلَيْتَنِى	اتَّخَذْتُ	مَعَ	الرَّسُوْلِ	سَبِيْلًا ⑳	يٰوَيْلَتٰى
হায় আমার আফসোস	আমি ধরতাম (যদি)	সাথে	রাসূলের	পথ	হায় আমার দুর্ভাগ্য

لَيْتَنِىْ	لَمْ	اَتَّخِذْ	فُلَانًا	خَلِيْلًا ㉘	لَقَدْ	اَضَلَّنِىْ	عَنِ
আমার আফসোস	না	গ্রহণ করতাম	অমুককে	বন্ধুরূপে	নিশ্চয়ই	আমাকে সে বিভ্রান্ত করেছে	হতে

الذِّكْرِ	بَعْدَ	اِذْ	جَآءَنِىْ ط	وَ	كَانَ	الشَّيْطٰنُ	لِلْاِنْسَانِ
নসীহত (কুরআন)	এরপরও	যখন	আমার (নিকট) এসেছিল	আর	হল	শয়তান	মানুষের জন্যে

خَذُوْلًا ㉙	وَ	قَالَ	الرَّسُوْلُ	يٰرَبِّ	اِنَّ	قَوْمِى	اتَّخَذُوْا
প্রতারক	এবং	বলবে	রাসূল	হে আমার রব	নিশ্চয়ই	আমার জাতি	গ্রহণ করেছিল

هٰذَا	الْقُرْاٰنَ	مَهْجُوْرًا ㉚	وَ	كَذٰلِكَ	جَعَلْنَا	لِكُلِّ	نَبِىٍّ
এই	কুরআনকে	উপহাসের গুরুত্বহীন বস্তুরূপে	এবং	এভাবে	আমরা করেছি	জন্যে প্রত্যেক	নবীর

عَدُوًّا	مِّنَ	الْمُجْرِمِيْنَ ط	وَكَفٰى	بِرَبِّكَ	هَادِيًا	وَّ	نَصِيْرًا ㉛
শত্রু		দুষ্কৃতকারীদেরকে	এবং যথেষ্ট	তোমার রব (তোমার জন্যে)	পথ প্রদর্শক	ও	সাহায্যকারীরূপে

২৭. যালেম লোকেরা নিজেদের হাত কামড়াবে ও বলবে "হায়, আমি যদি রসূলের সংগ গ্রহণ করতাম।

২৮. হায় আমার দুর্ভাগ্য। অমুক ব্যক্তিকে যদি আমি বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।

২৯. তার প্ররোচনায় পড়ে আমি সেই 'নসীহত' মেনে নেইনি যা আমার নিকট এসেছিল। মানুষের জন্যে শয়তান বড়ই প্রতারক

৩০. আর রসূল বলবে "হে আমার রব। আমার জাতির লোকেরা এই কুরআনকে উপহাসের বস্তু বানিয়ে নিয়েছিল।"

৩১. হে নবী। আমরা তো এমনিভাবে দুষ্কৃতিকারীদেরকে প্রত্যেক নবীর দুশমন বানিয়ে দিয়েছি। আর তোমার জন্য তোমার রবই পথ-প্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে যথেষ্ট।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً

এবং বলে যারা কুফুরি করেছে কেন না অবতীর্ণ হল তার উপর কুরআন সমস্তই

وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ

একবারে এভাবে (করেছি) আমরা যেন বদ্ধমূল করি এদ্বারা তোমার অন্তরকে এবং তা আমরা আবৃত্তি করেছি (সাজিয়েছি)

تَرْتِيْلًا ﴿٣٢﴾ وَلَا يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ

স্পষ্ট আবৃত্তি (স্পষ্টভাবে সাজানো) এবং না তোমার(কাছে) তারা আনে কোন সমস্যাকে যে এব্যতীত তোমাকে আমরা দিয়ে দেই সঠিক ভাবে (সমাধান) ও অতি উত্তম

تَفْسِيْرًا ﴿٣٣﴾ اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى

ব্যাখ্যা (প্রদান করি) যাদেরকে একত্রিত করা হবে উপর (ভর করে) তাদের মুখমন্ডলের দিকে

جَهَنَّمَ ۙ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ

জাহান্নামের ঐসবলোকের (জন্যে হবে) নিকৃষ্ট অবস্থান ও চূড়ান্ত ভাবে ভ্রষ্ট হয়েছে পথ এবং নিশ্চয়ই

اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗٓ اَخَاهُ هٰرُوْنَ

আমরা দিয়ে ছিলাম মূসাকে কিতাব ও আমরা করে ছিলাম তার সাথে তার ভাই হারুনকে

وَزِيْرًا ﴿٣٥﴾

সাহায্যকারী

৩২. অমান্যকারীরা বলেঃ "এই ব্যক্তির উপর সমস্ত কুরআন একই সময় নাযিল করা হল না কেন?" - হ্যাঁ এরূপ করা হয়েছে এজন্য যে, আমরা তা খুব ভালোভাবে তোমার মন-মগজে বদ্ধমূল করছিলাম, আর (এ উদ্দেশ্যেই) আমরা তা এক বিশেষ ধারায় আলাদা আলাদা অংশে সজ্জিত করেছি।

৩৩. আর (এতে এই কল্যাণের উদ্দেশ্যও নিহিত রয়েছে যে,) যখনই তারা তোমার সামনে কোন নতুন কথা (বা আশ্চর্যজনক প্রশ্ন) নিয়ে এসেছে, তার জওয়াব সংগে সংগে আমরা তোমাকে জানিয়ে দিয়েছি এবং অতি উত্তমভাবে মূল কথাকে ব্যক্ত করে দিয়েছি।"

৩৪. যারা উল্টোভাবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে তাদের অবস্থান খুবই খারাব এবং তাদের পথ চূড়ান্তভাবে ভ্রান্ত।

রুকু ঃ ৪

৩৫. আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছি[৫] এবং তাঁর সাথে তাঁর ভাই হারুনকে সাহায্যকারী হিসাবে নিযুক্ত করে দিয়েছি।

৫। এখানে কিতাব বলতে সম্ভবতঃ সে কিতাব বুঝাচ্ছে না মিশর থেকে বহির্গত হওয়ার পর হযরত মূসাকে (আঃ)-যা দেয়া হয়েছিল। বরং এখানে কিতাবের অর্থ সেই হেদায়াত যা নবুয়্যাতের মর্যাদা প্রাপ্তির সময়

(বাকী অংশ অপর পাতায়)

فَقُلْنَا اذْهَبَآ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا

আমরা অতঃপর বলেছিলাম | দু'জনে যাও | প্রতি | (সেজাতির) লোকদের | যারা | মিথ্যা ভেবেছে

بِاٰيٰتِنَا ؕ فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ﴿٣٦﴾ وَ قَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا

আমাদের নির্দশনা বলীকে | তাদেরকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি | ধ্বংস (সম্পূর্ণরূপে) | এবং | জাতি | নূহের | যখন | মিথ্যারোপ করেছিল

الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ وَ جَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ؕ وَ اَعْتَدْنَا

রাসূলদেরকে | তাদেরকে আমরা ডুবিয়ে দিয়েছি | এবং | তাদেরকে আমরা করেছিলাম | লোকদের জন্যে | নিদর্শন | আর | আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি

لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٣٧﴾ وَّ عَادًا وَّ ثَمُوْدَاۡ وَ اَصْحٰبَ

যালেমদের জন্যে | শাস্তি | মর্মন্তুদ | এবং (ধ্বংস করেছি) | আদ | ও | সামূদ | ও | অধিবাসী

الرَّسِّ وَ قُرُوْنًۢا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ﴿٣٨﴾

রাস্ | এবং | শতাব্দীসমূহে | মাঝের | এদের | অনেক (লোক)

৩৬. আর তাদেরকে বলেছি যে, তোমরা দু'জন যাও সে জাতির লোকজনের নিকট যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে। শেষ পর্যন্ত আমরা সেই লোকদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি।

৩৭. নূহের জাতির লোকজনের এই অবস্থাই দেখা দিল যখন তারা নবী-রসূলদেরকে অমান্য করল, আমরা তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম এবং দুনিয়ার লোকজনের জন্য এক উপদেশ সামগ্রী বানিয়ে দিলাম। এই যালেমদের জন্য মর্মন্তুদ আযাব আমাদের নিকট প্রস্তুত রয়েছে।

৩৮. অনুরূপভাবে 'আদ, সামুদ ও রস' বাসী[৬] এবং মাঝখানের শতাব্দীর বহুসংখ্যক লোককে (ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।)

হতে মিশর থেকে বহির্গত হওয়া পর্যন্ত হযরত মূসাকে (আঃ) দিয়ে আসা হয়েছিল। এর মধ্যে সেই ভাষণগুলিও অন্তর্ভুক্ত আছে যা আল্লাহতা'আলার নির্দেশে হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউনের দরবারে দিয়েছিলেন। আর সেই হেদায়াতও এর অন্তর্ভুক্ত যা ফেরাউনের বিরুদ্ধে চেষ্টা-সংগ্রামে তাঁকে ক্রমাগত দেয়া হয়েছিল। কুরআনে স্থানে স্থানে এগুলির উল্লেখ আছে। কিন্তু খুব সম্ভব এ জিনিসগুলি তৌরাতে শামিল করা হয়নি। তৌরাতের সূচনা সেই দশ নির্দেশ থেকে হয়েছে যা বহির্গমনের পর সিনাই পর্বতে প্রস্তর-খোদিত লিপিরূপে তাঁকে দেয়া হয়েছিল।

৬। 'রস্' আরবী ভাষায় পুরাতন অথবা মজে যাওয়া কূপকে বলা হয় 'রসবাসী' হচ্ছে সেই সম্প্রদায় যারা নিজেদের নবীকে কূপে নিক্ষেপ করে অথবা ল'টকে দিয়ে হত্যা করেছিল।

وَ كُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ ز وَ كُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ﴿٣٩﴾ وَ لَقَدْ

এবং — প্রত্যেক (জাতিকে) — আমরা বর্ণনা দিয়েছি — তার জন্যে — দৃষ্টান্ত সমূহ (পূর্বের) — এবং — প্রত্যেককে — আমরা ধ্বংস করেছি — ধ্বংস (সম্পূর্ণরূপে) — এবং — নিশ্চয়ই

اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيْٓ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ط اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا ج

তারা আসা যাওয়া করে — উপর (দিয়ে) — (সেই) জনপদের — যার (উপর) — বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল — বৃষ্টি — নিকৃষ্ট রকমের — না তবেকি — তা তারা দেখে থাকে

بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا ﴿٤٠﴾ وَ اِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ

বরং — তারা হল (এমন যে) — না — আশংকা করে — পুনরুত্থানের — এবং — যখন — তোমাকে তারা দেখে — না — তোমাকে তারা গ্রহণ করে

اِلَّا هُزُوًا ط اَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا ﴿٤١﴾ اِنْ كَادَ

এ ব্যতীত যে — বিদ্রুপের পাত্ররূপে — (তারা বলে) এই কি — যাকে — পাঠিয়েছেন — আল্লাহ — রাসূলরূপে — উপক্রম হয়েছিল

لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْ لَآ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ط وَ سَوْفَ

আমাদেরকে দূরে সরিয়েই দিত — হতে — আমাদের দেবতা গুলো — যদি — না — আমরা দৃঢ় থাকতাম — তাদের উপর — আর — শীঘ্রই

يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٤٢﴾

তারা জানতে পারবে — যখন — তারা দেখবে — শাস্তি — কে — চূড়ান্তরূপে ভ্রষ্ট হয়েছে — পথ

৩৯. তন্মধ্যে প্রত্যেককেই আমরা (পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের) দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছি আর শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত ভাবে ধ্বংস করেছি।

৪০. সেই জনপদে তারা উপস্থিত হয়েছে যার উপর নিকৃষ্ট রকমের বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল[৭]। এরা কি তার অবস্থা দেখেনি? কিন্তু আসলে এরা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের কোন আশাই পোষণ করত না।

৪১. এই লোকেরা যখন তোমাকে দেখে তখন তোমাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও তামাশা ছাড়া আর কিছু করে না। (তারা বলে) "এই ব্যক্তিকেই কি আল্লাহ তাঁর রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন?

৪২. এ লোকটি তো আমাদেরকে 'গোমরাহ' করে আমাদের উপাস্য দেবতা ও মাবুদ হতে বিপরীতমুখীই বানিয়ে দিত যদি আমরা তাদের প্রতি ভক্তির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে না থাকতাম।" ঠিক আছে, সে সময় দূরে নয় যখন আযাব দেখে তারা নিজেরা জেনে নিবে যে, কারা গোমরাহীতে পড়ে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল।

৭। লূত (আঃ) এর কওমের বস্তি। নিকৃষ্ট রকমের বৃষ্টি অর্থাৎ প্রস্তর বৃষ্টি।

اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ ؕ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ

তুমি(ভেবে) দেখছ কি | যে | গ্রহণ করেছে | ইলাহরূপে | তার বাসনা লালসাকে | তুমি তবে কি | হয়েছে | তার উপর

وَكِيْلًا ۙ﴿۴۳﴾ اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ ؕ

কর্মবিধায়ক | অথবা কি | মনে কর তুমি | যে | তাদের অধিকাংশ | শুনতে পায় | অথবা | বুঝতে পারে

اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿۴۴﴾ اَلَمْ تَرَ

নয় | তারা | এব্যতীত | যেমন | চতুষ্পদ পশু | বরং | তারা | অধিকতর ভ্রষ্ট হয়েছে | পথ | তুমি(ভেবে)দেখ নাই কি,

اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ۚ

প্রতি | তোমার রবের | কেমনে | তিনি বিস্তার করেছেন, | ছায়া | এবং | যদি | তিনি চাইতেন | তাকে অবশ্যই করেদিতে পারতেন | স্থির

ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ۙ﴿۴۵﴾ ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا

এরপর | আমরা করেছি | সূর্যকে | তার উপর | দলীল | এরপর | তাকে আমরা গুটিয়ে আনি | আমাদের দিকে

قَبْضًا يَّسِيْرًا ﴿۴۶﴾

গুটিয়ে | ধীর ভাবে

---

৪৩. তুমি কি কখনো সেই লোকের অবস্থা চিন্তা করেছ যে নিজের মনের বাসনা-লালসাকে আপন ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? এরূপ ব্যক্তিকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব তুমি নিতে পার কি?

৪৪. তুমি কি মনে কর, এদের অধিকাংশ লোকই শুনতে পায় ও বুঝতে পারে? আসলে এরা তো জন্তু-জানোয়ারের মত, বরং তাদের হতেও অধিকতর পথভ্রষ্ট।

রুকু : ৫

৪৫. তুমি কি দেখনি, কিভাবে তোমার রব ছায়া বিস্তার করে দেন? তিনি চাইলে তাকে স্থিতিশীল ছায়া বানিয়ে দিতে পারতেন। আমরা সূর্যকে তার উপর দলীল বানিয়ে দিয়েছি[৮]।

৪৬. (সূর্য যেভাবে উপরে উঠতে থাকে) আমরা এই ছায়াকে ধীরে ধীরে ও ক্রমাগত ভাবে নিজের দিকে গুটিয়ে নিয়ে যাই[৯]।

৮। 'দলীল' মাল্লাদের পরিভাষায় সেই ব্যক্তিকে বলা হয় যে নৌকার রাস্তা দেখায়। ছায়াকে সূর্যের 'দলীল' বানানো অর্থ ছায়ার প্রসারিত ও সংকুচিত হওয়া নির্ভর করে সূর্যের(উত্থান-পতন ও উদয়-অস্তের) ওপর।

৯। নিজের দিকে গুটিয়ে লওয়ার অর্থাৎ অদৃশ্য করে দেয়া, কেননা প্রত্যেক জিনিস যা অস্তিত্বহীন হয় তা আল্লাহর দিকে ফিরে যায়। প্রত্যেক জিনিস তাঁর দিক থেকে আসে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যায়।

وَ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا

এবং | তিনিই (আল্লাহ) | যিনি | করেছেন | তোমাদের জন্যে | রাতকে | আবরণও পোষাক স্বরূপ

وَّ النَّوْمَ سُبَاتًا وَّ جَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ﴿٤٧﴾ وَ هُوَ الَّذِىْٓ

ও | নিদ্রাকে (করেছেন) | (মৃত্যুর সম) বিশ্রাম স্বরূপ | ও | তিনি করেছেন | দিনকে | জীবন্ত করে উত্থানস্বরূপ | এবং | তিনিই | যিনি

اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَ اَنْزَلْنَا مِنَ

প্রেরণ করেন | বাতাসকে | সুসংবাদরূপে | প্রাক্কালে | তাঁর রহমতের | এবং | আমরা বর্ষণ করি | হতে

السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ﴿٤٨﴾ لِّنُحْۦِىَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّ نُسْقِيَهٗ

আকাশ | পানি | বিশুদ্ধ | সঞ্জীবিত করি আমরা যেন | তাদ্বারা | ভূখণ্ডকে | মৃত | ও | তা পান করাই আমরা

مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّ اَنَاسِىَّ كَثِيْرًا ﴿٤٩﴾ وَ لَقَدْ صَرَّفْنٰهُ

যাদের মধ্যে | আমরা সৃষ্টি করেছি | জীবজন্তু | ও | মানুষ | বহু | এবং | নিশ্চয়ই | তা আমরা বারবার পেশ করি

بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ۖ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٥٠﴾

তাদের মাঝে | তারা শিক্ষা নেয় যেন | কিন্তু অস্বীকার করে | অধিকাংশ | লোক | (আর) কেবল | অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে

---

৪৭. তিনি আল্লাহই, যিনি রাতকে তোমাদের জন্য পোশাক, নিদ্রাকে মৃত্যুসম বিশ্রাম এবং দিনকে জীবন্ত হয়ে উঠার সময় বানিয়ে দিয়েছেন।

৪৮. এবং তিনিই স্বীয় রহমতের আগে আগে বাতাসটা সুসংবাদ করে পাঠিয়ে থাকেন। পরে আসমান হতে পরিচ্ছন্ন-পবিত্র পানি নাযিল করেন।

৪৮. যেন একটি মৃত অঞ্চলকে উহার সাহায্যে জীবন দান করেন এবং স্বীয় সৃষ্টিলোকের বহু জন্তু-জানোয়ার ও মানুষকে সিক্ত-পরিতৃপ্ত করে দেন।

৫০. এই কীর্তিকে আমরা বার বার তাদের সম্মুখে পেশ করি, যেন তারা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক কুফর ও নাশুকরী ছাড়া অপর কোন আচরণ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বসে।

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ

আর যদি আমরা চাইতাম আমরা অবশ্যই পাঠাতাম মধ্যে প্রত্যেক জনপদের একজন সতর্ককারী সুতরাং না তুমি মেনো কাফেরদেরকে

وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ﴿٥٢﴾ وَهُوَ الَّذِيْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ

এবং জেহাদ কর তাদের (সাথে) এদ্বারা জেহাদ প্রবল এবং তিনি (আল্লাহ) যিনি মিলিয়ে প্রবাহিত করেছেন দুই সমুদ্রকে

هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا

এটা মিষ্ট সুপেয় এবং ওটা লোনা বিস্বাদ এবং তিনি করেছেন উভয়ের মাঝে

بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿٥٣﴾ وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ

অন্তরায় ও আড়াল দুর্ভেদ্য এবং তিনিই যিনি সৃষ্টি করেছেন হতে পানি

بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ﴿٥٤﴾

মানুষকে অতঃপর তা স্থাপন করেছেন বংশগত সম্পর্ক ও বৈবাহিক সম্পর্ক আর হলেন তোমার রব (সবকিছুর উপর) ক্ষমতাবান

---

৫১. আমরা যদি চাইতাম, তবে এক একটি জনপদে এক একজন ভয় প্রদর্শক দাঁড় করে দিতাম[১০]।

৫২. অতএব হে নবী, কাফের লোকদের কথা কস্মিন কালেও মেনো না, আর এই কুরআনকে নিয়ে তাদের সাথে বড় জেহাদ কর।

৫৩. আর তিনিই দুই সমুদ্রকে মিলিত করে রেখেছেন, তাদের একটি মিষ্ট সুস্বাদু, আর অপরটি তিক্ত লবনাক্ত। আর দুটির মাঝখানে একটি যবনিকা বিদ্যমান, একটি প্রতিবন্ধকতা এই দুটিকে পরস্পর সংমিশ্রিত হতে বাধা দান করছে[১১]।

৫৪. এবং তিনিই পানি হতে একজন মানুষ সৃষ্টি করেছেন। পরে তার হতে বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্ক গত দুটি স্বতন্ত্র আত্মীয়তার ধারা শুরু করেছেন। তোমার আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী।

১০। অর্থাৎ এরূপ করা আমার ক্ষমতার বহির্ভূত ছিল না। আমি যদি চাইতাম তবে স্থানে স্থানে নবী পয়দা করতে পারতাম। কিন্তু আমি এরূপ করি নাই। বরং সারা দুনিয়ার জন্য একজন মাত্র নবী উত্থিত করেছি যেমন একটি সূর্য সারা পৃথিবীর জন্য যথেষ্ট সেরূপভাবে হেদায়াতের এক সূর্য সমস্ত জগৎবাসীর জন্য যথেষ্ট।

১১। যেখানে কোন বড় নদী সমুদ্রে এসে পড়ে এরূপ প্রত্যেক স্থানে এ অবস্থা দেখা যায়। এ ছাড়া সমুদ্রের মধ্যেও বিভিন্ন জায়গায় মিঠা পানির উৎস দেখা যায় যা সমুদ্রের নিতান্ত কটুপানির মধ্যেও নিজের মিঠা স্বাদ বজায় রাখে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ-বাহরাইন ও অন্যান্য জায়গায় পারস্য উপসাগরের তলদেশ থেকে এই রকম বহু উৎস নির্গত আছে যার থেকে লোক মিঠা পানি গ্রহণ করে।

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ

ও তারা ইবাদত করে পরিবর্তে আল্লাহর না (এমন কিছুর) যা তাদের উপকার করতে পারে না আর তাদের ক্ষতি করতে পারে আর না হল

الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ

কাফেররা বিরুদ্ধে তার রবের সাহায্যকারী (প্রত্যেক বিদ্রোহীর) এবং না তোমাকে আমরা প্রেরণ করেছি এব্যতীত যে সুসংবাদদাতা ও

نَذِيرًا ﴿٥٦﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ

সতর্ককারীরূপে বল না তোমাদের(নিকট) চাচ্ছি আমি এর জন্যে কোন বিনিময় তবে (এতটুকু) যে ইচ্ছে করে

أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي

সে গ্রহণ করুক দিকে তার রবের পথ এবং ভরসা কর উপর চিরঞ্জীব (আল্লাহর) যিনি

لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿٥٨﴾

না মরবেন (কক্ষণ) ও তসবীহ কর আর তার প্রশংসাসহ যথেষ্ট এব্যাপারে গোনাহসমূহ সম্পর্কে তাঁরবান্দাদের (তাঁরই) অবহিত হওয়া

৫৫. এই আল্লাহকে ত্যাগ করে লোকেরা এমন সব জিনিসের পূজা করে যা তাদের না কোন কল্যাণ করতে পারে, না পারে অকল্যাণ করতে। উপরন্তু কাফের লোক তাদের আল্লাহর বিরুদ্ধে প্রত্যেক বিদ্রোহীর সাহায্যকারী হয়ে রয়েছে।

৫৬. হে নবী! তোমাকে তো আমরা শুধু একজন সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক বানিয়ে পাঠিয়েছি[১২]।

৫৭. তাদেরকে বল "আমি এই কাজে তোমাদের নিকট কোনরূপ পারিশ্রমিক বা মজুরী চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো শুধু এই যে, যার ইচ্ছা হবে সে যেন তার রবের পথ অবলম্বন করে।"

৫৮. হে নবী! সেই রবের উপর ভরসা রাখ, যিনি চিরঞ্জীব, ক্খনই মরবেন না। তাঁর হাম্দ সহকারে তাঁর তসবীহ্‌ কর। তার বান্দাদের গুনাহসমূহ সম্পর্কে কেবল তাঁরই ওয়াকিফহাল হওয়া যথেষ্ট।

১২। অর্থাৎ তোমার কাজ না কোন ঈমান আনয়নকরীকে পুরস্কার দেয়া আর না কোন অমান্যকারীকে শাস্তি দেয়া। ঈমানের দিকে কাউকে বাধ্য করে আনা ও অমান্য করা থেকে কাউকে যবরদস্তি বিরত রাখার কাজে তোমাকে নিযুক্ত করা হয়নি। তোমার দায়িত্ব এর থেকে বেশী কিছু নয় - যে সঠিক পথ গ্রহণ করে তাকে সুপরিণাম সম্পর্কে সুসংবাদ দেয়া এবং যে নিজের অসৎ পন্থায় রত থাকে তাকে আল্লাহর পাকড়াওয়ের ভয় প্রদর্শন করা।

الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ

যিনি | সৃষ্টি করেছেন | আকাশমন্ডলি | ও | পৃথিবী | এবং | যা কিছু | উভয়ের মাঝে (আছে) | মধ্যে | ছয়

اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ اَلرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهٖ

দিনে | এরপর | সমাসীনহন | উপর | আরশের | অশেষ দয়াবান | সুতরাং জিজ্ঞেস কর | তাঁর সম্পর্কে

خَبِيْرًا ﴿٥٩﴾ وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَ مَا

(তাদের হতে) যারা অবহিত | এবং | যখন | বলা হয় | তাদেরকে | তোমরা সিজদা কর | দয়াময়কে | তারা বলে | কে আবার

الرَّحْمٰنُ ق اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَ زَادَهُمْ نُفُوْرًا ﴿٦٠﴾ تَبٰرَكَ

(সেই) দয়াময় | আমরা কি সিজদা করব | (তাকে) যাকে | আমাদের তুমি নির্দেশ দেবে | আর | তাদের বৃদ্ধি করল (এভাবে) | বিমুখিতা | বড়ঃবরকতময়

الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّ جَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّ

(সেই সত্তা) যিনি | স্থাপন করেছেন | মধ্যে | আকাশের | বুরুজ | ও | স্থাপন করেছেন | তার মধ্যে | প্রদীপ | ও

قَمَرًا مُّنِيْرًا ﴿٦١﴾

চন্দ্র | উজ্জ্বল

৫৯. যিনি ছয় দিনে যমীন ও আকাশমন্ডলকে এবং সেই সব জিনিস, যা এ দুটির মধ্যে রয়েছে, বানিয়ে দিয়েছেন। পরে তিনি নিজেই 'আরশ-এর উপর আসীন হলেন। তিনি মহান দয়াবান, তাঁর বিরাট মর্যাদা সম্পর্কে যারা যারা জানে তাদের নিকটই জিজ্ঞাসা কর।

৬০. এই লোকদেরকে যখন বলা হয় যে, এই 'রহমান'কে সিজদা কর, তখন তারা বলে "রহমান আবার কে? তুমি যাকে বলবে, কেবল তাকেই কি আমরা সিজদা করে বেড়াব?" এই আহবান তাদের ঘৃণা ও বিরক্তি-ভাব আরো বৃদ্ধি করে দেয়। (সিজদা)

রুকু ঃ ৬

৬১. বড়ই বরকতওয়ালা মহান সেই সত্তা, যিনি আকাশমন্ডলে বুরুজসমূহ স্থাপন করেছেন এবং তাতে একটি প্রদীপ ও একটি আলোক মন্ডিত চাদ উজ্জ্বল করেছেন।

وَ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ خِلْفَةً

এবং তিনিই যিনি বানিয়েছেন রাতকে ও দিনকে পরস্পরের অনুগামী

لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ﴿٦٢﴾ وَ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ

(এসব নির্দশন) তার জন্যে যে চায় উপদেশ গ্রহণ করতে অথবা চায় কৃতজ্ঞ হতে আর বান্দারা দয়াময়ের

الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ

(তারাই) যারা চলাফেরা করে উপর জমীনের নম্রতা সহকারে আর যখন তাদেরকে সম্বোধন করে

الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴿٦٣﴾ وَ الَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ

অজ্ঞলোকেরা তারা বলে (তোমাদেরকে) সালাম এবং যারা রাত কাটায় তাদের রবের উদ্দেশ্যে

سُجَّدًا وَّ قِيَامًا ﴿٦٤﴾ وَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا

সিজদায় ও দাড়ান অবস্থায় এবং যারা বলে হে আমাদের রব বিদূরিত কর আমাদের হতে

عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ اِنَّهَا سَآءَتْ

শাস্তি জাহান্নামের নিশ্চয়ই তার আযাব হল প্রাণান্তকর তা নিশ্চয়ই কত নিকৃষ্ট

مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا ﴿٦٦﴾

বিশ্রামস্থল ও বাসস্থান

৬২. তিনিই রাত ও দিনকে পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছেন এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে জ্ঞান লাভ করতে চায় কিংবা শোকর আদায়কারী হতে চায়।

৬৩. রহমানের (আসল) বান্দাহ তারা যারা যমীনের বুকে নম্রতার সাথে চলাফেরা করে[১৩], আর জাহেল লোকেরা তাদের সাথে কথা বলতে আসলে বলে দেয় যে, তোমাদের সালাম;

৬৪. যারা নিজেদের রব-এর সম্মুখে সিজদা করে ও দাড়িয়ে থেকে রাত অতিবাহিত করে;

৬৫. যারা দো'আ করে এই বলে " হে আমাদের রব, জাহান্নামের আযাব হতে আমাদেরকে বাঁচাও। তার আযাব তো বড়ই প্রাণান্তকর ভাবে লেগে থাকে।

৬৬. বিশ্রামস্থলরূপে ও বাসস্থানরূপে তা তো বড়ই জঘন্য।

১৩। অর্থাৎ অহংকারে স্ফীত হয়ে ঔদ্ধত্য ভরে তারা চলে না। অত্যাচারী ও বিপর্যয়কারীদের ন্যায় নিজেদের চাল-চলন দ্বারা শক্তির বাহাদুরী দেখানোর চেষ্টা তারা করে না; বরং তাদের চলন এক শরীফ (সম্ভ্রম-বোধ সম্পন্ন) সুস্থ প্রকৃতি ও নেক-মেজাজ (সৎ স্বভাব বিশিষ্ট) মানুষের মত হয়ে থাকে।

وَ الَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَ لَمْ

এবং | তারা (এমন যে) | যখন | খরচ করে | না | অপব্যয় করে | আর | না

يَقْتُرُوْا وَ كَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ وَ الَّذِيْنَ لَا

কার্পণ্য করে | বরং | থাকে | মাঝে | এই (দুয়ের) | দণ্ডায়মান | এবং | যারা | না

يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ

ডাকে | সাথে | আল্লাহর | ইলাহ | অন্যকে | আর | না | হত্যা করে | কোন প্রাণকে | যাকে

حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَزْنُوْنَ ج وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ

নিষিদ্ধ করেছেন | আল্লাহ | তবে | যথার্থ কারণ (হলে ভিন্ন কথা) | আর | না | ব্যভিচার করে | এবং | যে | করবে | এটা | অর্জনকরবে

اَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ يَخْلُدْ

গুনাহ | দ্বিগুণ করা হবে | তার জন্যে | আযাব | দিনে | কিয়ামতের | এবং | স্থায়ীহবে

فِيْهٖ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ اِلَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا

তার মধ্যে | হীন অবস্থায় | তবে | যে | তওবা করবে | ও | ঈমান আনবে | ও | কাজ করবে | কর্ম | সৎ

فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ط وَ كَانَ اللّٰهُ

তখন ঐসবলোকদেরকে | বদলিয়ে দেবেন | আল্লাহ | অন্যায়কে | তাদের | ভালোয় | আর | হলেন | আল্লাহ

غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٠﴾

ক্ষমাশীল | মেহেরবান

---

৬৭. যারা খরচ করলে –না বেহুদা খরচ করে, না কার্পণ্য করে; বরং দুই সীমার মাঝখানে মধ্যম নীতির উপর দাঁড়িয়ে থাকে;

৬৮. যারা আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদকে ডাকে না, আল্লাহর হারাম করা কোন প্রাণকে অকারণে ধ্বংস করে না, না ব্যভিচারে লিপ্ত হয়- এই কাজ যারা করে তারা নিজেদের গুনাহের প্রতিফল পাবে;

৬৯. কেয়ামতের দিন তাদেরকে পৌনঃপুনিক আযাব দেওয়া হবে, এবং তাতেই তারা লাঞ্ছনা সহকারে পড়ে থাকবে।

৭০. এ হতে বাঁচবে তারা যারা (এসব গুনাহ করার পর) তওবা করে নিয়েছে এবং ঈমান এনে নেক্ আমল করতে শুরু করেছে। এই লোকদের দোষ-ত্রুটি ও অন্যায়কে আল্লাহতা'আলা ভালো দিয়ে বদলিয়ে দেবেন; আর তিনি বড়ই ক্ষমাশীল দয়াবান্।

وَ مَنْ تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ

এবং যে তওবা করে ও কাজ করে নেকীর তখন সে নিশ্চয়ই ফিরে আসে

اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ۝٧١ وَ الَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَ اِذَا مَرُّوْا

দিকে আল্লাহর অনুতপ্ত হয়ে এবং যারা না সাক্ষ্য দেয় মিথ্যার এবং যখন অতিক্রম করে

بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ۝٧٢ وَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ

কোন অর্থহীন বিষয়কে তারা অতিক্রম করে ভদ্র ভাবে এবং তাদেরকে যখন স্মরণ করান হয় আয়াতগুলোকে তাদের রবের

لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّ عُمْيَانًا ۝٧٣ وَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ

না তারা পড়ে থাকে তার উপর অন্ধ ও বধির হয়ে এবং যারা বলে

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ

হে আমাদের রব বানিয়ে দাও আমাদের জন্যে আমাদের স্ত্রীদেরকে ও আমাদের বংশধরদেরকে শীতলতা (অর্থাৎ শান্তি) চক্ষুসমূহের এবং

اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ۝٧٤

আমাদেরকে বানাও মুত্তাকীদের জন্যে নেতা

৭১. যে ব্যক্তি তওবা করে নেক আমলের নীতি গ্রহণ করে সে তো আল্লাহর দিকে ফিরে আসে যেমন ফিরে আসা উচিত;

৭২. (আর রহমানের বান্দাহ তারা) যারা মিথ্যার সাক্ষী হয়না; আর কোন অর্থহীন বিষয়ের নিকট দিয়ে অতিক্রম করতে হলে তারা শরীফ মানুষের মতই অতিক্রম করে।

৭৩. যাদেরকে তাদের রবের আয়াত শুনায়ে নসীহত করা হলে তারা তার উপর অন্ধ ও বধির হয়ে পড়ে থাকে না,

৭৪. যারা দোআ করতে থাকে "হে আমাদের রব, আমাদের স্ত্রীদের ও আমাদের সন্তানদের দিয়ে আমাদের চোখসমূহের শীতলতা দাও এবং আমাদেরকে পরহেযগার লোকদের ইমাম বানাও[১৪]।"

১৪। অর্থাৎ আমরা যেন তাকওয়া ও আনুগত্যে সকলের অগ্রণী হই, ভাল ও পূণ্য কাজে সকলের আগে চলি, শুধু মাত্র সৎ না হই বরং সৎ মানুষের নেতা ও চালক হই; এবং যেন আমাদের মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় পূণ্য ও সততার প্রসার ঘটে। এখানে এ বিষয়ের উল্লেখ আসলে এই কথা জানানোর জন্য যে ঃ এরা হচ্ছে সেই সব লোক যারা ধন-দৌলত, শান-শওকত, ওহাশমত, দবদবায়, আড়ম্বর ও ঠাঁট-বাটে নয় বরং নেকী ও পরহেযগারী , পূণ্য ও সংযম-সততায় একে অপরের থেকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

৭৫. এরাই হচ্ছে সেই লোক যারা নিজেদের সবর-এর প্রতিদানস্বরূপ উচ্চতম মনযিল পাবে। সাদর সম্ভাষণ ও শুভ সম্বোধন সহকারে তাদের সম্বর্ধনা হবে।

৭৬. তারা সব সময়ই সেখানে থাকবে। কতই না উত্তম সেই বিশ্রামস্থল, কতই না উত্তম সেই বাসস্থান।

৭৭. হে নবী! লোকদেরকে বল "আমার রব তোমাদের একটুও পরোয়া করে না, তোমরা যদি তাঁকে না ডাক[১৫]; এখন তো তোমরা অস্বীকার করছ। অতিশীঘ্র এমন শাস্তি পাবে যে, প্রাণ বাঁচানোই কঠিন হবে।"

১৫। অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা না কর, তাঁর ইবাদত না কর, নিজের প্রয়োজনে সাহায্যের জন্য তাঁকে না ডাকো তবে জেনে রাখ আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের এমন কোন গুরুত্ব নেই যে তিনি তোমাদেরকে একটা তুচ্ছ পালকের মতও গুরুত্ব দেবেন। নিছক সৃষ্টি হওয়ার দিক দিয়ে তোমাদের ও পাথরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তোমাদের জন্য আল্লাহতা'আলার কিছু আটকে যায় না যে তোমরা যদি তাঁর বন্দেগী না কর, তবে তাঁর কোন কাজে বাধা হবে। যে জিনিস তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ-দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে তাঁর কাছে তোমাদের হাত প্রসারিত করা, তাঁর কাছে তোমাদের ভিক্ষা ও প্রার্থনা করা। এ যদি না কর তবে আবর্জনা-জঞ্জালের মত তোমাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে।

معانى الفاظ
القرآن المجيد
المجلد الخامس
عربى - بنغالى
المترجم
مطيع الرحمن خان